অন্নদাশঙ্কর রায়

দুঃখমোচন

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৩
দ্বিতীয় সংস্করণ ... ১৩৫৩
তৃতীয় সংস্করণ আশ্বিন ১৩৬০

পাঁচ টাকা

প্রচ্ছদপট শ্রীমতী লীলা রায়ের আঁকা।

৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা ৬, ডি এম লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস
কর্তৃক প্রকাশিত। ৮৩বি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬, বাণী-শ্রী প্রেসে
শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

দুঃখমোচন

সত্যাসত্য

প্রথম খণ্ড

যার যেথা দেশ

দ্বিতীয় খণ্ড

অজ্ঞাতবাস

তৃতীয় খণ্ড

কলঙ্কবতী

চতুর্থ খণ্ড

দুঃখমোচন

পঞ্চম খণ্ড

মর্ত্যের স্বর্গ

ষষ্ঠ খণ্ড

অপসরণ

চরিত্রপরিচিতি

বাদলচন্দ্র সেন—এই উপন্যাসের নায়ক
সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—তার বন্ধু
উজ্জয়িনী—তার স্ত্রী
কুমারকৃষ্ণ দে সরকার—তার ও সুধীর বয়স্য
অশোকা তালুকদার—সুধীর 'মনের খুশ'
বিভূতিভূষণ নাগ—সুধীর বয়স্য, ডলির পূর্ব প্রেমিক
ডলি মিটার—উজ্জয়িনীর দিদি
মন্মথ মিটার—ডলির স্বামী, ব্যারিস্টার
সুজাতা গুপ্ত—উজ্জয়িনীর মা, সদ্য বিধবা
মহিমচন্দ্র সেন—বাদলের বাবা, রায় বাহাদুর
জাস্টিস তালুকদার—অশোকার বাবা
মায়া তালুকদার—অশোকার মা
মুকুল তালুকদার—অশোকার ভাই
স্নেহময় রায়চৌধুরী—অশোকার প্রার্থী
তারাপদ কুণ্ডু—প্রসিদ্ধ দলপতি ও বহুরূপী
এলেনর মেলবোর্ন হোয়াইট—সুধীর 'আণ্ট'
ডক্টর মেলবোর্ন হোয়াইট—এলেনরের ভাই
মাদাম দ্যুপোঁ—সুধীর ল্যাণ্ডলেডী

আট

সুজেৎ দুপোঁ—মাদামের মেয়ে

মার্সেল—মাদামের পালিতা কন্যা, সুধীর 'বোন'

গোয়েনডোলেন স্ট্যানহোপ—আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী

মার্গারেট বেকেট—আশ্রমিক, পরে কমিউনিস্ট

ভিলি—জর্জিয়াদেশের পলাতক

মিসেস ক্রেজার—এক অফিসারের স্ত্রী

মিস ম্যাকফার্লেন—বোর্ডিং হাউসের মালিক

মিসেস ব্যারন—বোর্ডিং হাউসের আপদ

মারিয়ানা ভাইসমান—বাদলের নৃত্যসহচরী

ডাক্তার ভাদুড়ী—অশোকার মামা, আমাদেরও

সৌদামিনী খান্না—অশোকার সহপাঠিনী

ফাল্গুনী সেনগুপ্ত—উজ্জয়িনীর 'বুলুদা'

পটবর্ধন—বম্বের শ্রমিক নেতা

মিটেলহল্‌ৎসার—নাৎসী জার্মান

—আরো অনেকে—

বীররাঘবনের

স্মারক

পরিচ্ছেদসূচী

এই খণ্ডের রচনাকাল ১৯৩৫-৩৬

দ্বিতীয় সংস্করণে কতক অংশ পরিত্যক্ত বা পরিবর্তিত হয়েছিল। তৃতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে।

দুঃখমোচন

দায়িত্ব

১

অশোকা তালুকদারকে তার মেড এসে খবর দিল কে একজন মিস্টার সেন তার সাক্ষাৎপ্রার্থী। অশোকা তখন চায়ের জন্যে কাপড় ছাড়ছিল, ভাবছিল কোন শাড়ীটা পরা যায়, স্ত্রীজাতির শাশ্বত ভাবনা। বলল, "ওঃ। মিস্টার সেন? তিনিও চা খাবেন, নেলী। তাঁকে লনে নিয়ে গিয়ে বসতে দাও।"

বাদলের সঙ্গে সেদিন সুধীর ওখানে ভালো করে আলাপ করা হয়নি বলে অশোকা তাকে আসতে লিখেছিল। কিন্তু সে যে আসবে তা অশোকার বিশ্বাস হয়নি। এসেছে শুনে খুশি হয়ে অশোকা আর দ্বিধা করল না। একখানা সবুজ রঙের নক্ষত্রখচিত নারঙ্গী রঙের শাড়ী পরে ও যথাবিহিত প্রসাধন সমাপ্ত করে অশোকা বাইরে এসে দেখল বাদল একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে চিন্তা সাগর পাড়ি দিচ্ছে। তার চোখে দেশাধিকারকের স্বপ্ন।

"কেমন আছেন, মিস্টার সেন?" অশোকা নমস্কার করে বলল। "আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলুম। ভারি অন্যায়।"

"না, অন্যায় আর কী!" বাদল অভয় দিয়ে বলল, "প্রসাধনই মেয়েদের সাধনা।"

অশোকা লজ্জিত হয়ে বলল, "তা নয় তো কী! আপনাদের মতো কেবল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার, চুলচেরা তর্ক। ক্রী উইল না ডিটারমিনিজম্‌। ফাঁসি না দ্বীপান্তর!"

বাদল অশোকার স্মৃতির সুখ্যাতি করল। তার মনে পড়ছিল সে প্রথম দর্শনের দিন অশোকার সামনেই সুধীদাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল।

অশোকা বলল, "আমার চিঠিখানা ঠিক পেয়েছিলেন তো?"

বাদল বলল, "বা রে চিঠি না পেলে আসতুম কী করে?"

"তাই তো। আমি কী বোকা!" অশোকা মিষ্টি হেসে বলল, "আমার কেবলি মনে হচ্ছিল আপনি হয়তো ও বাড়িতে নেই। হয়তো বাড়ি বদলেছেন!"

"যথার্থ আপনার অনুমান!" বাদল আশ্বাস দিয়ে বলল, "আমি সম্প্রতি বেসওয়াটারে উঠে গেছি, মিস তালুকদার। আণ্ট এলেনরকে তো আপনি চেনেন। চেনেন না? সুধীদার পরম হিতৈষী। সেই সূত্রে আমারও!"

অশোকা আহত ভাবে বলল, "তাঁর আণ্টের সঙ্গে তো তিনি আমার পরিচয় করিয়ে দেননি। কেমন করে চিনব? নামটাও বলেছেন কি না তাও স্মরণ হয় না।"

"সেই আণ্ট এলেনর," অশোকার আক্ষেপে সাড়া না দিয়ে বলে চলল বাদল, "আমাকে তাঁর অদূরে বাস করতে অনুরোধ করলেন ও তাঁর জানিত এক মহিলার বোর্ডিং হাউসে স্থান সংগ্রহ করে দিলেন। নইলে কথা ছিল সুধীদার বদলে তার বাসায় থাকব সে যত দিন না ফেরে।"

সুযোগ পেয়ে অশোকা জিজ্ঞাসা করল, "তাঁর কোনো চিঠি পেয়েছেন, মিস্টার সেন?"

"না, মিস তালুকদার। আপনি?"

"আমি ?" অভিমানের হাসি হাসল অশোকা। "কী মনে করে আমার উল্লেখ করলেন, মিস্টার সেন ? বলুন, বলুন।"

"এমনি। আমার সঙ্গে সুধীদার আগের মতো যোগাযোগ নেই। আপনার সঙ্গে হয়তো তেমন নয়।"

"আমার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে, কে আপনাকে একথা বলেছে, মিস্টার সেন ? প্রশ্ন করতে পারি ?"

"আঃ, মিস তালুকদার।" বাদল কৌতুক বোধ করে বলল, "অফুরন্ত আপনার জেরা করবার শক্তি। আপনার বাবা এক সময় ব্যারিস্টার ছিলেন শুনেছি। এই শক্তি বংশানুক্রমিক কি না সে বিষয়ে সংশয়ের অবসর রাখলেন না।"

অশোকা নেলীকে ডেকে চা আনতে বলল। সেই সঙ্গে খবর দিতে বলল তার মামাকে। বাদলকে শুধাল, "তিনি কবে ফিরবেন বলতে পারেন ?"

বাদল ইতিমধ্যে অন্যমনস্ক হয়েছিল। যার যা স্বভাব। জানতে চাইল, "কে ?"

অশোকা সংযমের স্বরে জানাল, "আপনার দাদা।'

"বলতে পারব না, মিস তালুকদার।"

"আদৌ ফিরবেন তো ?"

"তাও বলা যায় না।"

অশোকা অন্য দিকে চোখ ফিরাল। বাদল কিছুই বুঝল না, তার লক্ষ্য ছিল না বাইরে। সে তার চিন্তা সাম্রাজ্যে অশ্বমেধের ঘোড়া হাঁকিয়ে ঘুরছিল।

মামার আবির্ভাবে অশোকা বলল, "ইনি বিবি ব্যানার্জির ছোট

মেয়ে বেবী গুপ্তের বর মিস্টার বাদল সেন। আর ইনি আমার মামা ডক্টর ইউ এন ভাদুড়ী।”

স্ব-নামা পুরুষের এবম্বিধ পরিচয় বাদলের হর্ষবর্ধন করল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালিনী অশোকা লক্ষ করে যোজনা করল, “ইনি একজন উত্তুঙ্গ ভাবুক। উপস্থিত এঁর ভাবনার বিষয় ফ্রী উইল না ডিটারমিনিজম্। কী সাব্যস্ত করলেন, মিস্টার সেন? কোনটা ঠিক?”

বাদল জবাব দিল না। কেবল প্রহেলিকাময় হাসি হাসল। ভাদুড়ী তার হাতে ঝাঁকানি দিয়ে ততক্ষণে বলতে আরম্ভ করেছেন, “অপূরণীয় ক্ষতি। অপূরণীয় ক্ষতি। কে জানত আপনার শ্বশুর এমন অকালে মারা যাবেন। তিনি যখন মেডিকল কলেজে ছিলেন আমি তাঁর কাছে পড়েছি। অত্যন্ত নির্লিপ্ত প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন। পড়া তৈরি না করলে কারুকে কিছু বলতেন না। তবে কেউ কিছু জানতে চাইলে প্রাণ দিয়ে বোঝাতেন। অনেক সময় আমরা মূর্খরা তামাশা দেখবার জন্যে যত সব নির্বোধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতুম। তিনি টের পেতেন না যে আমাদের আগ্রহ জ্ঞান লাভের জন্যে নয়, আমোদ লাভের জন্যে।” মৃদু হাস্য দমনপূর্বক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ভাদুড়ী। তার পরে আওড়ালেন, “অপূরণীয় ক্ষতি। অপূরণীয় ক্ষতি আমাদের প্রোফেসনের।” যাকে বলে কুমীরের কান্না। ডাক্তার মরলে ডাক্তারের প্রতিযোগী কমল, মনে মনে উল্লসিত হবারই কথা। ভাদুড়ীও উল্লাস গোপন করতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রবীণ ভণ্ড। আকারে প্রকারেও মহা ষণ্ড।

অশোকা মাঝখানে বসে দুই দিকে দুই জনের চা পরিবেশন করছিল। শোকসূচক বাক্যালাপ তার স্বভাবে সয় না। যদি বা সইত তার দাদার অকালমৃত্যুর পর সে বিষাদকে নখী শৃঙ্গীর মতো

পরিহার করতে অভ্যস্ত। যেমন তার দেহের স্বাস্থ্য তেমনি মনেরও। নিখুঁৎ নিটোল অনবদ্য। তার গড়ন ঋজু সুঠাম দীর্ঘ। রোমান দেবীমূর্তির মতো। তার অঙ্গ গজদন্তের মতো চিকণ কঠিন শুভ্র। তার চোখের পাতা কাজল না পরেও কালো, পক্ষ্ম তার এতই নিবিড়। তেমনি নিবিড় তার ভুরু, নিবিড় অথচ সূক্ষ্ম। আর চোখ তার ক্রিস্টালের মত স্বচ্ছ এবং হ্রদের মত কৃষ্ণ। তীক্ষ্ণ তার নাসার উর্ধ্ব রেখা, চিবুক দৃঢ়, ওষ্ঠ গাঢ়নিবদ্ধ। তার লাবণ্য স্নিগ্ধ নয়, শিশিরসিক্ত। তার স্বভাবও অনুরূপ শীতল। সে কেঁদে আকুল হয় না, ক্ষণকাল উদ্বেল হয়, পরক্ষণে আত্মসম্বরণ করে। হাসেও ক্বচিৎ। সে হাসি প্রবাল-রঙীন, কিন্তু ফুলঝুরির মতো কখন ঝরে নিঃশেষ হয়ে যায়।

এক শোকের প্রসঙ্গ অপর শোকের স্মৃতি উজ্জীবিত করে, তাই অশোকা প্রসঙ্গের পরিবর্তন করল। "মামার কাণ্ড শুনেছেন, মিস্টার সেন? ও সে ভারি মজা।"

মামা একটু নার্ভাস স্বরে বললেন, "এই থাম, থাম। বলিস নে।"

অশোকা দেখল বাদল আবার অন্যমনস্ক হয়েছে। তখনকার মতো মামার কাণ্ড চাপা দিয়ে বাদলের কাণ্ড নিয়ে মাতল। "এই রে। আবার সেই ফ্রী উইল না ডিটারমিনিজ্‌ম্‌। ফ্রী উইল তো এক রকম বুঝি, মিস্টার সেন! ডিটারমিনিজ্‌ম্‌ কিম্বিধ জানোয়ার?"

"না, মিস তালুকদার।" বাদল অনুকম্পার হাসি হেসে বলল, "ও নিয়ে ভাবছিনে। ওর মীমাংসা মুলতুবি রেখেছি। সুধীদা ফিরলে—যদি ফেরে—ভয়ঙ্কর তর্কাতর্কি হবে।" বাদল ভয়ঙ্করের উপর এতটা জোর দিল যে মামা ভয় পেয়ে বিষম খেলেন। আর 'যদি ফেরে' শুনে অশোকা বিমর্ষ হল।

"আপাতত," বাদল অন্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলে গেল,

"আমার ভাবনা এই নিয়ে যে মানুষের বেহিসাবী খরচের জন্যে আমি কী পরিমাণে দায়ী। অর্থাৎ ইচ্ছা করলে আমি এর কতটা নিবারণ করতে পারতুম। বুঝতেই পারছেন" অশোকাকে হতবুদ্ধি ও ভাদুড়ীকে গলদশ্রু দশায় উপনীত করে বাদল নির্ভরের সহিত বলল, "বুঝতেই পারছেন অধুনা আমার চিন্তা ভাবাত্মক নয়, অভাবাত্মক। অর্থাৎ—"

"মাফ করবেন মিস্টার সেন। আমি এই চাটুকু ঢক করে খেয়ে ফেলি। ওরে ব্যস। সেদিন ডলির সঙ্গে দেখা। ওরা এডিনবরা হয়ে ইনভারনেস যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম বেবীর বিয়ে হয়েছে? ডলি বলল, ভেরি মাচ। ওরে ব্যস। তখন বুঝিনি। এখন বুঝতেই পারছি। মাই ডিয়ার সেন, চা শেষ।" ভাদুড়ী রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বাদলকে বললেন, "এবার আপনি কী বলছিলেন বলতে পারেন।"

মামার বয়স চল্লিশ ঘেঁষে। দেশে খুব নাম করে এত বয়সে বিদেশী ডিগ্রীর সম্মোহনে স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করে এসেছেন। অশোকার আপন মামা নন, জ্ঞাতি মামা।

বাদল একটু অপদস্থ বোধ করছিল। আর খাচ্ছিল না। তা দেখে অশোকা তার দিকে কিছু স্যাণ্ডউইচ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "শুনবেন, মিস্টার সেন? মামা কাল রাত্রে কী করেছেন?"

বাদল উৎসুক হয়ে বলল, "শুনি?"

মামার বিশেষ আপত্তি ছিল না। এক হিসাবে বর্ণনাটা তাঁরই বিজ্ঞাপন। তাঁর মৌন সম্মতি পেয়ে অশোকা যা বাদলের শ্রুতি-গোচর করল তা সংক্ষেপে এই যে মাতুল এডিনবরা থেকে রওনা হয়ে, কাল রাত্রে লণ্ডনে পৌঁছলেন। তত রাত্রে টিউব ট্রেন বন্ধ।

অগত্যা ট্যাক্‌সি করলেন। ট্যাক্‌সিওয়ালাকে ঠিক ঠিকানাই দিলেন, কিন্তু লোকটা গেল ভুলে। যখন আর একবার জানতে চাইল ততক্ষণে মামার ঘুম এসে গেছে। ঘুমের ঘোরে মনে করলেন এডিনবরায় ঘুরছেন, নাম করলেন এডিনবরার হাই স্ট্রীটের। এখন হাই স্ট্রীট তো লণ্ডনে কিছু না হোক পঞ্চাশটা আছে। ট্যাকসিওয়ালা এক জায়গায় থেমে বলে, "হাই স্ট্রীট, সার।" মাতুল বলেন, "এটা নয়।" এমনি করে সারা লণ্ডন পাক দিয়ে নেতি নেতি শুনে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে ট্যাক্‌সিওয়ালা তাঁকে নিয়ে চলল থানায়। নালিশ করল এই বলে যে মামা তাকে অহেতুক ক্ষতিগ্রস্ত করবার মতলবে তার সওয়ারি হয়েছেন। পুলিশের লোক মাতুলকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তাঁর মুখে শুঁকে নিঃসন্দেহ হলো যে তিনি নেশা করেননি। ইনি বললেন, "ট্যানজা রোড যাব।" পুলিশকে বাকস খুলে দেখালেন যে ঐ ঠিকানা থেকে চিঠি পেয়েছেন ও জানালেন যে মিস্টার জষ্টিস তালুকদার এঁর কুটুম্ব। উপরন্তু বুঝিয়ে বললেন যে ঘুমের ঘোরে ইনি এডিনবরার ঠিকানা দি'য়ছিলেন। তখন পুলিশের লোক এঁকে বাড়ি রেখে গেল। আর ট্যাক্‌সিওয়ালা যা আদায় করল তা এঁর এক হপ্তার খরচা।

মাতুল বিনয়াবনত ভাবে বললেন, "গরীবের যথাসর্বস্ব।"

বাদল তারিফ জানিয়ে বলল, "গ্রেট! গ্রেট!"

স্কোন বাড়িয়ে দিয়ে অশোকা বলল, "মামা সম্বন্ধে আরো ভালো ভালো গল্প আছে মিস্টার সেন। যদি কেউ মামালজির পুঁথি লেখেন আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি।"

বাদল ভারি আমোদ পেয়ে অট্টহাস্য করল। মামার উপর তার রাগ ছিল। তারপর ঘটা করে মাফ্ চাইল তাঁর কাছে। "আপনার

খরচে হাসছি বলে কিছু মনে করবেন না, ডক্টর ভাদুড়ী। দোষ যদি কাউকে দিতে হয় তবে আপনার ভাগ্নীকে।"

মামা অপ্রসন্ন ভাবে ঘড়ি দেখে বললেন, "হুঁ।" তারপর মন্তব্য প্রকাশ করলেন, "এবার গরমটা যা পড়েছে তার তুলনা নেই। কবে তোরা টরকী যাচ্ছিস?"

"কাল বৈকালে কিম্বা পরশু সকালে।" অশোকা উত্তর দিল। সেই সঙ্গে বাদলকে বলল, "বিবি মাসীমা মাকে চিঠি লিখেছিলেন আপনার খোঁজখবর নিতে। সেই থেকে মা আপনাকে দেখতে উদ্‌গ্রীব। কিন্তু কী দুঃখের বিষয়, থাকতে পারলেন না আজ। বাবার সঙ্গে গেছেন আমার ভাই মুকুলকে আনতে।"

বাদল এর পর কী বলবে? ক্রমে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। অশোকা ঠাহর করে বলল, "চা কেমন হয়েছে, মিস্টার সেন? মামা, তোমাকে কী দেব?"

বাদল চাঙ্গা হয়ে বলল, "চমৎকার।" মামা ভব্যতার খাতিরে বললেন, "আর কেন?"

অশোকা দুই জনকেই কিছু কেক দিয়ে বলল, "আর এক পেয়ালা করে চা দিই।" বাদল তা শুনে জোড় হাতে বলল, "আমার অনিদ্রারোগ আছে।"

"কী! কী! এই বয়সে অনিদ্রা।" ভাদুড়ীর মধ্যে যে ডাক্তার ছিল সে এতক্ষণে কাজ পেয়ে বাঁচল। "কিন্তু মাই ডিয়ার সেন, অনিদ্রা তো একটা রোগ নয়, রোগের লক্ষণ। কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছ?"

"না। কী দরকার!" বাদল তাচ্ছিল্যের সুরে বলল।

ভাদুড়ী মর্মাহত হলেন। ঘাড় নেড়ে বললেন, "না, দরকার নেই

এখন। যখন চরম অবস্থা হবে তখন শ্মশানবন্ধুর কথা মনে পড়বে। হিউমান নেচার। আমরা হতভাগারা কেবল বদনামের ভাগী।"

প্রসঙ্গের পরিবর্তন করতে অশোকা বলল, "বেশ, আর এক পেয়ালা চায়ে যদি আপনার আপত্তি থাকে তবে আপনি বরং কিছু ফল খান। আমি ফল খুব খাই।"

"কই, আপনাকে তো বিশেষ কিছু খেতে দেখছি নে। না ফল না জল।" বাদল উক্তি করল।

"ওমা!" অশোকা বিস্ময়ের ভাণ করে তার পাল্টা দিল, "আপনার চোখ আছে? আমি ভেবেছিলুম আপনার আছে শুধু মন।"

২

এমন সময় প্রবেশ করলেন মিস সৌদামিনী খান্না। অশোকা উঠে গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে আনল। তারই এক সহাধ্যায়িনী। চোখে চশমা ও সিঁথি বাম দিকে। অভিবাদন ও পরিচয়ের পর অশোকা শুধাল, "তোমাকে চা দিই, মিনী?"

মিনী অশোকার সামনাসামনি বসে বলল, "নো, ডিয়ার। আমি কেবল বসে বসে তোমাদের খাওয়া দাওয়া দেখব।"

মাতুল তা শুনে মন্তব্য পেশ করলেন, "যৈসা নাম বৈসা কাম।"

সকলে তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিক্ষেপ করলে তিনি তাঁর বচন সটীক করলেন, "ওঁর নাম খান্না। তাই উনি খান না।"

মহিলাদের উপস্থিতি উপেক্ষা করে বাদল হোহো করে হেসে উঠল। "সেও ইট টু পাঞ্চ। পাঞ্চ কাগজে ছাপতে দিব। হো হোঁ।....মাফ করবেন, মিস খান্না।"

মামা উৎসাহ পেয়ে সেই পুরাতন রসিকতারই পুনরাবৃত্তি করলেন। "মাফ করবেন, মিস খান না। আপনি কী খেয়ে প্রাণ ধারণ করেন ? কিছু খান না ? মাছ মাংস রুটি মাখন ভাত ডাল আলু কপি ? তা হলে তো আপনার ডায়েট নিয়ে ডাক্তারদের মহা সংকট। ওষুধ ? ওষুধও খান না ?"

মিনী বাংলা বোঝে না। রঙ্গটা কী নিয়ে তা আঁচতে বেচারির বিলক্ষণ ক্লেশ হচ্ছিল। অশোকা দোভাষীর কাজ করলে সেও উচ্চস্বরে হাসল ও বলল, "তোমরা বাঙালীরা সব জিনিসেই রস পাও।"

মামা এটাকে প্রশস্তি জ্ঞান করে একটা সিগার ধরলেন। অবশ্য মহিলাদের মত নিয়ে ও বাদলকে অফার করে। "আমার এক বন্ধুর নাম," মামা দেশলাই জ্বালাতে জ্বালাতে সিগার চেপে বললেন, "মিস্টার খান। তিনি খান না এমন পদার্থ নেই। তাঁকে নিয়েও ডাক্তারদের ঝঞ্ঝাটের এক শেষ। যা খেতে বলি তাও খান, যা খেতে বারণ করি তাও খান। অধিকন্তু আমাদের গালাগালি খান।"

"মামালজি আমিই লিখতুম।' হাসি চেপে বাদল কোনোমতে উচ্চারণ করতে পারল, "যদি না আমার অন্য চিন্তা থাকত।"

"অন্ন চিন্তা।" মাতুল আপন সাফল্যে উদ্দাম হয়ে আর এক বাণ হানলেন। "তোমার আবার অন্ন চিন্তা কী হে। তোমার শ্বশুর ছিলেন পরম জ্ঞানী। কিন্তু টাকা চিনতেন।"

বাদল টিপ্পনি কাটল, "তা হয়তো সত্য। কিন্তু আমি শ্বশুর চিনিনে।"

"তার মানে কী হলো ?"

"তার মানে বিয়ের দ্বারা কেউ কারুর সম্পর্কীয় হয় না। বিবাহ একটা মিথ্যাচার।"

এমন পবিত্র বিষয় নিয়ে পরিহাস। মামা গম্ভীর স্বরে বললেন, "ইউ ডোণ্ট মীন ইট।"

বাদল বুক ফুলিয়ে বলল, "আই ডু।"

ভাদুড়ী এক বিশাল হাঁ করলেন। মিস খাম্না ভাষা না বুঝলেও আভাসে বুঝলেন। লজ্জায় তাঁর শ্যাম বর্ণ পিঙ্গল হল। আর অশোকার মনে পড়ল যে সুধী বলেছিল বাদল একটা পাগল ও তার স্ত্রী একটা পাগলী। অশোকা ধরে নিল অমন স্ত্রীভাগ্য যার সে তো পাগল হবেই, বিয়েকে মিথ্যা মনে করেই তার সান্ত্বনা। প্রসঙ্গের যাতে পরিবর্তন হয় তার জন্যে বলল, "মিনী, তোমরা তো বার্লিনে চললে। জানি খুব উপভোগ করবে। আহা, আমি যদি তোমাদের সহযাত্রী হতে পারতুম। আনা স্মিডটের অতিথি হবার স্থিরতা ছিল। ভালো কথা, শুনেছি ওখানকার চিড়িয়াখানাটা একটা আজব জিনিস।"

মামা তখনো বাদলের উপর ক্ষেপে রয়েছিলেন। ফস করে বলে বসলেন, "এখানকার চিড়িয়াখানাটাই বা কম আজব কী?"

বাদল এই বক্রোক্তির মর্মভেদ করে প্রত্যুক্তি করল, "তফাৎ এই যে ওটা জুলজিকল গার্ডন আর এটা মামালজিকল।"

মাতুল রোষে ফুলতে থাকলেন। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তাঁর গুণরাজির একতম নয়। বুদ্ধিযুদ্ধের চেয়ে মুষ্টিযুদ্ধে তাঁর ব্যুৎপত্তি। ব্যাপারটা ধামাচাপা দিতে অশোকা বলল, "মিনী, বার্লিন থেকে বোধ করি তোমরা এলসিনোর যাবে। সেখানে কী একটা কনফারেন্স হবার কথা, কুন্তলা দত্ত বলছিল।"

মামা এবার দাঁড়ালেন। তাঁর সিগার নীরবে ভস্মসাৎ হয়েছিল। ঘড়ি দেখে বললেন, আমার একটা এনগেজমেণ্ট আছে যে অশোকা।

শুভ ইভনিং, মিস খান্না। ভালো করে খান, নইলে কপালে আঁছে কান্না।" বাদলকে একরকম উপেক্ষাই করলেন।

মাতুলের প্রস্থানের পর আড্ডা জমল না। মিনী বলল, "আমিও উঠি, অশোকা। চিঠি লিখতে ভুলো না। এই কথাটি মনে করিয়ে দেবার জন্যে অমল আমাকে পাঠিয়েছে।"

"অমল নিজে এল না কেন? তাকে আমার ভালোবাসা দিও।" অশোকা মিনীকে এগিয়ে দিতে চলল। বাদলকে বলল, "খবরদার, মিস্টার সেন। আপনি উঠবেন না।"

পথে মিনী বলল, "তোমাদের দুজনের প্রণয়কূজন এতক্ষণে মনের মতো নিরিবিলি পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুক!"

"কী বকছ, মিনী।" অশোকা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো বলল, "শুনলে না, ও বিবহিত?"

"তা হোক। ও তো বিবাহকে মনে করে মিথ্যাচার। আমি কি জানিনে কার খাতিরে?"

অশোকা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "দুষ্ট মিনী। যা তা বোলো না। ও আমার বন্ধুর বন্ধু।"

"রক্ষা কর।" মিনী রঙ্গ করে বলল, "বন্ধু নেপথ্যে থেকে দূত প্রেরণ করেছেন। কিন্তু দূতের মুখে ও কী উক্তি? সাবধান, অশোকা। যেন কোনো ডিভোর্সের মামলায় জড়িয়ে না পড়তে হয়।"

"ও ইউ গ্রেট ষ্টুপিড।" অশোকা অবশেষে ক্রুদ্ধ হয়ে সংযম হারাল। "আমার বন্ধু আপাতত এদেশে নেই। তাঁর বার্তা পাইনি বলে তাঁর বন্ধুকে ডেকেছি। ওটি একটি পাগল। পাগলে কী না বলে। বিশেষত আমার মামার মতো ভূতের পাল্লায় পড়লে।"

"রাগ কোরো না, ভাই।" মিনী সরল হেসে তাকে প্রবোধ দিল।

"আমি জানি তুমি কাকে ভালোবাস। তোমার নিষ্ঠা জয়যুক্ত হোক।"

অশোকা যখন বাদলের কাছে ফিরে এল ততক্ষণে উক্ত মনীষী অন্যমনস্ক হয়েছেন প্রকৃতির সাথে জোর কষাকষি যদি ব্যায়াম হয় তবে ব্যায়ামের ফলে মানবের উৎকর্ষ ঘটতে পারে। কিন্তু কে নিশ্চয় করে বলবে যে ওটা ব্যায়াম? এই যে অসংখ্য মজুর খনিতে মাঠে ও কারখানায় খাটছে এরাই তো আমাদের ফৌজ। এদেরই দৈনন্দিন পরিশ্রম তো আমাদের সংগ্রাম। এরা কি যথেষ্ট খেতে পরতে পায়? এদের উপর কি কম অবিচার হয়? সভ্যতার শকটের এই বাহনগুলি কি পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণী সমিতির পোষণযোগ্য নয়? কী এদের উদ্বর্তনমূল্য? এরা যদি নির্বংশ হয় তবে মানবজাতির উদ্বর্তন কাকে নিয়ে?

শাড়ীর খসখস শুনে বাদল চেয়ে দেখলে অশোকা কখন ফিরেছে। অন্যমনস্কতার জন্যে লজ্জিত হয়ে বাদল বলল, "আপনার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ হলো, মিস তালুকদার।"

"আমার সঙ্গে আলাপ করলেন কখন?" অশোকা অনুযোগ করল। "নিজের গবেষণায় নিজে মশগুল। কী এত ভাবেন?"

"সেসব কি কথায় বলা যায়, মিস তালুকদার?"

"শুনি একটুখানি।"

"ভাবছিলুম মানবনিয়তির কথা। আমরা জনকয়েকে চা খাচ্ছি, চুরুট খাচ্ছি, বেশ আছি। মিস খান্না খেতে পেলেও খান না কেন তাই নিয়ে রহস্য করছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ আফ্রিকায়, ভারতবর্ষে, চীনে, রুশিয়ায়, শীতে আতপে কী অভাবনীয় কষ্ট পায়। এত দিন আমি ওদের দুঃখ অবহেলা করে আমাদের জনকয়েকের

মানসিক প্রকর্ষের বিষয়ে ব্যাপৃত রয়েছি। যেন আমাদের বিবর্তনই মানবের বিবর্তন। কিন্তু গত মহাযুদ্ধে আমাদের মধ্যে এত লোক মরেছে ও জীবন্মৃত হয়েছে যে ভাবী মহাযুদ্ধে আমাদের হয়তো কৈবল্য লাভ হবে। মেয়েদেরও, শিশুদেরও। তা হলে যোগ্যতমের উদ্বর্তন ঘটল কই ?"

অশোকা কতক শুনল, কিছু বুঝল। বাকিটা তার পক্ষে গুরুপাক। এই প্রসঙ্গে তার বক্তব্য কিম্বা জ্ঞাতব্য ছিল না। শুধু বাদলকে থামাবার জন্যে বলল, "যা বলেছেন। আমার কী মনে হয় জানেন ?"

"কী মনে হয় ?"

"আমার মনে হয় মাথার উপর ভগবান থাকতে আমাদের এসব ভেবে কাজ নেই।"

এতে বিপরীত ফল হলো। বাদল জ্বলে উঠে ব্যঙ্গ করে বলল, "না, আমাদের কাজ নেই। আমরা পরিপাটি ঘুম দেব এবং ভুল ঠিকানা থেকে ভুল ঠিকানায় যেতে থাকব।" উত্তেজিত হয়ে গাম্ভীর্য সহকারে বলল, "আপনাকে আমি এও বলে রাখি, মিস তালুকদার, যে, মানবজাতি যদি ক্রমাগত ভুল করতে থাকে তবে সে ভুল শোধরানোর জন্যে কোনো পুলিশ মোতায়েন করেনি প্রকৃতি। আপনার ভগবান তো একটা হাইপোথীসিস। ওতে মধ্যযুগের পর্দানশীন মন স্তোক পেত। কিন্তু আপনার আমার মন অত সংকীর্ণ নয়, মিস তালুকদার।"

অশোকা পাশ কাটাবার জন্যে বলল, "আচ্ছা, এত বার মিস তালুকদার উচ্চারণ করতে আপনার কষ্ট হয় না ?"

"তবে কী বলে ডাকব ?" বাদল বিস্মিত কৌতূহলে জানতে চাইল।

অশোকার বলতে সাধ যাচ্ছিল, বৌদিদি। সাহসে কুলাল না। বলল, "আপনার দাদা বলেন মনের খুশি! আপনিও বলুন যা খুশি।"

বাদল উপহাস করল। "মনের খুশি। কী আইডিয়া! সুধীদার ভক্ত কি আমি সাধে!"

"ওটা কিন্তু ওঁর আবিষ্কার নয়!" অশোকা আত্মপ্রসাদে আরক্ত হল।

"তবে আমি আপনার ভক্ত তালিকায় নাম লেখালুম, অশোকা।"

"কী! শুধু অশোকা বলবেন! একটা দি যোগ করবেন না?"

"কী বলব? দি অশোকা?"

অশোকা কপট কোপের সহিত বলল, "কী ন্যাকা! আমাকে নিজ মুখে বাতলে দিতে হবে অশোকাদি?"

"অশোকাদি।" বাদল উল্টেপাল্টে পরখ করে বলল, "অশোকাদি! ভারতবর্ষে কবে ছিলুম মনে নেই। কিন্তু এটুকু বেশ মনে আছে যে ওদেশে বড় বোনকে দিদি বলে। আপনি তো বয়সে ছোট। আর—"

অশোকা বাধা দিয়ে বলল, "বয়স কি সব? সম্পর্ক কি কিছু নয়?"

"সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিলুম। ভগিনী সম্পর্ক পাতিয়ে অপর সম্পর্কের পথ রোধ করব কেন?"

ত্রাসে অশোকার প্রাণ উড়ে গেল। বলে কী পাগল! সে লজ্জায় চোখ তুলতে পারছিল না। তবে কি মিনীর আন্দাজ ব্যর্থ নয়! "কোনো মেয়ের সঙ্গে," বাদল বলে চলল আপন খেয়ালে, "আমি ইনসেস্ট সম্পর্ক পাতাইনে।" আণ্ট এলেনরের কথা মনে পড়ায় সংশোধনার্থ বলল, "নেহাৎ যদি তিনি পঁয়তাল্লিশ পার না হন।"

অশোকার ঘাম ঝাচ্ছিল। সে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আপনি না বিবাহিত?"

"আমার স্মৃতি যদিও দুর্বল," বাদল হেসে বলল, "তবু বোধ হয় বলেছি যে বিবাহ একটা মিথ্যাচার।"

"দোহাই আপনার, মিস্টার সেন।" অশোকা কাতর স্বরে বলল, "আজ আপনাকে আসতে লিখেছিলুম, তা কি আপনার এই সব উদ্ভট মতবাদ শুনতে। না, মিস্টার সেন। চিন্তা আপনার যতই মহার্ঘ হোক ওতে আমার লোভ নেই।" হতভম্ব বাদলকে অভয় দিয়ে বলল, "আপনার শ্রেষ্ঠ বন্ধু আমারও বন্ধু শ্রেষ্ঠ। ভেবে দেখুন আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী অনর্গল কলরবের, কী সুস্বাদ হাস্য-পরিহাসের, কী নিঃশঙ্ক প্রীতির। ও ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক সম্ভব নয়।" লঘুস্বরে শুধাল, "এখন বুঝলেন ?"

বাদলটা মহা গর্দভ। এক বর্ণ যদি বুঝত। চেয়ার থেকে উঠে বলল, "না। আমার নিজেরও একটা মূল্য আছে। যদি আপনার বন্ধু হই তো নিজের মূল্যে হব, সুধীদার মূল্যে নয়।"

তার বাটনহোলে একটি Sweet pea পরিয়ে দিয়ে অশোকা বলল, "আমারই ভুল হয়েছিল। আপনি কেবল তর্কের খাতিরে তর্ক করছিলেন। অনুচিত অভিসন্ধি আপনার ছিল না। আর আপনি এমান অন্ধ যে দেখে চিনতে পারলেন না আমি আপনার কে হই। সেই সম্পর্কের সুবাদে আপনাকে শুধুমাত্র বাদল বলে ডাকতে পারতুম, কিন্তু আজ থাক। অন্য কথা পাড়ি।

"আজ আমাকে বিদায় দিন, মিস তালুকদার।"

"এত সত্বর কেন ? বসুন। না হয় পায়চারি করা যাক। কাল কিম্বা পরশু টরকী চলছি, ফিরতে সেই অক্টোবর। এই দেড় মাসের আলাপ করতে যদি দেড় ঘণ্টা লাগে তবে খুব বেশি কী ?"

৩

এক ঠাঁই চুপটি করে বসে থাকতে বাদলের বিতৃষ্ণা চিরকাল। সে পায়চারি করতে করতে দেহের সঙ্গে মনেরও চালনা করে। সে যখন চলে তখনি তার বিশেষ করে মনে হয় সে বাঁচে। বেঁচে আছি. এ অনুভূতি তাকে সন্তোষ দেয় না। বাঁচছি, এই অনুভূতি তার কাম্য। আছি নয় থাকছি, এতেই তার অধিক অভিরুচি।

সেই অস্থির মানুষটির সঙ্গে যতি রেখে পদপাত করতে অশোকার শ্রান্তিবোধ হচ্ছিল। অশোকা বলল, "আপনি এত জোরে হাঁটেন, মিস্টার সেন, যে আমার পক্ষে তা দৌড়ানোর সামিল।"

বাদল প্রসন্ন হয়ে অনুগ্রহের ভাবে বলল, "আচ্ছা, আস্তে আস্তে হাঁটছি। শেষ পর্যন্ত আমার সেই পরিণাম হবে দেখছি।"

অশোকাকে জিজ্ঞাসু দেখে বাদল বাগ্‌ বিস্তার করল। "বুঝতে পারলেন না? আপনি হচ্ছেন মানবজাতির প্রতীক। আর আমি হচ্ছি অগ্রগামী ব্যক্তিবিশেষ। আমার গতিবেগ যদি আপনার পক্ষে অতি বেগ হয় তবে বাধ্য হয়ে আমাকে আপনার গতিবেগ স্বীকার করতে হবে। চলি চলি পা পা। আমার ভয় হয়, হয়তো একদিন আমি লোকশিক্ষক রূপে অবসিত হব! একজন পপুলার অথর কী প্রোফেসর। আপনাদের হিন্দু ঋষিরা উত্তর কালে যা হয়েছিলেন। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা গেল চুলায়! কোল ভিল সাঁওতালের ফেটিশ পূজাকে মূর্তি পূজা আখ্যা দিয়ে সেই স্তরে নেমে এসে আধ্যাত্মিক পচাই পানে প্রমত্ত হলেন। পুরোদস্তর জার্মান আর কী!"

হিন্দুদের সঙ্গে জার্মানদের কী সম্বন্ধ অশোকা অনুধাবন করতে পারছিল না। বাদলই প্রশস্ত করে বোঝাল যে কান্ট হেগেলের

চেয়ার দখলকারীরা ঘোর মিলিটারিস্ট। একজন সাধারণ junker-এর থেকে তারা পৃথক্ নয়। মনোমার্গে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অভিন্নগতি।

এসব শুনতে বাদলকে অশোকা ডাকেনি ও আটকে রাখেনি। সে ধীরে ধীরে পাড়ল তার অভীষ্ট প্রসঙ্গ। শুধাল, "মিস্টার সেন কি অথর হবেন স্থির করেছেন?"

"কে? আমি? না, মিস তালুকদার। সে অভিলাষ যে কস্মিন কালে ছিল না তা নয়, খবরের কাগজে লিখেছি অনেক। সাধারণত বই রিভিউ করতুম। এই শিখলুম যে যারা লেখে তারা মধ্যম, যারা লেখায় তারাই ধন্য। আমি হব সাহিত্যের নায়ক, অথরে লিখবে আমার কাহিনী।"

"আর আপনার দাদা? তিনি কী হবেন?" এই কথাটি জিজ্ঞাসা করবার ছল খুঁজছিল অশোকা।

"ওওও! সুধীদা?" বাদল সময় নিয়ে বলল, "ও চায় গ্রামে গিয়ে বসতে। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ, ছোট ছোট উপকার, এই আর কি! তবে বলতে পারব না ইতিমধ্যে তার অভিপ্রায়ের পরিবর্তন হয়েছে কি না।"

"সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ বললেন যে, সম্পত্তি কি তাঁর উল্লেখযোগ্য এবং একার?" অশোকার এসব তথ্য জেনে রাখা আবশ্যক মনে হচ্ছিল।

নিজের কথা বলতে বাদল যেমন বাচাল পরের বেলা তেমনি মূক। তবে পর তো অপর কেউ নয়, স্বয়ং সুধীদা। চুপ করে থেকে হঠাৎ বলল, "ওর বাবা ছিলেন কলেজের পণ্ডিত। তাঁর কিছু সঞ্চয় ছিল, তাই হাতে করে বিলেত আসা। মা নেই। ভাই নেই। বোন যদি থাকে তবে তার বা তাদের বিয়ে হয়েছে। কিছু ব্রহ্মত্র আছে, তারই উপস্বত্ব থেকে মোটা ভাত মোটা কাপড় জুটবে।

কেবল সুধীদার নয় তার স্ত্রীর, যদি বিয়ে করে। এবং দুটি একটি সন্তানের, যদি হয়।"

অশোকাকে মৌন দেখে বাদল যোগ করল, "খুব সুখের জীবন হবে না। কিন্তু সুধীদা চায় ঝরঝরে জীবন। অমন জীবন আমার নাপছন্দ। আমি চাই ঝড়ের মতো মুহূর্তে সহস্র ক্রোশ অতিক্রম করতে, আমারই আবর্তে মানবজাতিকে শুদ্ধ উড়িয়ে নিয়ে চলতে। আমি চাই বেঁচে থাকতে নয়, বাঁচতে।"

অশোকা ভেবে বলল, "তিনি কেন তাঁর পিতার মতো কলেজের অধ্যাপক হন না? তা হলে তো অন্নবস্ত্রের এহেন অনটন হয় না।"

"আঃ মিস তালুকদার," বাদল বিরক্তির স্বরে বলল, "এতক্ষণ কী তবে শুনলেন? সুধীদা চায় গ্রামে বসতে। ও বলে ভারতের প্রাণ-রহস্য আছে গ্রামের কৌটায়, রূপকথার ভ্রমরের মতো। কলেজ কি গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান?"

"আচ্ছা, গ্রামেও কি কোনো অর্থকরী বৃত্তি নেই?"

"থাকতে পারে। আমি তেমন ভালো করে জানিনে। কিন্তু অর্থকরী জীবন তো ওর ঈপ্সিত নয়, মিস তালুকদার। জীবন সম্বন্ধে ওর একটা পরিকল্পনা আছে, তাতে অর্থের সীমানা অপরিসর।"

অশোকা এর সমর্থন করতে পারছিল না। সে যে বায়ুমণ্ডলে মানুষ অর্থ তার অক্সিজেন। যে ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রের জন্যে যথেষ্ট উপার্জন করতে পারল না সে ব্যক্তি তার ইহজীবনের চরম কর্তব্য পালনে অপারগ হল। সে ঋষিই হোক আর কবিই হোক সে অযোগ্য। অগ্রে অর্থবান হয়ে পশ্চাৎ জ্ঞানী বা গুণী হলে সোনায় সোহাগা হয়। সুধীর পক্ষে সমীচীন হত সে যদি দশটা পাঁচটা আপিস করত, অবসর সময়ে ধ্যান করত। সুধীর মতো বিজ্ঞ জনের

জীবন যে অযথা অর্থকৃচ্ছ্র তায় বিগত হবে তা অশোকার দুঃসহ। যারা দৈবযোগে লক্ষ্মীহীন তাদের জীবন যেমনি হোক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অলক্ষ্মীক জীবনে সুধীব কিম্বা কারুর অধিকার নেই।

"আপনার দাদা," অশোকা নীরবতা ভঙ্গ করে বলল "ভুলে গেছেন যে জীবন কারুর একার নয়। একার পরিকল্পনা ততদিন কার্যকরী যতদিন দ্বিতীয়ের সম্পর্ক অবর্তমান। দ্বৈত জীবনের জন্যে চাই যুগ্ম পরিকল্পনা। নইলে এক পক্ষের জীবনে সুখ থাকে না। একের অসুখ অপরে সংক্রামিত হয়ে উভয়কেই অসুখী করে।"

বাদল ইতিমধ্যে অন্যমনস্ক হয়েছিল। অনুনয় করল, "কী বললেন, মিস তালুকদার। আই বেগ ইওর পার্ডন।"

অশোকা হেসে ফেলল। "আপনি কি চিরকাল এমনি ?"

"যার যা স্বভাব।" বাদল কৈফিয়ৎ দিল।

"আপনার শ্রীমতী এ স্বভাব সারাতে পাবেন নি ?"

"কে ? আমার কে ?"

"বেবীর কথা বলছি।"

"তাঁর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক ?" বাদল ক্ষিপ্ত স্বরে বলল। "কুইনস হলের promenade কনসার্টে যাচ্ছেন তো ? সেই কনসার্টে যেদিন যার পাশে বসেন সেদিন কি তার সঙ্গে চিরজন্মের সম্পর্ক পাতান ? এক সন্ধ্যার পরিচয় পরদিবস মনে থাকে ? কেউ যদি এসে বলে যে, মিস তালুকদার, কাল আমরা পাশাপাশি বসেছিলুম সেই সূত্রে আমরা সারা জীবন গাঁথা, আপনি কি তা কবুল করবেন ?"

অশোকা পায়চারি করতে করতে থ হয়ে দাঁড়াল। কেন এত উষ্মা ? এ কি উজ্জয়িনীর দোষে, না বাদলের মতবাদের ক্রিয়ায় ? স্ত্রীর পাগলামির ফল, না স্বামীর পাগলামির পরিণাম ? কার কী

পরের কথায়! অশোকা অপ্রিয় প্রসঙ্গের পরিবর্তনে সিদ্ধহস্ত। বলল, "আজ আমাদের এখানেই ডিনার খাবেন, মিস্টার সেন। মা এই এলেন বলে। বিবি মাসিমা তাঁকে এত করে লিখেছেন—"

তা শুনে বাদলের পলায়নপ্রবৃত্তি প্রবল হল। সে বলল, "ওদিকে যে আণ্ট এলেনরকে নিরাশ হতে হবে। শনিবারে শনিবারে ওবাড়িতে আমার ডিনারের নিমন্ত্রণ বাঁধা।"

"ভালো কথা," অশোকার খুব সময়ে মনে পড়ল, "আপনার আণ্ট এলেনর আপনার দাদার খবর পাননি? চিঠি কিম্বা তার? তাঁর সঙ্গে যখন এত খাতির।"

"তা তো জানিনে, মিস তালুকদার। আপনার হয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারি, যদি আদেশ করেন।"

"আমার নাম উল্লেখ করতে পাবেন না কিন্তু।"

"যে আজ্ঞে।"

অশোকা রসিয়ে রসিয়ে বলল, "এই অবলাটির বেলায় বেশ গ্যালাণ্ট দেখতে পাই। অন্যের বেলায় অথচ সম্পর্ক শুদ্ধ অস্বীকার।"

"তা বটেক।" বাদল নাস্তানাবুদ হলে 'বটে'র জায়গায় 'বটেক' বলে বিদ্রূপ করে।

"কিন্তু," অশোকা বলল, "দয়া করে জানাবেন আমাকে তাঁর উত্তর। ফোন নম্বর যদি মনে না থাকে তবে একখানা পোস্টকার্ড—"

"মনে থাকবে। নেহাৎ যদি না থাকে আমার বোর্ডিং হাউসে তো ফোন আছে, আমাকে সাড়ে দশটায় রিং আপ করবেন। কেমন?"

বাদলকে বিদায় দিয়ে অশোকা সাড়ে দশটার প্রতীক্ষায় থাকল। তার বাবা এলেন, মা এলেন, ভাই এল। অনেক কথাবার্তা, অনেক গল্প-সল্প হল। ইংলণ্ডের বয় স্কাউটদের কীর্তি ট্যানজা রোডের বন্দী

উপনিবেশকে আলোড়িত করল। টরকীর জন্যে আয়োজন লোকজনকে চরকীর মতো ঘোরাল। অশোকার চোখ কিন্তু ঘড়ির দিকে ও কান টেলিফোনের পানে। ক্রিংকার শুনলেই অশোকা খুটখুট করে তার মেমসাহেবী জুতো চালিয়ে ফোনের স্থানে যায়। কে? যেই হোক বাদল নয়।

অবশেষে সাড়ে দশটায় অশোকা বাদলকে ফোনে চাইল।

"কে?"

"আমি অশোকা। কী জানতে পেলেন?"

"ওহ্! মিস তালুকদার? দুঃখের বিষয় আণ্টও কোনো বার্তা পাননি। আপনার উল্লেখ শুনে বললেন আপনারই তো পাবার কথা।"

"সে কী, মশাই! আমার উল্লেখ করতে গেলেন কেন?"

"আমি কি আর উল্লেখ করতে চেয়েছি? বলেছি একটি মেয়ে জানতে চায়। অমনি আণ্ট বললেন, সেই যে মেয়েটি স্টেশনে সী অফ করতে গেছল? আমি বললুম, সেই। তিনি বললেন, তারই তো পাবার কথা।"

"এ কিন্তু আপনার আণ্টের বাড়াবাড়ি। ভারি অন্যায়।"

অশোকা টেলিফোনে কথা বলছে এমন সময় ডাক পিয়নের পায়ের শব্দ শুনতে পেল। সম্মুখের দরজার যে ছিদ্র দিয়ে চিঠি পড়ে সে দিকে তাকিয়ে দেখল ঝুপঝুপ করে এক রাশ চিঠি ও প্যাকেট মেজের উপর পড়ল। তখন ফোন ফেলে অশোকা ছুটে গেল সেই লক্ষ্যে। কুড়িয়ে পেল তার মন যা চায়—সুধীর চিঠি।

"না। অন্যায় নয়। শুনছেন? ও মিস্টার সেন।"

সাড়া পাওয়া গেল না। বাদল ইত্যবসরে সরে পড়েছে।

অশোকার উত্তাল উত্তেজনার কেউ সাক্ষী রইল না। সে অন্যান্য

চিঠিপত্র ড্রইং রুমে পৌঁছে দিয়ে মাকে বাবাকে ভাইকে সম্ভাষণ করে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিল।

৪

বাদলের বোর্ডিং হাউসের মালিক মিস ম্যাকফারলেন অসূর্যম্পশ্যা। উচ্চ বংশসম্ভূতা হয়েও তাঁকে বোর্ডিং হাউস চালিয়ে খেতে হয়, মুখ না দেখানোর এও এক কারণ। আরো এক কারণ এই যে লোকসান দিতে দিতে বড় বাড়ি থেকে ছোট বাড়িতে ও ছোট বাড়ি থেকে আধখানা বাড়িতে বোর্ডিং হাউস তুলে নিতে নিতে চলেছেন এবং একে একে বিদায় দিতে দিতে রাঁধুনীটিকে বিদায় দিয়েছেন, এখন তিনিই রাঁধেন। প্রথম প্রথম বলতেন রাঁধুনি বেটী পালিয়েছে, দায়ে ঠেকে রাঁধছি। কিছুদিন পরে সেটুকু ভাণের প্রয়োজন হল না। আবাসিকরা বলল, খাসা রাঁধছেন মিস ম্যাকফারলেন। এর পর কি আর কারুর হাতের রান্না মুখে রুচবে!

বাস্তবিক মিস ম্যাকফারলেন সর্বজনপ্রিয়। এত মধুর তাঁর স্বভাব যে তাঁর অতিথিরা স্বেচ্ছায় তাঁর সাহায্য করেন। তিনি স্বল্পভাষিণী। ভাষার স্বল্পতা হাসি দিয়ে পূরণ করেন, সে হাসিও নীরব ও সলজ্জ। বয়স চল্লিশের বেশি, কিন্তু অন্তরে বালিকা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে নাবালিকা। নইলে এত লোকসান দেবার হেতু ছিল না। বারবার ঠেকেও যখন তিনি শিখবেন না তখন তাঁর দায়িত্ব তাঁর পক্ষপাতী আবাসিকদের বহন করতে হয়।

এইরূপ এক আবাসিকের নাম মিস্টার ভিলি। জর্জিয়া দেশের লোক, সেই ককেসাস পর্বতের সানুদেশে তাঁর জন্ম। বোলশেভিকদের

দাপটে ফ্রান্সে পলায়ন করেন, সেখানে তাঁর মতো পলাতকরা মিলে জর্জিয়ান রিপাবলিক নামক এক কাল্পনিক রাষ্ট্রের পারিষদ হন, এখন কেবল অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি বাকি। মিস্টার ভিলি সাত বছর কাল ইংলণ্ডে থেকে স্বীকৃতির অনুকূলে এদেশের লোকমত গঠন করেছেন। সিদ্ধিলাভে তাঁর খুব বেশি আস্থা নেই, তাই তিনি এক অলীক রাষ্ট্রের অধিবাসী না হয়ে ব্রিটিশ ন্যাশনালিটির জন্যে দরখাস্ত করবেন কি না বিবেচনা করছেন। তবে বলা যায় না কী দাঁড়ায়। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত কেউ পশতায় না। যদি একটা যুদ্ধ বাধে তবে ইউরোপের মানচিত্রের রং ও রেখা আবার বদলাবে। জর্জিয়া সোভিয়েট সংবায়ের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। মিস্টার ভিলির দলকে ডাক পড়বে পার্লামেণ্টারী শাসন প্রবর্তন করবার। কিন্তু ফ্যাসাদ এই যে পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় মিস্টার ভিলির বিশ্বাস নেই। তিনি মুসোলিনীপন্থী বনেছেন। এই নিয়ে বাদলের সহিত তাঁর মনোমালিন্য। "ডু ইউ নো, মিস্তর সেন," যিনি সাত বছর ইংলণ্ডে আছেন তাঁর এই উচ্চারণ, "আপনি কি জানেন যে ইউরোপে পুনর্বার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে? স্পেনে ডিকটেটর, পোলাণ্ডে ডিকটেটর, ইতালীতে ডিকটেটর, এ সব কিসের সূচনা, মিস্তর সেন?"

বাদল অম্লান বদনে বলে, "মস্তিষ্কবিকৃতির।"

ভিলি তাকে ব্যঙ্গ করে আর এত জোরে চেঁচায় যে মনে হয় গলা ফেটে মারা যাবে। তার সব চেয়ে রাগ হয় বাদল যখন বলে যে জর্জিয়া ইউরোপের অঙ্গ নয়। সে তপ্ত হয়ে তিড়িং তিড়িং করে লাফায়। "সী" বলে মানচিত্র খুলে ধরে। আর গাল পাড়ে।

এমন যে ভিলি ইনি মিস ম্যাকফারলেনের হাত থেকে কাঁটা

কেড়ে নিয়ে ঝাঁট দেন, তাঁর হিসাবের খাতায় জমাখরচ লেখেন, তাঁর পাওনা আদায় করেন ও দেনা মেটান। "ইউ আর এ রিশ মেন, মিস্তর সেন," তার খবরদারীর নমুনা, "আপনাকে ঐ বড় ঘরটা দিতে চাই। মাত্র সাড়ে তিন গিনি।" দরাদরি করতে বাদলের চক্ষুলজ্জা। বাদল রাজি হয়। কিন্তু বোঝে যে ভিলি তাকে ঠকিয়েছে এবং এই ঠকানো এককালীন নয়, প্রতিসাপ্তাহিক।

ভিলির উপর বিরক্ত হয়ে বাদল এ বাড়ি ছেড়ে দেবে স্থির করল। ও কথা শুনে মিসেস ফ্রেজার নামে একজন আবাসিক তাকে ডেকে নিয়ে অনেক বোঝালেন। "দেখুন মিস্টার সেন, আপনি গেলে মিস ম্যাকফারলেনের বড় বাজবে। আপনি যে ঘরে আছেন সে ঘরে গত ছয় মাস কেউ বাস করেনি, ভেবে দেখুন কী লোকসান। আপনি চলে গেলে আবার খালি পড়ে থাকবে। আপনি বরং আধ গিনি কম দেবেন, কিন্তু মিস ম্যাকফারলেনের দিকে তাকান, মিস্টার সেন। ইতিমধ্যেই আপনি আমাদের একজন হয়েছেন। আপনি আমাদের ছাড়তে চাইলে আমরাই বা আপনাকে ছাড়তে চাইব কেন? থেকে যান, মিস্টার সেন।"

মিসেস ফ্রেজার ত্রিসন্ধ্যা বালির জল খান। কে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছে যে তরল বালি সর্বরোগহর। তিনিও সবাইকে সেই পরামর্শ দিয়ে থাকেন। "আপনার যদি শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য হয় তো আপনাকে আমি স্বহস্তে বার্লির জল তৈরি করে দেব, মিস্টার সেন। আপনার ভালো ঘুম হচ্ছে না বলছিলেন। এর কারণ এ নয় যে আপনার ঘরের নিচেই রাস্তা ও রাস্তায় মোটর চলাচল করে। এর কারণ স্নায়বিক বিকার। আপনি ঘুমের আগে তরল বালি সেবন করুন, অনিদ্রা সেরে যাবে।"

"না, ধন্যবাদ।" বাদল বলে, "ফ্যামিলিতে যখন ছিলুম গৃহিণীরা আমাকে ঘুমের আগে কোকো তৈরি করে দিতেন।"

"তবে তাই করে দেব, মিস্টার সেন। সে আর কঠিন কী। আপনি তা হলে থাকছেন।"

"কেমন করে 'না' বলব, মিসেস ফ্রেজার।"

মিসেস ফ্রেজার বাদলকে আপ্যায়ন করেন। রোজ সন্ধ্যাবেলা তাঁর আহ্বানে ব্রিজের বৈঠক বসে। আহূতদের তিনি রকমারি স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে খাওয়ান। বার্লির জল ব্যতিরেকে অন্যবিধ পানীয়ের আয়োজন থাকে। কাল হত্যা করতে সকলেই সিদ্ধহস্ত। এই সমস্ত ঘাতকদের মেলায় বাদল অস্বস্তি বোধ করলে মিসেস ফ্রেজার তাকে শুধু খাইয়েই রেহাই দেন। মহিলাটির স্বামী বর্মায় ফরেস্ট অফিসার। একটি মেয়ে আছে। মেয়েটিকে সমুদ্রের ধারের একটি বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে ইনি ভর্তি হয়েছেন লণ্ডনের এই বোর্ডিং হাউসে। আসছে বছর স্বামী আসবেন ছুটি নিয়ে। তখন একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করবেন। এখন থেকেই তার জল্পনা কল্পনা চলেছে। কী জানি কেন বাদলকে তাঁর মনে ধরেছে। বলেন, "আমার সেই বাড়ীতে আপনাকে একখানা ঘর দিতে পারব, মিস্টার সেন। অবশ্য মিস ম্যাকফারলেনের ক্ষতি হবে। তাঁর জন্যে কী করতে পারি ভাবছি।"

ঈদৃশ ভাবনা চিন্তায় দিবাভাগে ব্যাপৃত থাকায় মিসেস ফ্রেজারকে দিব্য চিন্তাশীলের মতো দেখায়। মাঝে মাঝে বাদল গিয়ে তাঁর পাশে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে। "কী, মিস্টার সেন। আজ কোথাও বেরন নি যে।"

'মন ভালো নেই, মিসেস ফ্রেজার।" বাদল মাথায় হাত দিয়ে

চুল ছিঁড়তে থাকে। "কোনো দিকে কোনো কূল কিনারা খুঁজে পাচ্ছিনে। আমার ধারণা ছিল বিবর্তন মানুষকেই উদ্ভূত করতে, মানুষেরই প্রগতি ঘটাতে। কে আমাকে বলে দেবে যে একটা আরস্থলা কিম্বা টিকটিকির জীবন আমার জীবনের মতো মূল্যবান নয়? বিবর্তন কি শুঁয়োপোকার অভিমুখে বহু দূর আসেনি, সেই অভিমুখে আরো দূরে যাবে না? আমার যা আছে ওর তা নেই, কিন্তু ওর যা আছে আমার কি তা আছে! আমি কি ওর স্থান শূন্য হলে সেই শূন্য ভরাতে পারি? ছেড়ে দিন ওর কথা। আমার অভ্যন্তরে যে সমস্ত জীবাণু আছে তাদের অভাবে কি আমার অভ্যন্তর অপূর্ণ থাকবে না?"

মিসেস ফ্রেজার এখনো ত্রিশের কোটায়। পোশাক পরেন রুচি-রোচন। মেজে ঘষে চেহারাটিকে রেখেছেন ফিটফাট। তাঁর ভাষাও সযত্নমার্জিত। ব্যবহারও পালিশ করা। কিন্তু মন তাঁর বর্ষার জঙ্গলের মতো গহন। বাদলের উক্তির সেখানে প্রবেশ নেই। তিনি তাঁর সুবলিত চরণ বাদলের দিকে প্রসারিত করে উজ্জ্বল চক্ষের শলাকায় তাকে বিদ্ধ করলেন। বাদল কী বলতে যাচ্ছিল তাকে বলতে না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কী মনে হয়, মিস্টার সেন? আপনি তো একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি। বলুন দেখি মিসেস ব্যারন যা বলেন তা কি সত্য? আমার পা কি খুব ডেইন্টি?"

নারীর রূপ নিয়ে বাদল কখনো মাথা ঘামায়নি। মেয়েদের পাও বোধ হয় এই প্রথম দেখল। কী বলবে? বিলিতী জুতোর বিবরে পোরা পা কুঁচকে কালো আর কদাকার হয়ে থাকে। মিসেস ফ্রেজারের পা তার ব্যতিক্রম। ইনি সুযোগ পেলেই পা খোলা রাখেন। বাদল বলল, "আপনার পা ছোট মেয়েদের পায়ের মাপের।"

ফ্রেজারপত্নী আহ্লাদে অধীর হলেন। জেরা করলেন, "অনেস্টলী ?"

বাদল সত্য কথাই বলছিল। "অনেস্টলী।"

"ও মিস্টার সেন।" মিসেস ফ্রেজার কৃতার্থ হয়ে বললেন, "আপনার উচিত ছিল বিউটি কণ্টেস্টের জজ হওয়া। কেন আপনি আইন পড়ছেন ? আর আইনের ওই সব কূট প্রশ্ন—ওই যা বলছিলেন, বিবর্তন ও শুঁয়োপোকা—ওসব আপনার জন্যে নয়।"

এরপর বাদলের পায়া বাড়ল। মিসেস ফ্রেজারের সঙ্গে দেখা হলে তিনি সম্বোধন করেন, "ডিয়ার মিস্টার সেন।" বাদল সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লে তিনি সন্তর্পণে বাদলের ঘরের কপাট খুলে তার কোকো তার শয্যাপার্শ্বের টেবিলে রেখে যান। পরদিন খোঁজ করেন, "কাল আপনার কোকো খেয়েছিলেন তো ?"

এ বাড়িতে একটি আপদ ছিল। বাহাত্তুরে বুড়ি, তার নাম মিসেস ব্যারন। বুড়ির পরিপূর্ণ স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। এইমাত্র ব্রেকফাস্ট খেয়ে উঠল। বসবার ঘরে গিয়ে প্রশ্ন করল, "কখন ব্রেকফাষ্ট দেবে, মিস্টার স্কট ?" বাদল শুধরে দেয়। "আমার নাম স্কট নয়, সেন। আর ব্রেকফাষ্ট তো এইমাত্র আপনি খেলেন।" "ওমা, তাই নাকি। হা হা হা হা।" তার দশ মিনিট পরে আবার, "এরা আমাকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলবার চক্রান্ত করেছে, মিস্টার ক্যালভার্ট।" বাদল বলে "ক্যালভার্ট নয়, সেন। আর আপনি এখনো আপনার ব্রেকফাস্ট হজম করেন নি।" "হ্যাঁ। তাইতো। থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।" কিন্তু কে কার কথা মনে রাখে। মিনিট পনেরো পরে আবার, "ও মিস্টার মণ্টগোমরী, আপনার ঘড়িতে কি ব্রেকফাস্টের সময় হয়নি ? কেন তবে এরা আমাদের বসিয়ে রেখেছে ?" বাদল আর শুধরে দেয় না। উঠে পালায়।

অন্য সকলে কিন্তু বুড়িকে খুব খাতির করে। তার বেলায় মিস্টার ডিলির অখণ্ড ধৈর্য। স্বয়ং মিস ম্যাকফারলেন তার সঙ্গে কথা কয়ে যান। মিসেস ফ্রেজারকে বুড়ি বলে, "মাই এঞ্জেল, মাই বিউটি।" তিনিও তার প্রতি অতি সদয়। খাবার টেবিলে তাকে পাশে বসান। বাদল কিন্তু বুড়িকে তার দিকে উদ্বাহু হয়ে অগ্রসর হতে দেখলেই চার লাফে চম্পট দেয়। "মিস্টার ডাকওয়ার্থ, মিস্টার রজার্স……।" বাদল বধির।

৫

মিসেস ফ্রেজারের স্পোর্টস স্যুটের কাট কেমন হয়েছে, তাঁর ফ্রকের সঙ্গে টুপী ম্যাচ করছে কি না, কোন ঢঙে চুল ছাঁটলে তাঁকে মানায় এ সব বিষয়ে বাদলের অভিমত জিজ্ঞাসা করা তাঁর অভ্যাস হয়ে দাঁড়াল। বাদল বড় ভাবনায় পড়ল। কোনো কিছু জানিনে বলা বাদলের স্বভাববিরুদ্ধ। তার দৃঢ় বিশ্বাস সে সবজান্তা। অন্তত সবজান্তা না হলে তার জন্ম বৃথা। সেইজন্যে মিসেস ফ্রেজারের অসাক্ষাতে খান দুই ফ্যাশান পত্রিকা পাঠ করে। তা ছাড়া দৈনিক পত্রিকার স্ত্রীপাঠ্য পৃষ্ঠা। যখন বিদ্যায় কুলোয় না তখন বুদ্ধি দিয়ে চালায়।

"ডিয়ার মিস্টার সেন," একদিন মিসেস ফ্রেজার তাকে বললেন, "আমার জীবনে আজ এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। আপনি অদৃষ্ট মানেন?"

"না, মিসেস ফ্রেজার।"

"কিন্তু অদৃষ্ট ছাড়া কী বলবেন একে? আজকের ঘটনাকে?"

"শুনি তো আগে।"

"ও মিস্টার সেন, কেন এমন হয়! দি লাস্ট পার্সন যার সঙ্গে দেখা হবে প্রত্যাশা করেছিলুম। যার সঙ্গে আমার বিয়ের স্থির ছিল, যাকে উপেক্ষা করে আমি মিস্টার ফ্রেজারকে বিয়ে করলুম।"

"তাই নাকি।" বাদল সাগ্রহে বলল, "কোথায় দেখা হলো!"

"ট্রেনে। আমি ভাবছি এ লোকটি কে। চেনা চেনা ঠেকছে অথচ এ কি সম্ভব যে এই সে। সে কিন্তু আমাকে ঠিক মনে রেখেছে। বলছিল আমি নাকি ঠিক তেমনিটি আছি। সেই আঠারো বছর বয়সের নিরীহ বালিকা।"

বাদল বলল, "মিস ম্যাকফারলেনের অন্তর ও আপনার বাহির বালিকারই মতো বটে।"

বাহিরটার প্রশংসাতেই বেশির ভাগ মানুষ খুশি। মিসেস ফ্রেজার সরমরঞ্জিত আনন আনত করলেন। তাঁর কন্যারই বয়স হয়েছে চোদ্দ।

"বেচারা চার্লস। বিয়ে অবশ্য করেছে, কিন্তু সুখী হয়নি। ওর জীবনটাই ব্যর্থ, জীবিকার সুরাহা হয়নি। এই বয়সেই ভেঙে পড়েছে। দেখে বড় আফসোস হল। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে ওর জীবন অন্য ধারা হত।"

বাদল ভ্রূকুটি করে বলল, "বিয়েকে আপনারা একটা সোনার কাটি কি রুপার কাটি ঠাওরান কেন? বিয়েতে কী আসে যায়?"

"কী জানি, মিস্টার সেন। আমার তো সব সময় মনে হয় জেমস না হয়ে চার্লস যদি আমার স্বামী হত তবে আমি অন্য মানুষ হয়ে থাকতুম। আমরা মেয়েরা পরের ছাঁচে ঢালা হই কি না।"

বাদল ব্যঙ্গ করে বলল, "কাকে আপনার বেশি পছন্দ হয়?"

"বা, মিস্টার সেন!" মিসেস ফ্রেজার রঙীন হয়ে বললেন, "এমন প্রশ্ন বুঝি করতে হয়!" তারপর হেসে বললেন, "জানা দেশ সুন্দর। অজানা দেশ সুন্দরতর।"

"তবে তাঁকে বিয়ে করলেন না কেন?"

"আবার!" মিসেস ফ্রেজার গালে হাত দিয়ে বাদল সম্বন্ধে নৈরাশ্য জ্ঞাপন করলেন। "যুদ্ধের দিনে কি কারুর মাথার ঠিক ছিল? আর আমার বয়স তখন কতই বা।......তবে আমি ভুল করিনি। মানুষ হিসাবে জেমস্ নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতর, নইলে কি জীবনে সাফল্যলাভ করতে পারে।"

বাদল ভাবছিল, জীবন একটা ছন্নছাড়া ব্যাপার। এর আদি অন্ত অপচয়, জ্ঞানীর জ্ঞান অপচয়, প্রাণীর প্রাণ অপচয়, দেহীর দেহ অপচয়, স্পেস্ অপচয়, কাল অপচয়, অস্তিত্ব অপচয়। সমূহ অপচয়ের মাঝখানে সফল কিনা বর্মার ফরেস্ট অফিসারের অর্জন-যোগ্যতা! সাফল্যের পরিণামই বা কী! লোকটা খেটে খেটে সারা হবে, সাপের কামড়ে বা বাঘের আঁচড়ে অক্কা পাবে। তার বৌ থাকবে আট হাজার মাইল দূরে ব্রিজ এবং বার্লির জল নিয়ে। আর মেয়ে থাকবে তৃতীয় এক স্থানে।

চার্লসকে মিসেস ফ্রেজার চা খেতে ডেকেছিলেন। লোকটি যুদ্ধে শেল শক পায়, তারপরে ঠিকমতো সারেনি। সুপুরুষ, কিন্তু বিপর্যস্ত, ক্লান্ত, করুণ। পরণের কাপড় কম দামের। হাসছে, যেন হাঁপাচ্ছে। কথা বলতে বলতে খেই হারিয়ে ফেলছে। "তুমি অবিকল তেমনিটি আছ, জোন।" ঘুরে ফিরে এই একটি ধুয়া আওড়াচ্ছে। এত বড় ফাইন লেডির সংস্পর্শে তার যেমন সংকোচ তেমনি গৌরব। এ মেয়ে জীবনে সফল হয়েছে, সুখী হয়েছে,

এর সঙ্গে তার তুলনা হয়! একে বিয়ে করে থাকলে কীই ব খাওয়াত কীই বা পরতে দিত কোথায়ই বা রাখতো। বিয়ে যে হয়নি তা ভালোই হয়েছে।

বাদল মনে মনে বলছিল, হায় রে। মানুষের দুঃখ এসে ঠেকেছে স্ত্রীকে বোর্ডিং হাউসে রেখে বালির জল খাওয়াবার সঙ্গতির অভাবে। দূর হোক, কেন আমি মানুষের জন্যে চিন্তা করে মরি। এই লোকটা বর্মার ফরেস্ট অফিসার হয়ে থাকলে জীবন সার্থক মানত। এত অল্পে যাদের সার্থকতা তাদের প্রতি সহানুভূতি কিসের?

ওহে মনুষ্য, বাদল মনে মনে বলতে লাগল, তুমি ভেবেছ বর্মার ফরেস্ট অফিসার হওয়া এবং জোনকে বিয়ে করা জীবনের সাফল্য হচ্ছে এই। বেশ তাই হোক কিন্তু পৃথিবীর যে শতকরা নিরানব্বই জন হতভাগ্য ফরেস্ট অফিসারও হল না, বৌকে ব্রিজ খেলাতে পারল না, সেই সব মুটে মজুরের বিষয় কি একবার ভাব? তুমি নিজে হেরে গেছ, এই নিয়ে তুমি গ্লানি বোধ করছ। কিন্তু আমরা সবাই যে হারার দলে, যায় জেমস ফ্রেজার। মানুষমাত্রেই দুঃখী। মানুষের কীর্তি অগণ্য, তা সত্ত্বেও তার দুঃখের সীমা নেই। এতো রকম এতো দুঃখ আছে যে তোমার কল্পনা ও জ্ঞান তার পরিমাপ পাবে না। প্রত্যেকে জানে কেবল নিজের প্রত্যক্ষ অভাবটি। নিজেরই অপ্রত্যক্ষ অভাব অজস্র। সবার বাড়া দুঃখ মানবজাতির বেহিসাবী শক্তিক্ষয়, রক্তক্ষয়। আমরা ধরে নিয়েছি প্রকৃতির আমরা প্রিয়পাত্র, বিবর্তনের আমরা পয়লা নম্বর। কিন্তু বিবর্তন তো ঘোড়দৌড় নয়। আমরা ধরে নিয়েছি কেউ আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছে না, আমরা অগ্রগামী। কিন্তু বানর ছাড়া কে আমাদের পথের পথিক? একটা শামুকও আমাদের অনুসরণ করতে চায় না।

সবাই কি বুদ্ধিকে কাম্য জ্ঞান করে! প্রকৃতির গন্তব্য স্থল একটি নয়, গতিও নয় একদিকে। এমনও হতে পারে যে প্রাণ তার তূণের একটা নগণ্য বাণ। কেন তবে আমরা চারিদিকে তাকাইনে, পরস্পরকে সাহায্য করিনে, দরাদরি ও মারামারি করি, যাকে বলে বাণিজ্য ও যুদ্ধ, মানুষের দুই চক্ষের দুই ঠুলি?

চার্লসের সাথে মিসেস ফ্রেজার থিয়েটারে চললেন। বাদলকে বলে গেলেন, "ফিরতে রাত হবে, কেননা এক জায়গায় ব্রিজ ড্রাইভ হচ্ছে সেখানেও যাব। আপনার কোকো তৈরি করে দিতে মিস ম্যাকফারলেনকে অনুরোধ করেছি।"

আহারেই যার রুচি নেই, তার কোকো। বাদলের মন একেবারে উদাস হয়ে উঠেছিল। সব বিস্বাদ, সব নীরস। যদি মানুষের কাজে না লাগল তবে এ জীবনে কী প্রয়োজন! কেনই বা খেয়েদেয়ে বেঁচে থাকা! অথচ মজা এই যে আহারে যার অরুচি তর্কে তার অভিরুচির অবসাদ নেই। ভিলির সঙ্গে রোজই খিটিমিটি বাধে। ঐ একই বিষয়, ডেমক্রেসী না ফাসিসম্।

"আজ মিসেস ফ্রেজার গেলেন কোথায়? তাদের মজলিস বসবে না?" বাসায় ফিরে ভিলির প্রথম জিজ্ঞাসা।

বাদল বললে, "তিনি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে থিয়েটারে গেলেন। সেখান থেকে অন্যত্র তাস খেলতেও যাবেন।"

"ভদ্রলোকের সঙ্গে?" ভিলি আর সেই তর্কগর্বিত ভিলি নয়। মার খাওয়া কুকুরের মতো অসহায় দৃষ্টি ফেলে আর্তস্বরে শুধাল, "কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে? কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে তো তিনি যান না। একমাত্র আমার সঙ্গে যান।"

বাদলের জানতে ইচ্ছা করছিল ভিলি কি ভদ্রলোক নয়। কিন্তু

বেচারার বাগ্‌বিন্যাসের ভুল ধরে কী হবে! মিসেস ফ্রেজার দুবেলা ভিলি ভিলি করেন, ভিলির মন্ত্রণা বিনা তাঁর জীবনযাত্রা অচল। আর ভিলিও সকালে তাঁর সঙ্গে বাজার করে, বৈকালে তাঁর তাসের সাথী হয়, রাত্রে তাঁকে হাওয়া খাইয়ে আনে, তাঁর বার্লির জলের ভাগী হয়। বাদলের মনে আছে একদিন ভিলি তাঁকে সোহাগ করার প্রয়াস পাচ্ছিল, ভেবেছিল কেউ দেখছে না। বাদলের তা দেখে হাসতে হাসতে দম বেরিয়ে যাবার জোগাড়। প্রেমিক বেশে ভিলি এমন বিদূষক। মিসেস তাকে যতই সরিয়ে দেন সে ততই হ্যাংলার মতো লেপ্টে থাকে। সে এক দৃশ্য। একটা চুমা না খেয়ে সে নড়বে না। তা সে নাকের ডগাতেই হোক আর কানের পাপড়িতেই হোক। কী ব্যাকুল অধ্যবসায়!

৬

ভিলি কয়েকদিন গম্ভীর মুখে কাটাল, মিসেস ফ্রেজারের সঙ্গে কথা কইল না পারতপক্ষে ও ব্যবহার করল পোশাকী চালে। সেনাপতি সমক্ষে সৈনিক যেমন দারুমূর্তির মতো খাড়া হয়, উত্তর দেয় দুটি একটি শব্দে, মিসেস ফ্রেজারের সমীপে ভিলিরও হলো অনুরূপ অবস্থা। বাদল অবশ্য লক্ষ করল না। কিন্তু অকস্মাৎ ভিলির সে হলো অন্তরঙ্গ।

"মিস্তর সেন," ভিলি একদিন তাকে শুধাল, "হ্যাভ ইউ এভার হ্যাড এনি লাক উইথ উইমেন? মেয়েদের প্রসাদ পেয়েছেন কখনো?"

বাদল এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। চমকে উঠে বলল, "কী রকম?"

ডিলি তাঁর ছুঁচলো চিবুকে হাত বুলিয়ে চোপসা গাল ঈষৎ ফুলিয়ে একটু হাসল। "হা আআআ। প্রেমে পড়েননি মনে হয়।"

বাদল তা স্বীকার করল। বলল, "প্রেম একটা কথার কথা। কামকে আমরা অত্যন্ত ভয় করে থাকি। তাই তার নামটা বদলে দিয়ে কতক স্বস্তি পাই। প্রেম বলে কোনো স্বতন্ত্র পদার্থ নেই, মিস্টার ডিলি।"

ডিলি তর্ক করল না। তার উদ্দেশ্য ছিল এই উপলক্ষে নিজের মনের ভার লাঘব করা। "মেয়েরা হচ্ছে মেয়ে।" সে বিজ্ঞের মতো বলল আর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "মেয়েরা পুরুষ নয়।" সে ঘোষণা করল।

"মেয়েরা কী চায়?" ডিলি প্রশ্ন করল। উত্তর দিল সে নিজেই। "চায় ধন। চায় গৃহ। চায় নিরাপদ স্থিতি। সেজন্যে খোঁজে স্বামী। যেই স্বামীটি পাওয়া গেল অমনি চাইল খেলা, চাইল শিকার, চাইল পরের হৃদয়ে সাম্রাজ্য। এক্ষেত্রে তারা প্রত্যেকেই এক একজন নেপোলিয়ন।"

বাদল হেসে বললে, "প্রত্যেকেই?"

"মাই ডিয়ার ফেলো," ডিলি উপদেষ্টার মতো বলল, "তুমি এখনো অতি তরুণ। তলিয়ে দেখতে জান না, উপরে যা দেখ তাই বিশ্বাস কর। প্রত্যেক নারীর দু' সেট জীবন, যেমন প্রত্যেক প্রতারক কোম্পানির দু' সেট খাতা। তাদের প্রাইভেট লাইফের সন্ধান নিলে প্রথম বয়সে পাগল হয়ে যাবে, উত্তরকালে হবে সীনিক। তুমি বোধহয় ভাবতে পারছ না যে আমিও একদা তরুণ ছিলুম—তোমারই মতো ডেমক্র্যাট, তোমার চেয়েও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আস্থাবান। আমি ছিলুম ঊনবিংশ শতকের অন্তিম লিবারল, তোমার যুগের ছদ্মবেশী লিবারল হতে পৃথক।"

বাদল অবজ্ঞাভরে বলল, "সব প্রৌঢ়রাই সব যুবকদের বলে থাকে ওকথা। বলে থাকে তোমাদের বয়সে আমরাও তোমাদের মতো আদর্শবাদী ছিলুম। তোমাদেরই মতো স্বপ্নদ্রষ্টা।"

"আহ্ মিস্তর সেন।" ভিলির আজ তর্ক করার মতলব ছিল না। "আপনি তো উনবিংশ শতাব্দীতে বাস করেননি। সে ছিল এক দিন। বিজ্ঞানের উপর আমাদের ছিল অপরিসীম ভরসা। জানতুম না যে যেই রক্ষক সেই ভক্ষক। ভোটকে মনে করতুম সাত রাজার ধন মাণিক। জানতুম না যে নেতারা যেদিকে যাবে গড্ডলিকা যাবে সেই দিকে, আর নেতারা হচ্ছে ভিতরে অন্য রকম। তাদের সঙ্গে মিশলে দেখবে তাদের বেশির ভাগ সময় কাটে মেয়েলি পরচর্চায়, পরশ্রীকাতরতায়। ষড়যন্ত্র তাদের নিশ্বাসবায়ু। কোম, মিস্তর সেন, কিছু বীয়ার খাওয়া যাক।"

বাদল এক চুমুক খেয়ে সরিয়ে রাখল। "কিন্তু", ভিলি বলতে লাগল, "আমাদের প্রধান উপাস্য ছিল নারী। কী ভক্তি করতুম তাদের প্রতিভাকে। ভাবতুম সব নারীর প্রতিভা আছে, কেবল বিকাশের সুযোগ পাচ্ছে না। মুক্তির অভাব। স্ফূর্তির অভাব। জানতুম না যে নারীর অভাববোধ অন্যরূপ। তারা কোনো দিন সাধু সন্ন্যাসীর মতো একা থাকতে পারবে না, তারা চায় পুরুষের আশ্রয়। আশ্রয়দাতাকে শোষণ করাই তাদের নীতি। তাই এমন পুরুষ নেই যে বিয়ে করে পশতায়নি। অথবা প্রেমে পড়ে আপসোস করেনি।"

একথা শুনে বাদলের খেয়াল হলো যে মিসেস ক্রেজার হস্তান্তরিত হওয়াতেই ভিলি হঠাৎ দার্শনিক বনেছে। তখন তার মনে পড়ে গেল ভিলির চুম্বনভঙ্গি। সে হয়ত অট্টহাস্য করত, কিন্তু ভিলির

একটা কথা তার মনে ধরেছিল। এমন পুরুষ নেই যে বিয়ে করে পশতায়নি। সে সায় দিয়ে বলল, "সে কথা ঠিক।"

ভিলি তা শুনে আপ্যায়িত বোধ করল। "তোমরা প্রাচ্যদেশীয়রাই প্রাজ্ঞ।" ভিলি বলল বাদলকে অভিনন্দনার্থে। "নারীকে অবরোধ করেছ অন্তঃপুরে।"

বাদলকে প্রাচ্যদেশীয় বলায় সে বিশেষ প্রসন্ন হল না। প্রাচ্যদের পক্ষ নিয়ে খোঁচা দিল, "নারী সম্বন্ধে প্রাচ্যদের দায়িত্ববোধ আছে, পাশ্চাত্যের মতো তারা ডুবে ডুবে জল খায় না। এতোটা পিপাসাও তাদের নেই।"

"আহ্ মিস্তর সেন।" ভিলি নাটকীয় ভঙ্গিতে দুই হাত বুকের উপর রাখল। "তুমি ভুল বুঝেছ। আমরা সেই বন্য প্রাণীকে পোষ মানাতে পারিনি। আমাদের ক্ষমতাও নেই, অভিরুচিও নেই। বন্যের সঙ্গে বন্য সনতে হয়, নইলে জীবন ব্যর্থ। হ্যাড এনি লাক ইন ইংলণ্ড?" ভিলি আবার শুধাল।

বাদল বলল, "না।"

"চেষ্টা করতে হয়। যুদ্ধে নামলে জয়পরাজয় দুই আছে। তা বলে যুদ্ধে নামবে না?" ভিলি প্রচুর বীয়ার টেনে জমে উঠল। "প্রিটি গার্ল দেখলেই ভাব কোরো। নাচতে নিয়ে যেয়ো। এটা ওটা উপহার দিও। ডেমক্রেসীর যা হবার হবে, কিন্তু যৌবন যে আর ফিরবে না, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড।"

যৌবন। বাদল কোনোদিন ভাবেনি সে কথা। যৌবন কবে এল, কবে যাবে, কী তার লক্ষণ, কী তার স্বরূপ বাদল সে বিষয়ে নির্বিকার। সে বাঁচতে চায়, কিন্তু বাঁচার অর্থ নিছক গতি। সে গতি সত্তর বছর বয়সে বাড়বে বই কমবে না। সুতরাং গতিবানের

জীবনে বিশ বছর বয়স থেকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত গতিব্যতীত এমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। যদি তার কোনো মাহাত্ম্য থাকে তবে তবে তা প্রজননঘটিত। প্রজননে যার প্রয়োজন নাস্তি তার পক্ষে যাহা পঁচিশ তাঁহা পঁচাত্তর। যৌবন যে আর ফিরবে না এতে বিমর্ষ হবার কী আছে? ডেমক্রেসী যে আর থাকবে না এতে কিন্তু নৈরাশ্যের অবধি নেই।

"স্বার্থপর হোয়ো, হোয়ো নির্দয়, নির্দায়িত্ব।" ভিলি মন্ত্র দিল। "মেয়েরা সব সইতে পারে, ওদের প্রতি করুণা বৃথা। ফাউস্ট পড়েছ তো? গ্রেটখেনকে ফেলে যেতে কণামাত্র দ্বিধা কোরো না। একজন গ্রেটখেন কেন? পর পর এক সহস্র গ্রেটখেন।" হেসে বলল, "এক অন্তঃপুরে একত্র নয়, সেটা তোমাদের প্রাচ্যতা।"

এই প্রসঙ্গে বাদলের মন লাগছিল না। এ যাবৎ সে স্ত্রীসঙ্গ কামনা করেনি, অচিরে করবে বলেও বোধ হয় না। তবে তাতে তার বিতৃষ্ণাও নেই। মোট কথা সে চিন্তা করতে অনিচ্ছুক, তাতে অনর্থক সময়ক্ষেপ হয়। প্রিটি গার্ল দেখলে তার কি বুকের ভিতর তোলপাড় করে না? করে। নাচতে পা ওঠে না? ওঠে। চুম্বন পিপাসা জাগে না? জাগে। কিন্তু তার সময় নেই, একমিনিটও নেই সময়। উপভোগ যে অত্যধিক সময়সাপেক্ষ।

৭

এই আলোচনার দিন দুই তিন পরেই বাদলের বোর্ডিং হাউসে এক অষ্ট্রিয়ান মহিলা প্রবেশ করলেন, সঙ্গে তাঁর কন্যা, ষোড়শী কি সপ্তদশী। ভিলি বাদলের দিকে চেয়ে চোখ টিপল। যেন বলতে চাইল, সেন, এই তোমার গ্রেটখেন।

মহিলাটির ওষ্ঠাধর রুজ রঞ্জিত, ভুরু তুলি দিয়ে আঁকা। তাঁর পোশাকের সৌষ্ঠব মিসেস ক্রেজারকে লজ্জা দেয়। ক্রেজারপত্নী বাদলকে নেপথ্যে বলেন, "এইসব কন্টিনেন্টাল অঙ্গনাদের লজ্জাসরম নেই।" অথচ মহিলাটির সঙ্গে আলাপ করে তাঁর পোশাকের সুখ্যাতি করতেও ভোলেন না। কন্যাটির কপোলে রং ধরেছে, দোকানের রং নয়, নিসর্গের রং। ফুরফুরে ফিকে হলদে চুলগুলি। চাউনি কী সব্রীড় সরলতা সূচক।

ওঁরা ইংরেজি বেশ বলতে পারেন। ভারত সম্বন্ধে বাদলকে এক নিঃশ্বাসে এতোগুলো প্রশ্ন করলেন যে সে বেচারা বোঝাবার ফুরসৎ পেল না ভারত তার বিস্মৃত দেশ। আহারের পর ভিলি প্রস্তাব করল, "আশা করি এতোকাল পরে আমারা সত্যিকার সঙ্গীত শুনতে পাব।" বাড়ির পিআনো মিস ম্যাকফারলেনের বাল্যকালের। তার চাবি টিপে মহিলাটি পুলকিত হলেন না। তবু বাজালেন খানিকক্ষণ। গাইল তাঁর মেয়ে। এ বাড়িতে যথার্থ সঙ্গীত সমঝদার বলতে একমাত্র ভিলি। সে মুগ্ধ হয়ে তন্ময় হয়ে শুনল, অন্যে শুনল ভদ্রতার খাতিরে। বাদল অন্যমনস্ক হল। কেবল পাগলী মিসেস ব্যারন রসভঙ্গ করতে থাকলেন।

আশ্চর্যের বিষয় বাদলকেই ওঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন লাগল ?"

বাদল সপ্রতিভভাবে বলল, "এ লিটল শর্ট অফ জিনিয়াস।"

এত অল্প কথায় এমন সমঝদারী প্রশংসা কেউ করেনি। মহিলাটি অসামান্য উৎসাহিত হয়ে বললেন, "তবে আর একটা শুনুন।" শুবার্টের আরো একটি গীতি। সমালোচকের পদমর্যাদা রক্ষা করতে হবে

বলে বাদল কান দিয়ে শুনল। হয়তো কতক বুঝল। ভিলি তো একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য।

বাদল বলল, "আমার অন্য ভাবনা না থাকলে আমি সঙ্গীত শিখতুম।"

ফ্রয়লাইন জানতে চাইল কী অন্য ভাবনা। ক্লান্তিবিনোদনের জন্যে সে বাদলের পার্শ্বে একটি সেটিতে হেলান দিয়েছিল। সেখানে ছিল তার হাতপাখা, ভাঁজ খুলে হাওয়া খাচ্ছিল ও উৎকর্ণ হয়ে অভ্যস্ত সামাজিক প্রশংসা শুনছিল। তার মা মিসেস ফ্রেজারকে তাঁর প্রিয় গীতিকাগুলির পরিচয় দিচ্ছিলেন। ভিলি খোশামোদ করছিল মিস ম্যাকফারলেনকে একটু বাজাতে, তিনি রাজী হচ্ছিলেন না আত্ম-অবিশ্বাসবশত। মিসেস ব্যারন হতভাগ্য চার্লস কম্পটনকে পাকড়াও করে তাঁর আবোলতাবোলের গুণগ্রাহী শ্রোতায় পরিণত করেছিলেন।

"কী অন্য ভাবনা?" বাদল বলল, "এক কথায় মানবনিয়তি।"

তখনকার মতো এই শেষ। ফ্রাউ ও ফ্রয়লাইন ভাইসমানের অন্যত্র কাজ ছিল। চার্লস ও মিসেস ফ্রেজারের ছিল নাচের এনগেজমেন্ট। ভিলি বাদলের কাঁধে হাত রেখে বলল, "কোম, মিস্তর সেন। ওসব ভাবনাচিন্তাকে নির্বাসনে পাঠাও। আজ আমার অন্তর ভরে উঠেছে, এমন সঙ্গীত অনেকদিন শুনিনি। দাম দিয়ে কনসার্টে যেতে পারিনে, বিনা পয়সায় যা শুনতে পাই তা যন্ত্রের যন্ত্রণা।"

বাদলেরও চিত্ত আলোড়িত হচ্ছিল। সে আর্টিস্ট নয়, আর্ট নামক মানবসৃষ্টির নায়ককল্প। কাব্য কি উপন্যাস পড়লেই তার গাত্রদাহ হয়, কী সব মাঝারি লোককে নায়ক করে মাঝারি জীবন পল্লবিত হয়েছে। কিন্তু ইউরোপীয় সঙ্গীত তাকে নাড়া দিয়ে যায়,

এক অশরীরী বেদনায় টনটন করে তার স্নায়ু। সে বলল, "কিন্তু এতেই বা যন্ত্রণা কম কোথায়? যন্ত্রের নয়, বোধশক্তির? ইউরোপের সঙ্গীত কী জ্বালাময়! কী করুণ!"

"ঠিক ধরেছ, মিস্তর সেন। ইউরোপের কাছে প্রাচ্যদেশের লোকের কী যে শেখবার আছে জানিনে, কিন্তু নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমাদের আছে তুটি বস্তু যা তুলনায় শ্রেষ্ঠ—আমাদের সঙ্গীত এবং আমাদের নারী। উভয়েই জ্বালাময়, উভয়েই করুণ।"

বাদল প্রতিবাদও করল না, করল না সমর্থন। ভিলি বলল, "মেয়েদের সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো না, এ কিন্তু পরিতাপের বিষয়। আমরা যখন বিদেশে যাই সমাজকে চিনি মেয়েদের মারফৎ। তোমাকে দেখতে সেই যে বর্ষীয়সী মহিলা আসেন তাঁর মতো মেয়ের সাহায্যে নয়, রূপলাবণ্যবতী সমবয়সিনীর সাহায্যে। মারিয়ানা ভাইসমানকে তুমি নাচঘরে নিয়ে যাও না কেন?"

"আমি!" বাদল ফুকরে উঠল।

"তুমি নয় তো কে? তোমারই তো শিক্ষা বাকী।"

"ধ্যেৎ।…তিনি রাজী হবেন কেন?"

"হবে, হবে। কাল তোমাকে তার পাশে আসন দেব খাবার টেবলে। ভাব জমিয়ে নিয়ো। মানবনিয়তি সম্বন্ধে নয়, ব্লু ডানিউব ওয়াল্‌ট্‌স্ সম্বন্ধে। সুযোগ বুঝে আমন্ত্রণ কোরো, ভিয়েনিজরা নাচের কাঙাল।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কী! তার মা তো? তাঁকেও আমন্ত্রণ করতে হবে শাপরোন হিসাবে। মেয়ের চেয়ে মেয়ের মা আরো রাজী হবেন।"

বাদল বলল, "নাচের আমি কী জানি? হাস্যাস্পদ হব।

ভিলি বলল, "সে বিদ্যা শেখে না কোনো নর। তাছাড়া আমি লক্ষ্য করেছি যে তোমার হাঁটন কতকটা নাচনের তুল্য।"

বাদল দুমিনিট ভেবে দেখল। মন্দ কী? হোক না একটা অভিজ্ঞতা। বলল, "তা না হয় হলো। কিন্তু এসব ব্যাপারে আমি এতো কাঁচা যে একা দুটি নারীর বাহন হলে নুয়ে পড়ব। আপনি যদি আমার জুড়ি হন—"

"সাহ্লাদে।" ভিলি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল। "কিন্তু আমার অবস্থাটা তোমাকে খুলেই বলি, সেন। বোলশোভিকরা আমার দেশ দখল করে অবধি আমার জমিদারিটি হয়েছে বাজেয়াপ্ত। নির্বাসনে থেকে পুঁজিও ক্ষইয়েছি। যা রোজগার করি তাতে অস্তিত্ব রক্ষা করাই কঠিন।"

"আপনাকে কিছু দিতে হবে না। আমিই আমন্ত্রণ করলুম আপনাকে শুদ্ধ।"

"ইউ আর এ প্রিন্স।" ভিলি তোয়াজ করে বলল। তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।

পরদিন খাবার টেবলে মারিয়ানার পাশে বসে বাদল আলাপ জুড়ে দিল। মানবনিয়তি নয়, ব্লু ডানিউব ওয়ালটস নয়, লণ্ডনের নভোমার্গে তখন বিমানযুদ্ধের মহলা চলছিল, তাই হলো তাদের জল্পনার বিষয়।

মারিয়ানা তার বাবরী চুল দুলিয়ে বলল, "এই যদি হয় ভাবীযুগের যুদ্ধ তবে এতে আমিও যোগ দিতে পারি। কী বল, মা?"

তার মা তখন ভিলির চাটুবচন শ্রবণে নিযুক্ত। কান দিলেন না। মারিয়ানা বলল, "আপনি কি যুদ্ধ করবেন, মিস্টার সেন? না আপনি শান্তিবাদী?"

"আমি," বাদল ভেবে বলল, "দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আমি মানবজাতির

রক্তক্ষয়কর ঐ আদিম ব্যায়ামটার বিরুদ্ধবাদী। তা আমাকে শান্তিবাদী বলুন আর যাই বলুন।"

এমনি করে আলাপ বহু দূর গড়াল; কিন্তু নৃত্যের প্রস্তাব আর উঠল না।

ভিল জিজ্ঞাসা করল পরে যখন দেখা হল, "কী হে, ভাগ্য কেমন?"

"ওহো।" বাদলের মনে পড়ে গেল, "একেবারে ভুলে গেছলুম।"

"তবে তুমি এতোক্ষণ বকলে কী? মানবনিয়তি?"

"যেখান থেকেই আরম্ভ করি না কেন ঘুরে ফিরে পৌছাই সেই প্রসঙ্গে। মানবমাত্রেরই স্বাভাবিক কথ্য মানবনিয়তি!"

"মাই ডিয়ার ম্যান," ভিলি শ্লেষের সুরে বলল, "মানুষকে মারে কে! এ জাত রক্তবীজের ঝাড়। জিঁয়ে থাকা স্ত্রী পুরুষ মিলে সন্তানের ঝাঁক উৎপাদন করবেই, পৃথিবীও ফলাবে শস্য। গত যুদ্ধের গর্ত আগামী বিশ বছরে ভরে উঠবে দেখো।"

বাদল আবেগের সহিত বলল, "না না না না। আর যুদ্ধ মানবের সইবে না। সংখ্যা তো কথা নয়। সভ্যতা যে দেউলে হতে বসেছে। দেশে দেশে ডিকটেটরশিপ, বাণিজ্যরোধক শুল্ক, বিনিময়ের গোলমাল। রকমারি পাগলামি। এসব গত যুদ্ধের উপগ্রহ। ভাবী যুদ্ধের উপগ্রহ আরো ভীষণ হবে, মিস্টার·ভিলি।"

"তা বলে তোমার নাচ বন্ধ থাকবে? না না না না।" ভিলি বাদলের অনুকরণ করল। সশ্লেষে।

বাদল তখনো চিন্তা করছিল বিমানযুদ্ধের সামাজিক প্রতিফল কী ভয়াবহ আকার পরিগ্রহ করবে। লোক মরবে, বাড়ি ভাঙবে, শহর শ্মশান হয়ে যাবে। কিন্তু সে আর কী ক্ষতি! মানুষ জন্মাবে,

বাড়ি তৈরি হবে নতুন ধরণে, শহরের নবকলেবর নয়নরোচন হবে, কিন্তু ব্যক্তিদাসত্বের প্রকার ও তীব্রতা, নেশনে নেশনে ঘৃণা ও হিংস্রতা, মানবসংসারকে সরীসৃপসংকুল গহন সরোবরে পরিণত করবে। তখন কার মন যাবে অমন শহরে অমন বাড়িতে বাস করতে? ও যে মারাত্মক সম্মোহন। রাজপুরীর ছদ্মবেশে রাক্ষসপুরী, ওর অধিষ্ঠাত্রী সভ্যতা রাজকন্যার ছদ্মবেশে নরখাদিকা।

"মানুষ মরলে মানুষ জন্মাবে বটে, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ মরলে তার সঙ্গে সঙ্গে তার বৈশিষ্ট্য, তার আইডিয়া, তার সম্ভাবনাও মরবে যে। আর একটা রেমণ্ড য়াস্কুইথ বা রূপার্ট ব্রূক বার করুন দেখি।"

"তাঁরা তো আকস্মিক দৈবদুর্ঘটনায় মারা যেতেও পারেন।"

"ওটা কুযুক্তি। দৈবদুর্ঘটনার উপর কারুর হাত নেই। কিন্তু যুদ্ধ চাই কি আমরা নাও করতে পারি।"

"ঠিক জানো?" ভিলি সশ্লেষে বলল, "আমার তো মনে হয় যুদ্ধ একটা নৈসর্গিক উৎপাত, ডিপ্লোমাটরা তার নিমিত্তমাত্র। এতো প্রকার এতো শক্তি তার পশ্চাতে কাজ করছে যে কোনো একজন বা একদল লোকের সাধ্য নেই তাকে ঠেকায়। যা মানুষের সাধ্যাতীত তাই দৈব।"

"মানুষের অসাধ্য কিছু থাকতে পারে না।" বাদল গর্জন করল।

"ঠিক জানো?" ভিলি ব্যঙ্গ করল। "আমি বলি এ জাতের কোনোদিন কিছু হবে না। এ জাতের যারা সেরা নমুনা—যেমন তোমার রেমণ্ড য়াস্কুইথ বা রূপার্ট ব্রূক, আমি কেবল ইংরাজের কথা বলছিনে, ফরাসী জার্মান আমেরিকানের কথাও বলছি,—তারাও মহা নির্বোধ। যদি কোনো কালে অতিমানব সৃষ্টি হয় তবে হয় তো তোমার স্বপ্ন সফল হবে। আর তা সৃষ্টি করতে পারে একমাত্র ফ্যাসিজম।"

বাদল তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল।

অগত্যা ভিলিই বাদলের হয়ে নৃত্যের প্রস্তাব তুলল। "মাদাম," ভিলি ফ্রাউ ভাইসমানকে সম্বোধন করে বলল, "আপনারা তো বেশি দিন থাকবেন না লণ্ডনে। যদি অনুমতি দেন তো আমার বন্ধু মিস্তর সেনের পক্ষে একটি আবেদন পেশ করি।"

ভদ্রমহিলা বাদলের উপর দৃষ্টিপাত করলেন, বাদল করল ভিলির উপর।

"যেদিন আপনার সুবিধা হবে সেদিন তিনি আপনাকে ও আপনার কন্যাকে নৈশ ভোজনের আমন্ত্রণ করতে উৎসুক, ভারতবর্ষের সঙ্গে ভিয়েনার সম্প্রীতির খাতিরে। নৃত্যের দ্বারা উক্ত অনুষ্ঠান পূর্ণাঙ্গ হবে।"

"নিশ্চয়। নিশ্চয়।" ফ্রাউ বাদলকে ঈষৎ আনতশিরে 'বাউ' করলেন। "খুশি হয়ে এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করছি, মিস্টার সেন।" এই বলে তিনি তাঁর কন্যার দিকে ফিরলেন।

"ওহ্ হাউ নাইস অফ ইউ!" মারিয়ানা বাদলকে অভিনন্দন জানাল।

বাদল বলল ভিলিকে, "কিন্তু আপনাকে আসতে হবে আমাদের সাথী হয়ে।"

"সাথী কী? ভৃত্য হয়ে।" ভিলির চাটুবচন বিস্তারিত হল। "এমন সব অসামান্য মহিলার সাথী হবার স্পর্ধা কি আমার সাজে!"

দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেলে বাদলের সংকোচের ভাব কেটে গিয়ে উৎসাহের ভাব লক্ষিত হল, মারিয়ানাকে বলল, "আগে থেকে জানিয়ে রাখছি কিন্তু, আমি আনাড়ি।"

"তাই নাকি? তা হলে আমি হব আপনার গুরুমশাই।" এই

বলে সে হঠাৎ উঠে বাদলের হাত ধরে তাকে টেনে তুলল। "আসুন একটু অনুশীলন করা যাক।"

বাদল এটা প্রত্যাশা করেনি। চেয়ে দেখল কেউ কিছু মনে করছে না। মনে করবে কী, বাদলের আনাড়িয়ানার রঙ্গ দেখতে চায়। বলিদানের ছাগশিশুর মতো বাদলের পা সরছিল না, কিন্তু মারিয়ানার টান সামলাতে পারাও কঠিন। কী সলীল চলৎ ছন্দ, কী অনায়াস তনুভঙ্গিমা মারিয়ানার। সারস পাখীর মতো বাদল গোটা গোটা পা ফেলে মারিয়ানার দোলায়িত অঙ্গযষ্টির ছায়ার মতো সঞ্চরণ করল। মারিয়ানার আলিঙ্গনের বিদ্যুৎছটা তাকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করতে করতে কক্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে নিয়ে চলল।

মিসেস ফ্রেজারের বোধহয় আপসোস হচ্ছিল এতোদিন তিনিই কেন বাদলকে নৃত্য শেখাননি। তিনি গ্রেহাম নামক এক আবাসিকের শ্রবণে বললেন, "নেহাৎ মন্দ নয়।"

"আমি হলে বলতুম আশাপ্রদ।" উত্তর করলেন গ্রেহাম।

আরো দুতিন দিন অনুশীলনের পর বাদল নৃত্যবিদ্যায় লায়েক হয়ে উঠল। অবশ্য তার নিজ মতে। নিমন্ত্রণের দিন সন্ধ্যায় স্বয়ং ডলি তাকে ইভনিং বেশ পরিয়ে দিল, ভাড়াটে পোশাক, কারণ দরকার হয় না বলে বাদল ও পোশাক আগে কেনেনি। একে তো কাটখোট্টা পোশাক, তদুপরি পরকীয়। বাদলের এমন আড়ষ্ট বোধ হতে থাকল যে তার মনে হতে থাকল ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

ওদিকে ওঁরা পরলেন শাদা সাটিনের ঝলমলে গাউন, রূপালি জুতো, গলায় ঝোলালেন জর্জেটের স্কার্ফ। ঘন কুন্তল রজত বন্ধনীপিহিত হল, রুজলাঞ্ছিত হল ওষ্ঠ। রেণু দেখে নির্বাসে

আত হয়ে তাঁরা যখন বাইরে এলেন তখন ভিলি তাঁদের পথ দেখিয়ে মোটরে নিয়ে গেল ও বাদল করল অনুসরণ।

পাতাবাহারের ঝোপের আড়ালে তারা বসল একটি টেবিলের চারদিকে। যার যাতে রুচি সে তা ফরমাস করলে পরম মনোযোগী ফরাসী খানসামা "ৰঁ" বলে প্রস্থান করল ও পরমুহূর্তে পানীয়ের দ্বারা টেবিল ভারাক্রান্ত করে তুলল। তারপরে ভোজ্য এল একে একে।

খেতে খেতে এক সময় লাফ দিয়ে উঠে মারিয়ানা বলল, "ঐ শোন কী বাজছে। মিস্টার সেন ··"

বেচারা বাদল সবে একটু লবস্টার মুখে দিয়েছে, কোনো মতে ওটুকু গলাধঃকরণ করে মুখ মুছে খাড়া হলো। রণতূর্য শুনে যুদ্ধের অশ্ব যেমন উদ্দাম হয় মারিয়ানা হয়েছিল তেমনি উন্মনা। বাদল করে কী! পোশাক সামলে জড়সড় ভাবে সঙ্গিনীর হাতে হাত মিলাল। অমনি মারিয়ানা যেন মেজের উপর দিয়ে উড়ে গেল। বাদলকে শুদ্ধ উড়িয়ে নিয়ে। কী চাঞ্চল্য, কী হিল্লোল, কী ধ্বনি, কী নিনাদ! আরো কতো লোক নাচছিল, তারা বাদলদের গায়ে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছিল। বাদলরাও তাদের রেয়াৎ করছিল না। বাজনা একটু থামে, নাচিয়েরা দম নেয়, আবার বাজন, আবার নাচন। এমনি করে যেই একটা পালা শেষ হলো অমনি মারিয়ানা ও বাদল স্বস্থানে ফিরে এলো। এর পরের বার চললেন ফ্রাউ ভাইসমান ও ভিলি।

বাদল হাড়ে হাড়ে অনুভব করল সে কত ক্ষীণপ্রাণ। শ্রান্তিতে তার শরীর এলিয়ে পড়ছিল, খাপের ভিতর তলোয়ারের মতো টান হয়ে বসল। মারিয়ানার ওটুকু অঙ্গচালনা অকিঞ্চিৎকর। সে দিব্য স্বচ্ছন্দভাবে হাসিমুখে আহার শুরু করল। বাদলকে বলল, "অমন মূর্চ্ছা যান কেন? কেউ লক্ষ করেনি যে আপনি নবীন

ব্রতী। ওদের মধ্যে ক'জন সত্যি নাচতে জানে? ওরা হাসবে কী ওরাই হাস্যাস্পদ হবার ভয়ে অন্যের দিকে তাকাতে পারছে না।"

বাদল একদৃষ্টে চেয়ে থাকল সমবেত নৃত্যশীলদের প্রতি। তার মনে হতে থাকল এরা জীবনের কাঙাল, সুখের ভিখারী। এদের হাবে ভাবে কী যেন এক লোলুপ আকুলতা। যেন এরা এই কয়েকটি নিমেষ লুটেপুটে নিতে চায়, এই আনন্দমদিরার এক ফোঁটা ফেলে রাখবে না। এদের মধ্যে কেউ কি করছে শিল্পীর মতো আত্মবিতরণ? এরা বুভুক্ষু, অথবা মৌতাতী। এরা নিচ্ছে, এরা দিচ্ছে না।

করুণ রসে বাদলের অন্তর বাষ্পাকুল হয়ে তার দৃষ্টি হল স্তিমিত, সে ভারি বিষণ্ণ বোধ করল। টেবিলের ওপারে বসে মারিয়ানা কিন্তু খোশ মেজাজে পানভোজন করছিল। বাদল কেন কিছু খাচ্ছে না বলে মাঝে মাঝে অনুযোগও জানাচ্ছিল।

এই উৎসবরাত্রির পটভূমিকা যে কী গাঢ় অন্ধকার তা যেন বাদল দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছিল। আজ আছি, কাল নেই। আমাদের অস্তিত্ব ক্ষণেকের খেয়াল। কালপারাবারের কোলে বুদ্বুদ আমরা। আমরা বিধাতার স্বপ্নখণ্ড। আমরা বস্তুতঃ নেই। বাদলের মনে হলো নৃত্যশীলের অবচেতন মনোভাব যেন এই। কেউ এরা অমরত্বে বিশ্বাসবান নয়। এরা মরণাতঙ্কে বিহ্বল। মরণ যে দীপনির্বাণ। তারপরে আর থাকে কী?

সে নিজেও অতিমর্ত্যতায় সন্দিহান। দেহের দেউটি নিবলে মনেরও নেবে, মস্তিষ্কের ব্যাধি যাদের তাদের ক্ষেত্রে মনেরটা নেবে দেহেরটার আগেই। মনীষা যদি পঙ্গুত্ব পায়, স্মৃতি যদি বিলুপ্ত হয় তবে শরীরের বিনাশ আর বেশি কী, ওর জন্যে কিসের খেদ।

খেদ হচ্ছে আত্মাকে নিয়ে। আত্মা কি মৃত্যুঞ্জয় হবে? ধর্মশাস্ত্রে বলছে, হবে। কিন্তু থাকলে তো হবে! বাদলের কি আত্মা আছে? মিসেস ফ্রেজারের সিয়ামদেশীয় বেড়ালটার কি আত্মা আছে? যে সকল প্রাণীকে আজ ভোজন করা গেল তাদের কি আত্মা আছে? দেহাভ্যন্তরে যে লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী জীবাণু বিহার করছে তাদেরও তা হলে আত্মা আছে? প্রাণীসাধারণের যদি আত্মা থাকে তবে আত্মাদেরও জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ আছে মানতে হয়। মানব-আত্মা ও বিড়াল-আত্মা তবে ভিন্ন। বাহ্যরূপবিমুক্ত বিড়াল-আত্মাকে তবে চিনব কী চিহ্ন দেখে? সে যে না করবে মিউ মিউ না ধরবে ইঁদুর। মিসেস ফ্রেজারের আত্মা কি ওকে কোলে বসিয়ে সেলাই করতে থাকবে পরলোকে?

ভিলিকে ও ফ্রাউকে ফিরতে দেখে বাদলের সংজ্ঞা ফিরল। নাচতে নাচতে তাঁরাও কতক শ্রান্ত হয়েছিলেন। প্রথমেই পিপাসা মোচন করলেন।

"মিস্তর সেন," ভিলি বলল বাদলকে, "এখানে বসে বসে ভাবা verboten!" সেটি একটি জার্মান শব্দ। তার মানে নিষেধ।

"মিস্টার সেন বুঝি আর নাচতে চান না?" ফ্রাউ বললেন।

"প্রস্তুত, মিস্টার সেন?" মারিয়ানা বলল, "আর এক দফা নাচতে?"

বাদলের দেহযন্ত্রের কলকব্জা বিগড়েছে। সে ভালো করে দাঁড়াতেই অপারগ। মিনতি করে বলল, "আমাকে মাফ করুন, ফ্রয়লাইন ভাইসমান। গায়ে ব্যথা ধরে গেছে।"

"ও কিছু নয়, মিস্টার সেন। নাচতে নাচতেই সেরে যাবে।" এই বলে হেঁচকা এক টান। বাদল হুড়মুড়িয়ে পড়ে আর কী! মারিয়ানা তাকে দুই বাহু দিয়ে জড়িয়ে টেনে তুলল ও আবার

উড়িয়ে নিয়ে চলল। তখন বাদল করল তার কটি বেষ্টন ও সে করল বাদলের স্কন্ধে কর স্থাপন। দুজনের দুই হাত উৎক্ষিপ্ত হলো।

নেশা করলে মানুষের সব কষ্ট সহ্য হয়। এও এক নেশা। বাদল ভুলে গেল তার চিন্তা, বোধ করল না তার ব্যথা। মারিয়ানার সংস্পর্শে তার অঙ্গে প্রাণের প্রবাহ সঞ্চালিত হচ্ছিল, রাশি রাশি প্রাণ, প্রাণের উষ্ণ প্রস্রবণ হতে উত্থিত। মারিয়ানার দানে তার প্রাণের ভাণ্ডার ভরে উঠছিল, বৃদ্ধি পাচ্ছিল তার প্রাণসঞ্চয়। না, সে ক্ষীণপ্রাণ নয়। সে মারিয়ানার কল্যাণে অমিতপ্রাণ। এতো প্রাণ নিয়ে সে করবে কী! বিলাবে কাকে! ব্যয় করবে কিসের উপর! বাষ্পের আধিক্য নিয়ে ইঞ্জিন কি পারে স্থির থাকতে? ফেটে মরবে যে! বাদল নাচল প্রাণ দিয়ে, নাচল শক্তির সহিত। মারিয়ানার উল্লাস বাদলের শোণিতে মিশে তার শিরায় শিরায় যে নৃত্য বাধিয়ে দিল তার মাংসপেশীকে ঠেলা দিয়ে সক্রিয় করল সেই নৃত্যাবেগ। তিনটি দিন বাদল বিছানায় শুয়ে কাটাল।

খবর পেয়ে মিস মেলবোর্ণ-হোয়াইট ছুটে এলেন। "কী আপদ!" বললেন আণ্ট এলেনর। "তুমি ভাবুক মানুষ, তোমার এই কর্ম! কী হয়েছে? পা মচকিয়েছে?"

"না। সারা গায়ে বেদনা। কোমর যেন ভেঙে গেছে।"

"হায়, হায়! কে তোমাকে ও বুদ্ধি দিল? কেন তুমি নাচতে গেলে?"

"কেন, আপনি কি নৃত্যের পক্ষপাতী নন?"

"সব নৃত্যের নই। সকলের নৃত্যের নই। যাদের হাতে কাজ আছে, যারা গভীর সাধনায় নিযুক্ত, কেন তারা সামাজিক নৃত্যে সময় ক্ষয় করবে? নাচতে চাও তো লোকনৃত্যে যোগ দাও।"

"কেন, আণ্ট এলেনর? লোকনৃত্য কি কম সময়সাপেক্ষ? আমি ও জিনিস জানি। ওটা ছেলেমানুষী খেলা।"

আণ্ট মনে বড় আঘাত পেলেন। দুই প্রকার নৃত্যের দুই প্রকৃতি। লোকনৃত্য হচ্ছে সরল সুশীল পল্লীবাসীর অশিক্ষিতপটু হৃদয়ের সহজ অভিব্যক্তি। আর বলরুম নাচ হলো বিলাসী নাগরিকদের উদ্‌ভ্রান্তিকর ব্যসন। এটা দরবারের, ওটা মাঠের। কোনোটাই অবশ্য শিল্প নয়। তবু 'ছেলেমানুষী খেলা'!

"আচ্ছা, ছেলেমানুষী খেলায় কাজ নেই। কিন্তু এ বড়মানুষী খেলাও ছাড়, বাবাজি। যদি নৃত্যশিল্পে আগ্রহ থাকে তবে এসো পরশু লেডী লিটলজনের বাড়ি। একটা পার্টি আছে। ইসাডোরা ডানকানের এক শিষ্যা কয়েক রকম নতুন নাচ দেখাবেন।" বাদলের আগ্রহ লক্ষ্য করে, "কিন্তু তার আগে সেরে ওঠা চাই। আহা! কোমরের বেদনা যে কী তা আমার অজানা নয়। পুঅর চাইল্ড্!"

পার্টির নাম শুনে বাদলের কোমর চাঙ্গা হয়ে উঠল। কতরকম লোকের সাথে কতরকম আলাপ হবে, তর্ক হবে, হবে হৃদ্যতা। পার্টির আকর্ষণ দুর্বার। সেই আকর্ষণে ভাঙা কোমর জোড়া লাগতে কতক্ষণ! পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে, মূক হয় বাচাল।

"কোমরের অবস্থা" বাদল টেনে টেনে বলল, "আজ একটু ভালো। ধন্যবাদ, আণ্ট এলেনর। আশা করি পরশুর আগেই উত্থানশক্তি ফিরে পাব।" এই বলে বাদল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে বিছানার উপর উঠে বসল। অমনি কোথা থেকে একখানা নোট-বই খসে পড়ল।

"এটা কী, বাদল? বই লিখছ নাকি?"

"না, আণ্ট। বই লিখতে যাব কোন্ দুঃখে। দেখবেন? এই

পৃষ্ঠায় টোকা রয়েছে, সমান্তরাল বিবর্তন। এটি একটি সূত্র। এটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে এক এক প্রাণীর মধ্যে প্রকৃতি এক একটি বিবর্তনের ধারা রক্ষা করছে। সবাইকে সে মানুষের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে না, দিতে চায় না। মানুষ মানুষেরই আধুনিকতম বিকাশ, বানরের নয়। বুঝলেন ?"

আণ্ট স্মিত বদনে বললেন, "বাঁচলুম। এর পর যদি কেউ বলে যে আমরা বানরবংশীয় তবে তোমার নোটখাতা পড়তে বলব।"

"না, না। ঠিক বুঝলেন না।" বাদল শশব্যস্তভাবে বলল, "আমরা যে বানরবংশীয় নই তা প্রমাণ করবার উপযোগী তথ্য আমার হাতে নেই। আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে আমরা অগ্রসর হয়েছি মনুষ্যত্বের পথে আর ওর বানরত্বের পথে। কোন্‌টা শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে তর্ক করা বৃথা। কারণ আমরা বানরত্বে বানরের সমকক্ষ নই।"

"সত্যি ?"

"হাসছেন ? তা হাসুন। কিন্তু ভেবে দেখুন। একটি পতঙ্গ, যথা মৌমাছি, আমাদেরই মতো দেহী, তার কতক গুণ আমাদেরই মতো। তবু কোনোদিন সে মানুষ হয়ে উঠবে না, ইনটেলেক্‌টের অভিমুখে তার গতি নয়। সে যা হয়ে উঠেছে ও উঠবে তা এতো আশ্চর্য যে তার মধ্যে প্রকৃতির নিশ্চয়ই একটি বিশিষ্ট লক্ষ্য নিহিত আছে। সে যে কী তা আমি জানিনে, কিন্তু একথা আমি জোর করে বলতে পারি যে বিবর্তন নামক পরীক্ষায় সবাই নিচে পড়েছে ও আমরাই ফার্স্ট হয়েছি, এটা জিদোইজ্‌ম্‌।"

"আমারও কতকটা তাই মনে হয়, বাদল। কিন্তু তুমি শেষ কর। আমি শুনি।"

বাদল বলে চলল সোৎসাহে। "ম্যামথরা যে নির্বংশ হয়ে গেল এর দ্বারা প্রমাণ হয় না যে বিবর্তন ওদের বাতিল করে ওদের থেকে উন্নততর প্রাণী সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তা যদি হত তবে লক্ষ লক্ষ কীট পতঙ্গ মাইক্রোব তাদের আগে ভূমিষ্ঠ হয়ে আজো চির তরুণরূপে বিরাজমান হতেন না। আমরা ঠকঠকি তাঁত ভেঙে কলের তাঁত, পালতোলা জাহাজ খারিজ করে বাষ্পীয় জাহাজ ও তেলের আলো ছেড়ে বিদ্যুতের আলো উদ্‌ভাবন করেছি বলে প্রকৃতিও যে অতিকায় সরীসৃপদের শ্লেট থেকে মুছে দিয়ে খর্বকায় সরীসৃপদের নাম লিখেছে এ হচ্ছে প্রকৃতির উপর মানবীয় প্রয়োজন-বুদ্ধি আরোপ। আমি বলি ওরা মরেছে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যের অভাবে। মাইক্রোবকে কোনোদিন সে অভাব পোহাতে হয়নি। বৃহৎ পরিবার এ যুগে অচল। তার থেকে প্রমাণ হয় না যে ক্ষুদ্র পরিবার বিবর্তনসিদ্ধ। প্রমাণ হয়, সমাজের অবস্থা আর বৃহৎ পরিবারের অনুকূল নয়। হ'তেও পারে একদিন পুনশ্চ অনুকূল। সুতরাং," বাদল ক্লান্ত হয়ে শুড়ে পড়ে বলল, "কারুর মৃত্যু হলে বা কেউ ক্ষান্ত হলে সিদ্ধান্ত করা অন্যায় যে যারা আছে তারা বিবর্তনের আধুনিকতম বিকাশ ও যারা নেই তারা প্রকৃতির পরিত্যক্ত। প্রকৃতি যে ডাইনোসরের বদলে গোসাপকে পেয়ে খুশি হয়েছেন তা আমার বিশ্বাস হয় না।"

আণ্ট বিমুগ্ধ স্বরে বললেন, "সামান্য একটি সূত্র থেকে তুমি যে কতো কথা টেনে বার করতে পারো, বাদল, শুনে অবাক বনতে হয়। এ সব কি তুমি আগে চিন্তা করেছ, না আজ এখনি চিন্তা করলে?"

বাদল শুধু মুচকি হাসল।

তাকে বিশ্রাম করার পরামর্শ দিয়ে মিস মেলবোর্ণ-হোয়াইট

বিদায় নিলেন। খাবার সময় মিস ম্যাকফারলেনকে অনুরোধ করে গেলেন ওর প্রতি দৃষ্টি রাখতে। না করলেও চলত। কারণ মিস ম্যাকফারলেন যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন। বাদলের খাবার তার ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মেড এসে বার বার জেনে যায় তার কোনো দরকার আছে কি না। চাইলেই সে আইসক্রীম খেতে পায়।

ভিলি তার সঙ্গে দুবেলা গল্প করে যায়। তার তত্ত্ব নেয়। "মাদাম তোমার অসুখ শুনে খুব দুঃখিত হয়েছেন, মিস্তর সেন। মারিয়ানাও লজ্জিত। সেরে ওঠ, ওল্‌দ মেন।"

"মারিয়ানার লজ্জার কী আছে?" বাদল বলে। "আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। দোষ আমার এই অপটু শরীরের। আমিই এর দরুন লজ্জিত।" থেমে বলে, "নৃত্যে যেমন চিন্তার স্ফূর্তি হয় তেমন আর কিছুতে নয়, মায় অশ্বারোহণ।"

"হবে না?" ভিলি ব্যঙ্গ করে। অশ্ব হচ্ছে ইতর প্রাণী। আর নৃত্যসহচরী হলেন নারী। তবে নৃত্যের চেয়েও চিন্তাস্ফূরক আছে হে, তা যে তোমার আজো অজ্ঞাত এ কী কম আশ্চর্যের বিষয়!"

বাদল ধরতে পারল না, ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে রইল।

"না, তোমাকে বলব না। তুমি একদিন নিজেই আবিষ্কার করবে।" এই বলে ভিলি অর্থপূর্ণ হাসি হাসে। ভাবে বাদলটা কী সরলমতি, কী মূর্খ। একুশ বাইশ বছর বয়স হল, অদ্যাপি রসের সন্ধান পায় নি।

"মিস্টার সেন," দরজার ওপার থেকে চাঁচা গলায় পরিষ্কার উচ্চারণ আসে। "এখন কেমন বোধ করছেন?"

"ও মিসেস ফ্রেজার।" বাদল কৃতজ্ঞ কণ্ঠে উত্তর করে, "অনেকটা ভালো। ধন্যবাদ।"

"ভরসা হয় না প্রস্তাবটা পাড়তে, কিন্তু একটু বার্লির জল..."

"দোহাই আপনার, মিসেস ফ্রেজার। বার্লির জল খেলে আর বাঁচব না।" বাদল বলে কপট আতঙ্কে! "ডাক্তার ব্যবস্থা দিয়ে গেছে," এটা ডাহা মিথ্যা, "ঘণ্টায় ঘণ্টায় আইসক্রীম খেতে। তাতে ফল পাচ্ছি।"

বাস্তবিক বাদল এই অজুহাতে যা আইসক্রীম চালাচ্ছিল তা অন্য সময় হলে সকলের তাক লাগিয়ে দিত। জানতে পারলে আমেরিকার লোকেও বলতো, বলিহারি যাই বাবা হিন্দু। তুমি আমাদের রেকর্ড ভাঙলে।

মিসেস ফ্রেজারের ভারি ইচ্ছা যে বাদলের ঘরে এসে বসেন। কিন্তু তাঁর আবার শুচিবাতিক কিঞ্চিৎ বেশি। কে জানে কোন অসুখ, সংক্রামকও হতে পারে! ডাক্তার যা বলে তা কি সব সময় সত্য হয়? অসুখ না সারলে বিশ্বাস নেই। তিনি দরজার ওপার থেকে দু' চারটে উপদেশ দিয়ে শুভেষণা জ্ঞাপন করে প্রস্থান করেন।

বিপদের দিনে যেমন বন্ধুরা পর হয়ে যায় তেমনি পরও বন্ধু হয়। গ্রেহাম নামে একজন আবাসিকের সঙ্গে বাদলের আলাপ ছিল না। তিনি যে কখন খেতেন, কখন বেরতেন, কখন ফিরতেন তা বাদল লক্ষ্য করেনি। মিসেস ফ্রেজারের কাছে শুনেছিল গ্রেহাম চোদ্দ বছর ধরে একটি মেয়ের সঙ্গে 'কোর্টশিপ করছেন, তাঁর মতে তাঁর যথেষ্ট উপার্জন নেই, বিয়ে করলে কি খাওয়াবেন।

বাদলের অসুখ হয়েছে শুনে গ্রেহামের বাইরে যাওয়া প্রায় বন্ধ। তিনি মিস ম্যাকফারলেনকে জানান, "ছেলেটি সাত হাজার মাইল দূর থেকে এসেছে, এদেশে তার কেউ নেই। কতই বা বয়স! নিশ্চয়ই দেশের জন্য, আপনার লোকের জন্য তার মন খারাপ।

আই য়াম ভেরি সরি ফর দি পুওর চ্যাপ। যাই একটু তার কাছে বসি।”

মিস ম্যাকফারলেনের এতো বয়স, কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধির উদয় হয় নি। বাদলের অভিভাবক হিসাবে মিস মেলবোর্ণ-হোয়াইটকে খবর দিতে হবে গ্রেহামই তার সূচনা করলেন। বাদলকে অভয় দিয়ে বললেন, “কোনো ভাবনা নেই, মিস্টার সেন। আমরা আছি। মাসাজ করলে চটপট সেরে যাবে। আমি একটু দেখি।” বাদলের পায়ে চাপ দিতেই সে কোঁ করে উঠল। “আই সী। আচ্ছা, আজ থাক। কাল একটি লোক মাসাজ করতে আসবে। কুছ্ পরোয়া নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।”

তারপর গল্প করেন। তিনি ভারতবর্ষে যান নি। কিন্তু সে দেশে তাঁর আত্মীয় রয়েছেন। অসুখ-বিসুখ হলে এতটা ব্যবধানের দরুন মনে কষ্ট হয়। ভারতবর্ষে আবার নানা উৎকট রোগ। তাঁর দিদি একটি মিশনারী হাসপাতালের মেয়ে ডাক্তার। লেশমাত্র অসাবধান হলে রক্ষা নেই। তা হোক মানুষকেই করতে হবে মানুষের সেবা। মানুষকে মানুষ না বাঁচালে কে বাঁচাবে।

আহ্বান

১

দে সরকার লণ্ডনে ফিরে সুধীর সন্ধানে টেণ্টারটন ড্রাইভে চলল। ও বাড়িতে ফোন ছিল, সুতরাং কষ্ট করে টিউব বাস ও পয়দল ব্যবহারের তাৎপর্য কী? সেটা আপাততঃ অপ্রকাশ্য।

"কাকে চান?" মাদাম নিজেই দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল। জিজ্ঞাসা করতে না করতেই আপনি বলে উঠল, "আআ!" মসিয়ে ছ্য সারকার! আসুন, আসুন। আউ ডু ইউ ডু?"

দে সরকার সম্প্রতি ফরাসীভাষা রপ্ত করে এসেছে, অনর্গল ফরাসী বকল। "বুঁ ঝুর, মাদাম। কমা তালে ভু? ত্রে শো, নেস্ পা?" সুপ্রভাত। কেমন চলছে? খুব গরম, না?

মাদাম এতোদিন বাধ্য হয়ে ভাঙা ইংরাজির বোঝা বয়েছে। বুক থেকে পাষাণ নেমে গেল, মুখ থেকে বল্গা খুলে গেল। ফরাসীতে অনেক সুখদুঃখের কথা বলে চলল। তাকে থামায় কে? "মিস্তর শাক্রাবার্তী গিয়ে অবধি মার্সেলের মুখে হাসি নেই, তার শরীরও দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, মসিয়ে। তা দেখে তার বাবার মন খারাপ, আমারও কিছু ভালো লাগছে না। ওদিকে ঘর খালি পড়ে রয়েছে। স্থির ছিল মিস্তর সেন থাকবেন, ভদ্রলোকের এক কথা বলেই জানতুম। কিন্তু তিনি কোন্ এক বোর্ডিং হাউসে উঠে গেলেন। আপনি কোথায় থাকেন, মসিয়ে?"

"আমি?" দে সরকার প্রশ্নের মর্ম বুঝতে পেরে উত্তর দিল,

"আমি এ বাড়িতে উঠে আসতে পারলে বাঁচতুম, মাদাম। অন্ততঃ খাবার কষ্ট থেকে। কিন্তু আমি বড় ব্যস্ত মানুষ, রোজ দুবেলা টিউব বাস ও পয়দল আমার পোষাবে না। নইলে এমন বাড়ি," দে সরকার অত্যুক্তি করল, "বহু ভাগ্যে মেলে!"

মাদামও স্বীকার করল যে যাতায়াতের অসুবিধা তার কপালের দোষ।

দে সরকার এদিক ওদিক চেয়ে বার কয়েক কী বলি বলি করল বলতে পারল না। মাদাম বলল "হাঁ, খাবার কষ্ট এ বাড়িতে নেই। আমি কতরকম ভারতীয় রান্নাও জানি। মিস্টার সেন তবু এ বাড়ি ছাড়লেন। কই, খুব ব্যস্ত বলেও তো মনে হয় না তাঁকে?"

"কোন্ মিস্টার সেন? বাদল? চক্রবর্তীর বন্ধু?"

"হাঁ, মসিয়ে। সেই রোগামতন ছেলেটি। না খেলে রোগা হবে না তো কী হবে? বড় কম খায়।"

"কিন্তু আসল মানুষের খবর কী? চক্রবর্তী কোথায়?"

"আমার কপাল।" মাদাম দাঁড়িয়ে বলল, "আনি তাঁর লেখা চিঠিগুলি। ভেবেছিলুম আপনি সব জানেন।"

"না, মাদাম। আমি এই কয় সপ্তাহ ছিলুম না এ দেশে। ঘুরে এলুম নানা দেশ। চমৎকার দেশ বেলজিয়ম।"

মাদাম আপ্যায়িত হয়ে বলল, "যেতে পারছি কই। এমন আটকে গেছি এখানে। বেলজিয়মের কোন কোন জায়গা দেখলেন, মসিয়ে?"

"দক্ষিণ প্রদেশ দিয়ে রেল পথে আসার সময় চোখ খোলা রেখেছিলুম, মাদাম। অপূর্ব শোভা। ব্রাসেল্‌সে এক রাত কাটাই, পরদিন ক্যাথিড্রল প্রত্যক্ষ করি। সে কী বিস্ময়!"

"আমাকে আগে জানালেন না কেন! হোটেলে থাকতে হত না। ওখানে আমার অগুন্তি আপনার লোক। তারা কতো খুশি হত। আমার বাপের বাড়ি অবশ্য সাঁ পিয়ের। ইচ্ছা করলে দু ঘণ্টায় বেড়িয়ে আসা যেত।"

"কী আফসোস।" দে সরকার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দীর্ঘশ্বাসটা অকৃত্রিম। কারুর বাড়িতে থাকবার সুযোগ পেলে সে সাগ্রহে গ্রহণ করে। কে জানে সে বাড়িতে কোন্ সুন্দরীর বাস।

সে সরকার কান পেতে টের পেল আজ এ বাড়িতে অন্য কেউ নেই। যাকে দেখতে এসেছিল সে গৌণতঃ সুধী, মুখ্যতঃ সুজেৎ। মাদামটা এমন উল্লুক, এতো লোকের নাম করল, ভুলেও সুজেতের নাম করল না। কী করে তাকে মুখ ফুটে শুধানো যায়, মাদাম, তোমার প্রিয়দর্শিনী তনয়া কোথায়?

"এই দেখুন, মসিয়ে, মিস্তর শাক্রাবর্তীর চিঠি। আর এই সব খেলনা তিনি মার্সেলের জন্যে পাঠিয়েছেন। এটা একটা লাইটহাউস, নেস্ পা? কিন্তু ভালো করে দেখুন, এতে মরিচের গুঁড়ো রাখতে হয়। হা-হা-হা-হা। ফ্রান্সের কাজ। আর এটা সত্যিই খেলনা। দম দিলে পাখি ডানা ঝটপট করে। সুয়েজ থেকে এসেছে, কী জানি কোথায় তৈরি। এটা বোধহয় ভারতের। নেস্ পা?"

"উই, মাদাম।" হাঁ, মাদাম। "চন্দনকাঠের কৌটা। মৈশূরে প্রস্তুত। কিন্তু চক্রবর্তী কি মৈশূরে গেছেন? দেখি চিঠিগুলো। মেরসি, মাদাম।" ধন্যবাদ, মাদাম।

একখানা মার্সেল্‌সের, একখানা পোর্ট সৈয়দের, একখানা বম্বের। "পড়তে কোনো আপত্তি নেই তো? মেরসি, মাদাম হুঁ। লিখেছেন শীগ্‌গির আসবেন।"

"ও আমি বিশ্বাস করব না, মসিয়ে। ওটা মার্সেলের মন রাখতে। অত দূর দেশে গেলে কী কেউ শীগ্‌গির ফেরে।"

"কিন্তু কেন গেলেন, তা তো জানলুম না। যাবার তো কথা ছিল না। আরো এক বছর থাকবেন, এইরকম বুঝেছিলুম।"

মাদাম সুধীর উপহার নাড়াচাড়া করতে করতে সুধীর বন্ধুর সাক্ষাতে সুধীর দেশবাসীদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলল, ভদ্দরলোকের এক কথা, এটা বোধহয় সব দেশে চল্‌তি নয়।"

দে সরকার তৎক্ষণাৎ উঠল। এই অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে তর্ক করা পণ্ডশ্রম। অর্থনাশ ও প্রিয়জনের ক্লেশ একে অপ্রকৃতিস্থ করেছে।

"সে কী, মসিয়ে। খেয়ে যাবেন না? বসুন না একটু। মার্সেল সুজেতের সঙ্গে দোকান গেছে, এখুনি আসবে। আপনি ওর দাদার খবর ওকে দেবেন, বুঝিয়ে বলবেন যে দাদা এই এলো বলে।"

দে সরকারের জাতীয় আত্মসম্মানবোধ সুজেতের উল্লেখে জল হয়ে গেল। আহা, মেয়েমানুষ গায়ের ঝাল ঝাড়তে পরের দেশের নিন্দা করেছে, অমন তো আমরাও করে থাকি। তা বলে এতো খরচ করে এতোদূর এসে সুন্দর মুখ দেখে যাব না, এমন অরসিক আমি?

সুন্দর মুখের আকর্ষণ দে সরকারের জীবনের মহা আকর্ষণ। পথে চলতে চলতে কোনো অপরিচিতার দর্শন পেল, অমনি করল তার অনুসরণ। পার্কে ঘুরতে ঘুরতে লক্ষ্য করল কোনো একাকিনী নৌকা বাইছে, অমনি অপর নৌকায় তার সঙ্গ নিল। একদিন এক ট্যাক্‌সিতে উঠে হুকুম করল, চালাও ঐ মোটর তাক করে, খবরদার দেরি কোরো না। ট্যাক্‌সিওয়ালা হয়তো ঠাওরাল ডিটেক্‌টিভ! কিন্তু দে সরকার জানল জীবনে এ মেয়েটিকে দ্বিতীয়বার দেখতে পাবে

না, জীবনকে ঐশ্বর্যবান করে নেবার এই লগ্ন প্রথম এবং শেষ। কতো লোক ভিসুভিয়স দেখতে ইটালী যায়, চেরি ফুল দেখতে জাপানে, পিরামিড দেখতে মিশরে ও তাজমহল দেখতে ভারতে। তাদের খরচকে কেউ বাজে খরচ বলে না, তাদের খেয়ালকে বদ্ খেয়াল। নারীর রূপ কি ওসব দৃশ্যের চেয়ে দুর্লভ, পলাতক ও দুর্মূল্য নয়? সেজন্যে দে সরকার অপমানবোধ পরিপাক করল।

দে সরকারকে বসিয়ে রেখে মাদাম গেল রান্নার তদবির করতে। দে সরকার পায়ের উপর পা চাপিয়ে সিগারেট সমেত ডান হাত উঠিয়ে এক মনে ভাবতে থাকল সুধীর কথা। হঠাৎ ভারতবর্ষে ফিরে যাবার হেতু কী? আবার আসবেই বা কেন? তার তো মা নেই, বাবা নেই, স্ত্রী নেই, কার অসুখ করল?

এবার দে সরকার অনেক কাহিনী পুঁজি করে এনেছে, সুধীর কানে উজাড় না করলে যকের মতো ওসব ধন পাহারা দিতে থাকবে। মনে যখন বিষ জমে মন ক্রমশ বিষিয়ে যায়, মনের স্বাস্থ্যবিধানের জন্যে রোমান ক্যাথলিক ধর্মে কন্‌ফেসনের ব্যবস্থা আছে। সুধী ছিল দে সরকারের কন্‌ফেসর। তেমন শ্রোতা বিরল। দে সরকার তার বদলি পায় কোথায়?

এক এক জনের স্বভাব চাপা। কিন্তু দে সরকারের স্বভাব খোলা। সে তার অভিজ্ঞতা অন্যের গোচর না করে তৃপ্তি পায় না, যেন কোনোখানে ফাঁকি থেকে গেল। অথচ যার তার কাছে ভাঙলে গোপন থাকবে না। দে সরকার নিজে চাপা না হলেও তার অভিজ্ঞতা চাপা রাখতে চায়। তাই সুধীর মতো শ্রোতাই তার ইষ্ট।

দে সরকারকে বেশিক্ষণ ভাবতে হল না। যুগপৎ মার্সেল ম্যুরেৎ

ও জ্যাকি প্রবেশ করে তার তুমুল সংবর্ধনা করল। জ্যাকির আবেগ সংবরণ করাই কঠিন। মার্সেল তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল, যেন সুধীর আদল খুঁজছে। সুজেৎ ঈষৎ মাথা নেড়ে হাল্কা স্বরে বলল, "গুড্ মর্নিং।" যেন মুখের কথা বাতাসে উড়িয়ে দিল।

মার্সেলের সঙ্গে ভাব করতে চেষ্টা করে দে সরকার ব্যর্থ হলো। সে তার দিদিকে জড়িয়ে ধরে দে সরকারের দিকে ভীরুর মতো চেয়ে রইল। সুজেৎ সব্রীড়ভাবে তাকে বোঝাল, ইনি তার দাদার বন্ধু, ইনি এ বাড়িতে আগে এসেছেন তার মনে পড়ে না, এঁকে গুডমর্নিং বলতে হয়। মার্সেল একেবারে অবুঝ, অ-বাক। বাস্তবিক তাকে রোগা দেখাচ্ছিল মলিন দেখাচ্ছিল। বেচারি।

সুজেৎ ও দে সরকার মার্সেলকে অবলম্বন করে বাক্যালাপ আরম্ভ করল। জ্যাকি তাদের পায়ের কাছে পড়ে জিভ লক লক করতে লাগল। আর মার্সেল বসে থাকল কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায়।

নিপুণ চালকের দ্বারা আলাপ ক্রমে মোড় ঘুরল, প্রসঙ্গ ক্রমে পাত্রান্তরিত হল। আভাসে ইঙ্গিতে দে সরকার জানতে দিল যে সুজেৎ অসামান্য রূপসী। আর সুজেৎ সরমে লোহিত হল।

কন্টিনেণ্টে গিয়ে দে সরকার দুঃসাহসিক হয়েছিল। ইংলণ্ডের সামাজিক আবহাওয়া মানুষকে মেষ করে রাখে, সারাজীবন ইংলণ্ডে বাস করলেও মেয়েদের সামনে মুখ ফোটে না। কিন্তু কন্টিনেণ্টে মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। দে সরকারের এবারকার অভিজ্ঞতা সুধী থাকলে বিবৃত হতো, সুধী অবিদ্যমানে অপ্রকাশ রইল।

আহারান্তে বিদায় নেবার সময় দে সরকার বলল, "ওহ্, ভুলে

গেছি। মার্সেলের জন্যে চকোলেট এনেছিলুম, খাঁটি সুইস্ চকোলেট। মার্সেল · ”

মাদাম খুশি হয়ে বলল, “মসিয়ে যখনই আসেন তখনই কিছু পকেটে করে আসেন। মার্সেল, বল ‘তাঙ্ক ইউ।’ বল।”

“এই মেয়েটিকে মাঝে মাঝে দেখে যেতে চাই, মাদাম। যতদিন না চক্রবর্তী ফিরেছেন ততদিন আমারই তো দায়িত্ব। আশা করি সামনের মাসেই তিনি ফিরবেন। বাদলের ঠিকানাটা তা হলে সুজেতের কাছেই পাব। মাদমোয়াজেল, এক টুকরো কাগজে এক লাইন লিখে দিতে আজ্ঞা হোক্।”

সুজেৎ বসবার ঘরে লেখার টেবিলের অভিমুখে গেল। দে সরকার সঙ্গে চলল। পিছন ফিরে চেয়ে দেখল কেউ নেই। মৃদু স্বরে বলল, “মাদমোয়াজেলের ফেলে দেবার মতো কোনো ছবি আছে? কুড়িয়ে পেতে পারি?”

সুজেৎ সসঙ্কোচে বলল, “না।”

“আমার দুর্ভাগ্য। মাদমোয়াজেলের সম্মতি পেলে তাঁকে কোনো ফোটোগ্রাফারের দোকানে নিয়ে গিয়ে তাঁর ফোটো তুলিয়ে নিই।”

সুজেৎ উত্তর করল না। তার সলজ্জ মুখভাব উত্তরের অধিক হলো।

“কখন? আজ?”

“আজ ছুটি নেই।” তারপর দীর্ঘ কটাক্ষ হেনে বলল, “কেন এ সব?”

দে সরকারও দীর্ঘ চাউনি ক্ষেপণ করে বলল, “কেন আমি এতোবার এ বাড়িতে আসি!” বাইরে মাদামের পদশব্দ শুনে, “আচ্ছা, তা হলে। আরেক দিন? শনিবার?”

সুজেৎ নতমুখে মিহি স্বরে বলল, “আচ্ছা।”

সুজেতের হাত থেকে ঠিকানাটা নেবার সময় দে সরকার আস্তে চাপ দিল। দু'জনের চোখাচোখি হলে সুজেৎ চোখ নামিয়ে নিল। তখন দে সরকারের কী মনে হলো, সে চেঁচিয়ে উঠল, "মাদাম, চক্রবর্তীর ঘর দুটো একবার দেখে যাব? যদি কোনো বন্ধুকে রাজী করাতে পারি।"

বাইরে থেকে জবাব এলো, "নিশ্চয়। যা তো, সুজেৎ। উপরে নিয়ে যা।"

দু'জনে হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি বয়ে উপরের তলায় গেল। সুধীর ঘরের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দে সরকার তার নেকটাইটা ঠিক করে নিল। ব্রিলিয়ান্টিন আঁটা চুলে হাত দিয়ে আলগা চুলগুলোকে এখানে ওখানে গুজে দিল। কেমন ঘন চুল, কালো রেশমের মতো। নিজের চেহারা সম্বন্ধে তার ধারণা উচ্চ। তাই চেহারার অবহেলা যাতে না হয় সে বিষয়ে তার প্রখর দৃষ্টি।

একই আয়নায় সুজেতেরও ছায়া পড়েছিল। সবুজ ফ্রক পরা খুবসুরৎ মেয়েটি। তন্বী চকিতলোচনা, ব্রীড়াবতী। দে সরকার তার দিকে ফিরে বলল, "আয়নায় এই যে ছায়া দেখছি হৃদয়ে এই ছায়াই প্রতিফলিত হচ্ছে। সত্যি কি আপনার কোনো ছবি নেই, মাদমোয়াজেল?"

এর উত্তরে উচ্চবাচ্য না করে সুজেৎ অকস্মাৎ প্রস্থান করল। দে সরকার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সুধীর পরিত্যক্ত খানকয়েক বইয়ের পাতা ওল্টাতে থাকল। সুজেতের পায়ের ধ্বনি শুনে চেয়ে দেখল সে হাতে করে কী এনেছে, লুকোবার চেষ্টা করেছে। দে সরকার ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে দেখল, সুজেতের ফোটো। উৎফুল্ল হয়ে তারই উপর চুম্বন করল। আয়নার পানে তাকিয়ে দেখল সুজেৎ

লজ্জায় পাণ্ডুবর্ণ। ফোটোখানি পকেটবুকে পুরে দে সরকার বলল, "অশেষ ধন্যবাদ। বিনিময়ে এর মতো মূল্যবান কী দিতে পারি? ঋণী রইলুম, মাদমোয়াজেল।"

নামবার সময় দে সরকার সুজেৎকে বাহুর আশ্রয় দিল। রীতিমতো গ্যালাণ্ট যুবা, ইচ্ছা করলেই তাকে চুম্বন করতে পারত, করলে তা অপ্রত্যাশিত হত না। কিন্তু প্রেমের আর্টে অনেকখানি হাতে রাখতে হয়। গল্পের আর্টের মতো। নইলে গল্পও জমে না, প্রেমও পিপাসা হারায়।

দে সরকার সটান বাদলের খোঁজে চলল।

উক্ত ভদ্রলোক বাসাতেই ছিলেন। অভিবাদনাদির পরে দে সরকার বিনা ভূমিকায় বলল, "তুমি তো সুবিধামতো ইংরেজ বনলে। তোমার দোষে যে ভারতশুদ্ধ লোকের সুনাম যায়।"

"কী, কী? কেন, কেন?

"মাদামকে কথা দিয়ে কথা রাখনি, তার বাড়ি ছেড়ে এই বোর্ডিং হাউসে ভিড়েছ। কেন বাপু? কী মধু আছে এখানে? আছে সুজেতের চেয়ে ললিতা?" দে সরকার ধমক দিয়ে হেসে ফেলল।

ব্যাপারটা কলহ না তামাশা বাদলের বোধগম্য হল না। দে সরকারের সাথে তার মাস ছয়েক দেখা হয়নি। তার সঙ্গে কোন সম্পর্কের সুবাদে সে আচমকা এসে আপদ বাধায়? দিল তার চিন্তাটা ঘুলিয়ে।

"ওহে সেন, রাগ কোরো না।" দে সরকার তার সামনে সুজেতের হাতে লেখা নাম-ঠিকানা স্থাপন করে জমিয়ে বসল। "দেখছ তো, তোমার ঠিকানা লিখিয়ে এনেছি। মনীষীবরের কি মাদাম দুপোঁকে মনে আছে? সেই বলছিল তুমি তার ওখানে চক্রবর্তীর বদলে থাকবে

স্থির ছিল। থাকলে না বলে সে ভারতবাসীমাত্রকেই কলঙ্কভাগী করছে, আমাদের নাকি কথার খেলাপ হয়।"

বাদল উত্তপ্ত স্বরে বলল, "কী! এতো বড় অপবাদ! আমি কি ওকে একমাসের ভাড়া অতিরিক্ত দিয়ে আসিনি?"

"ঠাণ্ডা হও। ঠাণ্ডা হও। পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর মানুষ কখনো সন্তুষ্ট হয় না, যত পায়, তত চায় গরীব আত্মীয়, গ্রাম্য মহাজন, শহুরে বাড়িওয়ালা। মাদামের রটনায় কার কী আসে যায়? কিন্তু, সেন অমন একখানি মাদমোয়াজেল কণ্টিনেণ্টেও দুষ্প্রাপ্য।"

বাদল নরম হলো। ঠিকানাটা খুঁটিয়ে পড়ে মন্তব্য করল, "হাঁ। সুজেতের হাতের লেখাটি বেশ।"

দে সরকার হেসে লুটিয়ে পড়ল। "তুমি কি সত্যি সরল, না মিটমিটে শয়তান? যাঁ! অমন একখানি মাদমোয়াজেল কণ্টিনেণ্টেও দুষ্প্রাপ্য, কেননা তার হাতের লেখাটি বেশ!"

"তারপর," বাদলকে চুপ করে থাকতে না দিয়ে দে সরকার শুধাল, "অজ্ঞাতবাস কেমন কাটল? কুরুক্ষেত্রের জন্যে শক্তিসঞ্চয় করে ফিরেছ? কোথায় কোথায় গেলে, কী কী দেখলে? কবে এলে? কী বৃত্তান্ত? বল হে বল।"

"সব কি একনিঃশ্বাসে বলা যায়? আপনার—না, না, তোমার—খবর কী? লণ্ডনেই ছিলে?"

"হাঁ! আমাদের আবার খবর। কোনোমতে টিকে থাকা। গিয়েছিলুম কণ্টিনেণ্টে, ঘুরলুম পোলাণ্ড, সুইটজরলণ্ড, জার্মানী। কোথাও বিদেশীকে কাজ দিতে রাজী নয়, তাদের নিজেদেরই বেকার কতো! বলে, এসেছেন বেশ করেছেন, থাকুন এদেশে, দেশ দেখুন, পড়াশুনা করুন, শরীর সারান, কিন্তু জীবিকা! ও জিনিসের নাম মুখে আনবেন না।"

উপার্জনের যে দেশ বিদেশ আছে তা বাদলকে আঘাত করল। শুনল সে সরকারের মুখে, "বললুম, মশাই আমি চাইনে চাকরি। আমি ব্যবসা করব, তার অনুমতি পাব তো? ওরা বলল, কোনো ব্যবসাদারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবেন না, এই শর্তে অনুমতি পেতে পারো। তার মানে এমন ব্যবসা করতে হবে যা আন্‌কোরা নতুন, যা অন্যের মগজে গজায়নি। তখন থেকে ভাবছি বাদল সেনের কাছে বুদ্ধি ধার করলে হয়?"

রসিকতার মর্মগ্রহণ না করে বাদল গম্ভীরভাবে বলল, "ভারতবর্ষ থেকে মোরব্বা আমদানি করলে কেমন হয়।"

"হো হো হো। মোরব্বা কেন, মোরগ আমদানি করলেই বা লোকসান কী? আমি ভাবছি কিছু গৈরিক আমদানি করে স্বামীজী সেজে বেরিয়ে পড়ব। তুমি কল্‌কে সাজতে জানো? শিষ্য হবে?"

বাদলের অমন একটা সংকেত মাঠে মারা যাওয়ায় সে অভিমানে বিরস হলো। তারপরে কী মনে করে বলে উঠল, "এক কাজ কর। তুমি চমৎকার রাঁধতে জানো, খোল একটা রেস্টরাণ্ট, ভারতীয়রা সবাই খাবে।"

"তুমি খাবে?"

"আমার কথা আলাদা।"

"তোমারই মতো বেশির ভাগ। নইলে আমার মতো রাঁধুনি বেকার রয়?"

বাদল চটে গেল। দে সরকার তা লক্ষ করে বলল, "যাক, তোমাকে একটা সুখবর দিই। আমি পাস করেছি। ফার্স্ট ক্লাস পেলুম না বলে ক্ষোভ রাখব না, জানি আমার মস্তিষ্ক প্রথম শ্রেণীর

নয়। স্বপাক খেয়ে, প্যারাগ্রাফ লিখে, জুয়া খেলে কোনোরকমে তরে গেছি এই যথেষ্ট। কী বল, ভালো ছেলে?"

"আমি ভালো ছেলে নই।" বাদল ফোঁস করে উঠল। "এই সেদিন নেচে এলুম। জান আমি ইস্ট এণ্ডে যাচ্ছি?"

"য়ঁ্যা!" দে সরকার গালে হাত দিয়ে বিস্ময় জানাল। "নেচে এলে? আছাড় খাও নি? ভাগ্যবতীটি কে?"

"একটি অস্ট্রিয়ান তরুণী, ভিয়েনিজ।"

"বল কী হে? আমি তিন তিনটে দেশ ঘেঁটে ভিয়েনিজ পেলুম না, তুমি ঘরে বসেই পেলে। ঠিক চিনেছ? ইস্ট এণ্ড বলছিলে, ইস্ট এণ্ডিজ নয় তো?"

"দূর! ইস্ট এণ্ড বলছিলুম, তার কারণ কাল একটা পার্টিতে ইস্ট এণ্ডে যাবার আহ্বান পেয়েছি। জানো তো, সেখানে গোটাকয়েক ইউনিভার্সিটি সেটলমেণ্ট আছে। টয়নবি হলের নাম শুনেছ? আমি যাচ্ছি সেণ্ট ফ্রান্সিস হলে।"

৩

বাদল বক্তা, দে সরকার শ্রোতা।

পার্টি ছিল লেডি লিটলজনের ওখানে। গার্ডেন সাবার্ব জানো তো। গোল্ডার্স গ্রীনে নামতে হয়। অবশ্য আমি একজনের সঙ্গে মোটরে গেলুম। মিস মেলবোর্ণ-হোয়াইটকে কি চেনো? নাম শুনেছ। তিনিই অনুগ্রহ করে আমাকে তুলে নিয়ে গেলেন। সে রাত্রে মারিয়ানা ভাইসমানের সঙ্গে নেচে আমার কোমরে দরদ।"

"কী সব বড় বড় নাম আওড়াচ্ছ!" দে সরকার ফোড়ন দিল।

"সব বানানো। লেডী লিটলজন, মারিয়ানা ভাইসমান, মিস মেলবোর্ণ-হোয়াইটের মোটর। খবরের কাগজে পড়া ঘটনায় নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করে আমাদের কাছে চাল দিচ্ছ।"

বাদল উগ্রচণ্ড রূপ ধরে কী উত্তর করবে খুঁজে পেলো না। তারপর শেল্‌ফ থেকে টান মেরে একখানা জার্মান দর্শনগ্রন্থ নামিয়ে দে সরকারের সুমুখে মেলে ধরল। দে সরকার পড়ল, ফ্রীডা ভাইসমান। বাদল টিপ্পনী করল, "মারিয়ানার মা।" লেডী লিটলজনের পার্টিতে উপস্থিতির প্রমাণ হাতের কাছে না পেয়ে বাদল হতাশ হয়ে চেয়ারে শুয়ে পড়ল।

"হাঁ। মানছি কোনো বর্ষীয়সীকে তর্কে পরাস্ত করে তুমি ঐ বৃহদারণ্যক উপহার পেয়েছ, কিন্তু তরুণ মারিয়ানার অস্তিত্বে আমি সন্দিহান। আর নাচ? নাচ তোমার ঐ শ্রীচরণে বিকশিত হয়নি, হয়েছে চিৎ গগনে।"

"তা বটেক।" বাদল হাল ছেড়ে দিল।

"বল, মহাপুরুষ, বলে যাও। যদিও কাহিনী তবু আমাদের মতো ভাগ্যহীনের শুনেও সুখ। বল হে বল। হাঁ, সব সত্যি। এই যে কান মলছি। বলে শেষ কর, আমিও বলব আমার লীলাপ্রসঙ্গ। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। কিন্তু কাউকে জানিয়ো না আমি যা বলি। মন্দ লোকে সত্যি বলে ঠাওরাবে।"

অনেক স্তব স্তুতির পর বাদল তার পার্টির ইতিহাস শোনাল। একচক্ষু হরিণের মতো বাদল কেবল একটি দিক দেখতে পায়। কার সঙ্গে তার কী কথা হলো, এই হচ্ছে তার পার্টির বিবরণ। বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল, যেন পার্টির হাওয়া গায়ে লেগেছে।

"মিস স্ট্যানহোপকে আমার ভারি ভালো লাগল। তিনি—"

"বয়স কত? বয়স কত?"

"পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হতে পারে।"

"দেখতে নিশ্চয় খুব খারাপ?"

"ওসব রুচিসাপেক্ষ। যার যেমন চোখ তার চোখে তেমন। শান্ত, সুধীর, নম্র মানুষটি। আকৃতির উপর অন্তঃপ্রকৃতির প্রভাব পরিব্যাপ্ত। তাঁর সাক্ষাতে বিশ্বাস হয় যে আত্মা সত্যিই আছে, তাঁর রূপ তাঁর আত্মার রূপ। পৃথিবীতে কয়জনের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে, দে সরকার?"

"শেষ কালে তোমার মতো বুদ্ধিবাদীর মুখে এই উক্তি! সেন, তোমার সঙ্গে আমার স্বভাবের মিল ছিল এক জায়গায়, আমরা উভয়েই ছিলুম মিস্টিসিজমের প্রতিপন্থী।"

"কিন্তু এ তো মিস্টিসিজম নয়।" বলতে বলতে নিজেই সন্দিগ্ধ বোধ করল। আর্ত স্বরে শুধাল, "মিস্টিসিজম নাকি? তোমার কি বাস্তবিক তাই মনে হয়?"

"হাঁ, সেন। যুক্তির দ্বারা যার সমর্থন চলে না, অনুভূতির উপর যার প্রতিষ্ঠা তাই মিস্টিসিজম। আমি চৈতন্যের দেশের মানুষ, আমার রক্তে ওর প্রতি টান আছে, আমার ধাতু যদিও বিমুখ। কিন্তু তুমি ইংরেজ, তোমার কেন এ টলন!"

বাদল চিন্তা করল। "জানিনে আমার কী হয়েছে। নিজের সাফাই দেব না। কবুল করছি যে আমি আর সে আমি নই, কোথায় কোন কল বিগড়েছে। ভালো সাইকো-অ্যানালিস্ট পাই তো মন পরীক্ষা করাই।"

দে সরকার রহস্য করে বলল, "আমাকে দিয়েই পরখ করাও না? বলব তোমার কী হয়েছে?...এক, দুই...বলব? তিন। তবে শোন।

অবধান কর। ইংলণ্ড তোমাকে নিরাশ করেছে, সেই সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতাও।"

"অসম্ভব।" বাদল দৃঢ়তার সহিত বলল। "পাশ্চাত্য সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা। প্রাচ্য সভ্যতা বলে কোনো পদার্থ নেই। যা ভাবে ভাবুক সুধীদা।"

"প্রাচ্য সভ্যতা সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি একমত। প্রাচ্যের আছে অসাধারণ টিকে থাকবার সামর্থ্য। কিন্তু যৌবন নেই। তা বলে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বতঃপ্রমাণিত হয় না। এরাও জ্ঞানবৃদ্ধ, কিন্তু জ্ঞানী নয়। দু'দিনের জীবনকে যারা ফুলে ফলে ভরিয়ে নিতে জানে না, ভরিয়ে তোলে ঘৃণায় বিদ্বেষে ব্যস্ততায় ব্যসনে, তারা মূঢ়াদপি মূঢ়।"

"চারিদিকে এত অপচয়!"

"শক্তির শ্রাদ্ধ হচ্ছে। অসীম শক্তি কোনো কাজে লাগছে না। অপেরা, ব্যালে, সঙ্গীত, নাটক গত পঞ্চাশ বছর ধরে অপুষ্ট, যদিও অতিভোজী। সাহিত্য টিমটিম করছে, যদিও তৈলের ইয়ত্তা নেই। ধারণা ছিল সোভিয়েট রুশের কণ্ঠে পূর্ণ প্রাণের গান শুনতে পাব। হায় রে বিড়ম্বনা! নতুন বিষয়, নবীন গায়ক, কিন্তু সেই সাবেক রাগরাগিণী। ফোর্স, ফোর্স, ফোর্স। সার্বজনীন স্বতঃস্ফূর্তি কি মানবের ভাগ্যে নেই?"

বাদল অন্যমনস্ক হয়েছিল। দে সরকার তাকে সচেতন করল। "যাক ওকথা। মিস স্ট্যানহোপটি কে, যদি আদৌ জীবন্ত হয়ে থাকেন?"

"এখনো সন্দেহ? আচ্ছা, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। কবে যাবে বল? মিস স্ট্যানহোপকে ফোনে জানিয়ে রাখব।"

"আগে আমাকে জানিয়ে রাখ কে তিনি।"

"সেণ্ট ফ্রান্সিস হলের পরিচালিকা। পরিচারিকাও বলতে পারো, যেহেতু অন্য পরিচারিকা নেই। সবাইকে খাটতে হয় সকলের সেবায়, কোনো কাজই হীন কাজ নয়। আমি ভাবছি পরিবেশক হব।"

"আর আমি হব শেফ। ফরাসী পাচক।"

"না, না, তামাশা নয়।" আমি যথার্থ চিন্তা করছি ওদের সঙ্গে যোগ দেব কিনা। মানুষের দুঃখ যদি লেশমাত্র মোচন করতে পারি তবে আমার জীবন সার্থক। বিশুদ্ধ মনন আর তৃপ্তি দেয় না।"

দে সরকার জেরা করল, "আই সি এস দিয়েছ?"

"না।"

"বার ইনএ হাজিরা দিচ্ছ?"

"ব্যারিস্টার হতে স্পৃহা নেই।"

"তবে তুমি হবে কী?"

"কিছু না। একজন মানুষের একরকম করে চলে যাবে।"

দে সরকার গম্ভীরভাবে বলল, "দেখ সেন, পাগলামিরও সীমা আছে। তুমি বিবাহিত পুরুষ, স্ত্রীর প্রতি তোমার দায়িত্ব আছে, দায়িত্ব পালনে বিমুখ হলে আইনের আমলে আসতে পারো। এদেশে জীবিকার সংস্থান এত অনায়াসসিদ্ধ নয় যে তুমি সেণ্ট ফ্রান্সিস হলের পরিবেশক হয়ে অন্ন সেবন করবে। তুমিও জানো, আমিও জানি, তুমি দেশেও ফিরবে, বাপের টাকাও পাবে, বৌ নিয়ে ঘরসংসারও করবে, কেন তবে একটা বছর নষ্ট করলে?"

"রাখ, হয়েছে।" বাদল অসহিষ্ণুভাবে বলল। "তুমি কেবল সবজান্তা নও, প্রোফেটও বটে। আমি কী করব না করব তা তোমার নখদর্পণে। আমাকে তুমি কী মনে করেছ? আমি কি সুলভ

একটা জীবিকান্বেষী ? কোনোমতে একটা জীবিকা জোটাতে পারলেই জীবনের কাছে আমার দাবী ফুরোল ? দে সরকার, আমার ভবিতব্যের উপর কেন তোমার এতো অবিশ্বাস ? আমাকে চেনা কি খুব কঠিন ?" বাদল উঠে পায়চারি শুরু করে দিল।

"আজো পৃথিবীতে মিরাক্‌ল্ ঘটছে। লেনিন স্টালিন ছত্রপতি, মার্কোনি ফোর্ড বিশ্বকর্মা, কতো উদাহরণ দেব ? আজকের পৃথিবীতে সুযোগ সংকীর্ণ হয়েছে মাঝারির, কিন্তু শক্তিমানের পদাঘাতে এমন কপাট নেই যা খোলে না। জীবিকান্বেষীর দৌড় অবশ্য বেশি দূর নয়, কিন্তু চেয়ে দেখ, দে সরকার, সাহসিকের স্পর্দ্ধা অভ্রভেদী। ঐ যারা জলে স্থলে অন্তরীক্ষে রেকর্ড চায় আমি তাদের পাংক্তেয়, যদিও আমার রেকর্ড মনোমার্গে।"

বাইরে থেকে দরজায় টোকা পড়ল। বামাকণ্ঠে ধ্বনিত হলো, "মিস্টার সেন, আপনার চা কি ঘরে দিয়ে যেতে হবে ?"

"না, মিস্ ম্যাক্‌ফারলেন, আমি নিচে নামছি। আমার বন্ধুও চা খাবেন।"

নিচে নামবার সময় দে সরকার জিজ্ঞাসা করল, "চক্রবর্তী হঠাৎ দেশে গেলেন কেন ?"

"একজন নিরুদ্দেশ হয়েছেন, তাঁর সন্ধানে।"

"স্ত্রী না পুরুষ ?"

"ও লর্ড! কী জেরা! এবার বোধহয় প্রশ্ন করবে কতো বয়স ও দেখতে কেমন। অগ্রিম বলে রাখছি আমার মেধা দুর্বল।"

"তা হলে তুমি তাঁকে জানো ?" দে সরকার চটুল হেসে বলল।

"জানি বললে বাড়িয়ে বলা হয়। দিন কয়েক এক কামরায় শুয়েছি, এক কেবিনে দুই যাত্রীর মতো।"

"ইউ ডেভিল। নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এই তাচ্ছিল্য—"

"গুড আফটারনুন, মিসেস ব্যারন," বসবার ঘরে ঢুকে বাদল বলল, "ইনি আমার বন্ধু মিস্টার দে সরকার।"

"ও হাউ ডু ইউ ডু, মিস্টার জেঙ্কিনসন।"

বাদল দে সরকারের কানে কানে বলল, "স্মৃতিভ্রংশ।"

দে সরকার চটে রয়েছিল। খোঁচা দিল, "এরই ছোঁয়াচ লেগেছে তোমার মেধায়।"

মিসেস ফ্রেজার প্রবেশ করলেন। বাদল দে সরকারকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল।

৪

দে সরকার সেদিন রাত্রি দশটার আগে ছুটি পেলো না। মিসেস ফ্রেজার যেই শুনলেন সে ব্রিজ খেলতে জানে অমনি আমন্ত্রণ করলেন খেলতে ও খেতে। ফলে সে জেব বোঝাই করে বাসায় ফিরল জয়লব্ধ অর্থে। মিসেস বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় দিলেন, অর্থের শোকে। বললেন, "মধ্যে মধ্যে আসবেন, আপনার যেমন খেলার ভাগ্য আপনাকে পার্টনার করে একদিন ব্রিজ ড্রাইভে যেতে চাই।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। অলওয়েস য়্যাট ইওর সার্ভিস।"

পরদিন মিসেস্ ফ্রেজারের নামে একটি পার্সেল এলো। একগুচ্ছ গোলাপ, কে বলবে যে কাপড়ের। ছোট্ট এক টুকরো কাগজে টোকা ছিল—ডি এস। অমন একটি গোলাপের শখ তাঁর বহু দিন হতে ছিল, যখনই কিনতে উদ্যত হন তখনই মনে হয় হাতে যথেষ্ট টাকা নেই। তাঁরই টাকায় অপরে তাঁকে গোলাপ কিনে দিল। কিন্তু

জানল কী করে যে গোলাপই তাঁর মনের কামনা? আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি! মিসেস ফ্রেজার বাদলের মারফৎ ধন্যবাদ জানালেন।

দে সরকারের যত্র আয় তত্র ব্যয়। নিজের জন্যে খরচ করে সামান্যই। থাকে গ্যারেটে, রাঁধে স্বহস্তে। মেয়েদের উপহার দিতেই তার উদ্বৃত্ত নিঃশেষ। শনিবারে যখন সুজেতের সঙ্গে মিলিত হলো তখন ওকে ভেট দিল ওরই ফোটোর বর্ধিত ও বর্ণাঢ্য অনুকৃতি। বলল, "এখন আমাকে বলুন কোথায় এই রত্ন শোভা পাবে, আমার ঘরের টেবলে, না আপনার ঘরের ম্যাণ্টেলপীসে?"

সুজেৎ উল্লসিত হয়ে এবার তার কাছে মন খুলল। "মার কাছে জবাবদিহি করতে যাবে কে? ও আপনি আপনার কাছেই রেখে দিন।"

"আমিই বা তা হলে ঋণী থাকব কেন? এই নিন আসল ও এই নিন সুদ।" এই বলে সুজেতের ছোট ছবিখানি ফেরৎ দিল, তৎসহ দিল একখানা সিনেমার টিকিট।

সুজেৎ কটাক্ষ হেনে বলল, "না, না, না।" স্বর নামিয়ে, "মা অনুমতি দেবে না। সত্যি।"

দে সরকার বলল, "আমি কি এমন প্রস্তাব করছি যে আপনি আমার সঙ্গে চলুন? দেখছেন না একখানামাত্র টিকিট, এক সিটে তো দু'জন বসতে পারে না?"

সুজেৎ বুঝল। তারপর যথারীতি মার্সেলকে খাবার উপহার দিয়ে মাদামকে মিষ্টি কথা বলে সুধীর আর কোনো চিঠি এসেছে কি না খোঁজ নিয়ে দে সরকার যেমন একাকী এসেছিল তেমনি একাকী গেল। সুজেৎকে সঙ্গে যেতে ডাকল না, পিছনে আসতে অনুরোধ করল না। তার হাতে চাপ দিল না, ছবিতে চুম্বন দিল না। কিচ্ছু না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সিনেমায় দু'জনের দেখা। "ও কী আপনি যে মাঁ, ঠিক আপনার পাশেই আমার আসন! বসতে পারি?"

সুজেৎ ব্রীড়ায় নিরুত্তর রইল। পিকাডিলি অঞ্চলে সিনেমা বা থিয়েটার দেখতে কেউ তাকে আনে নি। সব সুশ্রী মেয়ের মতো তারও 'বয়' ছিল, তারই সম অবস্থাপন্ন, তারা তাকে পাড়ার সিনেমায় নিয়ে যেত, ছ' পেনীর সিটে বসাত। আর আজ সে উপস্থিত প্রসিদ্ধ প্লাজায়, পাঁচগুণ দামী আসনে। চারদিকে পোশাকের বাহার, এসেন্সের গন্ধ। উপাদেয় অর্কেস্ট্রা সঙ্গীত।

এক সময় দে সরকার শুধাল, "খুশি হয়েছ?"

সুজেৎ বাক্যে উত্তর দিল না, অন্ধকারে তার চোখের তারা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বহুক্ষণ নির্বাক থেকে দে সরকার বলল, "ওয়েল। এই রকম ছোটখাট সুখে যদি জীবনটা কেটে যায় তবে আমি সেসিল রোডস হতে চাইনে। চাইনে হতে লোয়েনস্টাইন, যে সেদিন বিমান থেকে পড়ে মারা গেল।" এত আস্তে বলল যে সুজেৎ ছাড়া কেউ শুনতে পেলো না। অথচ সুজেতের উদ্দেশেও বলা নয়। "হাঁ, আমি সুখী।" কতকটা আপন মনে আওড়াল।

ইণ্টারভালে ওরা বাইরে বেড়িয়ে এলো কণ্ঠ শীতল করে। শেষের দিকে সুজেৎ তার হাতে হাত রেখে ঈষৎ ঝুঁকে বসল। দে সরকারের মন কেমন করছিল। কে জানে এ খেলার কী পরিণাম। যদি সত্যি ভালোবাসাবাসি হয়। সুধীর সতর্কবাণী মনে পড়ল। সুধী বলেছিল সুজেতের বয়সের মেয়েরা বিনা বিবেচনায় দেহ ও মন বিলিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। যে স্বপ্ন ভাঙবেই সে স্বপ্ন গড়তে দেবেন না।

কিন্তু, দে সরকার আপন মনে বলল, এত বড় পৃথিবীতে সুজেৎ

একা কেন বাদ যাবে? আমার বয়সে আমারও স্বপ্ন ছিল, আমারও স্বপ্ন ভেঙেছে। আমি যা বিলিয়ে দিয়েছি তার মূল্য হয় না আমারই মতো কতো শত যুবা, কতো যুবতী। সুজেৎ কি মানুষ নয়? তার কি বৃদ্ধি হবে না? কিসে হবে বৃদ্ধি যদি না হয় ব্যর্থতায়? সকলেই কি সুধীর মতো স্বভাব-সম্পূর্ণ?

"যে করে ভয় দুঃখ নিতে, দুঃখ দিতে সে কাপুরুষ কেনই আসে পৃথিবীতে?" দে সরকার স্মরণ করল। সে দুঃখ পেয়ে মানুষ হয়েছে, সুজেৎকে দুঃখ দিয়ে মানুষ হতে সাহায্য করবে। পড়ুক প্রেমে, গড়ুক স্বপ্ন, নিক ঝুঁকি, হারাক সর্বস্ব, পাক বৃদ্ধি, হোক মানুষ।

কিন্তু দে সরকার আবার ভাবল, আমি যদি স্বয়ং প্রেমে পড়ে যাই তবে? তবে আর কী? এই তো প্রথম দুর্ভোগ নয়। প্রত্যেক বারই ভয় হয় কী হবে কী হবে, কতো উদ্‌বেগ, কতো শঙ্কা। শীতকালে ঠাণ্ডা জলের টব দেখলে যেমন হয়ে থাকে। কোনোমতে একবার যদি জলে নামি তবে বাকিটুকু সহ্য হয়। প্রথম প্রয়োজন, সাহস। যার সাহস আছে সে প্রেমের কূপে পড়ে উদ্ধার হতে পারে, সাহসই তার রজ্জু।

অভিনয়ান্তে দে সরকার বলল, "সুজেৎ, কোথাও কিছু ডিনার খাওয়া যাক।"

সুজেৎ অপাঙ্গে চেয়ে বলল, "সুদ আসল তুই পেয়েছি। এটা আবার কী?"

"মনে কর এটা সুদের সুদ, চক্রবৃদ্ধি নিয়মে।"

সুজেতের দু' চোখ বেয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরতে লাগল। ততক্ষণে তারা রাস্তায় পা দিয়েছে। দে সরকার অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে ভাবল, কান্নার কী কারণ ঘটল। সে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। মেয়েরা যখন কাঁদে তখন কাঁদতে চায় বলেই কাঁদে। কেঁদ না বললে তারা থামে না

চোখের জল ফুরোলেই থামে। পুরুষের এ ক্ষেত্রে কর্তব্য এমন কিছু না বলা বা না করা যাতে মেয়েরা ভ্রম করতে পারে তাকে নিষ্ঠুর বলে।

কর্ণার হাউসে পৌঁছে ভোজের ফরমাস করবার সময় দে সরকার লক্ষ্য করল সুজেতের চক্ষু নির্জল।

"আবার কাঁদবে না তো ?"

"নাঃ।"

"জানতে পারি কি কেন কাঁদলে ?

"এমনি। চোখে কী একটা পড়েছিল।"

"তোমার চোখ দু'টি এতো সুন্দর যে পতঙ্গও প্রেমে পড়তে ছোটে।"

"ওটা তোমার চাটু বচন।"

"আহ্, মাদমোয়াজেল। তুমি মিথ্যে পতঙ্গের দোষ দেবে, আর আমি সে বেচারার পক্ষে ওকালতি করব না ?"

সুজেৎ খিল খিল করে হেসে উঠল।

এখানেও সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কী উৎকট সঙ্গীত! মানুষকে চুপ করে খেয়ে সুস্থির হতে দেবে না, তার পাকস্থলীকে শুদ্ধ উদ্‌ভ্রান্ত করবে। আওয়াজখানা ইড়া সুষুম্না পিঙ্গলা ইত্যাদি নাড়ী বেয়ে মূলাধারচক্রে উপনীত হয়।

"ভারি ভুল করেছি এখানে এসে। কেউ কারুর কথা শুনতে পাচ্ছিনে।"

সুজেৎ কিন্তু মহা উৎসাহে আহার করছিল। এতো লোকজন, এতো হৈ হৈ, এমন বেশভূষা, এতো বৃহৎ কক্ষ। দে সরকারের আক্ষেপে কর্ণপাত করল না। আজ শনিবার। তিলধারণের ঠাঁই ছিল না। তাতে সুজেতের আরো উত্তেজনা।

আহারান্তে দে সরকার প্রস্তাব করল, "চল তোমাকে খানিক এগিয়ে দিয়ে আসি।"

"আমি একা এসেছিলুম, একা যেতে পারতুম, এ আবার কেন?"

"বেশ তো। তুমিও একা বস, আমিও একা বসি, মনে কর আমরা অপরিচিত দু'টি যাত্রী একই বাসে উঠেছি।"

সুজেৎ তার হাতব্যাগটি বুকে চেপে মুচকি হেসে দে সরকারের সাহায্যে বাসে উঠল ও স্থানাভাবে তারই পাশে দাঁড়িয়ে রইল। পরে একটি স্থান খালি হলেও বসল না।

বিদায়কালে দে সরকার শুধাল, "আবার কবে দেখা হবে?"

"কী দরকার?"

"এমনি।....ছোট ছোট সুখ। তোমার সুমিষ্ট সঙ্গ।"

"অজস্র ধন্যবাদ। কিন্তু আমি—" সুজেৎ সহসা মৌন হল।

"ওয়েল?" দে সরকার তাকে উস্কে দিল।

"আমি—আমি স্ববশ নই।"

দে সরকার মর্ম গ্রহণ করল। জিজ্ঞাসা করল, "আমি কি তাঁকে চিনি?"

সুজেৎ অত্যন্ত বিনত হয়ে বলল, "হাঁ।"

"তিনি জানেন?"

"না।"

দে সরকার শুধু বলল, "মাই পুওর গার্ল। নো হোপ।"

৫

দে সরকার মুক্তির আনন্দ উপভোগ করল। হৃদয়ের বাঁধন এমন প্রিয় যে আপন হাতে কাটতে রুচি হয় না, বিধাতা যখন কাটেন তখন তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে ইচ্ছা করে।

তার এই ভেবে খুব হাসি পেলো যে সুধী সবাইকে সাবধান করে, তাকে সাবধান করবে কে! কী কৌতুক! যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। সুধী জানে না নিরীহ নীরব সুজেৎ পড়েছে তারই প্রেমে। হো হো হো হো। যে স্বপ্ন ভাঙবেই সে স্বপ্ন কাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে? দুর্বৃত্ত দে সরকারকে নিয়ে নয়, স্বয়ং পরমহংসকে নিয়ে।

কিন্তু দে সরকারের স্ফূর্তির গূঢ়তর হেতু ছিল। তা দে সরকারও অনুধাবন করেনি। বাদলের কাছে সে যেই শুনল যে উজ্জয়িনী নিরুদ্দেশ হয়েছে অমনি তার অন্তরে কী এক শর বিদ্ধ হল, নির্গত হলো না, অন্তরালে রইল। যেন লুসিটানিয়া জাহাজ ডুবেছে, মানবমাত্রের পক্ষে শোকসংবাদ। অথচ বাদলের বিশেষ উৎকণ্ঠা লক্ষ করল না। অপদার্থ! অমানুষ!

তবু সেই বাদলের সঙ্গেই দে সরকার পুনরায় সাক্ষাৎ করল যেচে। উপলক্ষ ইস্ট এণ্ড পরিদর্শন। লক্ষ্য উজ্জয়িনী সমাচার।

"কি হে, কবে যাচ্ছ ইস্ট এণ্ডে?"

"বস।" বাদল চেয়ারের প্রতি ইশারা করে বলল, "ইস্ট এণ্ড তো সভ্য দেশ নয়। সেখানে যেতে হলে প্রাণ হাতে করে যেতে হয়। একা কী করে যাই ভাবছি। আণ্ট এলেনরকে সঙ্গে পেলে—"

"ভীতু কোথাকার। নার্সের আঁচলে বাঁধা নাবালক। চল, আমি তোমাকে মিস স্ট্যানহোপের আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে আসছি।"

"সত্যি? তুমি যাবে?" চল না, আমি তৈরি। কেবল ফোনে খবর দেওয়া বাকি।"

"আরে থাম, থাম। দেখবার জন্যে যাবে, না থাকবার জন্যে?"

"আপাতত দেখবার জন্যে। থাকা তো মুখের কথা নয়। মিস স্ট্যানহোপ সম্মত হলে তো?"

"তবে সে দিন যে বললে পরিবেশক হবে?"

"ওটা আমার আপন মনের কল্পনা। মিস স্ট্যানহোপের কাছে প্রস্তাবটা পেড়ে দেখি। তিনি অবশ্য অতিথি হতে আহ্বান করেছেন। কিন্তু আমি চাই সহকর্মী হবার আহ্বান। চিন্তা করছি।"

দে সরকার ভেঙিয়ে বলল, "চিন্তা করছি।" ধিক্কারের সুরে বলল, "তুমি এদিকে চিন্তা করতে থাক, ওদিকে স্ত্রী নিরুদ্দেশ।"

বাদল বিরক্ত হয়ে বলল, "স্ত্রী নিরুদ্দেশ হলে আমি কী করব? যার যেখানে খুশি সে সেখানে যাবে। তিনি কি আমার পোষা কুকুর যে খুঁজতে বেরব?"

"না। তুমি খোঁজ করতে বেরবে কেন? তুমি নিজে পোষা কুকুর বনতে চলেছ। কিন্তু বল দেখি, চক্রবর্তীর কাছ থেকে চিঠি পেয়েছ এর মধ্যে?"

"উহুঁ।"

"চক্রবর্তীকে একখানা কেব্‌ল্ করলে হয় না?"

"আমার কী গরজ? যার খেয়াল হবে সে নিরুদ্দেশ হবে, অন্যে মরবে খরচ করে? সুধীদার বাড়াবাড়ি। তিনি আবার ভাড়া দিয়ে বিভূতি নাগকেও সাথে নিয়েছেন। বিভূতি আবার জুটিয়েছেন এক বুলডগ। সেটার চেহারা দেখলে গায়ে জ্বর আসে।"

"বা!" দে সরকার সবিস্ময়ে বলল, "এসবের কী দরকার ছিল! বাস্তবিক চক্রবর্তীর বাড়াবাড়ি।"

"যাক গে। পরের দোষ ধরে কী হবে। আমি কারুর স্বাধীনতায়

হস্তক্ষেপ করতে চাই নে। সেইজন্যে অপরে যখন আমার স্বাধীনতায় বাদ সাধে তখন আমি ক্ষিপ্ত হই।"

"কে তোমার স্বাধীনতায় বাদ সাধল শুনি?"

"তোমরা সকলেই। তোমাদের সকলের সিদ্ধান্ত উজ্জয়িনীর জন্যে আমি দায়ী। অবশ্য মানুষের প্রতি মানুষের একটা সাধারণ দায়িত্ব আছে, নইলে আমি সেণ্ট ক্রান্সিস হলে ভর্তি হচ্ছি কোন দুঃখে! কিন্তু আমার বিশেষ দায়িত্বটা কোনখানে?"

"তোমার স্বামিত্বে।"

"ইডিয়ট।" বাদল গর্জন করে উঠল। তারপর মাফ চেয়ে মিনতি করে বলল, "অনুগ্রহ করে ও শব্দ আমার কানে তুলো না। কে কার দাস, কে কার প্রভু! গত শতাব্দীতে দাস ব্যবসায় উঠে গেছে। ওর জড় রাখতে নেই। কে জানে আবার কোনদিন ঐ জড় থেকে নতুন রোগের উৎপত্তি হবে। মানবের ইতিহাস, বুঝলে দে সরকার, একটানা উন্নতির রেখা নয়। এইটে আমি এতদিনে উপলব্ধি করেছি বলে বিবর্তনের উপর নির্ভর করা থেকে নিরস্ত হয়েছি।"

"কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা এলো। তোমার গবেষণার ফল আমার চোখের সুমুখে ধরলে আমি চুরি করব কিন্তু।" দে সরকার চিন্তাচুরির ভয় দেখিয়ে বাদলকে চুপ করালো। তারপর শুধাল, "এখন বল, তুমি কেন ওঁকে বিয়ে করলে?"

"শুধু ওঁকে কেন দেশশুদ্ধ মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী ছিলুম দেশ ছাড়বার সুবিধা পেতে। আবার বাবা জেদ ধরলেন 'বিয়ে না হলে বিলেত যেতে দেব না'। অগত্যা যাকে সামনে দেখলুম তাকে বিয়ে করে ফেললুম।"

দে সরকার বাধা দিতে যাচ্ছিল, বাদল হাত তুলে বলল, "আগে

শোন সবটা। বিয়ের সময় আমার বিশ্বাস ছিল যে উজ্জয়িনী আমার চিঠি পেয়েছেন। চিঠি লিখে অগ্রিম জানিয়েছিলুম, উই ম্যারি টু ডাইভোর্স।"

"য়াঁ!" দে সরকার স্তম্ভিত হয়ে দুই হাত যোড় করলো। তারপর একটি নমস্কার করে বলল, "মানছি আমার চিনতে ভুল হয়েছিল। তুমি সত্যিই একজন জিনিয়াস। না, না, বক্রোক্তি নয়। তাকেই আমি জিনিয়াস বলি যে ভাবীকালের নিকট জবাবদিহির দলিল সম্পাদন করে রাখে। তোমার সেই চিঠি যদি সুরক্ষিত হয় তবে ত্রয়োবিংশ শতাব্দীর বিচারে তুমি খালাস।"

বাদল মনে মনে প্রীত হয়েছিল। বাইরে নির্বিকার থেকে বলল, "কিন্তু ও চিঠি উজ্জয়িনীর হাতে পৌঁছায়নি। পথে হারিয়েছে।"

"কিংবা বেহাত হয়েছে।" দে সরকার জিব কাটল।

"ছিঃ। ওঁরা ভদ্রলোক। চুরি করবেন কেন? আমি কাউকে দোষ দিই নে। প্রমাণাভাব।"

"হুঁ। খুব জানো। রাশি রাশি বই পড়েছ, আকাশ পাতাল চিন্তা করেছ, কিন্তু স্ত্রীচরিত্রের অ আ, ক খ শেখ নি। যার অমন একখানি রত্নকল্প শালী এবং আরো শালী থাকা সম্ভব তার ভাবী স্ত্রীর চিঠি চুরি গেলে আসামীর অভাব! আমি তোমার শালী হয়ে থাকলে শুভবিবাহের পূর্বে অশুভ বিবাহচ্ছেদের শর্ত কি আমার বোনের নজরে আসতে দিতুম? তোমার যে ওরা নাক কান কেটে নেয় নি এই তোমার ভাগ্য।"

বাদল বলল, "চিঠিখানা যে চাপা রইল এ কেবল ভাবীকালের দিক থেকে নয় ইহকালের দিক থেকেও ক্ষতিকর। উজ্জয়িনী আমার সম্বন্ধে একটা ভ্রান্তি পোষণ করতে পারেন আর আমার পক্ষেও

ভ্রান্তিভঞ্জন ক্লেশাবহ। তোমরা আমাকে একটা ক্যাড ঠাওরাতে পারো, কিন্তু সত্যি আমি ক্যাড নই। বিয়ের পর যখন জানলুম যে আমার চিঠি ওঁর হস্তগত হয় নি তখন আমি তাতে কী ছিল তা খুলে বললুম না। অভিপ্রায় ছিল এ দেশে এসে লিখব, কিন্তু তা লিখলে তিনি উল্টো বুঝতেন হয়তো। ভাবতেন আমি খল, আমি ভণ্ড, মনে বিষ লুকিয়ে রেখে মুখে মধুর ভাব ব্যক্ত করেছি। ভাবতেন আমার ব্যবহার সাক্ষাতে একরকম, পশ্চাতে আরেক রকম। তাই আমি চুপ করে আছি।"

"সেটাও ঠিক নয়, সেন। তারও উল্টো অর্থ হয়।" দে সরকার উপায় অন্বেষণ করে বিফল হয়ে অন্য কথা পাড়ল। "ওহে সেন, ডলি মিটার এখন এদেশে।"

"শুনলুম অশোকা তালুকদারের মামার মুখে।"

"নাঃ। তোমার সঙ্গে পারব না। যত বড় বড় লোকের নাম। লেডী লিটলজন, গোয়েনডোলেন স্ট্যানহোপ, অশোকা তালুকদারের মামা।"

"ওদের মুখেও একদা আমার নাম শুনবে। প্লেটো, য়াকুইনাস, বাদল সেন।"

দে সরকার অনেকক্ষণ যাবৎ অপলক নয়নে বাদলকে নিরীক্ষণ করল। "নিজের উপর তোমার এতটা প্রত্যয়!"

"কেন নয়?" বাদল অবিচলিত ভাবে বলল, "প্লেটো মানুষ, আমিও মানুষ। প্লেটো দাম দিয়েছেন, আমিও দিচ্ছি। যে যা চায় সে তা পায়, যদি দাম দেয়, ফাঁকি না দেয়।"

দে সরকার রসিকতা করল, "তবে হে আধুনিক প্লেটো—"

"খবরদার। আমি কারুর দ্বিতীয় সংস্করণ নই। প্লেটোর সঙ্গে

তো আমার আদৌ বনে না। তিনি ডেমক্রাট ছিলেন না, ছিলেন ফাসিস্ট। আমি আমারই প্রথম সংস্করণ।"

"আচ্ছা, ঘাট হয়েছে। হে অদ্বিতীয় বাদল সেন—"

বাদল হেসে আকুল হলো। "তুমি আমার মাথাব্যথা সারিয়ে দিলে, দে সরকার। চল ইস্ট এণ্ডে যাই।"

"কোথায় ইস্ট এণ্ড! রাস্তায় জুজু আছে। বস, গল্প করা যাক। ও কী, আইস ক্রীমের মোড়ক এত কেন? কী খেয়েছ? আমাকেও খাওয়াতে হবে।"

বাদল বেল টিপে মেডকে হাজির করিয়ে আইস ক্রীমের বরাত দিল।

"ডলি মিটারের সঙ্গে দেখা হয়েছে?" দে সরকার জানতে চাইল।

"কার? আমার? না। বিয়ের সময় যা দেখেছিলুম সেই শেষ।"

"তাই বল।" দে সরকার কৌশলে বার করে নিতে চেষ্টা করছিল উজ্জয়িনীর রূপের খবর। "ডলির সঙ্গে বিয়ে হয়ে থাকলে বোধহয় তুমি সুখী হয়ে থাকতে। অসাধারণ রূপসী।"

"তুমি কি ভাবছ," বাদল ধীরে ধীরে বলল, "উজ্জয়িনীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য ডলির চেয়ে কম? মার্জিত হলে ওর শ্রী আরো ফুটত। যে সুখ চায় সে ওকে পেয়ে সুখী হতে পারে। কিন্তু আমি চাই স্বাধীনতা, আমার জীবন আমি যেমন ইচ্ছা যাপন করব, আমার একমাত্র জবাবদিহি ভাবীকালের কাছে, তা তুমিও স্বীকার করেছ। আমার মতো লোকের পক্ষে কারুর সঙ্গে ঘর করা অসম্ভব, একদিনের জন্যেও। আমার যেটুকু জৈব ক্ষুধা আছে তার নিবৃত্তি বিবাহ ব্যতিরেকেও সম্ভব।"

"তা আমিও স্বীকার করি। যদিও বিবাহটাই হাইজিনের দিক থেকে নিরাপদ।"

"তবে দেখছ উজ্জয়িনীর দোষ নয়। আমি তাঁকে বন্ধুর মর্যাদা দিতে প্রস্তুত।"

"তাতে কি কোনো স্ত্রী সন্তুষ্ট হতে পারে? কী মতে বিয়েটা হলো?"

"হিন্দু মতে। তবে বাবার আপত্তিসত্ত্বে শাশুড়ীর নির্বন্ধে সই করলুম, নই হিন্দু, নই মুসলমান, নই ক্রিশ্চান, নই—"

"বুঝেছি। নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী। উর্বশী মন্ত্র। ও মন্ত্র পড়ে বিয়ে করলে ডিভোর্সের পথ খোলা থাকে। ফ্যাসাদ এই যে এক পক্ষ সেভন্থ কমাণ্ডমেণ্ট লঙ্ঘন না করলে অপর পক্ষ ডিভোর্স দাবী করতে পারে না। উজ্জয়িনী যত দিন সতী থাকবেন তত দিন তুমি মাথা খুঁড়ে মরলেও ডিভোর্স পাচ্ছ না আর এমনি রঙ্গ যে তুমি ব্যাভিচারী হলেও তিনি চাইকি সে সুযোগ নাও নিতে পারেন। উই ম্যারি টু ডাইভোর্স এই যে বাক্যটি নিজের হাতে লিখে রেখেছ, বাবাজী, এতে তোমার ভাবীকালে প্রতিষ্ঠা ঘটতে পারে, কিন্তু ইংরেজের আদালতে যদি কেউ ওটি দাখিল করে তবে কাঁচা ডিভোর্স পাকবে না, রদ হবে। কারণ দুই পক্ষের সম্মতি থাকলে একদম উল্টো বিচার, ডিভোর্স মিলবে না।"

বাদলের চৈতন্য হলো। আইনের ছাত্র হলেও সে এত জানত না। কাঁদো কাঁদো সুরে বলল, "বিবাহ একটা জঘন্য প্রথা। সভ্যতার কলঙ্ক। বিবাহ আমি করতে চাইনি. সুধীদা আমাকে প্ররোচনা দিয়ে ঐ কর্মটি করিয়েছে।"

"ভারতবর্ষে বিয়ে। উজ্জয়িনী ইচ্ছা করলে খোরপোষ দাবী

করতে পারেন। খোরপোষের আইন আবার এমন চমৎকার যে অমান্য করলে বা অক্ষম হলে ফাটক।"

"তাই নাকি!" বাদল বহু কষ্টে অশ্রু রোধ করল।

"হাঁ, বাবাজী। ঘুঘু দেখেছিলে, ফাঁদ দেখনি।"

বাদলের মাথা ধরা সেরে এসেছিল, ফের শুরু হলো। সে চেয়ারের গহ্বরে ঢলে পড়ল।

৬

"যাক, জেলে তো আজ এখনি যাচ্ছ না। অমন মনমরা হয়ে রইলে কেন?" দে সরকার উত্থানের উদ্যোগ করল।

"ভীষণ মাথা ধরেছে, ভাই। জানো তো আমি অনিদ্রারোগী।"

"অমনি করে বুঝি দাম দিতে হয় মহাপুরুষকে। আমি হলে মহাপুরুষের কাজে ইস্তফা দিতুম। তুমি একটু কম করে মহাপুরুষ হোয়ো হে। বাঙালীর ধাতে সইবে না। পোশাক ইংরেজের হলে কী হয় হাড় তো বাঙালীর। আমার হিতোপদেশ শোনো। মাদামের বাড়ি গিয়ে সুধীর ঘরে বাসা কর। মাদাম ভারতীয় রান্না ভালো জানে। আমি ওকে আরো কয়েক রকম শিখিয়ে দিয়ে আসব। বাঙালী বাবুর মতো দু' বেলা ডাল ভাত মাছের ঝোল গ্রাস কর, শরীর সুস্থ থাকবে। বেশি ভেবে কাজ নেই। বাঙালীরই মতো গোঁজামিল দিয়ে ভেবো, বেদান্ত এবং কালীপূজা, নামাবলী এবং পাঁঠাবলি, স্বরাজ এবং চিত্তশুদ্ধি, নৈরাজ্য এবং পিতৃ আজ্ঞা, ভোগ করতে করতে রাজযক্ষ্মা, ত্যাগ করতে করতে অশনবসন ত্যাগ, প্রেম করতে গেলে ষোড়শ সহস্র গোপিনী, কাব্য করতে গেলে নারীর অভাবে

প্রকৃতি বর্ণনা, বক্তৃতা করতে গেলে মা মা মা, হাম্বা হাম্বা হাম্বা। স্তন্যপায়ী জীব।"

বাদল অন্যমনস্ক হয়েছিল। হঠাৎ বলল, "ভাবনা আমার জন্যে নয়, উজ্জয়িনীর জন্যে। আমি যে অন্য কাউকে বিয়ে করব সে প্রবৃত্তি আমার নেই, সে প্রয়োজনও নেই! আমি স্বাধীন। ডিভোর্স আমার কোন কাজে লাগবে! তাঁরই হয়তো আবার বিয়ে করা দরকার। অথচ তাঁর যাতে ডিভোর্স পাবার সুরাহা হয় সেজন্যে আমি যার তার সঙ্গে যা তা করতেও পারি নে। আমারও তো রুচি অরুচির প্রশ্ন আছে।"

দে সরকার বলল, "তুমি যে অবধূত নও তা আমিও মানি। আমি বলি অত গোলমালে লাভ কী? তুমি হাড় বাঙালী, তোমার দৌড় পণ্ডিচেরী, হাজার ইংরেজী শিখলেও। বাপু হে, ধর্মপত্নীকে প্রত্যাখ্যান কোরো না, যা বিনামূল্যে পেয়েছ তা বিলিয়ে দিতে নেই। তার সঙ্গে দু'টি একটি কর্মপত্নী জুড়ে দিয়ো, জুড়ি হাঁকিয়ে রাজপথে বেরলে সবাই প্রণাম করবে।"

"ব্যঙ্গ রাখ।" বাদল ম্লান মুখে বলল, "আমাকে বল উজ্জয়িনীর কী উপায়। আমাকে বাদ দিয়ে বল।"

"উপায় নেই।" দে সরকার দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

"নিশ্চিত ভাবে বলছ?"

"অনুমানে বলছি। হিন্দুর মেয়ে ব্রাহ্ম সমাজে বাড়লেও হিন্দু সংস্কার নিয়েই বাড়ে। হিন্দুর মেয়ে অন্য পুরুষকে গোপনে গ্রহণ করলেও প্রকাশ্যে অঙ্গীকার করে না। ঐখানে তো আমার ট্র্যাজেডী। আমার কাহিনী তো তুমিও শুনেছ। মনে পড়ে না খিচুড়ি খেয়েছিলে যে দিন?"

"পড়ে।"

"তবে আর কী। খিচুড়ি খাবার লোভটি এমন যে আট দশ মাস পরেও মনে আছে। আরো চমৎকার খাওয়াতে জানে বাঙালীর মেয়েরা। উজ্জয়িনীও রাঁধেন অমৃত, এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। স্বাধীনতার স্বপ্নকে মনে স্থান দিয়ো না, সেন। দেখ তো কী আমার ছিরি। এই বয়সে সীনিক হয়ে উঠেছি। ক্যান রে বাপু? আমি ল কোর্স সমাপ্ত করলে বাবার সঙ্গে যোগ দিতুম। তিনি নাম করা মোক্তার। এম-এ দিলে অন্তত একটা মাস্টারি জুটত। বিয়ের প্রস্তাব আবহমানকাল পেয়ে এসেছি, বোধহয় চেহারার গুণে অথবা বংশমর্যাদার কল্যাণে। আমরা জমিদার বংশ, যদিও বাবার অংশে সামান্য পড়েছে। বিলেত পালিয়ে এসে ফায়দা কী? বাবা যা দেন তাতে কুলোয় না। নিতে চাইনে, অথচ না নিলে তিনি দুঃখিত হবেন। কোনো গতিকে ডিগ্রী পেলুম, কিন্তু এই ডিগ্রী-ওয়ালা অনেকে দেশে বেকার। দেশে ফিরলে বেকারদল পুষ্ট করবার ভয়ে আমি সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি। বিলেত না এলে আমি বেকার থাকতুম না, পঞ্চাশটা টাকাও ঘরে আনতুম। আর বিলেত থেকে ফিরে এক পয়সাও রোজকার করব না, উপরন্তু কমপক্ষে পঞ্চাশটা টাকা ঘর থেকে নেব। উঃ! আমার এই নির্বাসিত দিন-আনা-দিন-খাওয়া ছন্নছাড়া জীবন শ্রেয়। তবু কাউকে আমি সুপারিশ করতে পারিনে এমনতর জীবন। সেন, তোমার প্রতিভা আছে, কিন্তু প্রতিভাই সব নয়। সাংসারিক ব্যাপারে তোমার বিবেচনার মূল্য নেই, তুমি অনভিজ্ঞ, তুমি ভালো-মানুষ। তোমারই জন্যে আমার ভাবনা হয়, উজ্জয়িনীর জন্য নয়। হিন্দুর মেয়ে স্বামীপরিত্যক্তা হলেও দিব্য বাঁচে, সে শিক্ষা তাদের

পরম্পরাগত। কিন্তু ভারতের ছেলে নবীন প্রাণের হাতছানি দেখে ঘরছাড়া যদি হয় তবে অমানুষিক দুঃখ পায়।"

"আমার দুঃখ," বাদল বলল, "মানবনিয়তির সামিল। যদি আমাকে ভারতের ছেলে বলে গণ্য কর তবে ভারতের ছেলে ইউরোপের ছেলের মতো একটা মহাযুদ্ধ পোহায়নি, আকাশ জয় করেনি, মেরুতে গিয়ে মেরুদণ্ডের পরীক্ষা দেয়নি। চিন্তা তার চর্বিত চর্বণ, বাক্য তার বস্তাপচা, তুমি নিজেই সেসব এইমাত্র বলছিলে। সময় এসেছে দুঃসাহসিক হবার, সঙ্কল্পের জন্য বাঁধা সড়ক ছাড়বার। ···উঃ! কী যাতনা।"

"দেখি, একটু টিপে দিই রগটা। শুয়ে পড়, সেন।" দে সরকার বাদলকে তার বিছানায় শুইয়ে দিল ও পাশে বসে তার শুশ্রূষা করল। সস্নেহে বলল, "তোমার সম্বন্ধে আমার ভুল ধারণা ছিল, সেন।"

"সেটা কি আর নেই?"

"একেবারে নেই কী করে বলি! কেউ বাপের টাকায় স্বাধীনতা ফলাচ্ছে ও বাপের কথায় বিয়ে করছে দেখলে আমার চোখ জ্বালা করে, আমি তাকে বিষ নজরে দেখি। তার উপর তুমি ঘোষণা করেছিলে তুমি ইংরেজ। তখন বুঝিনি যে ওটা পিকউইকিয়ান অর্থে। ওটা সাধারণ অর্থে নয়।"

বাদল এর প্রতিবাদ করল না। দে সরকার তাকে ধীরে ধীরে ঘুম পাড়ালো।

"দে সরকার," বাদল তন্দ্রাজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "উজ্জয়িনীর কি কোনো উপায় নেই?"

"থাকলে কি কেউ নিরুদ্দেশ হয়?"

"সুধীদা কি তাঁকে খুঁজে পাবে?"

"খুব সম্ভব পাবেন। যদি না—"

বাদল চোখ চেয়ে সজাগ ভাবে বলল, "যদি না—"

"যদি না তিনি অন্যের অন্দরে থাকেন।"

দে সরকার আন্দাজ করেছিল বাদল স্বামীসুলভ ঈর্ষায় কাতর হবে। বাদল বলল, "তবে তো উপায় হয়। ডিভোর্সের এমন কী দরকার?"

"না, না, না।" দে সরকার যুক্তির অভাব জোর দিয়ে পূরণ করল। "কী যে বকছ! উজ্জয়িনীর মতো রত্ন! ভাবতেও কষ্ট হয়। খুব সম্ভব তিনি কোনো বন্ধুর বাড়ি আত্মগোপন করছেন তোমার আগ্রহের পরীক্ষা নিতে।"

"আগ্রহ আমার নেই; কিন্তু হিতৈষা আছে। তিনি অন্যের সঙ্গে সুখী হলে আমিও সুখী হব।"

"সেন," দে সরকার বিমূঢ় দশা অতিক্রম করে বলল, "তুমি কি দেবতা, না তুমি পুরুষ নও?"

"আমি ভদ্রলোক।" বাদল দৃঢ়তার সহিত বলল।

দে সরকার সেদিনকার মতো গা তুলল। তার মাথার ভিতর কী যে ওলটপালট ঘটে গেল। তার মন ছেয়ে রইল একমাত্র উজ্জয়িনীর কল্পনা। চকিতের মতো প্রতীতি হল সুজেৎ তাকে মুক্তি দিয়েছে উজ্জয়িনীর জন্যে মুক্ত থাকতে।

অশোকার প্রতীক্ষা

১

একদিন প্যাডিংটন স্টেশনে দুজন ভারতীয় যুবা টিকিট কাটল। এদের একজনের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় আছে। সার বি এল রায়চৌধুরীর মেজ ছেলে সুপ্রসিদ্ধ উন্নাসিক স্নেহময়। বৈষ্ণব মহাজনদের শাস্ত্রস্থ বর্ণনা এঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য, এঁর সতত বিরক্ত ভাব। তবে কারণটা ভিন্ন। কেউ এঁকে যথেষ্ট সমীহ করছে না, চিনতে পারছে না, এত বড় একটা লোকের ছেলে, এমন সুপুরুষ। যথার্থই স্নেহময় বাঙালীর পক্ষে অসাধারণ লম্বা, ছ' ফুট উঁচু। তার শরীর সৌধের তেতলা থেকে সে যারই দিকে তাকায় সেই তার পাশে দোতলার ন্যায় খর্ব।

স্নেহময়ের সহগামীর ডাক নাম টর্পেডো। পাঠক টর্পেডো দেখেন নি, লেখকেরও সেই অবস্থা। ছেলেটির সঙ্গে যদি কোনো পরিচিত পদার্থের বা প্রাণীর উপমা দিতে হয় তবে তা হাড়গিলের। তেমনি সঙ্কীর্ণ গলা, কোটরগত চক্ষু, চঞ্চুতুল্য নাসা। এমন মানুষের নাম কেন টর্পেডো এই সমস্যার সমাধান, তার দেশীয় নাম তারাপদ। তারাপদ কুণ্ডু।

স্নেহময় নিজের হাতে রাইফলটা ধরে তারাপদর হাতে টেনিস র‍্যাকেটটা গছিয়ে দিয়েছিল। তাতে তারাপদও খুশি। সেটাকে বগলে চেপে সে এমন পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিল যে প্রথম দৃষ্টিতে তাকে টেনিস গগনের তারা বলে ভ্রম হয়। স্নেহময় একাই দুজনের

টিকিট কিনে তারাপদর সঙ্গে মিলিত হয়ে বলল, "হুঁম। এই দুর্ভোগটি হতো না যদি নিজের একখানা টু সীটার থাকত।"

এই দুই ইংরেজিনবীশের কথোপকথন আমরা তর্জমা করতে বাধ্য হচ্ছি। টর্পেডোর ইংরেজি অবশ্য বাগবাজারের ইংরেজি, বাংলারই রকমফের। স্নেহময়কে নিয়েই যা কিছু মুশকিল। ও আবাল্য ইউরোপীয়ান স্কুলে লালিত। ও যদি পর্দার আড়াল থেকে কথা বলে তবে সাহেব বলছে বলে ভুল হয়।

কী করে যে বাগবাজারের সঙ্গে চৌরঙ্গীর মিতালি হলো তার একটুখানি ইতিহাস দিয়ে রাখলে মন্দ হয় না। কারণ এরাই এ গ্রন্থের লরেল ও হার্ডি।

তারাপদ উদ্যোগী পুরুষসিংহ। আই-এ ফেল করে মামার সিন্দুক ভেঙে আমেরিকা যায়। সেখানে বছর চার পাঁচ থেকে সর্ববিদ্যায় সিদ্ধ হয়ে মহাবিদ্যার কলঙ্ক ক্ষালন করে। অবশেষে মামা দেখলেন দেশের কাগজে ছাপা হয়ে গেছে তাঁর ভাগনের সংশোধিত প্রতিকৃতি। উইসকনসিনের এ-বি, মিশিগানের এ-এম, নেব্রাস্কার ডি-ফিল। তখন তাঁর স্মৃতি নির্মল হয়ে গেল। তিনি মহাবিদ্যার দরুণ তাকে মার্জনা করলেন ও তাকে লিখলেন, এবার বিলিতী ডিগ্রী নিয়ে ঘরে ফেরো, খরচ আমিই না হয় দেব। আটলান্টিক ডিঙিয়ে তারাপদ লণ্ডনে এসে অবতীর্ণ হলো। তার খ্যাতি তারও আগে পৌঁছেছিল। কারণ হলিউডের একটা ফিল্মে সে এক মিনিটের জন্য সাপুড়ে সেজেছিল।

লণ্ডনে অবতীর্ণ হয়ে সে মাসখানেকের মধ্যে একটি দলপতি হয়ে উঠল। যারা দলপতি হয়ে জন্মায় তারা যেখানেই যাক সেখানেই চুম্বকের মতো দল আকর্ষণ করে। কী করে পারে তা এক

অজ্ঞাত রহস্য। সাপুড়ের বাঁশি শুনে যেমন দেখতে দেখতে লোকের ভিড় জমে যায় তেমনি নেতার চারদিকে দল। তারাপদ-সম্প্রদায় প্রথমেই করল একটা রেস্তোরাঁয় সান্ধ্য বৈঠক। সেখান থেকে তারা যায় নাইট ক্লাবে। তারাপদ আমেরিকা ফেরৎ, অনেক ফন্দী জানে। নাইট ক্লাবের চাঁদা সে সকলের হয়ে একাই দান করল। ওদিকে মালিকের সঙ্গে মোলাকাৎ করে জানাল সে কমিশন প্রত্যাশা করে। টাকায় টাকা টানে। মাসের পয়লায় মামার টাকা চোখ বুজে উড়িয়ে দেবার পরে বন্ধুদের অনুগ্রহে ও মালিকের দাক্ষিণ্যে সে মাসের বাকি উনত্রিশ দিন চোখ বুজে উড়িয়ে দেয়।

স্নেহময় তার এক গণ্য মান্য সখা। রতনে রতন চেনে। মাস কয়েক যেতে না যেতে তারা মানিকজোড় বলে পরিগণিত হলো। বাসা করল একই ফ্ল্যাটে, টাকা রাখল একই ব্যাঙ্কে, সওদা করল একই দোকানে। তবে তারাপদ টেনিস, গল্‌ফ কিংবা শিকার ভালোবাসে না, স্নেহময়ের তাড়নায় আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেছিল, সফল হয়নি। তেমনি তার ইংরেজিও শোধরায়নি, উচ্চারণ মন্দ নয়, কিন্তু ইডিয়ম বেবাক ভুল ও ইংরেজি শব্দ হঠাৎ মনে না পড়লে বাংলা দিয়ে কাজ চালায়। ডাকঘরে স্ট্যাম্প কিনতে গিয়ে টিকিট চায়, দোকানে নোট ভাঙাতে গিয়ে রেজকি। অথচ এই কয় মাসে লণ্ডনের অলিগলি তার মুখস্থ আর যখনি যার কিছু কেনার দরকার হয় তারাপদ যায় মুরুব্বি সেজে। স্নেহময় চার্টার্ড য়্যাকাউণ্ট্যাণ্ট হবে, তার কোর্স তারই মতো লম্বা। তাই তারাপদ ও বিষয়ে তার সহচর হয়নি। ডি-ফিল হবার পরে অন্য কোনো ডিগ্রী তার চোখে লাগে না, তাই সে ব্যারিস্টারি পড়ছে। সেই সূত্রে বাদলকে সে চেনে, কিন্তু বাদল তাকে আমল দেয় নি।

"উহু! টু সীটার কোনো কাজের নয়, স্নেহময়। কিনতে চাও তো একখানা সিত্রোয়েন ফোর কেনো, তুমি আমি ও আমাদের দুজনের দুই বান্ধবীর স্থান হবে। সেদিন অমন একখানা অলঙ্কার জিন্নৎ খাঁকে কিনিয়ে দিলুম, ওর হারেম শুদ্ধ ভোগ করবে।"

"জিন্নৎ খাঁর বাপ ভুক্তভোগী, আমার বাপের মতো বেদরদী নয়। বলে কিনা মোটর সাইকল কেনো। বোঝে না যে পিলিয়ন রাইডিং সব মেয়ে পছন্দ করে না।"

"কী করে বুঝবে! বুড়োদের মাথা কুসংস্কারের আড়ৎ। ওরা ভাবে মোটর কার কিনে দিলে ছেলে বিলাসী হয়ে উঠবে, আর মোটর সাইকল কিনে দিলে বীর পুরুষ। সার বংশ লোচন আবার সেকেলে ব্রাহ্ম। তবে লেডী রায়চৌধুরীর মনটি ভালো।"

"ছাই ভালো।' স্নেহময় তার মেঘমন্দ্র স্বরে বলল, "বড় ছেলে, বড় ছেলে; বড় ছেলেই তাঁর আপন, আমরা সব ভেসে এসেছি।"

ট্রেনে সারা পথ তারা খেলাধূলা, খেলোয়াড, থিয়েটার, অভিনেত্রী, ফিল্ম, ফিল্ম স্টার ইত্যাদি নিয়ে মশগুল রইল। স্নেহময় গম্ভীরভাবে. তারাপদ বাচাল ভাবে। এদের বন্ধুতা সেই দৈত্য এবং বামনের মতো। এক.অপরের পরিপূরক।

টরকীতে নেমে স্নেহময় নাকটাকে আরেক ডিগ্রী উঁচু করে চোখ দিয়ে কাকে খুঁজল। না, কেউ তাকে নিতে আসে নি। তালুকদার সাহেবের মোটের তার পরিচিত। কাতারের মধ্যে সে মোটর নেই। স্নেহময় কী একটা শপথোক্তি করল। তারাপদ ট্যাক্সি ডাকল। বিপদে আপদে তারাপদর আগে কাজ পরে কথা, স্নেহময়ের কিন্তু গাম্ভীর্যের মুখোশ খসে পড়ে।

"দেখলে তো টর্পেডো," স্নেহময় কড়া মেজাজে বলল, "সাধারণ

ভদ্রতাজ্ঞানের অভাব। আমরা আসছি সেই কোন লণ্ডন থেকে, এঁরা দু মাইল আসতে পারলেন না। আমাদের কি ট্যাক্‌সিতে চড়া ভালো দেখায়।"

"উপায় কী, ওল্‌ড্‌ বীন। হাঁটতে রাজি আছ?"

"যা আমি জানতে চাই তা এই যে গাড়ী থাকতে গাড়ী কেন পাঠানো হলো না। আমি সময় থাকতে টেলিগ্রাম করেছি।"

"সে তোমার ভাবী শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা কোরো। এসে যখন পড়েছ তখন তো ফিরে যেতে পারছ না। চল, কোনো হোটেলে উঠি। তাতেই তাঁদের যথেষ্ট অপমান হবে।"

"হাঁ, হাঁ, তাই করা যাক।" স্নেহময় ট্যাক্‌সিতে উঠে বসল। হুকুম করল, "চালাও রয়্যাল মেরিটাইম হোটেল।" নাসাযোগে বলল, "হুঁম"।

"আহ্‌! কী আরাম! চার ঘণ্টা ট্রেনে আটক থেকে গা ঘিন ঘিন করছিল। একখানি সিত্রোয়েন কেনো হে, স্নেহময়, আমাদের শরীর জুড়াক।" তারাপদ এক মোটর বিক্রেতার কাছ থেকে কিছু কমিশন পেয়েছিল, আরো পাবার আশা রেখেছিল।

হোটেলে পাশাপাশি দুখানা ঘর পাওয়া গেল না, একখানা তেতলায়, একখানা দোতলায়। তাতে তাদের মতদ্বৈধ। ট্যাক্‌সি চলল আরেক হোটেলে। সেটাতে পাশাপাশি দুখানা ঘর পাওয়া গেল বটে, কিন্তু ঘরে ঘরে টেলিফোন নেই। তাতে তাদের মতানৈক্য। ট্যাক্‌সি চলল তৃতীয় এক হোটেলে। সেটাতে একটাও ঘর খালি নেই। ভ্রমণের মরসুম।

স্নেহময় কুপিত দৃষ্টিতে তারাপদর দিকে তাকাল। তারাপদ মাথায় হাত দিয়ে ভাবল। "চল তোমার যখন আমন্ত্রণ আছে তখন তালুকদারদের বাড়ী।"

"গাড়ী না পাঠালেও বাড়ী যাব?"

"চল তো আগে। তারাপদ কুণ্ডু কারুর তোয়াক্কা রাখে না, ন্যায্য কথা শুনিয়ে দেবে। তুমি কিন্তু চুপ করে থেকো। তোমার ফিঁয়াসি তোমার ব্যবহার দেখেই তোমার বিচার করবেন।"

তার ফিঁয়াসির জন্যে পিয়াসী হয়েই স্নেহময় এতদূর দৌড়িয়ে এসেছিল, শিকারের জন্যে নয়। বাকি পথ পাঁচ মিনিটও নিল না। নাকে একবার হাত ঘষে ও পোশাকটা রুমাল দিয়ে ঝেড়ে স্নেহময় ফিটফাট হয়ে নামল।

তার পুরাতন বন্ধু মুকুল তার হাতে ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে ধমকের সুরে বলল, "আমরা কখন থেকে বসে ঘড়ি দেখছি। কেন, দেরি হল কেন?" তারাপদর প্রতি অনুকম্পাভরে, "হ্যালো, কেমন আছেন, ডক্টর কুণ্ডু?"

মিসেস তালুকদার স্নেহময়কে স্নেহের সহিত ও তারাপদকে ম্লান হেসে অভ্যর্থনা করলেন। "আপনিও এসেছেন, আহা! কী আহ্লাদের বিষয়! আসুন আপনাদের দুজনের ঘর চিনিয়ে দিই।"

তারাপদর বরাতে গ্যারেট। যেমন আমাদের চিলে ঘর। তাতে একটা লোকের হাত পা ছড়িয়ে শোওয়া হচ্ছে সমস্যা। আর স্নেহময় পেলো এক স্যুইট ঘর, শোবার, বসবার, স্নানের। একেই বলে এক যাত্রায় পৃথক ফল। তাও যদি পাশাপাশি হত তারাপদ এসে স্নেহময়ের সঙ্গে ওঠাবসা করত। এক্ষেত্রেও সেই দোতলা তেতলা।

অভ্যর্থনার প্রণালী দেখে ন্যায্য কথা বলার সাহস অন্তর্হিত হলো তারাপদর। ভেবেছিল জামাইয়ের বন্ধু যখন জামাই আদর পাবে। সেই অধিকারে একটু মুরুব্বিয়ানা ফলাবে। গ্যারেটে ঢুকে বেচারার শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও কুঁকড়ে সুঁকড়ে নির্জীব হয়ে গেল।

২

যা হোক, স্নেহময় নিজের বসবার ঘরটা তারাপদকে দান করে বন্ধুবিচ্ছেদ নিবারণ করল। দুজনের চালচলন থেকে মিসেস তালুকদার অবগত হলেন যে তারাপদ আকারে খর্ব হলেও সেই হচ্ছে স্নেহময়ের মস্তিষ্ক। তখন তাঁর ব্যবহার বদলে গেল, তিনি তারাপদকে কথায় কথায় চাটু ভাষণে আপ্যায়িত করতে শুরু করলেন। তাতে ফল হলো এই যে তারাপদ ঠাওরাল সে তার নিজ গুণে সম্বর্ধিত হচ্ছে, স্নেহময়ের কল্যাণে নয়। সে সব সময় নিজের মত জাহির করতে লাগল। বুঝল না যে তার মত জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে বলে নয়, মতের মূল্য আছে বলে তো নয়ই। তার বাচালতায় দুদিনেই সকলে তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠল, এক স্নেহময় ব্যতীত। স্নেহময় যে সহজেই চির বিরক্ত, সে আর বেশী কী হবে।

স্নেহময়ের ফিঁয়াসি অশোকা তালুকদার কিন্তু পিয়াসীর পিয়াসা দূর করতে লেশমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করল না। সে যেন কী একটা আনন্দের খনি আবিষ্কার করেছে, কাউকে দিতে চায় না সন্ধান, অথচ খনি থেকে যা সঙ্গোপনে উদ্ধার করে আনছে তাকে পারছে না লুকিয়ে রাখতে। স্নেহময় ভেবেছিল তার শুভাগমনেই অশোকা উৎফুল্ল। কিন্তু হেসে কথা কইলেও কথার ভিতর আগমনীর সুর বাজে না, যেন স্নেহময় না এলেও অশোকা এমনি হেসে কথা কইত অন্য অতিথির সহিত। তারাপদও অশোকার কাছে স্নেহ-ময়ের সমান সমাদর পাচ্ছে, তা লক্ষ করে স্নেহময় ঈষৎ ঈর্ষান্বিত।

স্নেহময় মুকুলের সঙ্গে শিকার করতে যায়, তারাপদ শিকার

ভালোবাসে না বলে ছাড়া পায় এতে স্নেহময়ের ঈর্ষায় ইন্ধন পড়ে। সে ভাবে তারাপদ ফাঁকি দিয়ে অশোকার সঙ্গে গল্প করতে চায়। তারাপদ কিন্তু অশোকার সঙ্গে নয় অশোকার মাতার সঙ্গে গল্প করে। সিত্রোয়েন মোটর, কেলভিনেটর রিফ্রিজেরেটর, হুভার ইলেকট্রিক ঝাড়ু, ঘরকন্নার হাতা খুন্তি তাড়ু, কোনটার কত দাম, কোন দোকানের মারফৎ কিনলে কত রেয়াৎ পাওয়া যায়। অধ্যবসায়ের দ্বারা সে তাঁর কাছ থেকে গোটা কতক খুচরো ফরমাস আদায় করল। করবামাত্র লণ্ডনে ফেরবার জন্যে ছটফট করতে থাকল। স্নেহময় তার যাবার প্রস্তাব শুনে ফাঁপরে পড়ল। বলল, "এখনো আশা আছে, টর্পেডো। এখনো সে আমাকে 'না' বলে নি। এসব ক্ষেত্রে সবুরে মেওয়া ফলে।"

"তুমি প্রপোজ করলে তো সে হাঁ কি না বলবে। প্রপোজ করতে দেরি করছ কেন, স্নেহময় ?"

"না, না। দিনক্ষণ অনুকূল না হলে প্রপোজ করা উচিত নয়। যদি 'না' বলে বসে তবে তো গেছি, ভাই।"

"আমরা আমেরিকার লোক শক্ ট্যাক্‌টিক্‌সে মেয়েদের জিনে নিই। ইংলণ্ডে বাস করে তুমি মিইয়ে গেছ, স্নেহময়। অমন হাঁসের মতো হাঁটন কোনো কাজের নয়। তীরের মতো সোজা চলে যাও, সটান, এক লক্ষ্যে। বল, এক্‌স্‌কিউজ মি, মিস, উইল ইউ ম্যারি মি ?"

"হুঁম। ঐ করে তো তুমি তেইশ বার প্রত্যাখ্যাত হয়েছ, খোদ আমেরিকায় বিশ বার ও ইংলণ্ডে তিন বার। আমি ব্যর্থ হতে চাইনে একবারও।"

"ভায়া হে। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ সেই দ্বাপর যুগে রামচন্দ্র ও ত্রেতা

যুগে অর্জুন করেছিলেন। আমরা কলিযুগের মানুষ, আমাদের সে ক্ষমতা নেই। বিবেকানন্দ বলেছেন, মা ফলেষু কদাচন। আমরা কাজ করে যাব, ফল প্রত্যাশা করব না।"

মোট কথা তারাপদর যাওয়া হল না। এবং সে ক্রমাগত স্নেহময়কে উস্কাতে থাকল, প্রপোজ কর, প্রপোজ কর। স্নেহময় তার ঠেলা খেয়ে উনিশবার অশোকের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, উনসত্তর বার গলা পরিষ্কার করল, সাতচল্লিশ বার তোৎলাল, সাতাশ বার "এক—" পর্যন্ত মুখ ফুটে উচ্চারণ করল। কিন্তু কিছুতেই বাকিটুকু আবৃত্তি করতে পারল না। তারাপদ প্রত্যেক বার শাসাল যে এবার না পারলে সে চলে যাবে, স্নেহময় প্রত্যেকবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাওয়া পেছিয়ে দিল।

তালুকদার সাহেব মোটরখানাকে বিশ্রাম দেন না, অনবরত খাটিয়ে নেন। এই কারণে সেদিন স্নেহময়কে আনতে বাড়ীর গাড়ী যায়নি। টরকী অঞ্চলে বহু অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ অধিবাস করছেন, এঁরা ভারতবর্ষে তালুকদার সাহেবের পরিচিত ছিলেন। কখনো সস্ত্রীক কখনো সকন্যক কখনো সপুত্রক ও সচরাচর একা তিনি এঁদের সঙ্গে দেখা করতে, খেলা করতে, শিকার করতে যান। স্নেহময় দুই একবার সাথী হয়েছে, হয়ে টের পেয়েছে যে তিনি অল্পবয়সীদের গ্রাহ্য করেন না। হাইকোর্টের জজ, কুতব মিনারের চেয়ে উচ্চ, স্নেহময়ের নাসিকা পাল্লা দিতে পারে না।

তবে ভোজনকালে তালুকদার মঞ্চ হতে অবতরণ করেন। তখন তাঁর প্রধান বক্তব্য তিনি অবসর নিলে কী করবেন, কোথায় বসবেন। টরকী তাঁর নিজের মনঃপুত কিন্তু স্ত্রী বলেন ছেলে যদি আই-সি-এস কি ব্যারিস্টার হয় তবে তাঁরাও ভারতবর্ষে অবসর-

যাপন করবেন, নৈনিতালে কি বাঙ্গালোরে। তা না হয় হলো, কিন্তু একটা কাজ চাই তো, কী নিয়ে ব্যাপৃত থাকা যায়। তালুকদারের ধারণা তিনি জীবতত্ত্ব আলোচনা করে জগতের জ্ঞানসম্পদ বৃদ্ধি করবেন, কলেজে ঐ ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্য। সে দিক দিক থেকে ইংলণ্ডই আবাস্থ, এদেশে অনেক চিড়িয়াখানা আছে, কেবল পশুপাখীর নয়, সাগরতলের আদিম স্বল্পসেলবিশিষ্ট প্রাণীর। নিকটেই প্লিমাথের সামুদ্রিক জীববীক্ষণাগার। স্ত্রী বলেন, পরিশ্রম যদি করতে হয় তবে তা অর্থকরী হবে না কেন, যে শ্রমের মজুরি নেই তা বেগার, তা ভদ্রলোকের করণীয় নয়। তিনি বলেন, আজকাল মৈশুরে হায়দরাবাদে হাইকোর্ট হয়েছে, অন্যান্য রাজ্যেও হতে পারে, এমন প্রবীণ জজ তারা পাবে কোথায়? এখন থেকেই তদ্বির করতে হয়।

এই আলোচনায় মিস্টার তালুকদার স্নেহময়ের ও মিসেস তালুকদার তারাপদর অভিমত যাচ্ঞা করেন। স্নেহময় ও তারাপদ দুজনে দুই পক্ষ নেয়। স্নেহময় যা দু কথায় সারে তারাপদ তা দুশো কথায়ও সারে না। স্নেহময়ের আন্তরিক অভিপ্রায় শ্বশুরশাশুড়ী ইংলণ্ডে থাকলে সেও ইংলণ্ডেই কাজকর্ম জোটাবে, তাকে দেশে ফিরতে হবে না। দেশে নাইট ক্লাব নেই, স্বচ্ছন্দ বিহার নেই, আর কী গরম! তারাপদ যা বলে চিন্তা না করেই বলে, সেও যে স্বদেশের পক্ষপাতী বা সে-দেশে ফিরতে চায় তা নয়। সে চায় মিসেস তালুকদারের তারিফ। তাঁর অনুগ্রহে তারাপদর সওদার ফর্দ স্ফীত হচ্ছে।

"শুনছ, মায়া," তালুকদার তাঁর পত্নীকে সম্বোধন করে বলেন "কর্ণওয়ালে একটা খুব বনেদী কান্ট্রি হাউস বিক্রী হচ্ছে। তার

সঙ্গে কিছু জমিও। ভাবছি ফার্মিং করলে কেমন হয়। আমার সেদিকে অভিরুচিও ছিল বোধ হয়।"

"হাঁ, ছিল বৈ কি।" মায়া উপহাসের সূচনা দিলেন। "যাঁর গাজর শালগম জ্ঞান নাই তাঁর ছিল অভিরুচি!"

"কী বল, স্নেহময়। তোমার কি মনে হয় কর্ণওয়ালের মাটি ফর্মিংএর উপযুক্ত?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। ওর নাম কর্ণওয়াল হলো কেন, কর্ণ্ থেকেই তো।"

"ডক্‌টর কুন্ডু।" মিসেস আপীল করলেন। "আপনার কী মত? ফার্মিংএর খরচ পোষাবে, মানে লাভ থাকবে?"

"ফার্মিংএ লাভ থাকলে কি ইংলণ্ডের গ্রামে গ্রামে মাঠে মাঠে প্রতিদিন শত শত বসত বাড়ী তৈরি হতো, মিসেস তালুকদার? আমি হলে ঐ কাণ্ট্রি হাউসখানা কিনতুম বটে, কিন্তু ওর সন্নিহিত জমিতে গোটা পঞ্চাশ ভিলা বানিয়ে বেচতুম। তাও," মিসেস তালুকদারের মুখভাব সুপ্রসন্ন নয় নির্ণয় করে, "স্পেকুলেশন। শেষ পর্যন্ত লাভ দাঁড়াবে কি না বলা যায় না। আমি বলি—"

মিসেস তালুকদার তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "না গো না। বিদেশে বসবাস করা হবে না। কিনতে চাও তো লণ্ডনে একটা বাড়ী কিনে রাখ। আমরা বুড়ো মানুষ হয়তো আসব না, মুকুল অশোকা আসবে তিন চার বছর পর পর। ভাড়া উঠবে ইতিমধ্যে। পড়ে থাকবে না।"

"আমি বলি—"তারাপদ আরেকবার চেষ্টা করল। মিসেস তালুকদার তাকে প্রশ্রয় দিলেন না। বললেন, "ও প্রসঙ্গ থাক।"

অন্য একদিন তালুকদার সাহেব এক ইংরেজ বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াচ্ছেন। বন্ধুটি ভারতবর্ষ থেকে অবসর নিয়ে লণ্ডনে

ব্যারিস্টার হতে যাচ্ছেন। তা শুনে তালুকদার বললেন, "আমিও তাই ভাবছি, মার্ভিন। প্রিভি কাউন্সিলে প্র্যাকটিস করবার অনুমতি নিয়ে গণ্ডগোল না বাধে।"

মিসেস তালুকদার অতিথির সম্মুখে তর্ক করতে অক্ষম। তারাপদকে লেলিয়ে দিলেন। "আপনার কী মনে হয়, ডকটর কুণ্ডু?"

"প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করা দুষ্কর। আমি বার ডিনারে অনেক কে-সি'র সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি। লর্ড বার্কেনহেড বলেন—"

৩

অশোকা ও মুকুল টেবল ম্যানার্সের পাকা ট্রেনিং পেয়েছে। তারা সমস্তক্ষণ চুপটি করে শোনো, আহূত না হলে বাক্যক্ষেপ করে না। তারা অন্যের হাসি না দেখলে হাসে না, হাসলেও সজ্ঞানে হাসে, মাত্রা অতিক্রম করে না। কার সঙ্গে কতটুকু কথা বলতে হয়, কোন কথার উত্তরে কী বলতে হয়, কোনো বিষয়ে সর্বজ্ঞ হলেও কত সন্তর্পণে জ্ঞানের পরিচয় দিতে হয় ও কখন অজ্ঞতার ভাণ করতে হয়, কোনো বিষয়ে অজ্ঞ হলে কী কৌশলে বিষয়ান্তরে আলাপের মোড় ফেরাতে হয়, এ সব শিক্ষায় তারা অতীব পারদর্শী।

পিতামাতার অসক্ষাতে কিন্তু তাদের স্ফূর্তির অন্ত নেই। তখন তারা স্বাধীন, এবং সেই স্বাধীনতা পিতামাতার অনুমোদিত। মুকুল স্নেহময়ের সঙ্গে সমান চাল দেয়, যদিও বয়স তার ষোল সতের। অশোকা সপ্রতিভ ভাবে কথোপকথন করে, যেমন স্নেহময়ের সঙ্গে তেমনি তারাপদর সঙ্গে। তাদের সঙ্গে বাইরে যেতেও

তার দ্বিধা নেই, মুকুল সাথী না হলেও। তবে তারও দুই একজন সখী আছে, আকস্মিক আলাপ তাদের সঙ্গে। তাদেরই প্রতি তার পক্ষপাত। স্নানের সময় সমুদ্রে সে ও তার সখীরা যায় এক দলে। তারাপদ, স্নেহময় ও মুকুল যায় অন্য দলে। মুকুলের সঙ্গে তারাপদ ভাব করে নিয়েছে। আমেরিকার ফিল্ম স্টারদের সম্বন্ধে মুকুলের বিশেষ কৌতূহল। তারাপদ বলে সে হলিউডে সবাইকে চিনত। গ্রেটা গারবো, ক্লারা বো, রেমন নোভারো, জন ব্যারিমোর এরা নাকি তার অভিন্নহৃদয় সুহৃৎ। তারাপদর খাতায় এদের অটোগ্রাফ ছিল। তা দেখে মুকুল নিঃসন্দেহ। তারাপদ তাকে প্রবর্তনা দিল যে সেও ইচ্ছা করলে ফিল্ম স্টার হতে পারে। আর তাই হওয়াই পুরুষার্থ। তারাপদ আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে বুঝল যে মুকুলের চিত্তে নারী-সংক্রান্ত অনুসন্ধিৎসা উপজাত হয়েছে। তখন সে তাকে নিজের অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাল ও তার কাছ থেকে গুরুভক্তি আদায় করল।

"ওসব করতে হলে নিজের একখানি গাড়ী চাই, যেমন সিত্রোয়েন। তুমি তো চালাতেও শিখেছ, এবার একখানি গাড়ী কিনে ফেল।"

"বাবার গাড়ীটা আমারই কাজে লাগে লণ্ডনে।"

"তাই নাকি? তা হলে তো কথাই নেই।" তারাপদ ঘুরিয়ে বললে, "রোজ রাত্রে আমার ওখানে এসো। আমি নিয়ে যাব আমার ক্লাবে। মুশকিল হচ্ছে তোমার মাকে রাজি করানো নিয়ে। তাঁকে বোলো আমি তোমার কোচ হব। আমি তোমাকে ইংরেজী সাহিত্যে পরিপক্ক করে দেব। ওদেশে আমি মেক্সিকান, সুইডিস, ইটালিয়ান ফিল্ম শিক্ষার্থীদের ইংরেজী পড়াতুম কিনা। গার্বো তো

একরকম আমারই হাতে গড়া। ওকে যে জার্মানটি আগে পড়াত সে শিখিয়েছিল, মাই হার্ট ইজ এম্পটি। আমিই ওকে শেখালুম, মাই চেস্ট ইজ এম্পটি।"

অশোকা তারাপদকে নিরাশ করল। প্রথমতঃ তারাপদর একটিও কথা সে বিশ্বাস করে বলে মনে হয় না। এতে তারাপদ মর্মাহত হয়। তারাপদ হচ্ছে সেই জাতীয় দুষ্প্রাপ্য লোক যে নিজের অসত্যকে নিজে বিশ্বাস করে। এমন ছেলে বেঁচে থাকলে ও জেলে না গেলে ডিক্টেটর হয়। দ্বিতীয়তঃ তারাপদকে মনে মনে সে অবজ্ঞা করে। এটা তেমন মারাত্মক নয়, তারাপদ চায় জনসাধারণের আস্থা, শ্রদ্ধা না পেলেও তার চলে। তবে মেয়েদের দস্তুর এই যে তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে আস্থা ঘুলিয়ে ফেলে, যাকে শ্রদ্ধা করে না তার উপর আস্থা রাখে না, তার ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেয়। তাই মহান ঘুঘুকেও তাদের চক্ষে পরম জিতেন্দ্রিয় সাজতে হয়। কী করে যে অশোকার সামনে ভিজে বেড়াল ও মুকুলের সামনে লক্কা পায়রা সাজতে হবে এই সঙ্কট তাকে লণ্ডন প্রত্যাবর্তনে ত্বরান্বিত করে তুলল।

"কি হে, স্নেহময়! তোমার জন্যে কি আমার লণ্ডনের দল মাটি হবে! আমার অবর্তমানে যে ওদের ছত্রভঙ্গ দশা। তুমি আসবে তো এস, থাকবে তো থাক, আমি কিন্তু চললুম বৃহস্পতিবার।"

"আমিও আসব, টর্পেডো। বৃহস্পতি না হয়ে শনি হলে ভালো হয়।"

"কেন বল দেখি?"

"শুক্রবার মোটরখানা বৈকালের দিকে পাওয়া যাবে। তালুকদার সাহেব এরোপ্লেনে উড়বেন। অশোকাকে নিয়ে বেড়াতে যাব স্থির করেছি। মোটরে প্রপোজ করব।"

"আচ্ছা, তবে অপেক্ষা করব। এই কিন্তু শেষ অপেক্ষা। এবার

আমি স্বয়ং তোমার নিকটে বসে তোমাকে ধাক্কা মেরে বলাব যে একস্‌কিউজ মি, মিস। উইল ইউ ম্যারি মি ?"

স্নেহময়ও ক্রমে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বলল, "অত বড় পদ আবৃত্তি করতে অসমর্থ হলে শুধু বলব, উইল ইউ ম্যারি মি ?"

"উঁহু। ওটা কোনো কাজের কথা নয়। অমনি সংক্ষেপ করেই তো আমি জোন ক্রফোর্ডকে হারালুম।" তারাপদ বিচক্ষণের মতো বলল, "ফরমুলা ঠিকমতো পালন না করলে জগতে কোনো কাজ হয় না, শাসন শোষণ ক্রয় বিক্রয় ঔষধ পথ্য। আমেরিকায় চাকরকে মিস্টার না বললে তোমার ধোপানাপিত বন্ধ। এদেশে মুদি কাপুড়ে মুচি কসাইকে জেণ্টলমেন না বললে তোমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রোধ।"

স্নেহময় বুঝতে পারে না তারাপদর ফরমূলায় এমন কী ম্যাজিক আছে। কিন্তু তারাপদর উপর তার অগাধ ভরসা। চিঠি লিখতে বসলে যেমন চূড়ায় লিখতে হয় শ্রীহরি শরণ বা শ্রীগুরু সহায় তেমনি স্নেহময়ের সঙ্কটকালে শ্রীতারাপদ ভরসা। যদিও প্রকাশ্যে বাগ্‌দান হয়নি তবু অশোকার সঙ্গে যে তার বিয়ে হবে তা সে জ্যোতিষের গণনার মতো অনিবার্য জ্ঞান করে। এই ব্যাপারে মিস্টারের চেয়ে মিসেস তালুকদার তার অভিমতাপেক্ষী। কেবল অশোকার মৌখিক সম্মতির উপর বৈধিক বাগ্‌দান নির্ভর করছে। সে সময় দেশ থেকে সার বংশলোচন ও লেডী রায়চৌধুরীর সমাগম হবে। বিবাহ হবে ছাত্রাবস্থা অতীত হলে। সার বংশলোচন কঠোরহৃদয় ব্রাহ্ম, বিদ্যার্থীর বিবাহ তিনি সমর্থন করেন না। অহো! স্নেহময়ের কী কষ্ট! চার্টার্ড য়াকাউণ্ট্যাণ্ট হতে আরো চার বছর বাকি।

বন্ধুমহলে স্নেহময় বলে বেড়ায় অশোকা তার ফিয়াঁসি। ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় সকলে তা ধ্রুব বাক্য বলে মেনে নেয়। মিসেস

তালুকদার তাকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান। খাওয়ান তিনি লণ্ডনফেরত ভারতীয়কে। তবে স্নেহময়ের মতো স্নেহময় নয়। স্নেহময়ের মধ্যে তিনি কী আবিষ্কার করেছেন তিনিই ভালো জানেন। সার বংশলোচন লক্ষপতি হলেও তাঁর সাত ছেলে ও আট মেয়ে। সকলে মিলে তার বক্ষ বিদীর্ণ করলে কার অংশে কী পরিমাণ শোণিত পড়বে তা তিনি না মরলে বলা শক্ত। স্নেহময়ের খাতির প্রধানতঃ তার উত্তরাধিকারের জন্যে নয়। হতে পারে ছ ফুট উচ্চতার জন্যে। তার রংটিও বাঙালীর পক্ষে যারপরনাই ফরসা, সাবান মেখে বা শীতের দেশে থেকে নয়, জন্মসূত্রে। তার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্যও বঙ্গসুলভ বাচালতার তুলনায় স্বাতন্ত্র্যসূচক। জানিনে কেন, তবে অনুমান হয় এই সব কারণে মিসেস তালুকদার স্নেহময়কে জামাতা নির্বাচন করেছিলেন। অনেক আই-সি-এস, আই-এম-এস পাত্রও তাঁর নির্বন্ধের হরধনু ভঙ্গে ব্যর্থ হয়েছে।

স্নেহময়ও স্বভাবগম্ভীর, অশোকাও সুশাসিত, সুতরাং মিসেস তালুকদারের সমক্ষে তাদের মনোভাব ব্যক্ত হয় না। মিসেস তালুকদার জানেন না যে অশোকার সঙ্গে স্নেহময়ের ভিতরে ভিতরে বনছে না, তিনি ধরে নিয়েছেন যে স্নেহময় ও অশোকা উভয়ে একদিন তাঁর পায়ের ধুলো নিতে একত্র অগ্রসর হবে, তিনি তাদের আশীর্বাদ করবেন। এ নয় কাহিনী এ নয় স্বপন আসবে সেদিন আসবে। তবে ত্বরা নেই। বিয়ে তো হবে চার বছর পরে, ওদের তাড়া দিয়ে ফল কী! ততদিন অশোকাও মন দিয়ে পড়াশুনা করুক। স্নেহময়ও অধ্যয়নে নিষ্ঠাপর হোক।

নেপথ্যে অশোকার হাসির হিল্লোল শুনলে মিসেস তালুকদার মনে মনে বলেন, "ও দি ইয়ং পিপল! কী সুখী ওরা দুটিতে মিলে!"

অশোকার স্নিগ্ধতা যে স্নেহময়ের সংস্পর্শে নয়, অপর উৎস হতে উৎসারিত তা মিসেস তালুকদার কল্পনাও করেন নি। অশোকাও অনাবৃত করতে উৎসুক নয়।

৪

অশোকার মনের খুশি তাকে মনের মতো চিঠি লিখেছে।

লিখেছে, "যখন কাছে ছিলে তখন দূরে ছিলে, এখন দূরে আছ, তাই কাছে আছ। এর বেশি আমার বলবার নেই। তোমারও নেই শোনবার। এবার বলি যা তোমার ও আমার সমান প্রিয় তার কথা, ভারতবর্ষের কথা। আমি জানি আমারই মতো তুমিও দেশের বাইরে নিঃশ্বাস নিতে ক্লেশ বোধ কর, আমরা জলের মাছ, ভারত আমাদের জল, ইউরোপ স্থল। দেশে ফিরে আমার ক্লেশের অন্ত হয়েছে। তা জেনে হয়তো তোমার ক্লেশ অসহনীয় হবে। যদি তেমন হয় তবে চলে এসো।

ইউরোপ দর্শনের পরে ভারতকে আমি নতুন আবিষ্কার করছি, এ দেখা আমার আগের দেখার থেকে ভিন্ন। আগে আমার চোখে পড়ত সহস্র বিরোধ, গভীর বিচ্ছেদ। মন বলত বিরোধ মিথ্যা, বিচ্ছেদ মায়া। চোখের সঙ্গে মনের মতান্তর ঘটত। সামঞ্জস্য বিধান করতে হতো। এখন তার আবশ্যক নেই। চোখের দেখা ও মনের দেখা এক হয়ে গেছে। সর্বজাতির ও সর্বসম্প্রদায়ের লোক একজাতি ও এক সম্প্রদায়ভুক্ত বলেই বোধ করছি। তারা জানে না তাদের পরস্পরের সহিত মিল কত বেশি ও অমিল কতটুকু। কিন্তু আমি জানি। ইংরেজী অর্থে আমরা এক নই; নেশন নই। ইংরেজী আদর্শে আমরা ভোটের মর্যাদা বুঝি না, পার্লামেন্টের পদ্ধতি বুঝি না। সেদিক

থেকে বিচার করলে আমাদের কোনো আশা নেই, অন্তত আরো এক শতাব্দী আমরা শিক্ষানবীশ থাকতে বাধ্য। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি আমরা একজাতি, একসম্প্রদায়।

তারপর আগে স্পষ্ট করে জানতুম না আমাদের শক্তি কোথায়। কখনো মনে হতো শাস্ত্রে, কখনো ধর্মে, কখনো পল্লীতে ও অরণ্যে। এবার অস্পষ্টতার অবকাশ নেই। আমাদের শক্তি আমাদের ছোটলোকদের চরিত্রমহত্ত্বে। সত্য, এরা কচি মেয়ের বিয়ে দেয়, রুগ্‌ণ মানুষকে ওঝা দিয়ে চিকৎসা করায়, খায় দূষিত জল ও থাকে নোংরা জায়গায়। কিন্তু কী নিস্বার্থ, কী কর্তব্যপরায়ণ এরা! সম্পত্তি নিয়ে এরা দাঙ্গা করে সত্য। কিন্তু সেই সম্পত্তি এরা ভোগ করে না একা। ভাগ দেয় অতিথিকে, দুঃস্থকে, দেবতাকে। ভাগ দেয় ভাবী কালকে। কী অগাধ পরিশ্রম করে এরা, অথচ রাত্রে করে কায়মনোবাক্যে দেবতার ভজন। যারা মুসলমান তাদেরও কী নিরলস প্রার্থনা, কী একাগ্র বিশ্বাস! এইসব সরল মানুষগুলিই তো আমাদের সমষ্টিদেহের সবল অস্থি। এদেরই বলে আমরা বলবান। ছোট জাত বলে এদের কত অবহেলা, অস্পৃশ্য বলে এদের কত অপমান! এদের অবহেলা ও অপমান আমার বুকে দ্বিগুণ বাজছে আজ, আগে এতটা বাজত না। আগে অতিপরিচয়ের অসাড়তা ছিল, এখন নবপরিচয়ের অসহিষ্ণুতা। আমার স্থান এদেরই পাশে, আমার বল এদেরই বলে, আমার মান এদেরই অপমান অপনোদনে।

মনের খুশ, আবার ইউরোপে আসছি কি না স্থির জানিনে। যাকে খুঁজতে বেরিয়েছি তাকে যদি পাই তবে হয়তো আসব। অন্যথা এই পারেই থেকে যাব।”

শেষের দিকের অনিশ্চয়তা অশোকাকে অশ্রুমতী করলেও সে

আশায় হৃদয় বাঁধল। তিনি আসবেন, আসবেন। না যদি আসেন তবে আমিই যাব আমাদের উভয়ের প্রিয় দেশে, মাকে বলব আর বিলেতে মন টিকছে না। হয়তো বাধাতে হবে এক অসুখ। মন না টেকার চেয়ে শরীর না টেকা হবে আরো মজবুৎ কৈফিয়ৎ।

মনের খুশি, তুমি যখন কাছে ছিলে তখনো দূরে ছিলে, এখন তো দূরাতিদূরে। আমি তোমার মতো দার্শনিক নই, আমি দর্শনবিরহিনী। অশোকা মনে মনে বলল। লিখল অবশ্য বিস্তর বাজে কথা, যা দিয়ে মনের ভাব চাপা দেওয়া মেয়েদের দস্তুর। সে আগুন চাপা রয় না, এ রহস্য তারাও জানে, আমরাও জানি।

দ্বিতীয় বারের চিঠির সুর হাল্‌কা। সুধী তার অনুভূতির বিষয় আর লেখেনি, আবিষ্কারের বিষয়ও আর না। এবার দিয়েছে তার সফরের বিবরণ।

"মামার ওখানে প্রণাম করতে গেলুম। মামা মামী ও মামাতো ভাইবোনেরা আমাকে নিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন, আমি প্রায়শ্চিত্ত না করলে আমাকে কী করে সঙ্গে বসিয়ে খাওয়ান, অথচ আলাদা আসন দিলে হয়তো আমি বেঁকে বসতে পারি। আমি যে নিষিদ্ধ মাংস খাই নি তা আমি শপথ করে বললেও যাঁদের বিশ্বাস হবে না, কেবল আমার মুখ চেয়ে মেনে নেবেন মাত্র। অতএব আমি ও বাড়ীতে অনর্থক বিলম্ব করে তাঁদের পরীক্ষায় ফেললুম না, একটু মিষ্টি মুখ করে মুখের মুখো হলুম।

সেখানে বাদলের বাবা ম্যাজিস্ট্রেট। হঠাৎ আমাকে দেখে চমকালেন। বাদলকে তিনি আমার হাতে দিয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন, পড়াশুনার ব্যাঘাত হয় বলে তার নামে চিঠি পর্যন্ত লিখতেন না, লিখতেন আমাকেই। সেই আমি বাদলাকে একলা ফেলে এলুম,

এতে তিনি রীতিমতো রুষ্ট হলেন, যদিও ঢাকতে ক্রটি করলেন না। কাজেই দেখছ আমার যাঁরা আপনার লোক বা আপনার লোকের সামিল তাঁরা আমার আগমনে অপ্রসন্ন, তাঁরা যদি ভারতবর্ষ হন তবে আমি স্বাগত নই। তা হোক মুঙ্গেরের ম্যাজিস্ট্রেট আমার সঙ্গে খেলেন ও আমার বন্ধুর বুলডগকে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালেন। আমার বন্ধু যখন জানাল যে সে একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার হস্তে উজ্জয়িনীর কেস অর্পণ করলেন। তার মানে উজ্জয়িনীর বাক্‌সে পাওয়া চিঠিপত্র। 'কেস' বললুম। 'কেশ'ও বলতে পারি। উজ্জয়িনী যেদিন অন্তর্হিত হয় তার দুই একদিন পরে খিড়কির রাস্তার ধারে কী জানি কার চুল পাওয়া যায়। এত ঘন কেশ উজ্জয়িনীরই হওয়া সম্ভবপর, তবে তা তৈলাক্ত নয়, সুরভিত নয়, তার স্থলে স্থলে জটার মতো। পারবতীয়া নামে একটি দাসী বলল, ও চুল উজ্জয়িনীরই। উজ্জয়িনী নাকি চুলের যত্ন করত না, পাগলিনীর মতো থাকত। বাদলের বাবা শেষের উক্তি সমর্থন করলেন, তাঁর মতে পাটনাবাসিনী বীণার শাশুড়ী উজ্জয়িনীর মাথাটি খেয়েছেন।

মুঙ্গেরে অন্যান্য সঙ্কেত সংগ্রহ করে আমরা পাটনা আসি। বীণাদের সঙ্গে আমার জানাশুনা ছিল। তা বলে ভাঙতে পারিনে যে উজ্জয়িনী নিরুদ্দিষ্টা। এমনি আলাপ করে এলুম। উজ্জয়িনীর অন্তর্ধানের কয়েকদিন আগে বীণা তার কাছ থেকে যে চিঠি পেয়েছিল সে চিঠিতে কী ছিল তার একটা আভাস পেলুম। বারবার সে বৃন্দাবনের উল্লেখ করেছে, ব্রজগোপীদের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করেছে। ওদিকে বিভূতি চুল সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাচ্ছিল। প্রত্যেক স্টেশনে খবর নিয়ে বহু আয়াসে জ্ঞাত হলো একদিন একটি বাঙালীর মেয়েকে ফার্স্ট ক্লাসে চড়তে এক মাড়োয়ারী বাবু বাধা দেয়, তাতে সে মেয়ে তেজস্বিতায়

সহিত ট্রেনে ওঠে ও এক পশ্চিম প্রান্তীয় মহিলা তার হয়ে মাড়োয়ারী বাবুকে তিরস্কার করেন। মেয়েটির সাজ বিধবার মতো, চুল খাটো কিন্তু অসমান ও বিসদৃশভাবে ছাঁটা। বয়স সতের আঠারো ও রং উজ্জ্বল শ্যাম, শুনে বিভূতির প্রত্যয় হলো যে সে উজ্জয়িনীই। জামালপুর স্টেশনে হঠাৎ ফার্স্ট ক্লাসে কোন একাকিনী হিন্দু বিধবা উঠবে? অমন তেজস্বিতাই বা কোন্ হিন্দু বিধবার হবে? কিউলে মোকামায় এমন কি পাটনাতেও কেউ কেউ সেই বিধবাকে ও সেই পশ্চিম প্রান্তের মহিলাকে এক কক্ষে লক্ষ করেছিল, পরন্তু মাড়োয়ারীকে সেই কামরার দিকে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখেছিল। একজন টিকিট কলেক্টর দানাপুরে গাড়ীতে উঠে টিকিট চাইলে মহিলাটি কলকাতা থেকে কাশীর টিকিট বের করে ধরলেন, বললেন যে তিনি আরেকখানার দাম ও জরিমানা দিতে ইচ্ছুক।

তাই আমরা কাশী এসেছি। কিন্তু এখানে কোনো হদিস মিলছে না। এখান থেকে কোথায় যাই ঠিক করতে না পেরে আমরা দু'বেলা বিশ্বনাথের মন্দিরে তরুণী বিধবাদের মুখমণ্ডল বীক্ষণ করছি। এতে আমাদের একজনেরও রুচি নেই, বিভূতি বিবাহিত ও আমি কী তা আমার মনের খুশি জানেন।

অশোকা ওকথা পড়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। কিন্তু তার রাগও হল উজ্জয়িনীর উপর। কী কাণ্ডটি বাধিয়েছে দেখ দেখি। সুধীর মতো সাত্ত্বিক ভদ্রলোককে খামোখা তরুণী বিধবাদের মুখমণ্ডল সার্চ করতে হচ্ছে, তাও একদিন এক বেলা নয়, প্রত্যহ দু বেলা। অশোকার হিংসে হয়। কেন হবে না? যে সুধী তার মুখমণ্ডল তল্লাস করতে একান্ত কুণ্ঠিত, তার সঙ্গে মুখ তুলে কথা কয় না, সেই কিনা—আঃ রাম!

৫

তালুকদার সাহেবের এরোপ্লেনে ওড়া হল না, বায়ুমণ্ডলের গতিক সুবিধার নয়। তিনি মোটর নিয়ে উধাও হলেন। স্নেহময় করুণ নয়নে তাঁর মোটরের প্রস্থান পর্যবেক্ষণ করল।

"আমি কিন্তু নোটিস দিচ্ছি, স্নেহময়, যে কাল লণ্ডনে চা খাব। টোনিওর রেস্তোরাঁ চলবে কী করে আমি না থাকলে?" টোনিওর সঙ্গে তারাপদর বখরা ছিল। "টোনিও আমাকে মিনতি করে চিঠি লিখছে। তুমি কি চাও যে লণ্ডনে আমার যেটুকু প্রতিপত্তি আছে টরকীতে বসে সেটুকু খোয়াই?"

"কিন্তু মোটরখানা যে—"

"ওই মোটর না হলে প্রপোজ করা হয় না? আশ্চর্য! আশ্চর্য! তুমি দেখছি বিয়ে করবে ঐ মোটরে চড়ে, যৌতুক পাবে ঐটেকেই। থাক, কী বলতে যাচ্ছিলুম, লোকে তো মরলেও কবরে যায় শবাধার মোটরে চাপিয়ে।"

স্নেহময় ট্যাক্‌সি ডাকল। উচ্চাঙ্গের ট্যাক্‌সি! মিটারটিও তেমনি কার্যকুশল।

অশোকা বলল, "ওহ্! একটু বেড়িয়ে আসতে বলছেন, স্নেহময়দা? বেশ তো। দিনটিও চমৎকার। হাওয়া যেমনই হোক আলো খোশমেজাজ। মুকুল আসছিস তো? ডক্‌টর কুন্ডু, আপনি?

"আমাকে না হলে কারুর কি এক মিনিট চলে, মিস তালুকদার? ওদিকে টোনিও তাড়া দিচ্ছে, এদিকে আপনারও এটা প্রচ্ছন্ন আদেশ। কী বল হে স্নেহময়? আমাকে কি কোনো দরকার আছে?"

"হুঁম।" তার থেকে হাঁ কি না বোঝা গেল না। তারাপদ ধরে নিল 'হাঁ।' তাকে নইলে দুনিয়ায় কারুর কোনো কাজ ঠিক মতো হয় না। স্নেহময়টা যেমন আনাড়ি, তার পাশে বসে তাকে প্রম্পট্ না করলে কে জানে কী বল্‌বে, হয়তো কিছু বলবেই না।

স্নেহময়ের পরিকল্পনা ছিল, বাড়ীর মোটর সে নিজে চালাবে, অশোকা বসবে তার বামে। তার পরিণয় প্রস্তাব তৃতীয় মানুষ শুনবে না। বাড়ীর মোটরের বদলে ট্যাক্‌সির ব্যবস্থা যদি বা তার স্ফূর্তি খর্ব করেছিল মুকুল ও তারাপদ কর্তৃক বেষ্টিত হয়ে আত্মনিবেদন তার ত্রাস উৎপাদন করল।

মুকুল বিনাবাক্যে ড্রাইভারের পাশের আসন দখল করল। অশোকা মনোনয়ন করল পশ্চাদবর্তী আসনের একটি কোণ। বাকি থাকল তারাপদ ও স্নেহময়। তারাপদ বলল, "তুমি ওঠ।" স্নেহময় বলল, "তোমার পরে।"

তা শুনে অশোকা হেসে বলল, "বা, এ যে সেই দুই হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের মতো তকরার। এ বলে, আপ উঠিয়ে। ও বলে, আপ উঠিয়ে। ইতিমধ্যে গাড়ী ছেড়ে দেয়। আসুন, ডক্‌টর কুন্‌ডু।"

তারাপদ অম্লানবদনে অশোকার পার্শ্বে আসীন হলো, স্নেহময়ের জন্যে ব্যবধান রাখল না। তার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হলো সে এতক্ষণ এরই উপলক্ষ অন্বেষণ করছিল, তার ব্যবহার পূর্বসঙ্কল্পিত। স্নেহময় মনে মনে বলল, মা ধরণী, দ্বিধা হও। মা ধরণীর সাড়া না পেয়ে স্নেহময় কী আর করে! তারাপদকে মধ্যপদ দিয়ে অশোকার বিপরীত কোণে উপবেশন করল।

"ডার্টমুর ফরেস্ট।"

ট্যাক্‌সি ডার্টমুর অভিমুখে ধাবিত হল। সেই সঙ্গে স্নেহময়ের

দৃষ্টি সংলগ্ন হলো মিটারে। ডার্টমুর যে কতদূর তা স্নেহময় খোঁজ করে নি, ভেবেছিল কাছেই। কিন্তু ট্যাক্‌সির বেগ থেকে অনুমিত হলো এ বেগ সম্বরণ করতেও মাইল তিন চার লাগবে। দূরের পাল্লা না হলে কেউ চল্লিশ মাইল হারে রাশ ছাড়ে না।

মিটারে যখন চার শিলিং উঠল তখন স্নেহময় উসখুস করতে শুরু করল। ফিরতেও তো আরো চার শিলিং লাগবে। যখন সাত শিলিং উঠল তখন স্নেহময় অস্থির বোধ করল, একবার তারাপদর দিকে তাকাল। তারাপদ অশোকার দিকে ঝুঁকে অস্ফুট স্বরে কী বলছিল, হয়তো কোনো দৃশ্যের প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করছিল, কিন্তু স্নেহময়ের মনে হলো তারাপদ বলছে "একসকিউজ মি ..."

স্নেহময় হতাশ হয়ে চোখ বুজল। হায়, হায়, দাম দিল কে আর সুবিধা ভোগ করল কে! উঠুক, উঠুক, উঠুক মিটার, যা হবার তা হোক। স্নেহময় কি বেঁচে আছে ? না, স্নেহময় মৃত।

অত্যন্ত বিপদের দিনে মানুষ যখন কেঁদে কূল পায় না, ভেবে পথ পায় না তখন একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে স্বস্তি পায়। তখন সে নিজের ধ্বংসের নিজে দর্শক হয়, নিজের দেহমন যেন পরের, কেবল চোখ দুটি নিজের। তখন একরকম হাসিও পায়। সে হাসির বর্ণনা হয় না।

স্নেহময় চোখ চেয়ে দেখল এগার শিলিং উঠেছে। ফিক করে হাসল। চোখ বুজল। যেন শুনতে পেলো, তারাপদ তখনো বলছে, "উইল ইউ ..."

আঠারো শিলিংএর সময় একটা ধাক্কা খেয়ে স্নেহময়ের তন্দ্রা ছুটে গেল। "ওঠ, ওঠ, কুঁড়েরাম।" তারাপদ বলছে, "ওই ডার্টমুর দেখা যাচ্ছে।"

স্নেহময় মনে মনে হিসাব করে নিল বিশ কিংবা একুশ শিলিংএ ট্যাক্সি থামবে। ফেরার ফিঠে আবার তত। ধর দু' গিনি খরচ হলো কেবল যাতায়াতে। ওখানে নেমে কিঞ্চিৎ পান করতে ও করাতে হবে। এর পরিবর্তে লাভ কী হলো? হলো শিক্ষা।

তারাপদ দ্বিতীয়বার ধাক্কা দিতেই স্নেহময় যায়সা জোরে তার পাল্টা দিল ও যায়সা স্বরে বলল, "রাখ ইয়াকি," যে তারাপদর পিলে চমকাল, সে টলে পড়ল অশোকার গায়ে। ড্রাইভার ব্রেক কষল। অশোকা চেঁচিয়ে উঠল, "কী ব্যাপার! আস্তিন গুটাও কেন, স্নেহময়দা?"

স্নেহময়ের বক্সিংএর অভ্যাস ছিল, কেবল থাবার থাপ্পড় নয়, মুখের বোলচাল। সে বক্সিং বিশারদের পরিভাষায় আপন মনে গরজাতে লাগল, "আই শ্যাল ব্লাডি গিভ হিম এ ব্লাডি পাঞ্চ। আই শ্যাল ব্লাডি নক আউট হিজ ব্লাডি জ। হুঁম। হুঁম।"

মুকুল অপমানে রক্তিম হয়ে বলল, "মুখ সামলে কথা বলবেন, স্নেহময়দা। একজন মহিলার শ্রবণে এসব উক্তি—"

স্নেহময় মুকুলকে যা বলল, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, "তুমি কী বুঝিবে, সন্ন্যাসী!"

তারাপদ তখনো শিরদাঁড়া সোজা করতে পারছিল না, অশোকার দিকে হেলে রয়েছিল। তা লক্ষ করে স্নেহময় ফুলে ফুলে উঠছিল বাঘের মতো। অশোকা গাড়ী থেকে নেমে মুকুলকে নামতে ইশারা করল।

কেন যে স্নেহময় সামান্য কারণে ক্ষেপে গেল তারাপদ কোনো মতে এ রহস্য ভেদ না করতে পেরে বিনীতভাবে তাকে বলল, "আমরা কত কালের বন্ধু। বল তো কী হয়েছে?"

"রাখেন রাখেন, তামাশা রাখেন।" স্নেহময় ককনি উচ্চারণের দ্বারা ভেঙিয়ে বলল। "কত কালের বন্ধু! কী হয়েছে!

স্নেহময়কে শুনিয়ে শুনিয়ে তারাপদ বলল, "আর ঠাট্টা করে কোন শা—।"

ইতিমধ্যে মুকুলকে সঙ্গে করে অশোকা কতক এগিয়েছিল। দুই বন্ধুর বিশ্রম্ভালাপ তার কর্ণগোচর হলো না। তারাপদকে সেদিকে পা বাড়াতে দেখে স্নেহময় বলল, "এই, দুঠেঙ্গে, ঠ্যাং বাড়িয়েছে কি একঠেঙ্গে বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। আই শ্যাল ব্লাডি—"

তারাপদ তা শুনে পাদমেকং ন গচ্ছতি।

ট্যাক্‌সিওয়ালা গম্ভীরভাবে দেখে না দেখবার ও শুনে না শোনবার ভাণ করছিল। ইংরেজ পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে না, আর ভৃতিজীবী নিজের চরকায় তেল দিতে জানে। ট্যাক্‌সিওয়ালা ইংরেজ তথা ভৃতিজীবী।

"কিন্তু ভাই স্নেহময়—"

"চুপ রও। মুখ খুলেছ কি দাঁতগুলোকে গুঁড়িয়ে দাঁতের মাজন বানিয়েছি।"

তারাপদ তা শুনে ঠোঁটে ঠোঁট চাপল। স্নেহময় এগিয়ে যেতে যেতে পিছন ফিরে দেখল তারাপদ বকের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে।

তুচ্ছ একটা ধাক্কা। কত দিন কত বার অমন মেরেছে। কিন্তু কোনো দিন তো স্নেহময় প্রতিদান দেয় নি, তর্জন গর্জন করে নি, 'বুলী'ত্ব ফলায় নি। স্নেহময়কে সে অতিশয় ভদ্রলোক বলেই জানত, কিন্তু এ কি সেই স্নেহময়!

ফেরবার বেলায় তারাপদ অশোকাকে অনুরোধ করল মাঝখানে

বসতে। অশোকা মৃদু হেসে রাজি হলো। তাতে স্নেহময় বাস্তবিক কতকটা নরম হলো। যা হোক দু গিনির সবটা জলে পড়ল না। অশোকার সান্নিধ্য কিছু তো পাওয়া গেল। কিন্তু তারাপদর প্রতি ঈর্ষা তখনো অনির্বাণ রইল, অশোকার সান্নিধ্য তারাপদও তো ওধার থেকে পাচ্ছে।

রাত্রে স্নেহময় বলল, "বিছানা গুটিয়ে গ্যারেটে রওনা হও। নইলে আই শ্যাল—" বাক্য সমাপ্ত করতে হলো না। তার আগেই তারাপদ পুঁজিপাটা গুটিয়েছে।

আশ্রম প্রয়াণ

১

ডক্‌টর মেলবোর্ণ-হোয়াইট বললেন, "বাদল, এই নাও একটা বাদাম, পারো ফাটাতে?"

বাদল মনে করল সত্যিকার বাদাম বুঝি। হাত বাড়াতে গিয়ে বুঝতে পারল, তাকে একটা সমস্যা পূরণ করতে বলা হচ্ছে। কী সমস্যা?

"তুমি তো ইতিহাসের ছাত্র। ইতিহাস তোমাকে শেখায় এই-এই কারণ থেকে এই-এই কার্য, এই-এই কর্ম থেকে এই-এই ফল। ফরাসী বিপ্লব ঘটল কেন? যেহেতু রাজারা পার্লামেণ্ট না ডেকে খাজনা ধার্য করলেন, বিলাসে ব্যসনে প্রজার রক্ত জল হতে লাগল, যেমন রাজারা তেমনি রাজপারিষদেরা, এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। কেমন এই তো?

"আরো কারণ ছিল।" বাদল সবজান্তার মতো হাসল।

"থাকগে। আমি তো ইতিহাসের পরীক্ষা দিচ্ছিনে। আমি দিচ্ছি উদাহরণ। মোদ্দা কথা, ফরাসী বিপ্লব ঘটল, কারণ ফরাসী বিপ্লবের বীজ বপন করা হয়েছিল। কেমন?"

"হাঁ।"

"কিন্তু এমনো তো হতে পারে যে ফরাসী বিপ্লব ঘটবে বলে রাজারা খাজনা ধার্য করেছিলেন, রাণীরা সে টাকা ফুৎকারে উড়িয়ে

দিয়েছিলেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমার এ যুক্তি নতুন নয়। ভল্‌তেয়ার তাঁর একটি গল্পে এই ধরণের যুক্তিকে ব্যঙ্গ করেছেন।"

বাদল বলল, "হাঁ। পড়েছি।"

"কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে রোজ আমরা এর আশ্রয় নিচ্ছি। আমি টাকা জমাচ্ছি, বুড়ো বয়সে পরের গলগ্রহ হব না। তুমি বই মুখস্থ করছ—"

"আমি কোনো দিন বই মুখস্থ করি না।"

"আহা, ধরে নাও না, কেউ বই মুখস্থ করছে। তুমি মানে কি বাদল? কেউ বই মুখস্থ করছে, পরীক্ষায় ফেল করবে না। এলেনর জিনিস গোছাচ্ছে, কারাভানে চড়ে গ্রামে গ্রামে বেড়াবে, জিপ্‌সীর মতো। তার সঙ্গে আমিও।"

"আমার হিংসে হয় কিন্তু।"

"তা তুমি তো আশ্রমে যাচ্ছ। এ যুগের মঠবাড়ী ঐ সব আশ্রম। যাক এ নিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না। এখন শোনো। আমরা প্রত্যেকেই ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি হচ্ছি। যার জন্যে তৈরি হলুম সে যখন ঘটল তখন একথা মনে করলে কি অযথা হবে যে এই ঘটনার জন্যেই তৈরি হয়েছিলুম? অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবই রাজাকে প্রজাকে অভিজাতকে যাজককে ও তাদের ক্রিয়াকে আবর্ত যেমন করে স্রোতকে টানে তেমনি করে টেনেছিল?"

বাদল কবুল করতে কুণ্ঠিত হলো যে সে ঠিক বুঝতে পারছিল না।

"আমি জিজ্ঞাসা করছি যে ঘটনা কি আকর্ষণবিশিষ্ট নয়? একবিংশ শতাব্দীর কোনো ঘটনা কি আমাদের এই মুহূর্তে আকর্ষণ করছে না? আমরা যখন সেই ঘটনার আবর্তে পড়ব তখন কি আমরা সিদ্ধান্ত করব যে আমরা নিজের কর্মের ফলে পড়লুম?"

ওরে বাপ রে! কী বাদাম! বাদল দাঁত দিয়ে ভাঙতে পারে না, হাত দিয়ে পিষতে পারে না, জাঁতি দিয়ে কাটতে পারে না, কিছুতেই ফাটাতে পারে না।

"আপনি কি বলতে চান," বাদল উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলল, "বিবর্তনের কোনো উদ্দেশ্য নেই? না, আপনি কি আস্ত বিবর্তনবাদটাকেই উড়িয়ে দিতে চান?"

"মাই ল্যাড," ডক্‌টর মুচকি হেসে বললেন, "আমি ঘুণাক্ষরেও সে কথা বলিনি, সে কথা ভাবিনি। তুমি আমার জিজ্ঞাসার মধ্যে যা আবিষ্কার করেছ তা তোমার নিজস্ব।"

"কিন্তু, ডক্‌টর মেলবোর্ণ-হোয়াইট," বাদল তাঁকে স্যার বলে সম্বোধন করবে না, "আপনার জিজ্ঞাসার উত্তরে যদি হুঁ বলি তবে যে আমাকে কেঁচে গণ্ডূষ করতে হয়। এতদিন আমি যা প্রাণপণে বিশ্বাস করেছি তার অস্তিত্ব থাকে না। দাঁড়ান, বোঝাই। জগৎ যা হয়েছে তা হয়নি, তা রয়েছে, সেই স্থিতির আকর্ষণে পশু মানুষ হয়েছে, মানুষ সভ্য হয়েছে। না, সেই স্থিতির আকর্ষণে সভ্যতা, সভ্যতার আকর্ষণে মানুষ, মানুষের আকর্ষণে পশু। না, আমার মাথা ঘুলিয়ে গেছে।"

"কিন্তু কেন? এ যে অতি সরল সূত্র। ঘটনার আকর্ষণে ক্রিয়া।"

বাদল বিড় বিড় করে কত কী বকে গেল। যেন তার কোনো নিকট আত্মীয় মারা গেছে ও সেই শোকে সে পাগল হয়েছে। এক সেলবিশিষ্ট প্রাণী থেকে বহু সেলবিশিষ্ট প্রাণী, সরল থেকে জটিল, সাধারণ থেকে বিশিষ্ট, প্রাকৃত থেকে সংস্কৃত, সখুঁৎ থেকে নিখুঁত। মোটা থেকে সরু হতে হতে যে ধারা বয়ে চলেছে, ঘোলা থেকে স্বচ্ছ, সে কি পদে পদে পরীক্ষা করতে করতে স্বেচ্ছায় চলেছে, না কোনো অদৃশ্য চুম্বক তাকে চলাতে বাধ্য করছে?

"বাদল, তোমার হলো কী! অতি সরল একটা সূত্র। ঘটনার আকর্ষণে ক্রিয়া। আমি তো মনে করি এরই ভিতর গ্রীক ট্র্যাজেডীর মর্ম নিহিত আছে। পাত্র-পাত্রী কাজ করে যাচ্ছে, পিছনের ঠেলায় নয়, সামনের টানে, যেমন ছুটীর পাঁচ মিনিট আগে ছাত্র। যেই ঘণ্টা বাজল অমনি ছুটী। যেই ঘটনাটি ঘটল অমনি ক্রিয়াবেগ মন্থর হলো, হৃদয়াবেগ শান্ত। যা হবার তা হয়ে চুকল। একটা শক্তি নিঃশেষে নিঃস্ব।"

ওদিকে বাদলের মতবাদের মূলে কোদালের কোপ লেগেছে। সে কি শোনে কোদালের পক্ষে উক্তি? লণ্ডন থেকে যে ট্রেন এজ্‌ভিনবরা যায় তার যাত্রা তো প্রগতি নয়, নিরুদ্দেশ যাত্রাই প্রগতি। অবশ্য নিরুদ্দেশ যাত্রারও একটা উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু কোনো স্টেশন নেই, লাইন নেই, সিগনল নেই, টাইম টেবিল নেই! আধুনিক যুগের মানুষের মন বিবর্তনবাদে লালিত সেই লামার্কের সময় হতে। তারও আগে বিবর্তনবাদের পূর্বাভাস বহু মনীষীর মানসে বিম্বিত হয়েছিল। বিবর্তনই আমাদের যুগধর্ম, আমাদের স্বপ্ন, আমাদের আশা। আমরা হতে হতে কী হয়ে উঠব তা যদিও জানিনে তবু আমরা হয়ে উঠেছি, আমাদের ইতিহাস আমাদের প্রগতির ইতিহাস, বৃদ্ধির ইতিহাস। কত ভুল করে, কত ত্যাগ করে, কত চিন্তা করে আমরা পেয়েছি ডেমক্রেসী, ব্যক্তির স্বাধীনতা, আমরা পেয়েছি আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার, ন্যায়ের নিরপেক্ষ প্রয়োগ। বহমান মানবস্রোতের সব গ্লানি ক্রমে ক্রমে প্রক্ষালিত হবে, এত লোক বেকার থাকবে না, এত লোক দারিদ্র্য-ভোগ করবে না, যুদ্ধ নির্বংশ হবে, পীড়ন ও পীড়া গত যুগের বিধর্মীদাহ ও মহামারীর মতো স্মরণাতীত হবে। এই তো বাদলের

বিশ্বাস ও আশা, কল্পনা ও আদর্শ। এর সঙ্গে ঘটনার আকর্ষণে ক্রিয়া কেমন করে খাপ খাবে? ও যে অদৃষ্টবাদের নামান্তর। ওতে আমাদের কর্তৃত্ব নেই, আমরা কলের মতো অসহায়। ক্রিয়া আমাদের ক্রিয়া বটে, কিন্তু চালক আমরা নই, চালক সুদূর ভবিতব্য। গ্রহনক্ষত্রের দ্বারা আমাদের নিয়তি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, এ যেমন লজ্জাকর, একবিংশ শতাব্দীর অনাগত ঘটনার দ্বারা আমাদের অগ্রগতি নিয়মিত হচ্ছে, এও তেমনি ভয়ঙ্কর। ট্রেন যখন স্টেশনের নিকটবর্তী হয় তখন বেগ সম্বরণ করে, আমাদের প্রগতিও তেমনি একবিংশ শতাব্দীর সমীপস্থ হলে স্তব্ধপ্রায় হবে। এই সব ডিক্‌টেটরশিপ কি তার পূর্ব লক্ষণ?

"না, ডক্‌টর মেলবোর্ণ-হোয়াইট।" বাদল দৃঢ় স্বরে বলল, "ও সূত্র অত সরল নয়। আর ও সূত্র আমি অগ্রাহ্য করি।" দুষ্ট হেসে বলল, "ও ফাঁদে আমি পা দিচ্ছিনে।"

ডক্‌টর তাঁর দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। কেন যে লোকে এমন অবুঝ হয়, সরল সূত্রও গলাধঃকরণ করে না!

বাদল কৈফিয়ৎ দিল। ডক্‌টর শুনলেন। দুজনের তর্কবিতর্ক চলল। দুজনেরই স্বর যখন উচ্চ হতে হতে প্রাচীর উল্লম্ফন করল তখন সহসা আণ্ট এলেনর প্রবেশ করলেন। তিনি জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত ছিলেন, তার চিহ্ন তাঁর সর্বাঙ্গে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "বাদল, চল, তোমাকে গোয়েনের হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই। তোমার অভিভাবক নিযুক্ত না করে আমি কারাভানে লণ্ডন ছাড়ছিনে। আর্থার, তোমার সঙ্গে কী কী বই যাবে, তালিকা কর। তর্ক যথেষ্ট হয়েছে। তোমার ঐ সব উদ্ভট তত্ত্ব এখনকার মতো তোলা থাক।"

"বই!" আর্থার অবজ্ঞাভরে বললেন। "কারাভানে কোনো জিপ্‌সি বই পড়ে না। ধনুক নিয়ে বেরব। এ যাত্রায় যদি না মেরেছি তিনশো চিড়িয়া তবে আমার জীবন রেখে কাজ নেই।"

২

বাদলকে সুধী দিয়েছিল আণ্ট এলেনরে জিম্মা। তিনি দিতে চললেন মিস স্ট্যানহোপের জিম্মা। উক্ত নাবালকের তাতে আপত্তি নেই। তার ইদানীন্তন মতিগতি সেবাশ্রমের অনুকূল।

"সুধী আমাকে কী, সুন্দর চিঠি লিখেছে, বাদল" পথে যেতে যেতে আণ্ট এলেনর বললেন, "লিখেছে সে তার দেশকে আগের চেয়ে ভালো বুঝতে পারছে, তার বিদেশপ্রবাস নিষ্ফল হয়নি। তা পড়ে আমি আশ্বস্ত হয়েছি, আমার আশঙ্কা ছিল সে হয়তো নিষ্ফলতার ক্ষোভ নিয়ে ফিরেছে, হয়তো ইংলণ্ড তার প্রয়োজনে লাগেনি। লিখেছে ইংলণ্ডকেও সে ভালোবাসে, কত ভালোবাসে তা ইংলণ্ডে থাকতে জানত না, জানল ইংলণ্ড ছেড়ে। তার এই সহৃদয়তা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে, আমি বিচলিত হয়েছি।"

বাদল অন্যমনস্ক হয়ে ডক্‌টর মেলবোর্ণ হোয়াইটের সঙ্গে মনে মনে বাদানুবাদ চালাচ্ছিল। সে নিজেই মেলবোর্ণ-হোয়াইট, সে একা দুই পক্ষ। একে একে যুক্তি খাড়া করছিল ও ধূলিসাৎ করছিল।

বাদল বলল, "আচ্ছা, আপনার কী মনে হয়? সূর্য যেমন পৃথিবীকে টানছে, পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে, ভবিষ্যৎ কি তেমনি বর্তমানকে টানছে? স্পেসের নিয়ম কি কালের পক্ষেও খাটে?"

"তা কী করে খাটবে?" আণ্ট অবলা মানুষ, সাধারণ বুদ্ধিতে যা বলে তাই তাঁর বক্তব্য।

"কিন্তু," বাদল এবার প্রতিপক্ষ সেজে বলল, স্পেস ও কাল যে একই বস্তুর এ পিঠ ও পিঠ। কোথায় যে কালের আরম্ভ কোথায় যে স্পেসের শেষ তা আজ আর সুনির্দেশ্য নয়, এক অপরের চতুর্থ ডাইমেন্সন। একই নিয়ম চারি ভিতে কাজ করছে, এ কি অস্বীকার করতে পারেন?"

"কী জানি, বাপু, ও সব বিষয়ে কোনো দিন মাথা ঘামাইনি।" আণ্ট তাকিকের পল্লা থেকে আপনাকে ছাড়িয়ে নিলেন।

বাদল দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচনের মতো নিজেই নিজের সঙ্গে লড়াই জুড়ে দিল। তাই করতে করতে মোটর কখন এক সময় ইস্ট এণ্ডে প্রবেশ করল। কোথায় যে ইস্ট এণ্ডের আরম্ভ ওয়েস্ট এণ্ডের শেষ তাও আজ আর সুনির্দেশ্য নয়। বাদল কিন্তু ধরে নিয়েছিল যে ইস্ট এণ্ড দেখলেই সে চিনতে পারবে।

তেমনি সব দোকান পাট। মেয়েদের পোশাকের দোকানে তেমনি শো উইণ্ডো, কাচের ওধারে তেমনি ডামি, নকল নারীদেহ। কোথায় লেখা আছে Chiropody, অর্থাৎ পায়ের ঘা সারানো হয়। কোথাও চুল কাটাবার সেলুন। কসাইয়ের দোকান, রুটির দোকান, মুদির দোকান, শাক্‌সব্‌জির দোকান। এসব দোকানে সোরগোল বড় কম নয়। দোকানের ছোকরা জিনিষের দাম হেঁকে পথিককে প্রলুব্ধ করছে, পথিক যদি বধির হয় তো বাঁচল, যদি ফিরে তাকায় তবে তাকে শিকার করতে চারিদিক থেকে আক্রমণ। মদের দোকান, দিব্য ভিড়, স্ত্রীপুরুষ ভেদ নেই। খবরের কাগজের দোকান, ঘোরদৌড়ের ফলাফল। কোথাও

স্তূপাকার হয়েছে পরনের স্যুট, ওভারকোট, পুলওভার, মোজা, নেকটাই। কোথাও আসবাবপত্র কায়ক্লেশে দণ্ডায়মান ও ত্রিভঙ্গ।

উপরণের অপ্রাচুর্য নেই, অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই! তফাৎ এই যে সব সস্তা; বেশীর ভাগ তিন চার হাত ঘুরেছে, অল্পই নতুন। নতুনও বস্তাপচা, ফ্যাশানের মরসুম অতীত হওয়ায় মাটির দরে ওয়েস্ট এণ্ডের গুদাম সাবাড়।

"খুব তফাৎ দেখছিনে তো।" বাদল মন্তব্য করল আত্মগত ভাবে।

"কিসের সঙ্গে তফাৎ?" জানতে চাইলেন আণ্ট।

"ধরুন সেণ্ট প্যানক্রাস বা ক্যামডেন টাউনের সঙ্গে।"

"না, খুব তফাৎ নেই। কিন্তু এদিকের লোকের দুর্ভাগ্য হচ্ছে এই যে এদের পাড়ায় ভদ্রলোকের বাস নেই। এরা অবহেলিত হয়ে অমানুষ হয়ে যায়, আমরাও আমাদের স্বার্থপরতার দ্বারা অমানুষ। শ্রেণীতে শ্রেণীতে সামাজিক ব্যবধান একটা অদৃশ্য প্রাচীরের মতো খাড়া হয়েছে, চীনের গ্রেট ওয়ালের মতো ইংলণ্ডের গ্রেট ওয়াল। গোয়েন এ অঞ্চলে জীবন কাটাচ্ছে এদের মনের এই ভরসাটুকু জাগিয়ে রাখতে যে এদের আমরা ছাড়িনি, এরা আমাদের পর নয়, শ্রেণীবিচ্ছেদ মিথ্যা।"

মানুষমাত্রেই মানুষমাত্রের আত্মীয়, হলোই বা কেউ ধনী কেউ গরীব। অবস্থাহেতু স্বতন্ত্র অঞ্চলে বাস করলে পরস্পরের সুখদুঃখের অংশ পাবে না, পরস্পরকে পরস্য পর ভাববে, তার থেকে আসবে শ্রেণীবিরোধ। গোয়েনের মানবপ্রীতি বাদলকে বিমুগ্ধ করল। তার ধারণা ছিল গোয়েন করছেন অযোগ্যের যোগ্যতাবিধান, যোগ্যতমের উদ্বর্তনতত্ত্বের প্রতিবাদ। যারা প্রবল তারাই কেবল

বাঁচবে, যারা দুর্বল তারা মরবে, এই ভ্রান্ত বিবর্তনবাদের কলঙ্ক। বাদল ইস্ট এণ্ডে আসছিল এই কলঙ্ক অপনোদন করতে। গোয়েন যে আরো আগে চলেছেন, তিনি যে শ্রেণীর প্রাচীর লঙ্ঘন করতে বদ্ধপরিকর, এতে বাদলের প্রাণে একপ্রকার উন্মাদনা জাত হল, ধর্মের হাওয়া লাগল। সে আসছিল অসহায়কে সাহায্য করতে, অশিক্ষিতকে শিক্ষা দিতে, বুভুক্ষিতকে ভোজ্য পরিবেশন করতে, কিন্তু এখন সেসব বড় কথা নয়, এখন বড় কথা হচ্ছে ওদের সঙ্গে বসে খাওয়া, ওদের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করা, ওদের সঙ্গে মাঝে মাঝে ইয়ার্কি দেওয়া. আগে ওদেরই একজন হয়ে পরে ওদের উন্নতি বিধান করা।

"বড়লোক, ছোটলোক," বাদল বলল, "অবস্থাচক্রের পরিবর্তনে ঘটে। ব্যাঙ্ক ফেল করলে আপনি আমিও কাল গরিবের দলে। এই নিয়ে শ্রেণীবিরোধ কি নিতান্ত অযৌক্তিক নয়?"

"কী করবে বল। দিন দিন সে বিরোধ পেকে উঠছে। যার সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড আয় সে তিন পাউণ্ডওয়ালাকে অপাংক্তেয় মনে করছে, তার সঙ্গ পরিহার করতে পাড়া বদল করছে। যে তিন পাউণ্ড রোজগার করে সে ভাবছে জীবন বৃথা, যদি পাঁচ পাউণ্ড রোজগার না করতে পারল। অল্পে সন্তুষ্ট হলে সকলেরই এদেশে রুটি মাখন জোটে, কিন্তু বড়টি যা খাবে ছোটটি তাই খাবে। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড পোশাক পরতে আপত্তি নেই, কিন্তু ওরা যা পরবে এরাও তাই পরবে।"

বাদল বলল, "এই শীতের দেশে পরিচ্ছদবাহুল্য দোষাবহ হবে কেন? শীত যদি যায় তবে সেকেণ্ডহ্যাণ্ডেই বা ক্ষতি কী? আমি হঠাৎ গরিব হয়ে পড়লে এ ছাড়া আর কী করতুম।"

"তা নয়, বাদল। এ দেশ অনেক শীত সয়েছে, এ জাতি প্রায় দু' হাজার শীত পুইয়েছে। এখনকার শীত একশো বছর আগের চেয়ে বেশী নয়। কিন্তু আমাদের শীতবোধ আগের চেয়ে বেশী। তা হলেও কথা ছিল। আমাদের মনে একটা সংস্কার ঢুকেছে শীত বেশী হোক বা না হোক শীতের কাপড় বেশী হওয়া প্রগতির পরিচায়ক। অথচ যেগুলো সত্যিই বেশী হওয়া আবশ্যক, যেমন আলো হাওয়া, থাকবার জায়গা, সবাই শহরে উঠে আসার দরুণ এগুলো কমেছে। দেখ দেখি কী ভিড়।"

বাদল তর্ক করল। কলকারখানা যেখানে মানুষের বাসা সেইখানে। স্থানাভাবে ঘটলে উপায় কী? গ্রামে আজকাল জীবিকা কই?

আণ্ট এলেনর হেসে বললেন, "ওসব কি এই প্রথম শুনছি? কিন্তু থাক ও কথা। আমরা প্রায় এসে পড়েছি।"

যদিও মাত্র একবার দেখা হয়েছে লেডী লিটলজনের পার্টিতে তবু মিস স্ট্যানহোপ বাদলকে চিরপরিচিতের মতো ঘরে তুলে নিলেন। "কেমন আছ, বাদল? তোমার সঙ্গে তোমার জিনিসপত্র এনেছ দেখছি। আশা করি আবশ্যকের অতিরিক্ত কিছু আনোনি।"

বাদল বলল, "কী যে আবশ্যক কী যে নয়, তা তো জানতুম না। হয়তো ভুল করে অতিরিক্ত এনেছি।"

"তা বেশ। অতিরিক্তের উপর তোমার অধিকার নেই।" তিনি অর্ধনিমীলিত নয়নে অন্য দিকে চেয়ে বাদলের দিকে সহাস্য দৃষ্টিপাত করলেন। "যার অনটন তাকে তুমি স্বেচ্ছায় ও জিনিস দান করলে। কেমন?"

বাদল খুশি হয়ে বলল, "সানন্দে।" এই বলে সে তার স্যুটকেস খুলতে উদ্যত।

"থাক, থাক, এতো তাড়াতাড়ি কেন ?" গোয়েন একান্ত নম্রভাবে হাসলেন। "বাস্তবিক তোমার কী কী দরকার তা দু' একদিন থেকে সমঝে নাও। নইলে দরকারের সময় টান পড়বে।"

আণ্ট এলেনর বহুপূর্বে একবার সেণ্ট ফ্রান্সিস হলে বেড়াতে এসেছিলেন, তখন অন্য বাড়ীতে এর স্থিতি। নূতন বাড়ী আণ্টের পক্ষে নতুন, নতুবা সাত আট বছরের "পুরোনো"। ঘুরে ফিরে দেখতে তিনি একজন আশ্রমিকের সঙ্গে অদর্শন হলেন। বাদল মিস স্ট্যানহোপের সাহায্যে তার সুটকেস য়াটাচি কেস ও ব্রীফকেস বয়ে নিয়ে উপরের তলায় চলল। এবাড়ীর ছাদ অন্যান্য ছাদের মতো ঢালু নয়, সমতল। ছাদের উপর ছোট ছোট সেল, কাঠের তৈরি। তারই একটায় বাদলের জন্যে নিরাভরণ শূন্যতা। না আছে শয্যা, না ড্রেসিং টেবল না আলমারি দেরাজ। বাদল হতভম্ব ভাবে মিস স্ট্যানহোপের প্রতি তাকালে তিনি মৃদু হেসে অভয় দিলেন। "তোমার যা বাস্তবিক দরকার তা তুমি পাবে বৈ কি, বাদল। এখন চল, কিছু খাবে।"

বাদল লক্ষ করল পাশের সেলগুলিতেও বিশেষ কোনো আসবাব নেই, বাক্স বিছানাও বিরল। সকলের যদি এত অল্পে চলে তবে তার অচল হবে কেন ?

৩

দশজন স্বেচ্ছাসেবক স্থায়ীভাবে আশ্রমে বাস করেন। তাঁদের মধ্যে মিস স্ট্যানহোপ করেন তত্ত্বাবধান ও কর্তব্য বণ্টন। বাকি নয়জন পালা করে রাঁধেন, ঘর সাফ করেন, কাপড় কাচেন, বাসন

মাজেন, বাজার করেন, ফাই ফরমাস খাটেন, আপিস দেখেন, লাইব্রেরী থেকে বই দেন, আসবাব তৈরি করেন, বাড়ী মেরামত করেন, আরো কতো কী। প্রতিদিন দশ জনের মধ্যে একজন ছুটীতে থাকেন, তাও পালা করে। তার মানে মাসে তিন দিন ছুটী ও সাতাশ দিন কাজ প্রত্যেকের ভাগে। কাজের দিন ভোর পাঁচটায় উঠতে হয়, রাত্রি এগারোটার আগে ঘুম নেই, কেবল দুটি ঘণ্টা বিশ্রাম।

একজনের জায়গা খালি ছিল, বাদল সেই জায়গা ভরণ করল। তাকে দেওয়া হলো লাইব্রেরীর ভার। তার ভাগ্যক্রমে লাইব্রেরিয়ান মিস বেকেট সেদিন ছুটীতে ছিলেন। তিনি ফিরলে অন্যত্র কাজ করবেন। আপাতত নয় দিন তো বাদল অনড়। তারপরে হয়তো কার্পেট ঝাড়বে ও মেজে মুছবে, চেয়ারের পায়া সারাবে ও কাগজে জোড়াতালি দেবে।

কিন্তু সারাদিন তো লাইব্রেরী খোলা থাকে না। সন্ধ্যায় বাদলের কর্তব্য অতিথিদের অভ্যর্থনা ও পরিচর্যা। অতিথি এ বাড়িতে অনবরত আসতে লেগেছে, সকাল থেকে রাত্রি দশটা অবধি। কেউ আসে অভাব অভিযোগ জানতে, কেউ শোকে সান্ত্বনা পেতে, কেউ সময় কাটাতে, বই পড়তে, প্রার্থনা করতে, খেলা করতে, আড্ডা দিতে, তত্ত্বালোচনা করতে, নাচতে, খেতে, স্নান করতে, আইনের পরামর্শ নিতে, খেটে সাহায্য করতে, নিজের হাত কাঠের জিনিস বানাতে, চুপ করে বসে সেলাই করতে, বেড়াতে। এই অগণিত অতিথির বহুবিধ চরিতার্থতার আয়োজন একাধারে সময়, রুচি, তন্ময়তা ও সৌজন্য সাপেক্ষ। অন্যমনস্ক হবার অবসর নেই, বারংবার বিরক্ত হলেও প্রত্যেক বার মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হয়। এ তো আর তোমার একলার ঘর নয়, এ সহস্রের। এতে কারুর প্রবেশ নিষেধ নয়,

যেই প্রবেশ করবে তার বক্তব্য শুনতে হবে, তার উপকার করতে হবে, অন্তত পক্ষে তাকে মিষ্ট ভাষায় তুষ্ট করতে হবে।

অতিথিদের রাত্রে থাকতে দেওয়া হয় না, খেতে দিলেও খরচ নেওয়া হয়। স্নান করলে স্নানের ব্যয়। এ ছাড়া তাদের সব মাফ। তারা নিজেরাই চাঁদা করে ক্লাব চালায়, পার্টি ডাকে, আনন্দ করে। আশ্রমের লোক তাদের বাড়ীতে গিয়ে শুশ্রূষা ও আপদে বিপদে সহায়তা করে আসে। আশ্রমে যারা শিখতে চায় তাদের ক্লাস হয়, যারা জানতে চায় তাদের জন্যে লেকচার। সপ্তাহে একদিন উপাসনার ব্যবস্থা আছে, সার্বজনীন উপাসনা। যার ইচ্ছা সে যোগ দিতে পারে। এ ছাড়া একটি কক্ষ সব সময় খোলা থাকে, যার খুশি সে নিভৃতে প্রার্থনা করে শান্তি পায়।

বাদল লক্ষ করল সবাই সবাইকে ক্রিশ্চান নাম ধরে ডাকে, উচ্চ নীচ ভেদ মানে না। মিস স্ট্যানহোপ সলিসিটারের মেয়ে, মিসেস মিচেল চাকরাণী শ্রেণীর। ইনি ডাকেন, "এডা," ও ডাকে "গোয়েন"। তেমনি জোসেফ ডিক্সন অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েট, বিল ওয়াটারম্যান স্কুল পলাতক। বিল ডাকে, "জো", জো ডাকে "বিল"। প্রথম প্রথম বাদলের কেমন কেমন লেগেছিল, সে ইতস্ততঃ করছিল। কিন্তু অন্যে যখন তাকে অম্লানবদনে বাদল বলে ডাকছে সেই বা কেন ডাকবে না "গোয়েন", "মার্গারেট," "লুইসা" "এডা," "ফ্যানি," "সিরিল", "সিডনী", "বিল", "জো" ?

এর মধ্যে সে অনাস্বাদিত রস আবিষ্কার করল। ঝি চাকরকে নাম ধরে ডেকেছে কত বার, কিন্তু তাদের মুখে "বাদল" ডাক শোনেনি। "সার" সম্বোধনে অভ্যস্ত কান বিদ্রোহী না হয়ে আবিষ্ট হল। সে যেন কোনো নতুন দেশে পদপাত করেছে, সে দেশে সকলেই

সকলের ভাই বোন। তার অন্তর অনির্বচনীয় সৌভ্রাত্র সুধায় পরিপ্লুত হল।

"হ্যালো বাদল, হাউ আর ইউ?" "হ্যালো সিড, হোয়াট আর ইউ ডুইং?" "ওল্ড বাদল।" "গুড্ ওলড্ ফ্যানী।" আহা! কী মধুমাখা! কী সহৃদয়!

একদিন কে একজন প্রস্তাব করল বাদল কিছু বলুক। অমনি সকলে বাদলকে পীড়াপীড়ি করল, "কাম অন, বাদল। বলতেই হবে। ওজর আপত্তি গ্রাহ্য হবে না।" মহা বিভ্রাট! কী বলবে বাদল সেই অনতিক্ষুদ্র সান্ধ্য সভায়!

"লেডিজ য়্যাণ্ড জেণ্টলমেন।" বাদলের সম্বোধন শুনে রব উঠল, "না, না, না, না,।" বাদল শুধরে দিয়ে বলল, "সিস্টার্স য়্যাণ্ড ব্রাদার্স।" তাতেও কেউ কেউ হাসি চাপল। তখন সাহস করে বলল, "গার্ল্স্ য়্যাণ্ড চ্যাপস্।" তালির উপর তালি পড়ল। সকলের খুব মনে ধরল, যদিও সকলেই তরুণ এবং তরুণী নয়।

"গ্যার্ল্স্ য়্যাণ্ড চ্যাপস", বাদল বলল, "আরম্ভেই স্বীকার করছি যে ইস্ট এণ্ডে আসার সময় নিরতিশয় শঙ্কিত হয়েছি। ইস্ট এণ্ড সম্বন্ধে আমার অনেক আজগুবি ধারণা ছিল। এখন উপলব্ধি করছি এখানে আসা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। (হিয়ার, হিয়ার।) হাঁ, আমি পুনরুক্তি করি, শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। প্রত্যেকেই এমন বন্ধুভাবাপন্ন, এমন দরদী, এমন অকপট। আমার শ্রেণীগত অহংকার অন্তর্হিত হয়েছে, আমি বুদ্ধিজীবী হতে লজ্জা বোধ করি। আমি শ্রমজীবী, ইংলণ্ডের সবুজ ও সুখদ দ্বীপে জেরুসেলেম নির্মাতা। (করতালি।) আমি জেনেছি যে কায়িক শ্রমই এ বিশ্বের বিশ্বকর্মার পূজা। কায়িক শ্রমকে যারা পরিহার

করে তারা ভগবানকেই জানে না। তর্কেতে না মেলে সে জন, চিন্তায় না মেলে। সেই প্রমিকোত্তমকে যদি পেতে চাও তবে কঠিন পরিশ্রমে আপনাকে নিয়োজিত রাখ, ক্লান্তিকর পরিশ্রমে আত্মভোলা হও।" (করতালির ঝড়।) বাদল কাঁপতে কাঁপতে আসন নিল। তার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, সর্বশরীর স্বেদাক্ত। তার বোধ হল সে মূর্চ্ছা যাবে। চেয়ে দেখল গোয়েন সস্মিত নয়নে তাকে নিগূঢ় প্রশংসা জ্ঞাপন করেছেন। তখন সে সংবিৎ লাভ করল।

সে রাত্রে বাদলের ঘুম এল না। মনে মনে সে তার বক্তৃতার উপর দাগা বুলাতে থাকল। প্রত্যেকটি উক্তি স্মরণ করল। না জানি আরো কত ভালো করে বলতে পারত, বললে আরো ইমপ্রেসিভ হতো। কিন্তু করতালির লোভে সে কী অন্যায় করেছে! কী মিথ্যা আওড়েছে! ভগবান! ভগবানের অস্তিত্ব যে মানে না সেই কিনা স্বচ্ছন্দে ভগবানের পূজার ব্যবস্থা দিতে গেল। কী করে তার মুখ ফুটে নির্গত হলো এই অসত্য! কোন ভূত তার জিহ্বায় ভর করেছিল।

বাদল অত্যন্ত গ্লানি বোধ করল। অন্যান্যদের দেখাদেখি সে ছাদে বিছানা পেতেছিল, ঘরে যে খুব গরম তা নয়, বাইরে শোবার সুযোগ বেশী ঘটে না বলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চায়। অন্যান্যরা সারাদিন খেটে অবসন্ন হয়ে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। একা বাদল উসখুস করছিল। ভগবান! কোথায় ভগবান! ভগবান থাকলে ইস্ট এণ্ড থাকত না। ইস্ট এণ্ডের অস্তিত্বই ভগবানের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রমাণ।

পরদিন এক সময় বাদল তার মনের দ্বন্দ্ব গোয়েনের গোচর করল। গোয়েন বললেন, "তুমি সত্য কথাই বলেছ। সত্য স্বপ্রকাশ।

তোমার অন্তর থেকে তা ধ্বনিত হয়েছে। তোমার বুদ্ধি অবশ্য সায় দিচ্ছে না, সেটা তার আত্মপ্রাধান্য।"

"কিন্তু বুদ্ধিকে বাদ দিলে আমার আর থাকে কী!"

"প্রচুর থাকে। তোমার মধ্যে," গোয়েন মোহন হেসে বললেন, "আমি পরম ভক্তের লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেছি। তোমার চোখে আমি খ্রীস্টের প্রতিভাস দেখেছি।"

বাদল বিস্ময়ে নিঃস্পন্দ। গোয়েন কি তার সঙ্গে তামাশা করছেন? না। তামাশার হাসি নয় তো। গোয়েন একপ্রকার আবেশের মধ্যে দিন কাটান, হাসি তাঁর চির সহচর।

"গোয়েন," বাদল দ্বিধাকম্পিত স্বরে বলল, "আমার এত দুঃখবোধ কেন? সময় সময় পাগল করে তোলে। এত লোক থাকতে আমিই কেন কাতর হই? প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ দুঃখ দূর করলে তো পারে। আমি কেন ধরে নিই যে ওরা অসহায়?"

"আমি জানি তোমার ক্ষোভ। ক্রশ বহন করা কি যার তার কাজ! তুমি সে ভার পেয়েছ, তুমি প্রতিভূ।" গোয়েন ব্যস্ত ছিলেন। বাদলকে বিদায় দিয়ে বললেন, "এত লোক কি বাস্তবিক এত লোক? দৃশ্যতঃ এতলোক, কিন্তু অন্তরালে একই লোক।"

৪

লাইব্রেরীর কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাদলের মনে পড়তে থাকল, "তোমার চোখে আমি খ্রীস্টের প্রতিভাস দেখেছি।" খ্রীস্টের মতো সেও সর্বমানবের প্রতিভূ, দায়িত্ব তার বলে ব্যাকুলতাও তার। এ অবশ্য নতুন কথা নয়, আগেও সে ভেবেছে এ কথা। কিন্তু

আগে নিজেকে ক্রুশবাহক বলে মনে হয়নি, মনে হয়েছে বিবর্তনের ধ্বজাবাহক বলে। ধ্বজাবাহক সমুখপানে চলে, পিছন ফিরে তাকায় না, খবর রাখে না কে মরল কে বাঁচল, পতিতকে প্রয়োজন হলে মাড়িয়ে যায়। ধ্বজা যখন লক্ষ্যস্থলে প্রোথিত হয় তখন আবিষ্কার করে অভিযাত্রীদের অধিক অবশিষ্ট নেই, হয়তো অবশিষ্ট সে একা। আর ক্রুশবাহক পশ্চাতে থাকে, তৃষ্ণার্তকে পানীয় দেয়, আহতকে শুশ্রূষা, মুমূর্ষুকে কোল দেয়, মৃতকে সমাধি। চলচ্ছক্তিমানরা তাকে ছাড়িয়ে চলে যায়, প্রগতির সে সাক্ষীগোপাল।

ইস্কুলের প্রমোশনের দিন ক্লাসের ছেলেরা একে একে ক্লাসান্তরে গমন করে, ফেলকরা ছেলেকয়টি কাঁদতে কাঁদতে তাই নিরীক্ষণ করে। মানবজাতির বিবর্তনকালে অপরে করবে ধ্বজাবহন, তাদের জয়যাত্রার নীরব দর্শক রূপে বাদল রইবে পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মান। যারা পড়বে, যারা মরবে বাদল করবে তাদেরই দায় গ্রহণ। তারাই সমধিক। সুতরাং বাদলের ক্রুশ অতিশয় গুরুভার।

"ক্রুশবহন করা কি যার তার কাজ।" বাদল আত্মাভিমানে প্রদীপ্ত হয়। ধ্বজা বইতে যে বাদলকে ডাক পড়েছিল ক্রুশ বইতেও সেই বাদলকেই। বাদলরাই যুগে যুগে পাপতাপের ক্রুশ বয়েছে, জরাব্যাধিমরণের প্রতিকার খুঁজেছে, উদ্যত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে যতদিন পর্যন্ত একজনও অমুক্ত রয়েছে ততদিন পর্যন্ত আমারও মুক্তি নেই।

যার ইচ্ছা সে ধ্বজা বহন করুক, বাদল আর ওর মধ্যে নেই। ডক্টর মেলবোর্ণ-হোয়াইটের গবেষণা যদি অর্থবান হয় তবে বিবর্তনেরই বা অবকাশ কোথায়! ভবিষ্যতের আকর্ষণে যার গতি সে ইতিহাসের বাহন, তাকে দিয়ে ইতিহাসের উদ্দেশ্যসিদ্ধি ঘটেছে।

তার গ্লানি সেই ঘটনারই গ্লানি। সে হচ্ছে নিমিত্তমাত্র। ওর চেয়ে ক্রুশ বহন করা শ্রেয়ঃ।

একদিন দে সরকার তাকে ফোন করল। "কি হে, কেমন চলছে? লেডী হ্যাপল্টন, মিস নর্থফিল্ড-নর্টন, মিসেস ম্যাথিউ ম্যাথিসন এদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?"

"কী যে বকছ দে সরকার! কে এঁরা?"

"আহা! লর্ড বড় লোকের নাম এমনি হয়ে থাকে। তুমি তো বড় লোক ব্যতীত কারুর সঙ্গে আলাপ কর না। সেইজন্যে সাজেস্ট করছিলুম।"

"না, ভাই। বড় লোকদের সঙ্গে আমাদের সংশ্রব নেই। আমাদের কাছে তুমিই মস্ত বড় লোক। আমরা গরিব বস্তিবাসী, মাথার ঘাম পায়ে ফেলি, আমাদের অবস্থা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।"

"অহো! শুনে কত কষ্ট হয়!"

"ওহে," বাদল অনুরোধ করল, "আশ্রমকে কিছু অর্থসাহায্য কর না কেন? আশ্রম যে সৎ কাজ করছে তা তো মানো?"

"সৎকার করছে? কার সৎকার?"

"ছি! এমন পবিত্র প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই। আমিও এক সময় সংশয়বাদী ছিলুম। তুমি সংশয়বাদী বলে সব জিনিসকেই বিদ্রূপ করবে?"

"গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! এরই মধ্যে তুমি ধর্মবিশ্বাসী হয়েছ। বাহবা সেন! বাঃ!"

বাদল নম্রতার চেষ্টা করে বলল, "আমি সামান্য শিক্ষানবীশ। বিশ্বমানবের দুঃখভার আপন স্কন্ধে নিয়ে যদি বিন্দুমাত্র লাঘব করতে পারি তবেই আমার জীবন সার্থক।"

দে সরকার যেন রাগে গর গর করতে থাকল। শোনা গেল তাকে বলতে, "শিক্ষানবীশ! তোমার নাটের গুরুকে একবার নিকটে পেলে শিক্ষা দিতুম কেমন করে ছেলেছোকরার মাথা খেতে হয়।"

"দে সরকার।" বাদল সম্বৃত স্বরে বলল, "আমি ক্ষমা করতেও শিখছি। তাই তোমাকে সবিনয়ে নিবেদন করি তুমি আমার কানে আমার গুরুর নিন্দা কোরো না। অবশ্য আমি গুরুবাদী নই, আমার তিনি গুরু নন, গাইড।"

ওপার থেকে ভেসে এল, "হা হা হা হা। বলি হাঃ! বলি হোঃ!"

বাদল রিসিভার ফেলে দিল।

এর পরে বাদল আশ্রমের দৈনিক প্রার্থনা ও সাপ্তাহিক উপাসনায় স্বতঃ যোগ দিল। সার্মন অন দি মাউণ্ট তার পূর্বেই পড়া ছিল, এবার পড়ল ভক্তি ভরে। যোহন কথিত সুসমাচার তাকে রোমাঞ্চিত করল। বাইবেলখানা আগাগোড়া উল্টিয়ে দেখল, তবে অনেক বাদসাদ দিয়ে। খ্রীষ্টীয় সাধুসন্তদের জীবনী পড়ল, আত্মজীবনী পড়ল, ভাষ্য পড়ল। আগেও যে একেবারে পড়েনি তা নয়, কিন্তু এবার যেন ক্ষুধায় অন্ন অন্বেষণ করল।

তার পড়ার বাতিক ও বিষয় লক্ষ করে গোয়েন তাকে লাইব্রেরী থেকে বদলি করলেন না। মাঝে মাঝে কথাচ্ছলে তাকে পরামর্শ দিলেন কী কী বই পড়লে সে তার জিজ্ঞাসার উত্তর পাবে।

বাদল তর্ক করার অভ্যাস ভুলল। তার বাচালতাও জীর্ণ বসনের মতো স্খলিত হল। সে এখন মৌন গম্ভীর একব্রত। হেসে কথা কয়, খেতে বললে খায়, খুচরা কাজ করতে দিলে করে দেয়। কিন্তু

সুযোগ পেলেই অধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট হয়। প্রায় সকলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। সকলে বোঝে সে কী নিয়ে ব্যাপৃত। সকলে প্রত্যাশা করছে যে একদিন সে বক্তৃতা করবে। সেই সময় তারা তাকে জেরা করবে। আপাতত "চীয়ারিও ওলড ফেলো।"

জো ডিক্সনকে দেখলে মালুম হয় না সে অক্সফোর্ডফের্তা ভদ্রলোক। তার পরনের কাপড় সুলভ ও পুরাতন, তার জুতোর চামড়া মোটা ও তালিদেওয়া, তার হাত নরম নয়, তার কথাবার্তায় কক্‌নি টান। প্রথম দিন তাকে মিস্ত্রীর কাজ করতে দেখে বাদল তাকে মিস্ত্রী বলে ভুল করেছিল। তার সঙ্গে আলাপ করেও বাদলের ভ্রান্তি নিরসিত হয়নি। সে স্বল্পভাষী। যে দু' একটা কথা বলে তাও উঁচ্চাঙ্গের নয়। একদিন বিকালে বিশ্রামের সময় তার হাতের একখানা উচ্চাঙ্গের বই বাদলের নজরে এলো। মধ্যযুগের ল্যাটিন কবিতাসংগ্রহ। তার অধ্যয়নকালীন মুখভাব এমন প্রজ্ঞাব্যঞ্জক যে কোনো জাতমজুরের তেমন হয় না। এ ব্যক্তি বিদ্যানগরের নাগরিক, বাদলের স্বগোত্র। বাদলের এই অনুমান অব্যর্থ হল যখন বাদলের প্রশ্নের উত্তরে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো শিক্ষিত লোকের উচ্চারণ।

সেই যে একবার শিক্ষাভিজাত্যের নিশানা দিল তার পর সে যেমন-কে-তেমন। বাদল তার কাছে বুদ্ধিদীপ্ত প্রসঙ্গ পাড়লে সে তুচ্ছ বচনের দ্বারা পাশ কাটিয়ে যায়। অথচ তার ব্যবহার এমন নয় যে বাদল আঘাত পেতে পারে। বাদল জানল না আসল কারণ কী। আসল ব্যাপার এই যে যাদের জন্যে এই আশ্রম তারা দরিদ্র শ্রমজীবী, তাদের বিদ্যাবুদ্ধি যৎসামান্য। জো চায় তাদের সঙ্গে অভিন্ন হতে। কথা যা বলবে তা তাদের মতো হওয়া দরকার,

তাদের মুখের তাদের মনের, তাদের যুক্তি স্তরের। বাদলের সঙ্গে তাকে দুরূহ বিষয়ে বাক্যালাপ করতে দেখলে তার শ্রমিক বন্ধুরা তাকে ঠেলবে, ভাববে সে তো তাদের একজন নয়।

মার্গারেট বেকেটও ভদ্রশ্রেণীর। সে ইদানীং বাজার করার ও বিপন্নদের বাড়ী গিয়ে তাদের নালিশ তদন্ত করার ভার পেয়েছে। তার সঙ্গে বাদলের সাক্ষাৎ ঘটে কচিৎ। সেও বাদলের মতো গম্ভীর, রোগা, চিন্তাগ্রস্ত। তার কথাবার্তা সাদাসিধে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর অনুরূপ নয়। গোয়েন তাকে খুব স্নেহ করেন, সেও তাঁকে দেবতার মতো ভক্তি করে।

সিরিল পামার ও লুইসা বেল আপিস কামরায় মোতায়েন হয়েছে। এরাও শিক্ষিত। দুজনেই বেশ হাসিখুশি, অমায়িক, প্রিয়দর্শন। তবে এদের ভিতরে বেশী কিছু আছে বলে মনে হয় না। এরা গভীর ভাবের ভাবুক নয়। হৃদয়বান, কর্মতৎপর, জনপ্রিয়, মাঝারি মানুষ। উভয়েই বাদলকে আপ্যায়িত করতে উৎসুক, তবে লুইসা কিছু বেশী।

অন্যান্যরা শ্রমিক ও নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। তাদের সঙ্গে বাদলের দিব্য বনে। এডা ও ফ্যানী প্রৌঢ়া। বাদলের সঙ্গে তারা নানা দেশের নানা দুঃখের গল্প করতে চায়। তাদের আত্মীয় স্বজনের গল্প শুনতে বাদলেরও ভালো লাগে। সিড ও বিল নবযুবক। তারা ভবিষ্যতে কে কোথায় যাবে, কী কাজ করবে, বাদলকে বিশ্বাস করে জানায় ও তার পরামর্শ যাচে। আশ্রমে তারা একবছর কাল থাকবে এই রকম স্থির আছে, তারপর কাজ জুটলে বিদায় নেবে।

এ ছাড়া নিয়মিত অতিথিদের অনেকের সঙ্গে বাদলের আলাপ হয়েছে। তারাও তাকে তাদের শুভকামনা জানায়।

৫

অল্পবয়সে মা হারিয়ে বাদলের হৃদয়বৃত্তি সে দিক থেকে অচরিতার্থ ছিল। মাতৃস্নেহ কাকে বলে তা সে নিজের স্মৃতি থেকে জানত না, মাকে তার মনে পড়ত না, তার মনে হতো সে মাতৃগর্ভ থেকে আসেনি। তার এই আধ্যাত্মিক স্তন্য পিপাসা বিদ্যালয়ে কৃতী হবার ও উত্তরকালে দিশারী হবার সাধনার দ্বারা চাপা পড়েছিল।

গোয়েনের বয়স যদিও বাদলের মায়ের বয়স নয় তবু তাঁর মধ্যে এমন একটি মাতৃভাব ছিল যে বাদল নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁর সঙ্গে সন্তানসম্পর্ক পাতালো। তিনিও মার্গারেটকে ও তাকে একটু বেশী অনুকম্পা করতেন। কোনো ব্যবহারিক পক্ষপাতের দ্বারা এই অনুকম্পা প্রকট হতো না। এক নদীর থেকে আরেক নদীতে যেমন অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হয়, ভূগোলে তার খবর লেখে না, এও তেমনি অলোকগোচর।

এই অপ্রত্যক্ষ আকর্ষণই বাদলকে সেণ্ট ফ্রান্সিস হলে এনেছিল, সে নিজে জানত না। দিনে দিনে এই চরিতার্থতা তাকে আশ্রমের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়াল। তার মন বলল, খুব শিক্ষানবীশী হচ্ছে, বিশ্বের দুঃখ আর টিকল না দেখছি। তার হৃদয় বলল, মা মা মা। তোর কোলে মাথা রেখে একটু কাঁদতে দে, মা।

বাদল তাঁর কাছে মাঝে মাঝে উপদেশ পায়। তবে সে কথা উপদেশের সুরে বলা নয়। কথাপ্রসঙ্গে বলা।

"বাদল," তিনি অন্যান্য কথাবার্তার সঙ্গে মিশিয়ে বললেন, "আমাদের গোড়ায় গলদ হচ্ছে আমরা ভাবি কোনো জিনিস আমাদের জোরতে হবে। যেন আমরা না থাকলে পৃথিবীর ভাবি আসত যেত। ক্রুশ

বইব, তাও নিরহংকার চিত্তে নয়, তা নিয়েও আত্মভিমান কত। যা চোখের জলে বইতে হয়, যার জন্যে আমাদের ত্যাগের অন্ত নেই তার বাহক হয়ে আমরা মনে করি আমরা অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও সেই গর্ব ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক হই। আমরা ধরে নিই যে আমাদের বেদনাবোধ অতিরিক্ত বলে আমরা হচ্ছি অতিমানুষ।"

বাদল তারিফ করল। বুঝল না যে তিনি তারই প্রতি কটাক্ষ করলেন।

"হ্যাঁ, বাদল। স্মরণ রাখা উচিত যে পৃথিবীতে অসংখ্য দুঃখ থাকলেও তা দূর করার জন্যে তোমাকে আমাকে কেউ ডাকেনি, আমরা অনাহূত। ভোজের জায়গায় যেমন কতক লোক অনাহূত হাজির হয় আমরাও তেমনি। আমাদের ক্ষুধা পেয়েছে বলে আমরা নির্লজ্জের মতো ছুটে এসেছি। দুঃখমোচন হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিগত গরজ, এ না করে আমরা বাঁচিনে, আত্মার দায়ে এ কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। কেমন ?"

বাদলের খোঁকা লেগেছিল। সে বলল. "এগুলো কি আমার উদ্দেশ্যে বলছ, গোঁসেন ?"

তিনি চোখ বুজে টিপে টিপে হাসলেন। চেয়ে বললেন, "তোমার মধ্যে বুদ্ধির দম্ভ রয়েছে, তাতে তোমার শিক্ষার ব্যাঘাত হচ্ছে, বাদল। সত্যি সত্যি নত হতে পারা উন্নত হবার চেয়েও কঠিন। প্রথম প্রথম বোধ হবে যেন ব্যক্তিত্ব চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, পেষণ করছে নৈর্ব্যক্তিক পাষাণ। কিন্তু ধৈর্য ধরলে ব্যক্তিত্বকেই ফিরে পাবে মহাসমৃদ্ধ ও রসান্বিত রূপে। তোমার চরিত্রে অহমিকা প্রবল। তোমার শিক্ষার অ আ ক খ হচ্ছে নিজের কথা আদৌ না ভাবা না বলা না লেখা। নিজেকে যেদিন ভুলবে নিজেকে সেইদিন চিনবে।"

বাদল আতঙ্কিত ভাব গোপন করতে পারছিল না। তার মুখ মৃতের মতো ফ্যাকাশে। বরং মৃত্যু ভালো, কিন্তু ব্যক্তিত্ব পণ করে জুয়াখেলা। যদি ফিরে না আসে ব্যক্তিত্ব? আমার থেকে 'আমি' বিয়োগ করলে বাকি থাকে কী? বরং প্রাণ বিয়োগ করলেও চলে, অস্তিত্ব লোপ হয় না, আমি থাকি।

"বল, আই য়াম নোবডি। বল, ভাই, বল।"

"আই য়াম নোবডি।" বাদল মুমূর্ষুর মতো উচ্চারণ করল।

"বল, আই ডু নট এক্সিস্ট।"

"আই ডু নট একসিষ্ট।" গুমরে উঠল।

"বল, ইট। ইট। ইট।"

"ইট। ইট। ইট।" কেঁদে আকুল।

গোয়েন সহাস্যে বললেন, "যাও। তোমার মন্ত্রদীক্ষা হয়ে গেল। এখন থেকে Abundant life."

বাদল তাড়াতাড়ি চোখ মুছল। পাছে কেউ দেখে ফেলে।

প্রতিদিন প্রতিনিয়ত সে জপ করল, আমি কেউ নই। আমি নেই। আছে বিশ্ব, আছে দুঃখ, আছে সেবা। দূর হোক আমার অহংবোধ, নত হোক আমার ব্যক্তিসত্তা। আমাকে দিয়ে যে কাজ হবে তা আমার কাজ নয়। আমার উপর যা অর্পিত হবে তা আমার দায়িত্ব নয়। আমি যন্ত্র, আমি বাহন। আমি নিমিত্ত। আমি কেউ নই। আমি নেই। আছে ইদং, আছে ইদং, আছে ইদং।

তার যা টাকা ছিল তা একদিন ব্যাঙ্ক থেকে তুলে সে গোয়েনের হাতে গছিয়ে দিল। বলল, "আশ্রমের বহু অভাব। আমার কী হবে! জীবনকে আমি এমন করে গড়ব যাতে কোনো দিন টাকার অভাব বোধ করতে না হয়। যখন দরকার হবে ভগবান আপনি দেবেন।"

গোয়েন নিশ্চল ভাবে থাকলেন। ভেবে বললেন, "আচ্ছা।" আশ্রমের সেই মুহূর্তে টাকার দরকার ছিল, ভগবান অপনি দিলেন।

"ধন্যবাদ।"

নিজের প্রস্তাবে বাদল লাইব্রেরী থেকে বদলি হলো। সেখানে বই দেখলেই তার পড়তে লোভ হয়, উদ্দেশ্য আত্মতৃপ্তি। এবার করণীয় মেজে ধোয়া মোছা কার্পেট ঝাড়া। ঐ তো শরীর। গোয়েনের আপত্তি ছিল। কিন্তু বাদল বলল, "আত্মাভিমানকে ধুয়ে মুছে ঝেড়ে ফেলতে হলে ওই আমার নিত্যকৃত্য।"

একটি রোগা পটকা মানুষ টাই কলার কোট খুলে জামার আস্তিন গুটিয়ে কোমরে কালো কাপড় এঁটে মেজের উপর পোকার মতো উপুড় হয়েছে, এ দৃশ্য দেখে দে সরকার স্তম্ভিত।

সে ভদ্রলোক এসেছে সশরীরে একটা সুখবর দিতে, এমন সুখবর যে ফোনে ফাঁস করতে মায়া করে। সে নিজেও কম উত্তেজিত হয়নি, মানুষমাত্রেই উত্তজনার সাক্ষী চায়। নিজের পাসের খবর পেলে আমরা তখন পরের বাড়ি ছুটে যাই পরের সঙ্গে মিলে উপভোগ করতে।

"ওহে ফড়িং চন্দর আরশুলা রাম," দে সরকার তাকে মধুময় সম্বোধন করে বলল, "একটা খবর আছে।"

বাদল বলল, "আমাকে শোনাতে এসেছ? আই য়াম নোবডি।"

"হাঁ হে। তোমাকে শোনাতেই এত দূর আসা। এত বিনয় কেন?"

"কিন্তু সত্যি আই ডু নট একসিস্ট।"

আহা এত অভিমান কেন! চক্রবর্তী তোমাকে না লিখে আমাকে লিখেছেন এতে অভিমানের কী আছে! শোন হে, শোন। উজ—

"কী উজ্‌বুকের মতো বকছ!" বাদল রাগত ভাবে বলে উঠেই অনুতপ্ত হলো।

"উজ্‌বুক নয় হে। উজ্জয়িনী···" দে সরকার ভঙ্গিমাভরে ভ্রূবিস্তার করল।

"বলে যাও।"

"আগমন করছেন।"

বাদল বলল, "উত্তম।" ন্যাকড়া দিয়ে মেজে ঘষতে লাগল।

"খুশি হলে না, খেতে দিলে না? এত বড় সুখবর···"

"আমি খুশি হই যদি এই মেজেটা ঠিকমতো সাফ হয়। ইট। এইটে। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার আমাকে খুশিও করে না ক্ষুব্ধও করে না।"

দে সরকার শুনতে আসেনি, শোনাতে এসেছে। বলল, "তবে আরো একটু শোন। হয়তো আগ্রহ বাড়বে। ইটালিয়ান জাহাজে আসছেন। ভেনিসে নামবেন। স্বইটজারলণ্ড ও ফ্রান্স এই দুই দেশে—"

"দেখ তো কেমন ঝকঝকে হয়েছে।" বাদল হাঁপাতে হাঁপাতে মেজের দিকে সগর্বে তাকাল। "ইট ইজ এ বিউট।"

বাদলের একেবারে আগ্রহ নেই। আশ্চর্য হয়ে দে সরকার বলল "আচ্ছা লোক তো। যার বিয়ে তার মনে নেই। পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। বলি আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে যাইবে দেশ ছেয়ে। ক' দিন এখানে মেজের উপর ডন ফেলবে পোকারাম! আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি। আমাদের দেখেই সুখ।"

বাদল চরিতার্থ না হয়ে অপ্রসন্ন হয়েছিল। বলল, "তিনশো পঁয়ষট্টি বার ঘোষণা করেছি যে তিনি আমার স্ত্রী নন, নন, নন।

তাঁর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, নেই, নেই। আমাদের বিয়ে মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। কেন তোমরা আমাকে জ্বালাতন কর?"

"ব্যাস। তিন তালাক হয়ে গেল। মুসলমান মতে এই যথেষ্ট।" দে সরকার উদ্বাহু হয়ে বলল, "এরপর অন্যকে দোষ দিয়ো না কিন্তু।"

বাদল বুঝতে পারল না। বুঝতে চাইলেও না।

সাক্ষাৎকার

১

মিসেস সুজাতা গুপ্তকে আনতে যাঁরা স্টেশনে গেছলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন লেডী খুরশিদ লাল, বেগম আবদুল আলি, মিস্টার ও মিসেস মন্মথ মিটার, মিসেস ও মিস ম্যাক্‌আর্থার, মিস ও' ফ্লাহের্টি, মিস চম্পক মেহ্‌তা, মিস জ্যোৎস্না মজুমদার, মিস্টার ফাল্গুনী সেনগুপ্ত, মিস্টার সজনীন্দ্র ঠাকুর, ডক্টর তারাপদ কুণ্ডু (এটা আবার কোথা থেকে জুটল), মিস্টার সন্দীপ দাশগুপ্ত, মিস্টার বিরূপাক্ষ সান্ন্যাল, মিস্টার কুমারকৃষ্ণ দে সরকার।

মিসেস গুপ্ত লেডী খুরশিদ লালের কণ্ঠালিঙ্গন করে তাঁর স্কন্ধে লীন হয়ে অশ্রুবর্ষণ করলেন। তা দেখে বেগম আবদুল আলি আপন চক্ষে সুবাসিত রুমাল সংযোগ করলেন। মিসেস ম্যাক্‌আর্থার এই করুণ দৃশ্য হতে দৃষ্টি ফেরালেন। অবশেষে ডলি মিটার তার স্বাভাবিক সপ্রতিভতার সহিত তার জননীকে আশ্রয়মুক্ত করলে তিনি একে একে প্রত্যেকের করমর্দন করলেন, আবেগ ব্যক্ত করলেন সুদৃঢ় পেষণে।

উজ্জয়িনী তার মা'র সঙ্গে ট্রেন থেকে নেমে দিদি ও ভগ্নীপতি ছাড়া পরিচিত কাউকে দেখল না। তার চাউনি অন্বেষণ করল সুধীকে। সুধী থার্ড ক্লাসে চড়েছিল, তার সঙ্গে ছিল বিভূতি ও জন কয়েক ভারতীয় ছাত্র। বিভূতি কিছুতেই দেশে থাকতে রাজি

হলো না। তার বাবাও সুধীকে ভুল বুঝলেন। বুলডগটি কিন্তু ফেরেনি। সেটি বিভূাত তার ছেলেদের উপহার দিয়েছে।

সুধীকে আবিষ্কার করবার কৃতিত্ব তারাপদ কুণ্ডুর। কালো খদ্দরের টুপি মাথায়, গায়ে লম্বা গলা ঢাকা কোট, শেরওয়ানীর মতো। এই হয়তো সুধীন্দ্র চক্রবর্তী। তারাপদ বলল "মিস্টার চাকারবার্টি, আই প্রিজিউম।"

"আজ্ঞে হাঁ!" সুধী উত্তর দিল বাংলায়।

"আমি," তারাপদ প্রাধান্যসূচক সুরে বলল, "ডক্টর কুণ্ডু। নাম শুনেছেন নিশ্চয়। আপাতত," সে সুর নামিয়ে বলল, "আপনার কাছে একজনের বার্তা বহন করে এসেছি। এই নিন চিঠি।"

চিঠির শিরোনামা পড়ে সুধী বুঝল চিঠিখানি কার। তারাপদকে ধন্যবাদ জানাল। তারাপদর বলবার ছিল অজস্র, সে মুখ খুলতে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ এসে সুধীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল দে সরকার।

তারাপদর অভিসন্ধি ছিল সুধী তাকে মিসেস গুপ্তর সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেবে। দে সরকারেরও ছিল তেমনিতর অভিসন্ধি। সে চায় উজ্জয়িনীর সঙ্গে আলাপ করতে। প্রথম দর্শনেই উজ্জয়িনীর প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছিল। প্রথম দর্শনে কেন, প্রথম দর্শনের পূর্ব হতে।

"তারপর, চক্রবর্তী।" দে সরকার উচ্ছ্বাসভরে বলল, "কী খবর, বলুন। তারপর, নাগ। নাগিনীর স্বাস্থ্য কেমন?"

বিভূতি ডলিকে দূর থেকে দেখে বোবা বনেছিল। ইশারায় বলল, চুপ চুপ।

"সুধীদা" উজ্জয়িনী সুধীকে দেখতে পেয়ে ডাকল। "আমরা তো চললুম ছোড়দির ফ্ল্যাটে। তুমি কোথায় উঠছ?"

"যেখানে ছিলুম সেখানে। আশা করি বাদল আমার জায়গা আগলে রেখেছে।"

দে সরকার অনাহূত বলল, "বাদল সেখানে নেই হে।" উজ্জয়িনীর উৎকণ্ঠা লক্ষ করে, "সে এখন মিস স্ট্যানহোপের আশ্রমে সেবাব্রতী।

বাইরে গাড়ী তৈরি ছিল, মন্মথ মিত্তিরের স্বকীয়। মিসেস গুপ্ত তাঁর দুই মেয়ে ও এক জামাই সমেত তাতে আরোহণ করলেন। তাঁর বন্ধুরা তখনকার মতো বিদায় নিলেন, অনেকেই তাঁকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন।

"ওহ্‌, সুধী।" তিনি এতক্ষণ তাকে ভুলে রয়েছিলেন, তাঁর পথের সাথীকে। "তাই তো। তুমি তো আমাদের সঙ্গে আসতে পার না। কিন্তু এসো এক সময়। আসবে তো?"

"আসব বৈকি।"

ডলি জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের ঠিকানা জানেন?"

"আজ্ঞে না। সেবার দেখা করেছিলুম হোটেল রাসেলে।"

"ওহ্‌। আপনিই দেখা করেছিলেন? আপনি মিস্টার চক্রবর্তী?" তিনরকম হেসে বলল, "ওহ্‌ আই নেভার। শুনুন আমাদের নতুন ঠিকানা ৬৩ হল্যাণ্ড পার্ক। মনে রাখবেন তিন দু গুণে ছয়, আগে ছয় পরে তিন।"

"মনে থাকবে।" সুধী মৃদু হাসল।

মিসেস গুপ্তর হঠাৎ মনে পড়ল বিভূতিকে, অপর সাথীকে। "কই, বিভূতি কোথায়? ওই যে। বিভূতি, তুমিও এসো।"

বিভূতি বলিদানের পাঁঠার মতো পুষ্ট। তারই মতো কাঁপছিল। বলল, "আ আ আছ্‌ছা।" কাঁপুনির চোটে 'আচ্ছা' শোনাল, 'হ্যাঁচ্চো'।

ডলি তার দিকে বঙ্কিম নয়নে কোপন কোটাক্ষ পাত করল। এই

অপদার্থটাকে সে একদিন ভালোবেসেছিল। কোথায় মন্মথ আর কোথায় বিভূতি, কার সঙ্গে কার তুলনা। ডলি একবার বক্র হাসি হাসল।

উজ্জয়িনীর হৃদয়ে তখন আনন্দের বন্যা নেমেছে। সে আজ বাদলের বাসভূমিতে পৌঁছেছে, অচিরে বাদলকে চাক্ষুষ করবে। আনন্দের সহিত শঙ্কাও মিশ্রিত। এমন কোন আনন্দ আছে যার সহিত শঙ্কা নেই? বাদল যদি তাকে চিনতে না পারে।

"সুধীদা।" সে ডেকে বলল, "আসতে আলসেমি কোরো না। এসো।"

"আসব বৈকি, দিদি। মার্সেলকেও আনব।"

ততক্ষণে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। দে সরকার হতাশভাবে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। সুধীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বলল, "আপনি মাদামের ওখানে উঠলে আমাদের পক্ষে বিষম অসুবিধা। আসুন না, আমার সঙ্গে থাকবেন। নাগ, তুমিই ওঠ মাদামের বাড়ি। চমৎকার রাঁধে পোলাও কালিয়া কাবাব।"

সুধী বলল, "মার্সেল যেখানে আমিও সেইখানে। বড় বেশি দিন পৃথক থেকেছি। আর নয়।"

বিভূতি বলল, "আমার সেই বুড়ীর সঙ্গে বনে ভালো। দুপুরে ঘুম ভাঙলে লাঞ্চ খাই, দেখ দেখি কী আরাম। অন্য কেউ হলে আটটায় ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে ব্রেকফাস্ট খাওয়াত, তাতে খরচ তো লাগতই।"

"একজনের খুকী, একজনের বুড়ী।" দে সরকার ব্যঙ্গ করল। এবার কিন্তু তার ব্যঙ্গের সুর করুণ। "কেন তোমরা বিলেতে আস।"

তারাপদ তখনো সুধীর আশা ছাড়েনি। কোথায় ছিল, ধর্মা

গিয়ে বলল, "মিস্টার চাকারবাটি, আমি কি আপনার সঙ্গে আসতে পারি? আমার একটু কথা ছিল।"

দে সরকার তারাপদকে না চিনলেও তার দলটিকে চিনত ও তার গুণাবলী অবগত ছিল। তাকে স্পষ্ট শুনিয়ে দিল, "সুবিধে হবে না, মশাই। আপনার কী কথা তা আমরা জানি।"

বিবাদের সূত্রপাত হওয়ায় সুধী বলল, "দেখুন, ডক্টর কুণ্ডু। চার মাস পরে আমি এদেশে ফিরেছি, আমার আজ মন অন্যদিকে, যা বলবেন তা মুলতুবি রাখলে কি বিশেষ ক্ষতি হবে? ধরুন, পরশু পর্যন্ত?"

তারাপদ তৎক্ষণাৎ তার এন্‌গেজমেণ্ট ডায়েরিতে দিনক্ষণস্থান ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করল। সে প্রস্থান করলে দে সরকার বলল, "চোর।"

বিভূতির মধ্যে যে প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ সুপ্ত ছিল সে জাগরিত হলো। "য়াঁ! চোর! কোথায়, কবে, কার, কত দামের?"

সুধী বলল, "ছি! অমন অপবাদ দিতে নেই। উনি যে আমাদের স্বদেশীয়।"

দে সরকার এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করল না। তার যে কী হয়েছিল তা সেও জানে না। সে আর সেই দে সরকার নয়।

পথে সুধী জিজ্ঞাসা করল, "বাদলের সম্বন্ধে কী তখন বলছিলেন?"

"বাদল ইস্ট এণ্ডের সেণ্ট ফ্রান্সিস হলে ভর্তি হয়েছে, সেখানে শিক্ষানবীশী সারা হলে বিশ্বমানবের দুঃখ মোচন করবে।"

"কী—কী করবে!" শুনতে চাইল বিভূতি।

"মানবজাতির দুঃখ দূর করবে।"

বিভূতি ভেবেছিল প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভের পেশা সকলের সেরা। বাদলের মৌলিক পেশার সন্ধান পেয়ে বাদলের প্রতি তার ঈর্ষার

উদয় হলো। সরলমতি বালকের মতো প্রশ্ন করল, "তা এর জন্যে কি শিক্ষানবীশ থাকতে হয়? কত ফী?"

"আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কী?" দে সরকার বিরক্ত হয়ে বলল। "তুমি খাও দাও সিনেমা দেখ, কুম্ভকর্ণের রেকর্ড ভাঙ। বাঁধাকপির মতো গোলগাল হও। আশা করি তৃতীয় সন্তানের—"

সুধী কণ্ঠক্ষেপ করে দে সরকারকে নিরস্ত করল। "থাক, থাক। বাদলের প্রসঙ্গ চলছিল, সেই প্রসঙ্গই চলুক। বাদলের ওখানে ফোন আছে তো?"

পথে দে সরকার ও বিভূতি একত্র নামল। ইতিমধ্যে তাদের ভাব হয়ে গেছল। ঠিক হলো বিভূতি দে সরকারের সঙ্গে উঠবে ও পরে বাসা বদলাবে।

সুধী যখন টেণ্টারটন ড্রাইভে পৌঁছল তাকে অভ্যর্থনা করল জ্যাকি একা। মার্সেল তাকে দেখে কাঁদতে আরম্ভ করে দিল, অভিমানে। সুজেতের অভিবাদন আড়ষ্ট। মাদাম রাগ করেছিল তার বাড়ি ভাড়ার ক্ষতি বশতঃ। মসিয়ে বাড়ি ছিলেন না। সুধী বুঝতে পারছিল না সে স্বাগত কি না। হয়তো অন্য ভাড়াটে তার স্থান নিয়েছে।

"দুঃখিত হলুম, মিস্তর শাক্রাবার্তী। ঘর খালি আছে বটে, কিন্তু দুখানা নয়, একখানা। অন্যখানায় আছেন এক জার্মান যুবক।" বলল মাদাম।

বেলজিয়ানের সঙ্গে জার্মানের অহিনকুল সম্পর্ক। তথাচ দায়ে ঠেকে জার্মানকে ঘরে ঠাঁই দিতে হয়েছে। এর জন্যে মাদাম মনে মনে সুধীকে দায়ী করেছে। সুধীর যেমন কর্ম তেমনি ফল। থাকুন এখন একখানা মাত্র ঘরে।

"আমি একখানাতেই সন্তুষ্ট।" বলল সুধী। মার্সেলকে ছেড়ে অন্যত্র বাসা করবার কল্পনা তার দুঃসহ।

২

সুধীর পরিচয় পেয়ে জার্মানটি বলল, "আপনার ও আমার সমান দশা, মিস্টার কাক্ কাক্ চাক্রাবার্টি। আমরা উভয়েই পরাজিত দেশের সন্তান। আপনাদের প্লাসী, আমাদের ভার্সেল্স্।"

"আরো গভীর মিল নেই কি?" সুধী ইঙ্গিত করল। "যার জন্যে পরাজয়ও স্পৃহনীয় সেই আত্ম সমাহিত সাধক জীবন।"

"পরাজয়ও স্পৃহনীয়।" জার্মান কিয়ৎকাল বিস্ময়বিমূঢ় থেকে বলল, "ওঃ আমি ভুলে গেছলুম আপনি গান্ধীবাদীও হতে পারেন। যে জীবন পরাজয়কে পরাজয় দিয়ে অস্ত্রকে অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ করতে পারে না সে জীবন মুমূর্ষু, প্রাণীরাজ্যে তার সমর্থন নেই, প্রকৃতি তার প্রতি বাম। জার্মানী তার দার্শনিকতার দরুণ অনেক বার ঠকেছে অনেকবার ঠেকেছে, মিস্টার কাক্—না, না, চাক্রাবার্টি। বিস্মার্কের আশীর্বাদে শিখেছে যে নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

জার্মান যুবক সুধীকে তার ঘরে নিয়ে গেল। ঘর অবশ্য সুধীরই, তবে অধুনা হান্স্ মিটেলহল্ৎসার দখলকার। যুবকটি সুধীর চেয়ে বয়সে বড, একটি জার্মান জাহাজ কোম্পানীতে কাজ করে, হামবুর্গের আপিস থেকে বদলি হয়ে লণ্ডনে এসেছে, এখান থেকে নিউ ইয়র্কে যাবার আশা রাখে। বেশ ইংরেজী বলে। অতীব অমায়িক। পণ্ডিত বটে। অনেক পুঁথিপত্র জড় করেছে।

"মিস্টার ক্চাক্রাবার্টি, ভারতকেও দার্শনিকতা পরিহার করতে হবে। ওতে ভগবানও মেলে না, ভোগসামগ্রীও মেলে না। বাজে,

বাজে, একদম বাজে। ওসব ছেড়ে রোজ একটু করে ব্যায়াম করুন, বক্সিং করুন, ফেন্সিং করুন, বন্দুক ছুঁড়ুন! এই দেখুন আমার সাজ সরঞ্জাম।" সুধী লক্ষ্য করল দেয়ালে দেয়ালে লম্বমান।

রুগ্নের মুখে স্বাস্থ্যের গরিমাজপ, অন্ধের মুখে দৃষ্টির মহিমাকীর্তন ও দুর্ব্বলের মুখে পরাক্রম সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি একজাতীয়। সুধী জার্মান যুবকের আত্ম অবিশ্বাসে ক্ষুব্ধ হলো, প্রতিবাদ করল না।

এর পরে সে বাদলকে ফোনে ডাকল। বাদল সাড়া দিল।

"আমি সুধীদা।"

"ওহ্ সুধীদা। কী আশ্চর্য। এতদিন কী করলে?"

"উজ্জয়িনীকে সঙ্গে এনেছি। কবে তোর দেখা পাব?"

"যেদিন তোমাদের খুশি। আমার ঠিকানা জানলে কার কাছে?"

"দে সরকারের কাছে। ওখানে কেমন লাগছে?"

"কী করে বোঝাই? গোয়েন বলেন আমার চরিত্রে অহমিকা প্রবল। আমাকে নিষেধ করেছেন নিজের কথা ভাবতে, বলতে, লিখতে।"

"পরের কথা বলতে যদি বাধা না থাকে তবে জানতে ইচ্ছা করে গোয়েন কে।"

"ওহ্। গোয়েন, মানে গোয়েনডোলেন স্ট্যানহোপ, আমাদের জ্যেষ্ঠ। আমরা তাঁর ছোট ভাইবোন। আমরা গুরুবাদী নই, কিন্তু যোগ্যতরের শাসন মানি। সেণ্ট ফ্রান্সিসের নাম থেকে সিদ্ধান্ত কোরো না যে আমরা একটি সম্প্রদায়। তাঁরই মতো আমরা দারিদ্র্যকে স্বয়ংবরণ করেছি, আমরা দরিদ্র এবং দরিদ্ররা আমাদের।"

সুধী পরিহাস করে বলল, "আশা করি দারিদ্র্যের সংজ্ঞাটা খুব

আঁটসাঁট নয়, দিব্য ঢিলেঢালা। ক্ষিদে পেলে খেতে পাস তো? খাওয়াদাওয়া কেমন?"

"যেমন দীনদরিদ্রের।"

'দীনদরিদ্রের খাওয়া দেখিনি। তুইও দেখেছিস বলে মনে হয় না। কিন্তু যাই করিস বাপু পেটভরে খাস। প্রতি হপ্তায় ওজনে বাড়বার মতো ভোজন করতে হবে।"

"ইস। কী ঘোর জড়বাদী হয়েছ তুমি, সুধীদা! এই কি তোমার প্রজ্ঞামার্গ? গোয়েনকে বলব তোমার কথা।"

আরো দু একটা প্রশ্নোত্তরের পর সুধী ক্ষান্তি দিল। তার ক্লান্তিবোধ হচ্ছিল। মার্সেলের সঙ্গে ভাব করে সকাল সকাল শয্যাগ্রহণ করল। এতক্ষণ অশোকার চিঠি পড়েনি। খুলে পড়ল। অশোকা লিখেছে মিসেস গুপ্ত তাকে চেনেন, তাই স্টেশনে যায়নি। সুধী কোন ঠিকানায় উঠবে তা না জানায় ডক্টর কুণ্ডুর মারফৎ চিঠি পাঠাচ্ছে। সুধী যেন তাকে ফোনযোগে উত্তর দেয়। সে প্রতীক্ষা করবে।

অগত্যা সুধীকে শয্যাত্যাগ করতে হলো। অশোকার কণ্ঠস্বর শুনে সুধী বলল, "আমি মনের খুশি।"

"নমস্কার।" অশোকা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, কেমন আছেন?" সে বেচারি কতক্ষণ থেকে বসে রয়েছে। অথচ ফোনে অভিমান জ্ঞাপন করতেও পারছে না, কারণ এটা তার বাড়ির ফোন, যা বলবে তা মা'র কানে পড়বে।

"ভালো আছি। আপনি কেমন?"

"ভালো আছি।" ক্ষীণ কণ্ঠে।

"ঠিকানা জানতে চেয়েছিলেন। সেই ঠিকানায় উঠেছি।"

"বাধিত হলুম।"

"কাল কথাবার্তা হবে।"

"ধন্যবাদ।"

"তবে আসি।"

অশোকা এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর বলল, "গুড নাইট।"

মনের খুশির মনে খুশির বৈলক্ষণ্য সুধীকে বিচলিত করল। কাল জানতে পাবে কী হয়েছে। আপাতত বিশ্রাম। সুধী আণ্ট এলেনরকেও ফোন করল না। তিনি স্টেশনে যাননি কিংবা সংবাদ নেননি, বোধহয় কোনো পার্টিতে গেছেন কিংবা কোনো কারণে ব্যস্ত আছেন।

বিছানায় শুয়ে সুধীর মনে পড়তে থাকল উজ্জয়িনীকে ও বাদলকে। পরিশেষে তারা পরস্পরের সন্নিকটবর্তী হয়েছে, কিন্তু নৈকট্য যেমন মিলন আনে তেমনি সংঘর্ষ ঘটায়। উজ্জয়িনী প্রত্যাশা করছে তার তপস্যা ব্যর্থ যাবে না, উমার তপস্যার মতো যদি দুশ্চর হয়। কর্ম মাত্রের ফল আছে, উজ্জয়িনী ফলে বিশ্বাস করে। সুধীও কর্মফলে আস্থাবান, কিন্তু সে ফল আত্মগত, পরমুখাপেক্ষী নয়। উজ্জয়িনীর তপস্যা তাকে উমার সমকক্ষ করবে, কিন্তু পতির প্রসন্নতা তপস্যার ফল নয় তা ভাগ্য, তার ভাগ্য উমার ভাগ্যর অনুরূপ যদি না হয়?

জাহাজে সুধী তাকে প্রফুল্ল রেখেছে, উৎসাহ দিয়েছে, তখন সে ছিল দূরে। এখন যে কোনো দিন বাদলের সাথে ঘটবে সাক্ষাৎকার, সুধীর মধ্যস্থতার আবশ্যক থাকবে না, সেই সাক্ষাৎকারে উজ্জয়িনীর নিয়তি সে প্রত্যক্ষ জানবে, জ্ঞানের জন্যে সুধীর শরণাপন্ন হবে না। জ্ঞানের পরেও কি সে বল পাবে

তপস্যার, বিশ্বাস করবে মঙ্গলময় পরিণামে, প্রফুল্ল হবে সুদূর সম্ভাব্যতায় ?

সুধীর মনে পড়ল উজ্জয়িনী একদিন বলেছিল, "ছি ছি, কী লজ্জা! কী নিয়ে আমি তাঁর সামনে দাঁড়াব! কামনা নিয়ে? তা নিয়ে তো একজনের সামনে দাঁড়িয়েছিলুম। শিক্ষা হয়নি কি? না, সুধীদা, আমি আপাতত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব না, করব দুই এক বছর পরে, তপঃক্লিষ্ট দেহ এবং জিতকাম মন নিয়ে। তাঁকে একবার দেখতে সাধ যায়, সুধীদা। কিন্তু দূর থেকে অলক্ষে। যেমন অন্তঃপুরিকা চিকের অন্তরাল থেকে দেখে।"

সুধী বলেছিল, "মহাদেব স্বয়ং তাপস ছিলেন বলে তপঃক্লিষ্ট দেহের মর্যাদা বুঝেছিলেন, কিন্তু বাদল সে অর্থে তাপস নয়, সে কেন তুষ্ট হবে? উজ্জয়িনী, তোমার তপস্যা সহধর্মিণীর। তুমি দূরে থাকবে না, থাকবে পার্শ্বে। পতির যা ব্রত সতীরও তাই, এই হচ্ছে পতিব্রতা শব্দের যথার্থ ব্যাখ্যা। উজ্জয়িনী, নিরর্থক আত্মপীড়নের একপ্রকার মোহ আছে, মনে রেখো সে মোহের জন্যে জরিমানা লাগে, সে জরিমানার জের চলে সন্তানের শরীরে"

সেই থেকে উজ্জয়িনী প্রস্তুত হয়েছে সহধর্মিণীর তপস্যা স্বীকার করতে। সে প্রত্যাশা করছে বাদল তাকে অন্তত এইটুকু ভিক্ষা দেবে যে সে বাদলের কার্যের সহায়ক হবে, তাকে বই পড়ে শোনাবে, তার ফরমাস খাটবে, সে যা বলবে তা লিখে রাখবে, তাকে কোনোকিছুর অভাব বোধ করতে দেবে না। পক্ষান্তরে কোনো দাবী রাখবে না, ভিক্ষাও করবে না এর অধিক। লোকচক্ষে স্ত্রীর যোগ্য ব্যবহার না পেলেও তার নালিশ থাকবে না, বাদল যদি তাকে নিজের সেক্রেটারী বলে পরিচয় দেয়

তাতেও তার পরিতোষ। একত্রবাসের উপরোধ করবে না, স্বতন্ত্রবাসও তার সহন হবে।

কিন্তু এই তপস্যাও ফলাপেক্ষী, এ যেন ধৈর্যের খেলা, খেলার শেষে জয়লাভের প্রেরণা রয়েছে। জয়লাভের স্পৃহা না থাকলে খেলায় নামতে মন যায় না। বাদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ যেদিন হবে সেদিন তার ভাব দেখে উজ্জয়িনীর মতো প্রখরবুদ্ধি নারী এক নজরে হৃদয়ঙ্গম করবে সিদ্ধির সম্ভাবনা আছে কি নেই!

সুধী আশাবাদী। ঘুমিয়ে পড়ার আগে মনে মনে বলল, আছে। তারপর বিশ্বপ্রকৃতির কল্যাণসুন্দর রূপ ধ্যান করতে করতে নিদ্রাভিভূত হলো।

৩

পরদিন অশোকা সশরীরে উপস্থিত।

সুধীর চোখে পড়ল অশোকা এই কয়মাসে অশোকপুষ্পের মতো বিকশিত হয়েছে। অগ্নিশিখার মতো উর্ধ্বগতি, কেতকীর মতো একাগ্র, বেতসের মতো দৃপ্ত। ঝর্ণার মতো অনর্গল, জ্যোৎস্নার মতো সহাস। প্রজাপতির মতো ভঙ্গিমাময়, অশ্বিনীর মতো অধীর।

"না, পারলুম না আপনার উপর গোসা করতে। ক্ষমা চাইতে এলুম।"

"কিসের ক্ষমা?"

"বা। কাল রাত্রে যে ভালো করে কথা কইনি, তা বুঝি মনে লাগেনি? তা হলে আবার রাগ করব বলে দিচ্ছি, আমি ভালো করে কথা না কইলে যার মনে লাগে না আমাকেও তার ভালো লাগে না।"

"সর্বনাশ! এ যে ন্যায়শাস্ত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ। মনের খুশি, কী ভাবে উত্তর করতে হবে আপনিই বলে দিন।"

"হঠাৎ 'আপনি' কেন? চিঠিতে 'তুমি' চালিয়েছিলেন, আপত্তি করিনি।"

"একতরফা 'তুমি' ক'দিন চলে? ধ্বনি খোঁজে প্রতিধ্বনি।"

অশোকা প্রস্তাব করল, "চল কোথাও যাই।"

আমিও তাই বলি। চল না দেখা করে আসি?"

"কার সঙ্গে?"

"উজ্জয়িনীর সঙ্গে।"

অশোকা আঘাত পেলো। উজ্জয়িনী, উজ্জয়িনী, কেবল উজ্জয়িনী। তারই জন্যে ছ' হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে তিন হাজার মাইল টহল করে আবার ছ' হাজার মাইল পাড়ি দিতে হলো, তবু শ্রান্তি নেই, আবার চল তার কাছে। কে সে! বোন নয়, কেউ নয়, পরস্য পর, বন্ধুর পরিত্যক্ত পত্নী। তার জন্যে এত! সুধী না হয়ে অন্য কেউ হলে এত মাথাব্যথা সন্দেহজনক হতো।

"উহুঁ। তা কি হয়! ওর মাকে যে আমি মাসিমা বলি।"

সুধী অনুধাবন করতে অপরাগ হলো। "তাতে কী!"

"বিবি মাসিমা যে মাকে বলে দেবেন তোমার সঙ্গে গেছি।"

সুধী হেসে বলল, "তা শুনে মা কী বলবেন?"

অশোকা রক্তিম বর্ণ ধারণ করল। উত্তর দিল না। সুধী বলল, "মা কি জানেন না যে আমি তোমাকে চিঠি লিখি?"

"না।"

"তাঁকে জানালে ক্ষতি কী?"

"সে তুমি কী বুঝবে?" অশোকা সুধীর কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা

মার্সেলকে আদর করে সুধীর উদ্দেশে বলল, "তোমার মা থাকলে তুমি অমন প্রশ্ন করতে না।"

সুধী তর্ক করল না, তর্ক করতে তার স্বাভাবিক অপ্রবৃত্তি। সে জানত না যে অশোকার মা তাঁর অভীষ্ট জামাতা স্নেহময় ব্যতীত অন্য সমস্ত যুবকের প্রতি মনে মনে বিরূপ, যদিও নিমন্ত্রণ করেন নির্বিশেষে। সুধী ফিরেছে, সুধীকেও তিনি পার্টিতে ডাকবেন, কিন্তু অশোকার সহিত তার সম্পর্কের সংবাদ পেলে কদাচ না। প্রত্যুত অশোকাকে শাসন করবেন তার চিঠিপত্র বন্ধ করে। জজগৃহিণীর জজ মেজাজ।

"তুমি তোমার বন্ধুজায়াকে দেখতে চাও তো একা যাও, আমি বিদায় হই। কী বল, মার্সেল? তোমার দাদাকে বল যেন আমাদের প্রাপ্য ভুলে না যান কালকের মতো।"

"মার্সেল, তুই বল দাদা ভুলে যাননি, দাদা নিভৃতে পড়বেন বলে চিঠিখানি রেখে দিয়েছিলেন, যেই পড়লেন অমনি টের পেলেন যে কেউ তাঁর ঠিকানার জন্যে প্রতীক্ষা করছেন।"

"শুধু ঠিকানার জন্যে! মার্সেল, বল ছি ছি। বল চিঠি পড়ার কী দরকার ছিল, চিঠি পাওয়াই কি যথেষ্ট নয়? যে মানুষ ভুলবেই তাকে চিঠি দিয়ে স্মরণ করানো কি কম হীনতা!"

"মার্সেল, বল দাদা নিজের কথা ভাবতে একান্ত কুণ্ঠিত, তাই সকলের সব সারা হলে দাদা নিজের কথা ভাববার অবসর পান। মনের খুশি দাদার নিজের, তাঁর কথা দাদার নিজের কথা। কাল সে কথার অবসর ছিল না।"

মার্সেল নির্বোধের মতো একবার এর দিকে একবার ওর দিকে তাকাচ্ছিল, বাংলা তার অবোধ্য, ইংরেজী হলেও বিষয়গুণে অবোধ্য হতো।

অশোকার অভিমান গলে জল হয়ে গেল। সে খিল খিল করে হেসে বলল, "সকলের সব কাজ বাজে কাজ। ওসব পরোপকার পরে। তরুণতরুণীর নিজের কথাই আদি কথা।"

"মনের খুশি," সুধী পরিমিত বেগে বলল, "আমি তা মানি। কিন্তু কেউ যদি ঋণী থাকে তবে ঋণের চিন্তাই তার আদিম চিন্তা।"

"তুমি ঋণ করে বিলেত এসেছ বুঝি ?" অশোকা সহানুভূতিভরে

"না, সে অর্থে ঋণ করিনি।" সুধী স্মিতমুখে বলল। "যে অর্থে করেছি তুমি জানো, আমার প্রথম পত্রেই তা জানিয়েছি। বন্ধুর বিয়ে দিয়েছি আমিই তাকে বুঝিয়ে, সে বিয়ে যাতে সার্থক হয় সে দায় আমারই। তোমার বন্ধুর কাজকে কি বাজে কাজ বলবে, খুশি ?"

"আমার যে বন্ধুই নেই, মন।"

"বা। এই যে কেমন দুটি নাম। কিন্তু শোনো, যা বলছিলুম। সংসারে বন্ধুত্বের মতো সুন্দর কী আছে! বন্ধুত্বের দায় বিশুদ্ধ দায়, তাতে নিহিত নেই বংশরক্ষার উদ্দেশ্য, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, পরকালের পুণ্যসঞ্চয়। মাতৃদায় পিতৃদায় কন্যাদায় ইত্যাদি যত দায় সব সামাজিক হিসাবের নিকাশ, প্রেমের দায়ও প্রকৃতির হিসাবমিশ্রিত। কেবল বন্ধুত্বের দায় বেহিসাবী। অন্যান্য দায় যে অনুপাতে বন্ধুত্বধর্মী সেই অনুপাতে মহান।"

অশোকার মতি মানল, কিন্তু হৃদয় মানল না। লৌকিক অর্থে বন্ধু তারও আছে, তেমন বন্ধুদের জন্যে সে তার নিজের পাওনা অনাদায় রাখতে রাজি নয়, পরের কাজ হচ্ছে পরের কাজ, বন্ধুও পর, তাই বন্ধুর কাজ পরে। তার যদি সত্যিকার বন্ধু থাকত তবে সে বন্ধুকে পর ভাবত না, আপন হতেও আপন বলে জানত। সুধীর যে সত্যিকার

বন্ধু আছে এতে সে ঈর্ষান্বিত হলো। তার হৃদয় বলল, এ কিন্তু বাড়াবাড়ি।

"তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যতই গাঢ় হচ্ছে," সুধী বলতে থাকল, "ততই আমার বন্ধুত্বের দায় ঘনিয়ে আসছে। একে উপেক্ষা করলে এর থেকে নিষ্কৃতি নেই, তোমাকেও এর ভাগ নিতে হবে।"

অশোকা চমকে উঠল। চমক সম্বরণ করে বলল, "তোমার বক্তব্য আমার মতো সরলার পক্ষে যথেষ্ট সরল হলো না। আবার বল।"

সুধী এবার মার্সেলের সাহায্য নিল। "মার্সেল, তোর দিদিকে বল, ঋণী লোক ঋণ শোধ না করে নতুন বাড়ি গড়তে পারে না, নতুন বাড়ির নক্সা মনে ধরেছে বলে মন দিচ্ছে ঋণশোধের তাগিদ।"

অশোকা এবার ঠিক বুঝল। তবু দুষ্টুমি করে বলল, "মার্সেল, বল আরো প্রাঞ্জল ভাষায় বলতে, হেঁয়ালির ভাষা আমার কাছে গ্রীক।"

অগত্যা সুধীকে স্পষ্ট করে বলতে হলো যে সে একজনকে স্নেহ করে, স্নেহের পাত্রীর অনুরোধে বন্ধুর প্রতি কর্তব্য সম্পাদন করতে পূর্বের চেয়ে ব্যগ্র।

"স্নেহ করেন তোমার দাদা! স্নেহ! ইস্!" অশোকা ব্যঙ্গ করল। "সে জন নিশ্চয় আমি নয়। সে বোধহয় তুমি, মার্সেল। জিজ্ঞাসা কর তোমার ভ্রাতৃবরকে। ভ্রাতৃবর, না শুধু বর?"

মার্সেল রীতিমতো বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তার দাদাকে সে কতকাল পরে পেয়েছে, একা দখল করে তৃপ্ত হবে। তা নয় কোথাকার কে এক অজানা দিদি উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। সে সুধীর দিকে চেয়ে কান্নার উপক্রম করল। সুধী তাকে কোলে তুলে নিয়ে তার কানে কানে বলল, "যা তো, মার্সেল, আমার ঘর থেকে সেই ছবিগুলো নিয়ে আয়।"

অশোকা তার জিজ্ঞাসার উত্তর না পেয়ে রঙ্গভরে বলল, "যাস্ কোথা, মার্সেল? দাদা তোর কানে আমার কথার কী জবাব দিলেন জানিয়ে যা আমাকে।" মার্সেল চলে গেলে অশোকা সুধীকে বলল, "কর তুমি তোমার ঋণ শোধ। কিন্তু আমাকে ভাগ নিতে বলা কেন? আমি কী করতে পারি!"

"তুমি আমার সঙ্গে চলতে পার উজ্জয়িনীকে দেখতে, তার সঙ্গে আলাপ করতে, তার বন্ধু হতে। তার কপালে কী আছে জানিনে, বাদল হয়তো তাকে নিরাশ করবে, তখন একজন বন্ধু থাকলে সে ভেঙে পড়বে না, একজন সখী থাকলে তার দরদ বুঝবে।"

"বাদল," অশোকা নির্মমভাবে বলল, "আমাকে নিজ মুখে বলেছেন বিবাহ একটা মিথ্যাচার। নিরাশ তিনি করবেনই। গাছ যদি লতাকে আশ্রয় না দেয় তবে মাটি তার কী করতে পারে! তাকে স্বনির্ভর হতে হবে।"

এরপর ভারতবর্ষের কয়েকটি ফোটো দেখে অশোকা বিদায় নিল।

হল্যাণ্ড পার্কে উপনীত হয়ে সুধী শুনল বাসায় কেউ নেই, কখন ফিরবে তাও বলে যায়নি। লাঞ্চ মিটাররা বাইরে খান, সুতরাং লাঞ্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করে যে কোনো লাভ আছে তা দারোয়ান মনে করে না। রাত্রের দিকে আরেকবার খোঁজ নেবে এই সঙ্কল্প জানিয়ে সুধী স্থানত্যাগ করল।

সারাদিন মিউজিয়ামে কাটিয়ে সুধী বহুদিনের সঞ্চিত ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করল, তাতে অবশ্য ক্ষুধার নিবৃত্তি হলো না, হবির দ্বারা কি অগ্নির বুভুক্ষা দূর হয়? সুধী এবার জার্মান শিখবে স্থির করেছে, হান্স্

হবে তার শিক্ষক। একটু ভাষাজ্ঞান জন্মালেই জার্মান দর্শনে দন্তস্ফুট করবে।

সন্ধ্যায় আণ্ট এলেনরকে অপ্রত্যাশিত কল্ দিল। তিনি আহ্লাদে ও বিস্ময়ে উন্মাদ হয়ে তার ললাট চুম্বন করলেন।

তাঁর ও আঙ্কল আর্থারের নির্বন্ধে সুধীকে সেদিন তাঁদের সঙ্গে ডিনার খেতে হলো। তাঁরা শুনলেন ভারতবর্ষের গল্প, সুধীর ইদানীন্তন ভ্রমণকাহিনী, কলকাতা ভাগলপুর মুঙ্গের পাটনা কাশী রেওয়া স্টেট বিন্ধ্যাচল চিত্রকূট আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন বর্ণনা। তাঁরা শোনালেন তাঁদের কারাভান বিহারের বৃত্তান্ত, অশ্বচালিত আবাস্ত শকটে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে যাত্রা, বিরাম ও বনভোজন। আর্থার খুড়ো এতদিনে তীর ধনুক দিয়ে সত্যি সত্যি একটা চিড়িয়া নামিয়েছেন, এতে পিসী হয়েছেন মর্মাহত। তাঁর ধারণা ছিল তীর ধনুক আর্থারের হাতে খেলনা ছাড়া কিছু নয়। খুড়োর কিন্তু গর্বে ও উত্তেজনায় ব্লাড প্রেসারের দাখিল।

হল্যাণ্ড পার্কের বাড়িতে এবার সাড়া পাওয়া গেল। স্বয়ং ডলি অভ্যর্থনা করতে বাইরে হাজির। "ওবেলা আমরা ছিলুম না, আপনাকে কষ্ট দেওয়া হলো, আমাদের মাফ করবেন, মিস্টার চক্রবর্তী। করবেন তো?"

কফির পেয়ালা নিয়ে তখন খোসগল্প চলেছিল। উপাস্থিতদের নাম মিসেস গুপ্ত, ডলি, মন্মথ, উজ্জয়িনী, ফাল্গুনী সেনগুপ্ত ওরফে বুলুদা, ব্রজেন সিংহ রায়, অলীন্দ্র চন্দ। সুধীকে দেখে মিসেস গুপ্ত বললেন, "এই যে, সুধী। শুনলুম তুমি একবার এসে ফিরে গেছ। কী করি বল, ভাবলুম দু চারজন আপনার লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি। তা আপনার লোকের কি সুমারি আছে? মিসেস

মাক্‌হাউসের বাড়ি গিয়ে শুনি মিস এলেরিংটন কাছেই থাকেন, মিস এলেরিংটন বললেন কর্নেল চ্যাথাম দম্পতী কালকেই রওনা হচ্ছেন, দেখা করতে হয় তো আজ এখনি। মিসেস চ্যাথাম দিলেন খাইয়ে। ছোট্ট সীলিয়া চ্যাথাম যখন সাধল, আণ্টি, খাও, তখন খাব না বলা কি খুব সোজা ?”

বুলু বলল, “দস্তুরমতো বেঁকা।” হাসির হররা উঠল। বুলুর সাত খুন মাফ। সে হচ্ছে মিসেস গুপ্তের ননদের দেওরের ছেলে, তার বাপ কোথাকার য়াকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারল।

উজ্জয়িনী ইতিমধ্যে বুলুদার পরম ভক্ত হয়েছে। মা যতক্ষণ আপনার জনদের সঙ্গে মোলাকাৎ করে বেড়িয়েছেন সে ততক্ষণ বুলুদার সঙ্গে পার্লামেণ্ট, টাওয়ার, সেণ্ট পল্‌স্ ইত্যাদি ঘুরেছে। বুলুদার মন্তব্য শুনে সেই সকলের চেয়ে বেশি হাসল। তার মা বুলুকে সম্বোধন করে বিবরণ সমাপ্ত করলেন।

সুধী বসেছিল ডলির কাছে। “মিস্টার চক্রবর্তী,” জনান্তিকে ডলি বলল সুধীকে, “আপনার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। কী করে যে আপনি বেবীকে খুঁজে বার করলেন! আচ্ছা, সত্যি করে বলুন, আপনার কি সিক্‌স্‌থ সেন্স্ আছে ?”

সুধী নম্রভাবে বলল, “কৃতিত্ব আমার নয়, বিভূতি বলে আমার এক বন্ধু আছে, তারই।”

আর যায় কোথা! সুধী তো জানত না ডলি ও বিভূতির ইতিবৃত্ত। ডলি ফোঁস করে উঠল, “ওটা একটা মানুষ! ওর কৃতিত্ব! শুনেছি ওর বুলডগের কাণ্ড, ওর বুলডগ বরং মানুষের মতো।”

বুলু তখন বক্তৃতা দিচ্ছে, অন্যেরা দিচ্ছে তালি। ডলির উষ্মা কেউ লক্ষ করল না। বুলু তার কোন প্রোফেসরের প্যারডি

করছে। "লেডিজ এণ্ড জেণ্টলমেন—" আধুনিক অধ্যাপকরা ছাত্র-ছাত্রীকে সম্বোধন করেন এই বলে।

সুধী বলল, "জানিনে বিভূতিকে আপনি কতটা চেনেন, তবে সে আপনাকে খুব সমীহ করে। সঙ্গে বাস করে আমি তার স্নেহপ্রবণ সরলতার যে নিদর্শন পেয়েছি তাতে আমি তার বিশেষ পক্ষপাতী হয়েছি, মিসেস মিত্র।"

"থাক ওর কথা," ডলি সশব্দে খিল দিল। "কিন্তু এ আমি বিশ্বাস করব না যে আপনার অকাল্ট পাওয়ার নেই।" ডলি সম্পূর্ণ অন্য স্বরে বলল। তার কটাক্ষ বিলোল। "কন্‌ফেস্‌," ডলি তর্জনী আস্ফালন করে আদেশ করল, "স্বীকার করুন যে আপনি একজন ইওগী।"

সুধী তো অবাক। সে কিনা যোগী!

মেড যখন তার জন্যে কফি নিয়ে এলো সুধী 'না' বলতে পারল না, পাছে ডলি ঠাওরায় যোগিত্বের লক্ষণ মিলে যাচ্ছে। অথচ কফি সে খায় না।

মন্মথ সুধীর দিকে ঘুরে বসলেন। সিগরেট বাড়িয়ে দিয়ে মৌন থাকলেন। সুধী সঙ্কটে পড়ল। না নিলে যোগী, নিলে নাকাল। এক্ষেত্রে যোগিত্বই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। সে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, সে ধূমপায়ী নয়। ডলি তা শুনে তার দিকে এমন ভাবে তাকাল যে তার আর সন্দেহ রইল না যে সে হিমালয়ের গুহা থেকে লণ্ডনে আমদানি হয়েছে।

"কেমন, বলেছি কি না মিস্টার চক্রবর্তী একজন ইওগী?" ডলি বলল তার স্বামীকে, ভ্রুভঙ্গীর অনুপান মিশিয়ে।

"যোগীরা তো গাঁজা ও আফিম সেবন করেন, তামাকে আপত্তি কিসের?" মন্মথ বললেন হোমরাচোমরার মতো গম্ভীর হেসে।

"দোহাই আপনার মিসেস মিত্র," সুধী সসঙ্কোচে বলল, "আমি যোগী নই, বিদ্যার্থী, বিদ্যাভ্যাসের অনুরোধে তামাকের অভ্যাস করিনে।"

মিসেস গুপ্ত ঘুরে বসলেন। বললেন, "আমার ছেলে ছিল না, সুধী আমার ছেলে।"

"কেন মা, আমরা কি আপনার ছেলে নই ?" মন্মথ অনুযোগ করলেন রহস্য ভরে।

"হাঁ। তোমরাও আমার ছেলে বৈকি। তবে পারলে তোমরা ছেলের কাজ করতে ?"

"রায়বাহাদুরকে তো আমি তখনি বলেছিলুম যে তাঁর ছেলের বন্ধু নইলে এমন কাজ করবে কে ? কেমন, ফল্‌ল কি না ?" মন্মথ স্ত্রীর দিকে চেয়ে চোখ টিপলেন, শাশুড়ীর দিকে চেয়ে ভিজে বেড়াল সাজালেন।

উজ্জয়িনী কিংবা সুধী এই উক্তির মর্ম জানল না। জানলেন মিসেস গুপ্ত এবং ডলি। মিসেস গুপ্ত শিউরে উঠলেন, ডলি সুধী ও উজ্জয়িনীর দিকে চেয়ে তাদের ভাবান্তর না দেখে আশ্বস্ত হলো।

বাক্যালাপ এতক্ষণ বুলুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল, ক্রমে সুধীর অভিমুখে অগ্রসর হলো। একে একে সকলে তার দিকে ঘুরে বসলেন। বুলু জোর করা রসিকতার দ্বারা সকলের কর্ণ আকর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। ছিল একশ্চন্দ্র, হলো অমাবস্যার চন্দ্র।

মন্মথ হচ্ছেন সেই জাতের ব্যারিস্টার যাঁরা চুলচেরা তর্ক করেন না, আইনের কূট প্রশ্ন যাঁদের জিহ্বাগ্রে নয়। যাঁরা তথ্যের জন্যে চোখ কান খোলা রাখেন, প্রয়োজন হলে তথ্য তৈরি করেন। তাঁর হাতে যে মামলা পড়ে তা হয়ে ওঠে ডিটেক্‌টিভ নভেল। যাঁরা একখানা দলিলের দশরকম মানে বার করেন মন্মথ তাঁদের একজন নন, তিনি দলিলের

পর দলিল সাজিয়ে ধরেন, পূর্বাপর একটি সূত্রের খেলা। তিনি ব্যাখ্যাকারী নন, যাদুকর।

"ছাট ওয়াজ স্মার্ট ওয়ার্ক, চাকারবাটি।" মন্মথ বললেন সুধীকে। "আমার আন্তরিক কন্‌গ্রাচুলেশন। আপনি ভেক নিয়েছেন যোগীর, তাতে পসার জমবে খুব।" কিসের পসার তা তিনি ভাঙলেন না, তবে স্ত্রীর প্রতি তির্যক দৃষ্টিপাত করলেন।

"ও কী বলছ, মন্মথ!" মিসেস গুপ্ত সুধীর পক্ষ নিলেন। "সুধী তার জাতীয় পোশাক পরেছে, তার এই মনের জোরকে শ্রদ্ধা করতে হয়, আমরা যে শাড়ী পরি এদেশেও তা কি আমাদের ভেক?"

মন্মথ তর্ক করেন না, করলেন না। দুষ্ট হেসে সিগরেট ফুঁকতে থাকলেন স্ত্রীর দিকে চোখ মিট মিট করে। ডলি তা দেখে ক্ষেপল। বলল, "কোনো কোনো লোকের ধারণা সংসারে সাধু সজ্জন নেই, প্রত্যেকেই এক একটা ভেক ধারণ করেছে।"

"গুডনেস!" মন্মথ সন্ত্রস্ত স্বরে বললেন, "চক্রবর্তী হয়তো ভাববেন আমি তাঁকে অসাধু বা অসজ্জন বলে বক্রোক্তি করেছি। গুডনেস! মেয়েদের সম্মুখে সুরসিককেও রসের নিবেদন করতে নেই, আমার মনে থাকে না।"

সুধী বলল, "চায়ের পাত্রের ভিতর ঝড়ের আবির্ভাব বলে একটা কথা আছে। এও তেমনি কফির পাত্রের ভিতর। মিস্টার মিত্র যে আমাকে সুরসিক মনে করেন এই আমার পুরস্কার।"

ঝড় থামল। নানারকম কথাবার্তার পর সুধী উঠল, তার শোবার সময় অতিক্রান্ত হয় হয়। উজ্জয়িনী তার দিকে এগিয়ে এসে বলল, "কী খবর, সুধীদা?"

"খবর খুব আশাপ্রদ নয়। তবে কিছুই বলা যায় না সাক্ষাৎকারের আগে। কবে তোমার সময় হবে?"

"আমার আবার সময় অসময় কী?" উজ্জয়িনী গায়ের জোরে হাসল।

"না, না। নতুন দেশে এসেছ। নিশ্চিন্ত মনে বেড়াও, সব জিনিস দেখ, ফূর্তি কর। নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোক। যাক কিছু দিন।"

৫

দে সরকার একদিন অতর্কিতে হানা দিল। বলল, "ফাদার কন্‌ফেসর, এই পাপাত্মার কি পরকালে অনন্ত নরক? শোনেন তো বলি আমার আখ্যান।"

সুধী বুঝল নিষ্কৃতি নেই। দে সরকারের প্রেমাবদান অবধান করতেই হবে। হেসে বলল, "শুধু শুনব? শ্রবণ ব্যাপৃত থাকবে, দশন হবে বেকার?"

দে সরকার যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, "কী খাবেন, বলুন। সেবারকার মতো খিচুড়ি? এই তো খিচুড়ি খাবার দিন। কী বৃষ্টি, কী অন্ধকার! হি হি হি হি। কী শীত রে বাবা! সোনার ভারত ছেড়ে কেন যে আমরা এই স্বর্ণ লঙ্কায় আসি! তা হলে খিচুড়ি?"

সুধী বলল, "বেশ। আমি সঙ্গে কিছু এনেছি হে। পাঁপর, বড়ি, কাসুন্দি, স্বর্ণ লঙ্কা না হোক শুষ্ক লঙ্কা, হলুদ, গোলমরিচ, ধনে, মসুর, অড়হর—"

দে সরকার সহর্ষে নৃত্য করল। "থ্রী চীয়ার্স। হিপ হিপ হুরে। বন্দে মাতরম্। আল্লা হো আকবর।"

"চিনি আতপ, গব্য ঘৃত, যব ও গোধূম চূর্ণ—"

"ছাতুখোর মেড়ো কোথাকার।" দে সরকার লালামিশ্রিত শব্দ নিক্ষেপ করল।

"আরো আছে। আমার ভাঁড়ারে তোমাকে ঢুকতে দিচ্ছি নে। কথা আছে উজ্জয়িনী রাঁধবে আর আমি খাব।"

উজ্জয়িনীর নাম শুনে দে সরকার পাংশু হয়ে গেল। তারপর সপ্রতিভভাবে বলল, "আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব।"

দে সরকারের গ্যারেটে খিচুড়ির ভোজ। উপস্থিত ছিল দুটি মাত্র ভোক্তা, অতিথি সুধী ও গৃহস্থ দে সরকার। বিভূতিকে ডাকতে উভয়েরই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিভূতির পেটে কথা থাকে না, যা শুনবে তা পল্লবিত করে শোনাবে, হাঁড়ি ভাঙবে যত্র তত্র। ইতিমধ্যেই রটে গেছে বুলডগ ড্রামণ্ডের সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, সমুদ্রলঙ্ঘন, লঙ্কাদাহ, জানকী উদ্ধার। সত্যমিথ্যা মিলিয়ে বিভূতি যে খিচুড়ি রেঁধেছে সেই খিচুড়িই সে খাক ও খাওয়াক। তার অন্ন খিচুড়ি খেয়ে কাজ নেই।

"আচ্ছা, চক্রবর্তী, সুশৃঙ্খল সমাজে প্যাসনের স্থান কোথায়? তার জন্যে সামাজিক রুটিনে একটি নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টা আছে কি? পারিবারিক জীবনের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য কী করে সম্ভব?"

"এর উত্তর কি এক কথায় দেওয়া যায়? তুমি নিজে কী উত্তর প্রত্যাশা কর?"

"আর যে উত্তর প্রত্যাশা করি না কেন, না-বাচক উত্তর নয়। তুমি প্রজ্ঞামার্গী, তুমি তো সাধারণ শুচিমার্গী নও। তোমার নীতির সংজ্ঞা হবে প্রচলিত সংস্কারের চেয়ে উদার তথা কঠোর। চক্রবর্তী, তোমার কাছে আমি মন খুলি কেন? কারণ তোমার বিচারে

আমার আস্থা আছে। সে বিচারে খালাস পেলে আমি নিজের বিচারেও নির্দোষ।"

সুধী ভাবনায় পড়ল। বলল, "তথ্য না শুনে অভিমত দিতে পারছিনে। বল তোমার গল্প।"

দে সরকার অনুরুদ্ধ না হলেও বলত। হয়ে তার সঙ্কোচ কেটে গেল। বলল, "দেখ, একটা কথা গোড়ায় জানিয়ে রাখি। আমি কণ্টিনেণ্টে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম কাজকর্মের খোঁজে। প্রেমের অভিসারে নয়। পরন্তু পণ করেছিলুম যে প্রেমে পড়ব না, পড়ব না, পড়ব না। হাসছ? কিন্তু আমি যাই বঙ্গে, আমার কপাল যায় সঙ্গে।"

"তোমার পতনপ্রবণতা অসামান্য।" সুধী টিপ্পনী কাটল।

"যৌবন মহাপ্রস্থানের পথে সকলে তো তোমার মতো যুধিষ্ঠির নয়, চক্রবর্তী। ভীমার্জুনেরও পদস্খলন হয়।" দে সরকার করুণ হাসল। "কিন্তু শোনো, তোমাকে বলে যাবারও সময় ছিল না, জাওরস্কি ও হোলস্টাইন আমার মত না নিয়ে আমার টিকিট কিনে ফেলেছিল, আমাকে একরকম টেনে নিয়ে গেল হল্যাণ্ড হয়ে জার্মানীতে। সেদেশ ঘুরে বার্লিনে হোলস্টাইন সঙ্গ ছাড়ল। আমি চললুম জাওরাস্কর সাথে পোল্যাণ্ডে। ওয়ার্সর অনতিদূরে ওর বাড়ি, খুব যত্ন পেলুম, কিন্তু যে জন্যে যাওয়া তার কোনো সুবিধা দেখলুম না। জার্মানীতেও দেখিনি। স্থির করলুম চেকোস্লোভাকিয়া দিয়ে ফিরব, একবার বাটার কারখানায় ঢুঁ মেরে।...আরো দিই? খাও হে খাও, মটরশুঁটি মেশানো, ঘৃতপক্ব।"

সুধী উপভোগ করছিল। দে সরকার উপাদেয় রাঁধে।

"জাওরস্কির মা আমাকে একখানি বহুমূল্য টেবল ক্লথ উপহার

দিয়েছিলেন। অমন টেবল ক্লথ পোল্যাণ্ডেই হয়। আমিও কিছু সিল্ক কিনেছিলুম, অমন আমি কিনেই থাকি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বান্ধবীদের প্রদান করতে।”

সুধী খেতে খেতে হেসে উঠল।

“হাসছ কেন হে? শোন। তারপর হয়েছে কি, চেকোস্লোভাকিয়ার সীমান্তে কাস্টম্‌সের লোক ট্রেনে উঠেছে। ‘সিগার, সিগরেট, সিল্ক—’ আমি অস্বীকার করতে পারিনে। বলি আছে আমার সঙ্গে তোমার তালিকাভুক্ত দ্রব্যজাত, কিন্তু আমি তো চেকোস্লোভাকিয়ায় বাণিজ্য করতে আসিনি, বাস করতেও না। মাশুল লাগে তো ইংলণ্ডে লাগবে। কে করে কথা বোঝে! আমি বলি ইংরেজীতে, সে বলে চেক ভাষায়। কামরায় জার্মানভাষী জনকয়েক ছিল, কিন্তু তারা আমার বক্তব্য বুঝলে তবে তো লোকটাকে সমঝাবে। আমি নাচার হয়ে অন্য কামরায় অনুসন্ধান করলুম, কেউ কি ইংরেজী বোঝেন। কেউ না, কেবল একটি মহিলা ফরাসীঘেঁষা ইংরেজীতে জবাব দিলেন ‘আ লিংল্’। তাঁকে উচ্ছ্বসিতভাবে জানালুম আমার আপদ। তিনি কাস্টম্‌সের লোককে ভাঙা ভাঙা জার্মান ভাষায় আমার বক্তব্য তর্জমা করে শোনালেন। আপদ কেটে গেল। আমি বললুম, কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ দেব, আপনি আমার তারিণী। তিনি হেসে অস্থির। আমি বললুম, আমাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ দেওয়া আপনার কর্তব্য। আসুন একত্র কিঞ্চিৎ জলযোগ করা যাক।....ও কি তুমি জল খাচ্ছ কেন? এরি মধ্যে খাওয়া শেষ? না, না, খেতে হবে এইটুকু।”

সুধী বলল, “আমার আহার পরিমিত। অনুরোধ করলে অত্যাচার করা হয়।”

"বেশ, খালি পেটে রাত কাটুক। আমার কী? কিন্তু শোন। তিনি রাজি হলেন। আমরা রেস্তোরাঁ কারে গিয়ে সামনাসামনি বসলুম। জানতে পারলুম তিনি ফরাসী সুইস, দেশে ফিরছেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন, আপনি প্রাগ দেখবেন না? আমি বললুম, ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আপনাকে দেখবার পর প্রাগ দেখবার ইচ্ছা নেই। তিনি তা শুনে নির্বাক। শেষপর্যন্ত কী ঘটল তাই বলি। তিনি আমাকে প্রাগে নামতে প্রবর্তিত করলেন, নিজে নামলেন। সেখানে তাঁর এক বান্ধবীর ফ্ল্যাটে দুজনে পৌছলুম। বান্ধবী বললেন, খাবেন এইখানে, কিন্তু থাকার পক্ষে স্থানাভাব, পাশের গলির হোটেলে ঘর ঠিক করে দিচ্ছি। ডিনারের পর আমাকে বিদায় দিতে এসে আমার সহযাত্রিণী দেখলেন আমি শীতে কাঁপছি। সেদিনটা ছিল ঠাণ্ডা। বললেন, আপনার গরম কোট নেই দেখছি, আমারটা নিয়ে যান। আমি বললুম, মেয়েদের কোট পরলে লোকে টিটকারী দেবে। তিনি বললেন, কে লক্ষ করতে যাচ্ছে? কাছেই তো হোটেল। অগত্যা আমি মেয়েদের কোট পরে প্রাগের রাস্তায় অম্লানবদনে হাঁটলুম।"

"অমন দুঃসাহসের কাজ এই রেকর্ডভঙ্গের যুগেও বিরল।" সুধী বলল।

"ভেবেছিলুম কেই বা লক্ষ করছে? সুইজারলণ্ডে যা মেয়েদের কোট তা প্রাগের চোখে ভারতীয় কোটও তো হতে পারে! কিন্তু পরদিন আমার সহযাত্রিণীর বান্ধবী বললেন, মেড আপনাকে মেয়েদের কোট পরে চলতে দেখেছে বলছে, কথাটা কি সত্য?"

"অমনি কত মেডই না দেখেছে।" সুধী হাসল।

"আমার মুখ দেখানো দায় হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও আরো দুদিন থাকলুম ও একখানা গরম কোট কিনলুম। আমার

সহযাত্রিণী বললেন, বাটার গ্রামে যাবেন না? আমি বললুম, আসতে যেতে দুদিন লাগবে। একা যেতে প্রবৃত্তি হয় না, অথচ আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতেও অনিচ্ছুক। দেশে ফিরতে আপনার দেরী হয়ে যাচ্ছে। বাটার কারখানা স্থিতিশীল, আবার কোনোবার দেখব। কিন্তু আপনাকে তো আর পাব না। দুজনে একসঙ্গে প্রাগ ছাড়লুম। তাঁর পথ ও আমার পথ কতকদূর পর্যন্ত এক পথ। দুজনে গল্প করতে করতে চললুম। পথে নুর্নবের্গ, ভাগনারের অপেরা মাইস্টার-সিঙ্গার মনে পড়ল। বললুম, আবার কবে এদিকে আসা ঘটবে, একবার দেখতে সাধ যায়। তিনি বললেন, আমারও। দুজনে নামলুম। হোটেলে ভাগ্যক্রমে পাশাপাশি ঘর পাওয়া গেল। কিন্তু ডিনারের সময় তিনি বললেন তাঁর মাথা ধরেছে, আমি যেন একা খেয়ে আসি। আমি বললুম, তা হয় না। খাবার উপরে আনিয়ে নিই, ঘরে বসে খাওয়া যাবে। তাই হলো। খাওয়া-দাওয়ার পরে আমি বললুম, আপনি সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ুন, কাল শহর দেখতে ও ট্রেন ধরতে হবে। তিনি বললেন, আচ্ছা। আমি আমার ঘরে গিয়ে গাইডবই খুলে দ্রষ্টব্য স্থানের নামগুলি জেনে নিলুম ও প্রোগ্রাম তৈরি করলুম। কাপড় ছেড়ে ছাড়া কাপড় রাখবার জায়গায় গিয়ে দেখি পর্দার আড়ালে কাপড় ঝোলানোর শিক, শিকের ওধারে এক চোরা দরজা। আলি বাবা সুড়ঙ্গের দ্বার দেখে যা করেছিল আমিও তাই করলুম। কৌতূহলী হয়ে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। ও ঘর থেকে আওয়াজ এলো, কে? তিনি হয়তো ভাবতে পারেন চোর কি ডাকাত, আমি যদি সাড়া না দিই। আমি বললুম, আমি। চোরাদরজার পিছনে কী আছে পরীক্ষা করতে গিয়ে আপনার ঘর খুলেছি, মাফ করবেন। তিনি হেসে বললেন, আসুন

না। আমি রাতের কাপড় পরা অবস্থায় যাই কেমন করে? কিন্তু কে আমাকে চালিয়ে নিয়ে গেল।"

সুধী বলল, "তারপর?" তার আগ্রহ জাগরিত হয়েছিল।

৬

দে সরকার বলতে লাগল, "তারপর আমি তাঁর শিয়রে বসে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলুম, আমি কি ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম? তিনি বললেন, না। আমার ঘুম আসেইনি। কিছুক্ষণ গল্প করার পর তিনি বললেন, আপনি কতক্ষণ আমার সেবা করবেন? ঘুমিয়ে পড়ুন। আমি বললুম, হাঁ। ঘুমোনোই আমার উচিত, দুজনে অসুস্থ হলে কে কাকে দেখবে শুনবে। তিনি বললেন, আপনার হৃদয় মমতায় ভরা। কেন যে আমার প্রতি আপনার এত মমতা। আমি বললুম, কেন তা যদি আপনি নিজে না বুঝে থাকেন তবে আমি কী করে বোঝাব? তিনি বললেন, আমার সন্দেহ হয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। আমি বললুম, কেন সাহস হয় না? তিনি বললেন, আপনি যদি আমার সম্বন্ধে সব কথা জানতে পান তবে আপনার এত মমতা হয়তো অন্তর্হিত হবে। আমি বিবাহিতা।...যদিও আমি তা অনুমান করেছিলুম আচরণে তারতম্য লক্ষ করিনি। একটু ধরা গলায় বললুম, আমি ভালোবাসি আপনাকে, আপনার অবিবাহিত অবস্থাকে নয়। তিনি বললেন, ঈশ্বর জানেন আমি আপনাকে প্রতারণা করতে চাইনি। আমি পোল্যাণ্ড ত্যাগ করে এসেছি চিরকালের মতো। আপনি পোলদের আতিথেয়তার খুব সুখ্যাতি করেন, কিন্তু বধূর প্রতি তারা তেমন সদয় নয়, বিশেষ

সে যদি বিদেশিনী হয়ে থাকে।...আমি ব্যথিত হলুম। সে বলল, চল আমাকে আমার দেশে পৌঁছে দেবে। তোমারও হবে সুইটজারলণ্ড দেখা। আমি বললুম, আমিও তাই ভাবছিলুম। আমি উঠতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু সে বলল, এখনি উঠবে? বস, আজকের দিন তো ফিরবে না। তার স্বর, তার চাউনি, তার ব্যথা, তার প্রীতি আমাকে ব্যাকুল করে তুলল। আমি হঠাৎ তার মুখে দীর্ঘ চুম্বন মুদ্রিত করে দিলুম।"

সুধী হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "দে সরকার!"

"সে চুম্বন যেন ফুরায় না। পনেরো মিনিট চলে গেল, চুম্বন যেন চুম্বক। আমার মাথায় পাগলামি চাপল। আমি বলে উঠলুম, কে আমাকে বারণ করছে এই ঘরে শুতে? সে বলল, তোমার বিবেক। আমি বললুম, তুমি করছ না তো? সে বলল, না।...পরদিন আমরা শহর দেখে বেড়ালুম। তেমন আনন্দ কস্মিন কালে পাইনি। সন্ধ্যায় ফিরে আমি বললুম, আমারও বুঝি অসুখ করল। সে বলল, সত্যি? আমি বললুম, মিথ্যা হলে ক্ষতি কী? সে বলল, কে বলছে ক্ষতি? তোমার বিবেক? আমি বললুম, তুমি বলছ না তো? সে বলল, না। সেদিন রাত্রে আমার ঘরে সে শুলো।"

"ওহ্! দে সরকার!"

"কি ঠাকুর? পাপের সীমা নেই! না? ঠাকুর তোমার পায়ে নমো, নমো, পাপিষ্ঠ এই অক্ষমেরে ক্ষমো। এত দীর্ঘ জীবনে দুটিমাত্র রাত, হয়তো এ জীবনে সেই শেষ। মনে কর সে ছিল দুষ্মন্ত রাজা আর আমি শকুন্তলা। কিন্তু শোনো সবটা। তার সঙ্গে আমি সুইটজারলণ্ড চললুম। তার বাড়ি ভেস্তে। সে

বলল, বাড়িতে তোমাকে নিয়ে গেলে মা'র সামনে সহজ ব্যবহার করতে পারব না, মা টের পাবেন। তুমি মঁত্রোতে থাক, আমি রোজ দেখা করে যাব। মঁত্রোর একটা হোটেলে উঠলুম। প্রথম প্রথম বিরহে ম্রিয়মাণ হয়েছিলুম। তারপর সারাদিন তার সঙ্গে কাটত, রাতটা কেবল একা একা। সেখানেও চাকরির বা ব্যবসার সুরাহা হলো না, সুইসরা ভারি হুঁশিয়ার। আমি বললুম, আর তো চলে না, লণ্ডনে ফিরতে হয়। তুমিও এসো। সে বলল, তুমি ছাত্র, তোমারই কত অভাব, আমি কেন তোমাকে ভারাক্রান্ত করব। যদি একটা কাজ পাবার আশা থাকত আসতুম নিশ্চয়। আমি তেমন কোনো আশা দিতে পারলুম না। সেও দিতে পারল না আমাকে তার দেশে কাজ পাবার আশা। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দিন দিন আত্মসর্বস্ব হয়ে উঠছে, জাতীয় স্বার্থপরতা ব্যক্তিকে বলিদান করছে। সে বলল, দেখ যদি আমার জন্যে কোনো কাজ পাও আমাকে একটা খবর দিয়ো, আমি আসব। আমি বললুম ঠিক একই কথা। কিন্তু কোনোপক্ষের মনে আশার সঞ্চার হলো না।"

সুধী সমবেদনায় নীরব রইল। দে সরকার তাকে উৎসুক বলে ভ্রম করে বলল, "এই আমার গল্প। আর কী চাও? ছোটগল্পের শেষ লাইন এ ছাড়া আর কেমন ধারা হবে? বলতে পারতুম যে স্টেশনে আমরা কান্না চেপে হাসতে হাসতে বিদায় নিলুম, জোরে হাঁকলুম পুনর্দর্শনায় চ। ট্রেন চললে পর ঘটা করে রুমাল নাড়ানাড়ি করা গেল। তারপরেও চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছে, হচ্ছে, হবে। কিন্তু এসব তো ছোটগল্পের অন্তর্গত নয়। কেন বলব?"

সুধী তথাপি নীরব। দে সরকার বকে চলল, "রূপগুণের বর্ণনা প্রেমের গল্পে অবান্তর। কেউ তো রূপগুণের প্রেমে পড়ে না, পড়ে অব্যক্ত সঙ্কেতের। সঙ্কেত ক্ষেত্রভেদে বিভিন্ন। এক্ষেত্রে যে কী তা আমিই স্পষ্ট করে জানিনে। প্রত্যেক প্রেমের একটি কোড ওয়ার্ড থাকে। সেই মন্ত্রটি আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারে কোন এক সময় উচ্চারণ করেছি। আমাদের সম্পর্ক মন্ত্রপূত।" দে সরকার নিজের রসিকতায় নিজে হাসল।

সুধী বলল, "আমি বিচারক নই, বন্ধুজন। সেই অধিকারে তোমাকে বলি, কেন তুমি একটার পর একটা সমস্যা সৃষ্টি করে আপনি কষ্ট পাচ্ছ, অপরকেও কষ্ট দিচ্ছ? আমার বিচারে খালাস হলে কি কষ্ট থেকে খালাস পাবে?"

"কষ্ট!" দে সরকার গদ্‌গদ স্বরে বলল, "একবার মৃত্যুর ওপার থেকে ফিরে এসে লাজারাস যদি ফিরে বার মরতে ভয় করে তবে সেটা হয় হাস্য রসাত্মক। আমাকে বিদূষক সাজিয়ে তোমার কী সুখ, বন্ধু! তুমি কি মনে কর যার দুই চোখ গেছে সে চশমার অভাবে কষ্ট পায়!"

"না, ভাই। অমন উপমায় নিজকে বিড়ম্বিত করতে নেই। জীবনের উপর অভিমান পোষণ করা জীবিতের লক্ষণ নয়। জীবন কি তোমার সঙ্গে শত্রুতার ছল খুঁজছে? জীবন কি দুর্বল হিংসুটে প্রতিবেশী? দে সরকার, আমি লক্ষ করেছি তুমি জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক, জীবনের কাছে অতিরিক্ত আশা করেছিলে বলে।"

"তুমি নেহাৎ ভুল করনি। কিন্তু শিশু যদি মা'র কাছে অতিরিক্ত কিছু আশা করে মা তাকে সাত চড় মেরে রাস্তায় বসিয়ে যায় না।

না, চক্রবর্তী, আজ তোমাকে বিচার করতে হবে, ওকালতি না। আমি জানি যে জীবন কোম্পানীর যতগুলি উকীল আছে তাদের মধ্যে রবি ঠাকুর একজন, তুমি আরেক জন।" দে সরকার একটা সিগার মুখে পুরে চাঙ্গা হয়ে উঠল। "আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। সুসমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় প্যাসনের স্থান যদি থাকে তবে তা কোথায়? সমাজই স্বেচ্ছায় সে স্থান দেবে, না প্যাসনকে সে স্থান নিজের জোরে করে নিতে হবে? ডাকাতকে অহরহ রাজ্য দখল করতে দেখি। প্যাসনও কি তেমনি নির্লজ্জ হলে তেমনি সফল হবে ও তেমনি সফল হলে তেমনি পূজ্য হবে? তাই যদি হয় নিয়ম তবে আজ কষ্ট করলে কাল কেষ্ট হব।"

সুধী আশ্চর্য হয়ে বলল, "কেষ্ট পাবে?"

"না হে না। কেষ্ট পাব বলিনি। কেষ্ট হব। আমার নাম কুমারকৃষ্ণ। কৃষ্ণ আমার অর্ধেক বয়সে কৌমার্য ত্যাগ করলেন, তাইতে তাঁর কত সম্মান! আমিও আর কুমার নই। কেবল আমার হীনতা এই যে আমি তাঁর মতো হৃদয়হীন নই। প্যাসন আমার দেহে মনে হৃদয়ে। তিনি কাঁদতে জানতেন না, আমি কাঁদুনে। তাই বলছিলুম যদি কষ্ট করে কান্না ছাড়তে পারি তবে আমি আমার সমনামা পুরুষের মতো জীবিতকালে সমাজপতি—দুই অর্থে—এবং জীবনান্তে পরম গতি হব।"

সুধী স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। দে সরকারের কাঁটা কোথায় তা সে বুঝতে পেরেছিল। তা বিরহে নয়, বিচ্ছেদে নয়, তা আত্মকর্তৃত্বহীনতায়।

"রাত অনেক হলো, অনেক দূরের পাল্লা, উঠি তা হলে।" সুধী বলল।

"সে কী! আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উঠলে!"

"উত্তর দেবার কী আছে? পৃথিবীতে ভূমিকম্প থাকবে, মাঝে মাঝে সাজানো বাড়িঘর ধ্বস্ত হবে, নিরীহ অধিবাসী নিহত হবে। ভূমিকম্পের প্রতিষেধক আবশ্যক, প্রতিকারও প্রয়োজন। কিন্তু তাকে 'আসুন মশাই, বসুন এখানে' বলি কী করে? তুমি সমাজে চাও সামাজিক ভূমিকম্পের স্বীকৃতি। তা হয় না। সমাজ ও আপদ সহ্য করে বটে, ভ্রান্ত হয়ে পূজাও করতে পারে। কিন্তু স্বীকার করতে গেলে প্রাণে ঘা লাগে।"

দে সরকার ভ্রূকুঞ্চিত করল। "চক্রবর্তী, আমি জানি আমাদের দেশে কলেরা ও বসন্ত পূজা পায়। কিন্তু সে প্রাণের দায়ে। প্যাসনে প্রাণের দায় নেই, প্রকৃতি তাকে প্রাণেরই অঙ্গীভূত করেছে। যা প্রাণের ঘরের জিনিস তাকে সমাজ যদি স্বীকার না করে তবে সমাজের সঙ্গে প্রাণের সংঘর্ষ ঘটল। সমাজের প্রাণে ঘা লাগলে সে ঘা প্রাণেরই ঘা। রুদ্ধ বাতায়নে বাতাসের ঘা। প্রকৃতির সঙ্গে সমাজের যে কলহ তাতে প্রকৃতিই ঠিক, সমাজ বেঠিক। আমার প্রাণ থেকে এই বাণী উদ্‌গত হচ্ছে, চক্রবর্তী। চল তোমাকে টিউবে দিয়ে আসি।"

সুধী চলতে চলতে বলল, "প্রকৃতিকে আমি কম ভালবাসিনে, কিন্তু সমাজকে ভালোবাসি আরো বেশি। সুন্দরবনের বাঘ সুন্দর হলেও তাকে দূরে রাখতে হয়, ঘরে স্থান দেওয়া মারাত্মক।"

৭

উজ্জয়িনীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও, এ কথা দে সরকারের জিহ্বাগ্রে ঝুলছে আজ ক' দিন। ছিটকে পড়লে যদি সুধী পাল্টা

শুধায়, "কেন বল তো? এত আগ্রহ কিসের?" সেই আশঙ্কায় দে সরকার নানা কথার জাল বুনে আসল কথাটা ঢাকা দিয়েছে।

সুইটজারলণ্ডের বান্ধবীর কাহিনী সুধীর কানে তোলার পর দে সরকারের আর সন্দেহ রইল না যে তার আলাপ করবার অভিপ্রায়কে সুধী সন্দেহ করবে। অগত্যা সে বিভূতির শরণাপন্ন হলো। উক্ত মহাপুরুষের দর্শন কিন্তু আশুলভ্য নয়। বিভূতিভূষণের আই সি এস পাস করা হয়ে গেছে! অধুনা তিনি আইন পড়ছেন। সে পড়া কি যেমন তেমন পড়া! রাত্রি বারোটার সময় বিছানায় পড়েন, পড়া থামে বেলা বারোটায়। ততক্ষণে দে সরকার স্কুল অফ ইকনমিক্‌সের সুবৃহৎ লাইব্রেরীতে পুঁথি নাড়াচাড়া করছে ডক্টর হবার স্পর্ধায়। সন্ধ্যায় যখন সে ফেরে ততক্ষণে বিভূতি ফেরার। এত বড় লণ্ডন শহরে কে তার সন্ধান দেবে!

যা হোক ইচ্ছা যেখানে উপায় সেখানে। দে সরকার এক দিন বিভূতিকে পাকড়াও করল তার শয়নমন্দিরে। "গেল, দিনটা মাটি হয়ে! কার মুখ দেখে উঠেছি! কাপ অফ টী ফর ইউ?" বলল বিভূতি।

দে সরকার বলল, "বেলা বারোটার সময় কোনো উল্লুক চা খায় না।"

"মাইরি! বারোটা বেজেছে? তাইতো! স্টুপিড বুড়ী আমাকে আটটার সময় জাগিয়ে দেয়নি কেন? আজই ওর গর্দান নেব।"

"রাখ! তোমার ব্রেকফাস্টের খরচ বেঁচেছে বুড়ী বেচারির এই যথেষ্ট লোকসান। ও কী! কসরৎ করবে তো বিছানায় বসে বসে কেন?"

"কেন? এই কম কী? দেখছ না কেমন ঘাম ঘাচ্ছে?"

বিভূতি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। মোটা মানুষ। দেশ থেকে এবার হাতী হয়ে ফিরেছে।

ড্রেসিং গাউন গায়ে দিয়েই বিভূতি লাঞ্চ অবধি সারল। দে সরকার তার সঙ্গ রাখল। আহারান্তে দে সরকার বলল, "তোমার সেই প্রথমা প্রিয়ার বার্তা কী হে ?"

"তিনি," বিভূতি বিষণ্ণ বদনে বলল, "সত্বর বিদায় নিচ্ছেন স্থানীয় সোসাইটি থেকে। লণ্ডন যা হারাচ্ছে কলকাতা তা পাবে।"

"অহো! কী শোকাবহ! তা তিনি কি একা যাচ্ছেন, না—"

"ষাট! ষাট! একা যাবেন কোন দুঃখে? সঙ্গে তাঁর জলজ্যান্ত স্বামী।"

"না হে। তা মনে করে বলিনি। স্বামীটিকে রেখে যেতেন কার কাছে? নিয়ে গেলে ভোগে লাগবে। তা যাক। কথা হচ্ছে ......কথা হচ্ছে তাঁর মা ও বোন এঁরাও কি ইতিমধ্যে এদেশ দেখে নিয়েছেন ?"

বিভূতি মাথা নুইয়ে বলল, "তাই বল। না, দেবী থাকছে। তার স্বামীর নাম কী ? ইসে ..”

"বাদল সেন।"

"বাদল স্যান। বাদল স্যান নাকি 'ইস্ট এণ্ডে বাস করছে, কী দুঃসাহস! মাসিমা বললেন, না, সেখানে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হতে পারে না। স্বামীই হল্যাণ্ড পার্কে আসুক। বাদলকে ফোন করলে সে জবাব দিল, অত দূর কি পায়ে হেঁটে যেতে পারি! গাড়ীতে যাবার সঙ্গতি নেই। শোন কথা!"

"তারপর ?"

"মাসিমা প্রস্তাব করলেন, আমি গাড়ী পাঠিয়ে দিই? বাদল উত্তর দিল, কেন ঋণী করবেন গরীবকে?"

দে সরকারের মনে পড়ল যে তাকেও বাদল গরীবিয়ানার চাল দেখিয়েছিল।

"কাজেই সাক্ষাৎকার শিকায় ঝুলছে। কবে হবে কেউ জানে না। মাসিমাও এদেশে কিছুকাল না থেকে নড়ছেন না।"

"বেশ। বেশ। সে তো অতি উপাদেয় সঙ্কল্প।" দে সরকার সাহ্লাদে বলল।

"হাঁ। এই তাঁর প্রথম এদেশে আগমন। করোনেশনের সময় আসতে চেয়েছিলেন, তখন উজ্জয়িনী হলো। যুদ্ধের সময় কী করে আসেন? শান্তির সময় আসবেন ঠিক ছিল, হঠাৎ তাঁর মায়ের অসুখ করল, হবি তো হ পক্ষাঘাত। তারপর—"

"হয়েছে। হয়েছে। বাকিটা আমিও বানিয়ে বলতে পারি। মেয়েদের সোসাইটি প্রবেশ, নব নব নির্বন্ধ, অবশেষে বিবাহ। এই তো?"

"তুমি কী করে জানলে বল তো?" বিভূতি বাস্তবিক বিস্মিত হলো। "ওহো! তুমি নিশ্চয় খবরের কাগজে পড়েছ।"

যাক গে। প্রতিবাদ করে কী হবে! দে সরকার বলল, "চল না, ওদিকে ঘুরে আসি। আমি তোমার বন্ধুলোক। আমাকে ওঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া কি তোমার উচিত নয়, নাগ? কথাটা যে আমার দিক থেকে উত্থাপন করতে হলো এ লজ্জা তোমার।"

বিভূতি তরল হয়ে বলল, "তা তো বটেই, তা তো বটেই। কিন্তু আমার মনে একবারও উদয় হয়নি যে তুমি ওঁদের অপরিচিত। তুমি বাদল সানকে চেনো?"

"চিনিনে? এই তো সেদিন তার সঙ্গে দেখা করে এলুম, এক মাসও হয়নি। বাদল আমার পুরাতন বন্ধু।"

"আমার সঙ্গে বিশেষ জানাশুনা নেই। দেখেছি বোধহয় একবার, যেদিন বুলডগ সমেত লণ্ডন ছাড়ি। তা তুমি যখন বাদলের বন্ধু তখন সেই পরিচয়েই তো ওঁদের সঙ্গে আলাপ করে আসতে পারো, আমি না হয় ফোনে তোমার জন্যে দিন নির্দিষ্ট করে দিচ্ছি। আমি—বুঝলে কিনা—ডলি থাকতে ঘন ঘন যাতায়াত সুদৃশ্য মনে করিনে।"

বিভূতি দে সরকারের জন্যে য়্যাপয়েন্টমেন্ট করল। সেই দিন সন্ধ্যার পরে।

দে সরকার সাড়ে আটটার সময় উপস্থিত হলো। ডিনার সবে সারা হয়েছে। কানে বেতারের রিসিভার চেপে উজ্জয়িনী শুনছে নাট্যাভিনয়। মিসেস গুপ্ত সেলাই করছেন। ডলি ও তার স্বামী নৃত্যে গেছেন।

"আপনিই মিস্টার দে সরকার? মিস্টার দে সরকার, মিসেস উজ্জয়িনী সেন। আমার ছোট মেয়ে। শুনলুম এর স্বামী বাদল নাকি আপনার বন্ধু।" (উভয়ের অভিবাদন।)

"আজ্ঞে হাঁ। বাদলের সঙ্গে আমার এই ইংলণ্ডেই আলাপ হয়, তার সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ অন্তরঙ্গতার দাবী রাখি। সেদিন ইস্ট এণ্ডে দেখা করে এলুম।"

"ওহ্! ইস্ট এণ্ডে? দেখুন দেখি, এ কী অঘটন! তার বাবা রোজ খবরের কাগজ দেখছেন। ছেলে আমার আই সি এস হবে, পাসের খবর কই, পাসের খবর কোনখানে? একদিন পাস তালিকা বেরোল, কিন্তু ছেলের নাম নেই।" মিসেস গুপ্ত দুই হাত এলো করলেন।

দে সরকার উজ্জয়িনীর দিকে চোরা চাউনি ফেলছিল। অন্য-মনস্ক ভাবে বলল, "হাঁ! খুব অঘটন। আমি তো তাকে সেই কথা বলি। কী বলছিলুম? হাঁ! অঘটন।"

এই সেই উজ্জয়িনী। আনন্দরূপিণী। শ্যামল কোমল পূরন্ত গড়ন। সুঠাম কমনীয় লীলায়িত তনুভঙ্গ। স্নিগ্ধ ঢলঢল কান্তি, অলস আকুল চাউনি।

দে সরকার ভাবল অনেক মেয়ে আছে তাদের আঁকতে সামান্য কয়েকটা রেখা লাগে, কিন্তু একে আঁকতে বিধাতা রেখার কার্পণ্য করেননি আর সে সব রেখা সরল রেখা নয়। তা বলে এ শুধু ড্রইং নয়, এতে স্নেহের প্রলেপ আছে, এ শুধু রূপ নয়, এ রসের আলিম্পন।

"ইস্ট এণ্ড!" মিসেস গুপ্ত বলতে থাকলেন, "কী করে মানুষের রুচি হয়! আমি তো ভেবে পাইনে কেমন করে সে ওখানে ল্যাণ্ড করল।"

"মিস স্ট্যানহোপ নামে এক ভদ্রমহিলা সেখানে আশ্রম করেছেন। আমার বন্ধুর তিনি গুরু।"

"ওমা তাই নাকি! ইংলণ্ডেও আশ্রম, গুরু! যাব কোথায়! বিবেকানন্দের সম্প্রদায় বুঝি?"

"আজ্ঞে না।" দে সরকার উজ্জয়িনীর সকৌতূহল দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি সঙ্গত করে বলল, "সেণ্ট ফ্রান্সিস হল তাঁর আশ্রমের নাম। আমাদের স্বামীজীরা ভদ্রলোক, তাঁরা কি ছোটলোকের মতো হাঁটু গেড়ে মেজে ধোবেন, তাতে ঘাম যায় যে। হাঁ, বন্যার সময় মেলার সময় খানিক ঘর্ম ক্ষয় করেন বটে, কিন্তু সেও কর্ম ক্ষয়।"

উজ্জয়িনীর কাছ থেকে মৌন সমর্থনও মিলল না, মুখর অনুমোদন

তো দূরের কথা। তবে তার কৌতূহল যেন উত্তরোত্তর বর্ধিত বোধ হলো।

"আমার বন্ধু," দে সরকার আস্বাদন করতে করতে বলল, "ইস্ট এণ্ডের কাঙালীদের নোংরা বুটের ময়লা দাগে দাগী মেঝের উপর ন্যাতা বুলায় নিজের হাতে।"

"য়্যাঁ!" মিসেস গুপ্ত বললেন উজ্জয়িনীর দিকে চেয়ে। "এ মা!" বললেন দে সরকারের দিকে ফিরে। উজ্জয়িনী লজ্জায় অধোবদন হলো।

"আমার তো ভয় হয় সেণ্ট ফ্রান্সিসের মতো সে সেণ্ট বাদল না হয়ে যায়।"

"বল কী! সন্ন্যাসী হয়ে যাবে!" কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন মিসেস গুপ্ত। "তবে আমার বেবী....না, না, না, মিস্টার দে সরকার। আপনি আপনার বন্ধুকে উদ্ধার করুন সেখান থেকে। প্লীজ।"

৮

দে সরকার হাতে রেখে আলাপ করতে জানে। সে দিন যেই তার নিজের মূল্য স্বীকৃত হলো অমনি সে উঠল। বলল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, বাদল আমার পুরাতন বন্ধু, তাকে উদ্ধার করা তো আমারই কর্তব্য। আপনি আশ্বস্ত হোন, আমি অবিলম্বে আপনাকে সুসংবাদ শোনাব। তবে হাঁ," দে সরকার মাতব্বরের মতো বলল, "আপনাকে অতীব সাহস্ফু হতে হবে। ছেলেটি পাগল।"

"য়্যাঁ! পাগল!"

"আজ্ঞে, আপনার কাছে লুকিয়ে লাভ কী? আমার বন্ধু যে একজন মহামানব এই ধ্যান ওর মস্তিষ্ক বিকৃতির উপক্রম ঘটিয়েছে।

আমি চেষ্টা করব, তার নিজের খাতিরে না হোক, আপনাদের খাতিরে।”

এই বলে সে উজ্জয়িনীর প্রতি আড় চোখে চাইল। উজ্জয়িনীর আননে কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি। তার মায়ের হাত নেড়ে দে সরকার সাহসভরে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, “কোনো ভয় নেই। আমরা আছি।” তার হাতে ঝাঁকানি দিয়ে এমন পরিপাটি ‘বাউ’ করল যে কী বলব।

দে সরকার স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ, মাঝে মাঝে বিনা কারণে তার কান্না পায়, ভিতর থেকে ঠেলে বেরোয় বাষ্প। রাস্তায় সে বারংবার চোখ মুছল। যদি কেউ তাকে সেই সময় কোনো প্রশ্ন করত সে একটিও কথা মুখ ফুটে বলতে পারত না, বললে অত্যন্ত কেজো কথাও করুণ শোনাত, গদ গদ শোনাত, আধো আধো শোনাত। কী লজ্জা! অথচ করুণ রস তার অন্তরে নেই, যা আছে তা আনন্দঘন শ্লাঘাবোধ।

“আমার দেশের মেয়ে।” তার অন্তরে কুহরিত হচ্ছিল, “আমার দেশের মেয়ের মতো কোন দেশের মেয়ে? কত দেখলুম, কিন্তু এমনটি দেখিনি। বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ।”

সেই প্রিয়দর্শনা তার মানস নয়নে জাজ্বল্যমান হয়ে রইল, তাকে স্বপ্নেও দর্শন দিল। পর দিন সে উতলা ভাবে আপনাকে আপনি প্রশ্ন করল, পতঙ্গের কেন তারকাতৃষা? কী এর পরিণাম? বাদল তার নিজের দাবী ছাড়লেও উজ্জয়িনী কেন হিন্দু সংস্কার ছাড়বে?

মন প্রবোধ মানে না। দে সরকার পুনর্দর্শনের ছল খুঁজল। বাদলকে উদ্ধার না করে ও বাড়িতে প্রবেশ করে কোন মুখে? অথচ

বাদলকে লক্ষ্যচ্যুত করা শিবের অসাধ্য। যা থাকে কপালে ভেবে ডাকল বাদলকে ফোনে।

"ওহে, চাঁদার কথা বলছিলে। চাঁদা কি এখনো দরকার?"

"একশো বার দরকার। দেয় কে? তুমি দেবে?"

"দিতে পারি যদি এখানে এসে নিয়ে যাও।"

"এ বড় দারুণ শর্ত। দশ দিনে মোটে একটি দিন ছুটি পাই, সেদিনটা একটু পড়াশুনা করে থাকি। বেশ, আমার স্বার্থের জন্যে আশ্রমের স্বার্থ খর্ব হবে কেন? আসব সামনের ছুটির দিন।"

"সে কবে?"

"রোসো, হিসাব করে বলছি।···সামনের বৃহস্পতিবার।"

"তার এখনো পাঁচ দিন দেরি। আরো আগে হয় না?" কাতরস্বরে।

"না, ভাই। আমরা কঠোর নিয়মানুগ।"

"আচ্ছা, তাই হোক। সে দিন কখন আসছ?"

"যখন বলবে। সাড়ে সাতটায় এলে খুব দেরি হবে কি?"

"সে কী হে! তুমি তো আটটার আগে উঠতে না বলে জানতুম।"

"সে সব দিন বিলীন হয়েছে। আমার অনিদ্রারোগ যদিও সারেনি তবু নিয়মের ব্যতিক্রম আশ্রম সহ্য করবে কেন? কাজের ক্ষতি হবে যে। আচ্ছা তা হলে, বৃহস্পতিবার সাড়ে সাতটায় দেখা হবে। বাই বাই।"

"বাই বাই।"

দে সরকার বৃহস্পতিবারের আশায় কাল গুণল। ওদিকে মিসেস গুপ্তর সঙ্গে সাক্ষাতের দিন ফেলল সেই বৃহস্পতিবার, সময় বেলা নয়টা।

বাদল ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এল। শীতের দংশনে তার গাল ও ঠোঁট পুড়ে মলিন হয়েছে। হাত জ্বালা করছে দস্তানার অভাবে। হি হি হি হি করতে করতে সে পায়চারি করতে থাকল, এত সকালে অগ্নিস্থলীতে আগুন ধরানো হয়নি। দে সরকার তার গায় একখানা কম্বল চাপা দিয়ে জোর করে তাকে বসাল।

"তোমাদের অবশ্য সিগরেট খাওয়া বারণ।" দে সরকার মুচকি হাসল।

"না। বারণ আমাদের কোনো জিনিসই নয়। জীবনকে আমরা প্রত্যাখ্যান করিনে, আমরা সন্ন্যাসী নই।"

"নও? বাঁচালে। তোমরা তা হলে সিগরেট—"

"সিগরেটে কেন কোনো জিনিসেই আমাদের লোভ নেই। আমরা নিঃস্পৃহ। তা বলে আমরা অসামাজিক কিম্ভূতকিমাকার হতে যাব কেন? দাওনা একটা, খেয়ে প্রমাণ করি যে খাওয়া ছোঁয়ার বিধিনিষেধ আমাদের জন্যে নয়।"

"ওরে বাপ রে, তোমরা তা হলে পরমহংস!"

"তোমরা যা মুখে আসে বল।" বাদল করুণ হাসল। "আমরা শ্মশানচারী নই, আমরা উৎসবসাথী। জীবন্মুক্ত নই, জীবনমুগ্ধ। আমাদের পূর্বগামী যীশু বিবাহভোজে সুরা সেবন করেছিলেন অপরের আনন্দে কণ্টক না হতে।"

বাদল পরম আয়েসে সিগরেট টানল। বলল, "তোফা তোফা।"

"তা বেশ।" দে সরকার অন্যমনস্ক ভাবে সিগরেট টানতে টানতে বলল, "তোমরা তা হলে বৈরাগী নও। আমি ভাবছিলুম নেড়ানেড়ীর দল।"

"তুমি আমাদের," বাদল বলল, "কাজ করতে দেখেছ, দিনের বেলা

গেছলে। নাচতে দেখনি তো, তাস খেলতেও দেখনি। এসো একদিন রাত্রে।"

"অবাক করলে। আশ্রমে নাচ! তা হলে কবে আমাকে আশ্রমে ভর্তি করে নিচ্ছ তাই আগে বল। আশা করি ইস্ট এণ্ডে সুন্দরী যুবতীর অপ্রতুল নেই।"

"যার যেদিকে নজর।" বাদল উপহাস করল। "আমরা বলি, মানুষকে ভোগসামগ্রী মনে কোরো না। মানুষের অনেক দুঃখ। ধরো, একটি মেয়ের এইমাত্র ছেলে মারা গেছে। তুমি কি তার কাছে কামনা নিয়ে দাঁড়াবে?"

দে সরকার অপ্রতিভ হলো।

"জানি দাঁড়াবে না। জানি সান্ত্বনা দেবে। জানি ব্যথার ভাগী হবে। এখন কথা হচ্ছে নিষ্কাম চিত্তে ব্যথার ভাগী হতে যদি পারো তবে নিষ্কাম চিত্তে সুখের ভাগী হতে কেন পারবে না? আমরা নাচি সুখের ভাগ নিতে, কামনা চরিতার্থ করতে নয়।"

দে সরকার বাদলের স্বরে গভীর অনুভূতির আভাস পেয়ে শ্রদ্ধায় নত হলো। বলল, "ব্যথার ভাগও নিচ্ছ নাকি?"

"যতদূর সামর্থ্যে কুলায়। এই তো আজ পালিয়ে এসেছি। চাঁদা তো উপলক্ষ।"

দে সরকার চমকে উঠল। চাঁদা যে তারও উপলক্ষ। তবে কি বাদল তার মনের খবর জানে?

"মন বলে কাপুরুষতা এই পলায়ন। কিন্তু প্রাণ বলে এ আমার আত্মরক্ষা। সকলে নিজ নিজ ক্ষমতার পরিমাপে ওজন বইছে। আমি যদি ভাবি যত দুঃখ আছে সব আমি একা বইব তবে তা আমার সইবে কেন? কিন্তু বিমুখ হতেও পারি না যে।

আজকাল আমি তদন্তের ভার পেয়েছি। আমার কাজ হচ্ছে অভিযোগকারীদের বাড়ি গিয়ে তাদের অসুবিধা চাক্ষুষ করা। তাতে তারা আশ্বাস পায়। কিন্তু আমি পারিনে দশজনের আবাস্ত একখানা ঘরকে দশখানা করতে। ইস কী কষ্ট! শুনবে একটা উদাহরণ? সে দিন এক বুড়ীর বাড়ি গিয়ে দেখি পায়রার খোপের মতো দুখানি মাত্র ঘর, রান্নাঘর বাদে। তাতে থাকে স্ত্রীপুরুষ সন্তান-সন্ততি নিয়ে এগারো জন। ছেলেমেয়েরা খোকাখুকু নয়, সাত থেকে একুশ, অথচ শোয় কোথায় বল দেখি? কে কোন ঘরে শোয় সেটা একটা ধাঁধা।"

"ধাঁধার জবাব," দে সরকার বলল, "পুরুষরা এক ঘরে, স্ত্রীলোকেরা অন্য ঘরে। কেমন? সত্যি কি না?"

"হুঁ। তা বৈকি! তা হলে বোধ করি ঈদৃশ পরিবারবৃদ্ধি ঘটত না। কিন্তু অসুখে বিসুখে কে কোথায় শোবে? কেউ যদি মারা যায় কেমন করে অন্যেরা সে দৃশ্য এড়াবে? সন্তানের জন্মকালে জননীর প্রসবব্যথা কি অন্যের অগোচর থাকবে? ওঃ! কি ভীষণ অভিজ্ঞতা সেই সকল বালকবালিকার! কোনো রহস্যই তাদের অজ্ঞাত নয়। জন্ম, মরণ, মৈথুন।"

দে সরকার হাত তুলে বলল, "থাক ওসব। তোমাকেও অনুরোধ করি তুমি ওসব বাড়ি যেয়ো না। ওরা তো মরেছেই, তুমিও কেন সহমরণে যাবে?"

বাদল হেসে বলল, "এই হচ্ছে চাচার উপদেশ। আপনা বাঁচা। যীশু কি কেবল বিবাহসভায় আনন্দিতদের আনন্দভাগী হয়েছিলেন? কুষ্ঠরোগীকেও স্পর্শ করেননি কি? মেরী মডলিনকেও—পতিতাকেও তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করবার অধিকার দেননি কি?"

৯

"তুমি," দে সরকার আমতা আমতা করে শুধাল, "তুমি মেরী মডলিনদের বাড়ি যাওনি তো?"

বাদল সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, "যদি গিয়ে থাকি?"

"য়্যাঁ!" দে সরকারের মুখ শাদা হয়ে গেল।

"কেন, এতে ত্রাসের কী আছে?"

"কিন্তু সেন!" দে সরকার বিবর্ণ মুখে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। সমাজের এই দূষিত অবয়বকে সে কুষ্ঠব্যাধির চেয়েও ভয় করে।

বাদল বলল, "কই, চাঁদা কোথায়?"

"চল হল্যাণ্ড পার্কে যাই।" দে সরকার ধোঁকা দিল।

বাদল ভাবল সেইখানে বুঝি কোনো সহানুভবী আছেন, চাইলেই চাঁদা পাওয়া যাবে। চলল দে সরকারের সাথে। দে সরকার এই দিনটির প্রতীক্ষায় প্রতি দিন ছটফট করেছে, চটপট ট্যাক্সিতে চাপল।

বাদলকে কেউ প্রত্যাশা করেনি, করেছে বাদলের খবরকে। সশরীরে বাদলকে প্রত্যক্ষ করে গুপ্তজায়া সচমকে বললেন, "এ কে! বাদল নাকি!"

চাঁদা খুঁজতে এসে শাশুড়ীকে পেয়ে বাদলও তেমনি চমকাল। কী বলবে, ঠাহর হলো না। চেয়ে দেখল ঘরে আরো একজন আছে। সে উজ্জয়িনী।

"ধন্যবাদ. মিস্টার দে সরকার। আপনাকে—আপনাকে আপনি না বলে তুমি বললে আপত্তি আছে?"

"সে তো আমার সৌভাগ্য।"

"তারপর বাদল। বিলেতে থেকে মোটা হয়েছ বলে তো মনে হয় না। জলহাওয়া সহ্য হচ্ছে না বুঝি?"

বাদল মৌন। উজ্জয়িনীর চোখে জলের আমেজ।

"কী যে সব পাগলামি করছ, বাবা! তোমার কি ও সব সাজে! বুড়ো বাপ কি চিরকাল থাকবেন, সংসারের ভার মাথার উপর নামবে না?" এই বলে তিনি মুখে রুমাল চাপলেন, কণ্ঠস্বর ক্রমে কম্পমান হচ্ছিল।

"তোমার যাঁরা আপনার জন তাঁদের একজন যে আর এ জগতে নেই, বাবা!·· ও হো হো!·· আমি ক'দিন বাঁচব! এবার গেলে হয়। আমি গেলে এই নাবালিকার কী দশা হবে!"

বাদলেরও মন কেমন করছিল। দে সরকারেরও চক্ষু সজল। গুপ্তজায়া তার দিকে চেয়ে সবেগে বললেন, "কিছু মনে করছ না তো, কী তোমার নাম?" উজ্জয়িনী নিজের দশার উল্লেখ শুনে অভিমানে ঠোঁট ফোলাচ্ছিল।

"তুমি নাকি সন্ন্যাসী হবে? কেন, বাবা? কী তোমার দুঃখ! তোমার মা থাকলে কি অমন পাগলামি করতে দিতেন? মা নেই, আমি তো আছি। ওই দেখ তোমার অভাগিনী স্ত্রী, পিতৃহীনা। তাকে অকূল সাগরে ভাসাবে?"

বাদল কী একটা প্রতিবাদ জানাতে উদ্যম করল, কিন্তু তার মুখ ফুটল না। উজ্জয়িনীর প্রতি দৃষ্টি পতিত হলে লক্ষ্য করল সে যেন দীপশিখার মতো জ্বলছে, তার চক্ষে একবিন্দু জল নেই।

দে সরকার মনে মনে জপ করছিল, তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়। আর আশা নেই। শাশুড়ীর মিনতি শুনে বাদল নির্ঘাত গৃহী হবে।

"কী তোমার নাম, বাবা ?"

"কুমার। কুমারকৃষ্ণ।"

"তুমি কিছু মনে করছ না তো, কুমার ? তুমিও তো আমার ছেলে। এই পাগলকে যে তুমি পাকড়াও করে আমার কাছে এনেছ এর জন্যে শুধু ধন্যবাদ দিলে তোমার পেট ভরবে না। আজ দুপুরে তোমরা দুই বন্ধু আমাদের সঙ্গে খেয়ো। ডলিরা আজ যাচ্ছে, ফেয়ারওয়েল লাঞ্চন, অনেকে আসছেন, সুধীবিভূতিও।"

"নেড়াকে খেতে বললে সে বলে হাত ধোব কোথায়।" দে সরকার গায়ের জোরে হাসল। "আমাকে নেমন্তন্ন করবেন না, একবার করলে সেই সুবাদে সারাজীবন অনাহূত উপস্থিত হব।"

"বেশ তো। তোমার যখন খিদে পায় এসো, যত খুশি খেয়ো।"

"শুনলে তো, সেন ? আজ লাঞ্চন না খেয়ে রেহাই পাচ্ছ না। তুমি একটু গল্প কর, আমি ততক্ষণ ঘুরে আসি।"

মিসেস গুপ্ত বাদলকে ও তার স্ত্রীকে নিভৃতালাপের অবকাশ দিতে অন্য ঘরে উঠে গেলেন। বললেন. ডলির হাতে খানকয়েক চিঠি লিখে পাঠাতে চাই, লিখে রাখিগে।"

বাদল ঠায় বসে রইল, অন্যত্রদৃষ্টি। উজ্জয়িনী যে তার ডান দিকের একটা চেয়ারে তা সে কেবল আবছায়ার মতো অনুভব করছিল। উজ্জয়িনী কিন্তু তার প্রতি নিবদ্ধলোচন, নিবিষ্টমনোযোগ।

মিসেস গুপ্ত ও ঘরে বসে আড়ি পেতে যখন একটি কথাও শুনলেন না তখন তাঁর ঝরনা কলম দিয়ে কথা ঝরল না। তিনি তাঁর কন্যাকে ডেকে আদেশ করলেন, "বাদলের বাবার দরবারী পোশাকে তোলা সেই যে ফোটো তিনি আসবার সময় দিয়ে গেলেন সেটা বার করে বাদলকে দেখাও। আর সেই গভর্নমেণ্ট হাউসের গ্রুপটাও।"

উজ্জয়িনীর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠছিল, কিন্তু সে দ্বিরুক্তি করল না। ফোটো দেখে বাদলের তন্দ্রা ভাঙল। সে অর্ধ জাগ্রত ভাবে বলল, "ইনি—ইনি কে?" তারপর, "ওও! বাবা!"

উজ্জয়িনীকে সুমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, "বসুন না?"

উজ্জয়িনী তার পাশেই বসল, একই সেটিতে। তার পা কাঁপছিল, পা কাঁপতে লাগল। সে অভিনিবেশের সহিত ফোটো দেখার ভাণ করল, তাতে সে বাদলকেই প্রতিফলিত দেখল!

বাদল বলল, "বাস্তবিক আমি ব্যথিত। আপনার পিতৃবিয়োগে।"

তখন উজ্জয়িনীর বিস্মৃত শোক অকস্মাৎ প্রত্যাবর্তন করল, চকিতে তার চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটা টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ল। তার স্বামীর সহানুভূতির হাওয়া লেগে শোকের বর্ষণ চোখের পাতায় ঝরঝরিয়ে শাদা কুয়াশার ঘোমটা টেনে দিল। বুক টনটন করতে থাকল বিচ্ছেদের অভিমানে, পরিত্যাগের অপমানে।

"কেঁদে কী হবে বলুন! যা ঘটে তা তো আমাদের ইচ্ছায় ঘটে না। তাঁর ইচ্ছা।"

তাতে সেই শোকাকুলা সান্ত্বনা লাভ করল না। তার উচ্ছ্বাস দ্বিগুণিত হলো। তার প্রবল স্বামীর মুখে এ কী দুর্বল উক্তি! বাদলাদিত্য, তোমার সে মধ্যাহ্ন তেজ কোথায়! তুমি যে শ্রান্ত করুণ বিমর্ষ!

"আমরা সমাজের প্রিয়পাত্রেরা কতটুকু দুঃখ পেয়েছি, আমাদের কাঁদবার কী অধিকার আছে। যারা কাঁদলে শোভন হত, সঙ্গত হত, তাদের কাঁদার অবসর নেই, শরীরধারণের পরিশ্রম ও উদ্বেগ তাদের চব্বিশ ঘণ্টা ব্যাপৃত রেখেছে। একটার অসুখ সারতে না সারতে আর একটা শয্যা নেয়, একটা ফাঁড়া কাটতে না কাটতে আর একটা

হাজির, হা টাকা হা টাকা করে দিন মাস বছর ঘুরে যায়। আমরা তো দারিদ্র্যের লবণজলে সিক্ত অন্ন আস্বাদন করিনি, আমাদের অশ্রুও মধুর।"

উজ্জয়িনী রোদনজড়িত স্বরে বলল, "আমাকে আপনার আশ্রমে স্থান দেবেন? আমি দীনদরিদ্রের মতো থাকব। আমি মেজে ধোব, ময়লা বুটের দাগের উপর ন্যাতা বুলাব!"

"কিন্তু আমি তো আপনাকে আশ্রমে যোগ দিতে বলিনি। আমার খাতিরে নয়, নিজের আন্তরিক প্রয়োজনে যদি যোগ দিতে চান তো আবেদন করতে পারেন। আমরা আপনার আবেদন বিবেচনা করব।"

প্রথম অর্থে 'আমরা' শুনে উজ্জয়িনী আশান্বিত হয়েছিল, দ্বিতীয় অর্থে 'আমরা' শুনে লাঞ্ছনা বোধ করল।

ও ঘরে মিসেস গুপ্ত ভাবছিলেন এ কেমনধারা প্রেমালাপ। তাঁর ঝরনা কলম দিয়ে কালি ঝরছিল না। এমন সময় নিচে সিঁদের হল্লা শোনা গেল। আর কেউ নয়। স্বয়ং বিভূতিভূষণ। তার পশ্চাতে সুধী।

কতকাল পরে দুই বন্ধুর সাক্ষাৎকার, কুশলবিনিময়। বিভূতি ততক্ষণ মিসেস গুপ্তর সঙ্গে লণ্ডনের আবহাওয়া নিয়ে আলাপ জুড়ে দিল। সুধী একনজরে উজ্জয়িনীর ভাব অনুধাবন করে বাদলকে বলল, "তর্কটা চলছিল কী নিয়ে? চলুক, আমরাও কণ্ঠক্ষেপ করি।"

"তর্ক নয়, সুধীদা।" বাদল বলল। "ইনি চান আশ্রমে ঢুকতে। আমি বলি তার প্রয়োজন আছে কি না চিন্তা করুন।"

"এই?" সুধী বলল। "কোনো প্রয়োজন নেই। না খেয়ে তুই যে রকম রোগা হয়েছিস তাতে আশ্রমের বিজ্ঞাপনে কেউ ভুলবে

না। উজ্জয়িনীকে তুই ভেবেছিস চিন্তা করতে বলে উৎসুক করে ভুলাবি। সেটি হচ্ছে না, বাবাজী। আমরা একদিন এমনি বেড়িয়ে আসব তোদের আশ্রম।”

সহধর্মিণী

১

বৃদ্ধ দশরথ বেঁচে থাকলে লঙ্কাফেরৎ সীতাদেবীকে অযোধ্যায় অভ্যর্থনা করতেন কি সে বেচারিকে সরাসরি বাল্মীকির তপোবনে সরাবার আজ্ঞা দিতেন সে বিষয়ে সংশয়ের অবসর রয়েছে আপনার, আমার ও আমাদের সুপরিচিত বন্ধু রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সেনের।

আপনি ও আমি না হয় ঘটনাটার প্রকৃত বিবরণ জানি, কিন্তু রায়বাহাদুরের সে সুযোগ ছিল না। তিনি পরিপক্ক হাকিম। যা একবার সিদ্ধান্ত করেন তাই তাঁর বিশ্বাসে চূড়ান্ত, হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা তাঁর পুত্রবধূ ত্রিভঙ্গমুরারির সহিত গৃহত্যাগিনী হয়ে সেই দুরাচার কর্তৃক বৃন্দাবনে বিবর্জিতা হয়েছে। উপরন্তু তাঁর সন্দেহ এই যে সে হয়তো অন্তঃসত্ত্বাও হয়ে থাকতে পারে। বৃদ্ধ দশরথ জীবিত থাকলে জনকতনয়া সম্বন্ধে সম্ভবতঃ এই সিদ্ধান্তই করতেন যে উক্ত মহিলা স্বামীকে মায়ামৃগের পশ্চাতে ও দেবরকে স্বামীর পশ্চাতে ধাবিত করিয়ে নিজে করলেন রাবণের রথে পলায়ন। তারপর অশোকবনই হলো বৃন্দাবন।

তা হোক রায়বাহাদুর বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সংসারে কার কতটা ওজন তা বেশ বোঝেন। যোগানন্দতনয়ার আত্মীয়স্বজন এক একজন দিক্‌পাল। কেউ জজ, কেউ কমিশনার, কেউ শাসনপরিষতের সদস্য। তাকে বাড়ীতে তুলব না বললে স্বয়ং লাটসাহেবের মেমসাহেব ও কথা

লাটসাহেবের কানে তুলবেন। সুতরাং তিনি সেই দিন কলকাতা গিয়ে মিসেস গুপ্তকে সেলাম দিলেন। আহা এতকাল পরে তাঁর বৌমাকে চাক্ষুষ করে তাঁর কী আনন্দ আর কী সজলতা! "মা গো, ফিরে এলে? মা লক্ষ্মী, ফিরে এলে? মা, মা, মা ডাক অনেক যুগ ডাকিনি, ডেকে আমার হৃদয় জুড়াক।"

"ইচ্ছা হয় এখনি মুক্কের নিয়ে যেতে," মিসেস গুপ্তের কানে কানে বললেন, "কিন্তু লোকে যে সেই অযোধ্যার লোক, তেমনি রামরাজ্যে বাস করে, তেমনি স্বরাজের যোগ্য। দুর্মুখকে যখন ওরা লাগাবেই তখন তার আগে সীতাকে স্থানান্তরিত করলে হয় না? অর্থাৎ কিছু দিনের মতো বিলেতে? গোলমাল থামলে ঘরের লক্ষ্মী ঘরে ফিরবেন। বাদল যখন সিবিলিয়ান হবেই তখন কিছু দিন ওদেশে বাস করা তার সহধর্মিণীর পক্ষেও একটা ট্রেনিং। তবে নজর রাখতে হবে যাতে বাদলের পড়শুনার বিক্ষেপ না ঘটে।"

"আমিও," মিসেস গুপ্ত জনান্তিকে বললেন, "তাই ভাবছিলুম। তবে আপনার রামরাজ্যের প্রজাদের ভয়ে নয়। আমার মেয়েকে আমি চিনি, সে যা করেছে তা অনুচিত, কিন্তু তার সম্বন্ধে সন্দেহ অমূলক। দূর থেকে তার স্বামী তাকে ভুল বুঝতে পারে এই জন্যে তাকে আমি তার স্বামীর কাছে নিয়ে যেতে চাই, করাতে চাই বোঝাপড়া। বাদল যদি তাকে সন্দেহ করে তবে সেও সুখী হবে না, বাদলও সুখী হবে না।"

রায়বাহাদুর মহাসঙ্কটে পড়লেন। অমন স্ত্রীকে সন্দেহ যদি না করে তবে তো বাদল আকাটমূর্খ। আর সন্দেহ যদি করে তবে হয়তো লোজাসুজি তালাক দিয়ে বসবে, কেলেঙ্কারির জ্বালায় তিষ্ঠানো দায় হবে।

তিনি সুধীকে স্মরণ করলেন। বললেন "ভারী বাহাদুরী করেছ বন্ধুর স্ত্রীকে উদ্ধার করে। ওদিকে যে বন্ধু আই সি এস পরীক্ষায়

ফেল। কাগজে সকলের নাম বেরয়, ওর নাম বেরয় না। তুমিই এর জন্যে দায়ী, কেন ওকে একা ফেলে এলে!"

সুধী কী সাফাই দিতে যাচ্ছিল তিনি তাকে নিরস্ত করে বললেন, "খুব বাহাদুরী করেছ তোমরা দুই বন্ধু। একজন ফেল—আমার ছেলে হয়েও ফেল! আরেকজন পড়াশুনা ছেড়ে সাগর পারাপার করছেন, হনুমানের মতো।...শোন। ও মেয়ে বিলেতে যাচ্ছে, সৎ কাজ করছে। কিন্তু বাদলকে বোলো অন্তত একটি বছর ওর সঙ্গে—বুঝলে কিনা—ওর সঙ্গে শোওয়া চলবে না।"

সুধী বুঝল আগামী সালের আই সি এস পরীক্ষা না চুকলে বাপের পক্ষে আপত্তি স্বাভাবিক। কিন্তু অবাক হলো তিনি যখন অর্থপূর্ণ ভাবে বললেন, "আর বোলো ওকে সন্দেহ করলেও পরিত্যাগ করতে পারবে না ফলাফল না দেখে।"

"আরও বোলো আসছে বার পাশ না হলে জীবন ব্যর্থ। ব্রীফলেস ব্যারিস্টার হওয়াছাড়া গত্যন্তর নেই। তখন মনে হবে ইহার চেয়ে হতেম যদি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।"

উজ্জয়িনীকে সুধী অবশ্য বলল না। কিন্তু তার বিলাতযাত্রায় তার মায়ের এবং তার শ্বশুরের আগ্রহ তার অগোচর রইল না এবং হেতুও সে আন্দাজ করল ঠিক। শ্বশুরের সংশয় তাকে বিচলিত করল না, কিন্তু শ্বশুরপুত্রও যদি ঐ সংশয়ের শরিক হয় তবে কী উপায়। যত প্রমাণ সবই তো তার বিপক্ষে। রাবণের মতো কেউ তাকে হরণ করে নিয়ে যায়নি, বন্দী করেনি অশোকবনে, যন্ত্রণাও দেয়নি। গেছে সে লুকিয়ে, সাজ পরেছে বিধবার, বাস করেছে সুশীলাবতীর সঙ্গে, ঘুরেছে যাদের দলে তাদের অনেকে ছোটলোক, ধরা পড়েছে বৃন্দাবনে যার খ্যাতি অশোকবনের বিপরীত।

বাদল যে তাকে বিনা পরীক্ষায় বিশ্বাস করবে এ ভরসা তার ছিল না। ত্রেতাযুগ হলে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বাস পুরস্কার পেত। এ যুগে নেই তেমন অব্যর্থ ও এককালীন পরীক্ষা। পরীক্ষা দিতে হলে দিতে হয় দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, দারুণ কৃচ্ছ্রসাধনে, কঠোর আত্মপীড়নে, তবে যদি পরীক্ষকের মন গলে। সে তো পরীক্ষা নয়, সে প্রায়শ্চিত্ত, সে তপস্যা। উজ্জয়িনীর তপস্যা হবে উমার চেয়েও ভয়ঙ্কর, কেননা উমা কোনো দিন অন্তরে পতিব্যতীত অপরকে স্থান দেয়নি, উজ্জয়িনী দিয়েছে—কান্নুকে। অধিকন্তু উজ্জয়িনীর অঙ্গ অশুচি, কান্নুর ছদ্মবেশে ভূষণলাল তাকে স্পর্শ করেছে। যার মনে দ্বিচারিতা, কায়ায় ক্লেদ, তার তপস্যার পরিসীমা নেই। সম্ভব হলে সে তার দেহমন দুই বদলে ফেলত, মলিন বসন ছেড়ে শুদ্ধ বসন পরত।

ইহজন্মে তা কি কখনো সম্ভব ?

জাহাজে তার তপশ্চর্যা লক্ষ্য করে সুধী বলল, "কেন ? কী দরকার ? উমার ছিল রূপের অভিমান। সেই অভিমান ভস্ম হলো মদনভস্মে, ধৌত হলো রতির অশ্রুপ্রবাহে। বাইরের আগুন নিবল বাইরের বরফজলে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তোমার অপমান তো রূপের অভিমান থেকে নয়, তোমার জ্বালা অন্তরের। তুমি কেন খাওয়া বন্ধ করবে, কেন তাস খেলবে না, কেন করবে না গান ? জ্বর যার মনে তার দাওয়াই কি কুইনিন মিকশ্চার ?"

উজ্জয়িনী লজ্জায় জানাতে পারল না যে তার জ্বর কেবল মনের নয়, তার বিকার শরীরের। কিন্তু নিজেই ক্রমে বাহ্য তপস্যায় শিথিল হলো। কৃচ্ছ্রসাধন তার পক্ষে নতুন নয়, মুঙ্গেরে ওর পরাকাষ্ঠা ঘটেছে। কষ্ট পেলেই যে কেষ্ট মেলে এ মোহ তার অপগত হয়েছিল

অথচ কোনো একপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত নইলে কেমন করে তার আত্মশুদ্ধি হবে, কী নিয়ে সে বাদলের সামনে দাঁড়াবে। সে যে তার পাতিব্রত্য থেকে স্খলিত হয়ে পামরের পাকচক্রে পড়েছিল এর অনুশোচনায় সে ভিতর থেকে পুড়তে থাকল। বাইরে কোনো চিহ্ন রইল না। সে তাসও খেলল, নকল ঘোড়দৌড়ে বাজিও রাখল, ফ্যান্সী ড্রেস পরে ফুর্তিও করল। তবু তার নিরানন্দ সুধীর দৃষ্টি এড়াল না।

"বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া," সুধী বলল, "এমন মারাত্মক পাপ নয় যে তুমি তাই নিয়ে সারাজীবন হীনতা বোধ করবে। বাদল তোমাকে ত্যাগ করেছে বলে তুমিও তাকে ত্যাগ করতে চেয়েছিলে এর নাম ভ্রান্তি, এর অবসানেই এর ক্ষয়।"

"না, সুধীদা, আরো কথা আছে। তুমি ঠিক ধরতে পারনি।"

"জানি গো জানি।" সুধী হেসে বলল। "জানি তোমার কী কথা। বাদল তোমাকে ত্যাগ করেছে, এই নিয়ে তোমার জ্বালা। কিন্তু বাদল যা করেছে তা কি তোমার দোষে যে তুমি আত্মপীড়নের দ্বারা আত্মশুদ্ধির ব্রত নেবে! বাদল গেছে বুদ্ধের মতো সুদূরের আহ্বানে, তার যশোধরার দোষে নয়। ফিরলেও ফিরবে সিদ্ধার্থ হয়ে, যশোধরার গুণে নয়। কেনই বা তুমি জ্বলবে, আর জ্বলেই বা তোমার ফল কী! তোমার দুঃখ যত বিপুল হোক না কেন সেই দুঃখ অপরকে তার স্বমার্গচ্যুত করবার অনধিকারী। তাই সেকালের ধন্না ও একালের সত্যাগ্রহ একজাতীয় এবং উভয়ের প্রতি আমার সহানুভূতির অভাব।"

"ওমা, সুধীদা, তুমি যে খদ্দরধারী! আমরা তোমাকে গান্ধীজীর শিষ্য বলে জানতুম।"

"তাই নাকি?" সুধী মৃদু হেসে বলল, "খদ্দরের মাহাত্ম্য এমন যে

চুরি করে পরলেও লোকে ঠাওরায় মহাত্মার শিষ্য। হাঁ উজ্জয়িনী, আমি তাঁর শিষ্য, তাঁর মানবপ্রেম আমাকেও আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তাঁর মতো আমি পরকে প্রভাবিত করবার প্রত্যাশা নিয়ে স্বেচ্ছায় দুঃখভোগ করতে লালায়িত নই, পরকে প্রভাবিত করতেই আমার অরুচি। সেইজন্যে তোমাকে অনুরোধ বাদলকে অবাদল করাই যদি তোমার সঙ্কল্প হয় হবে তোমার সত্যাগ্রহ সফল হলেও অমঙ্গল ঘটাবে, বিফল হলেও অনর্থক ক্লেশকর হবে।"

উজ্জয়িনী অস্বীকার করল। "তেমন দুঃসঙ্কল্প আমার নেই। বরং আমি চাই যে তিনি তিনিই থাকুন আর আমি হই তাঁর ছায়ার ন্যায় অনুগতা। তিনি আমাকে ত্যাগ করেছেন বেশ করেছেন। আমি ত্যাগ করব তাঁকে নয়, নিজেকে। আমি যদি আত্মনিবেদনের সুযোগ পাই তো আমার সুখের সীমা থাকবে না। দুঃখভোগ তুমি কোথায় দেখলে, সুধীদা!"

২

একদিন সে খুলেই বলল, "সুধীদা, তুমি যা ভাবছ তা নয়। আমি নিজের ইচ্ছাকেই সত্য বলে তাঁর উপর চাপাতে আগ্রহী নই, আমার দুঃখ আমার অস্ত্র নয়, আমি বুঝেছি যে দুঃখভোগের ভিতর একরত্তিও মহত্ত্ব নেই, মহত্ত্ব যদি থাকে তবে তা লক্ষ্যের অনুসরণে। আমার সমস্যা হচ্ছে আমার অযোগ্যতা। কী নিয়ে তাঁর কাছে আমি দাঁড়াব! যেদিন আমাদের বিয়ে হয় সেদিন একথা মনে ওঠেনি। সেদিন শুধু তাঁকে ভালো লেগেছিল, মন জুড়েছিল সেই ভালো লাগার সুর। সেদিনকার সেই আত্মবিস্মৃতি আমি ফিরে পাব কোথায়! এখন যে তাঁর সুমুখে দাঁড়ালে কেবলি

মনে হতে থাকবে, কোন অধিকারে, কোন অধিকারে, কোন অধিকারে? অধিকার যদি না থাকে তবে থাকে কামনা। ছি ছি, কী লজ্জা! কামনা নিয়ে তো একজনের সামনে দাঁড়িয়েছিলুম। শিক্ষা হয়নি কি?" এরপর সে যা বলল তার মর্ম এই যে যতদিন তার যোগ্যতা হয়নি ও কামনা যায়নি ততদিন সে থাকবে দূরে দূরে, বাদলকে দেখবে অন্তঃপুরিকার মতো চিকের আড়াল থেকে।

"যোগ্যতার যাচাই হবে কোন আদর্শে?" সুধী জিজ্ঞাসা করল। "বাদল তো মহাদেব নয় যে তপঃক্লিষ্টতার মর্যাদা মানবে। চিত্রাঙ্গদা যদি উমার মতো অযত্নে ও অনশনে কৃষ্ণপক্ষের বিবর্ণ ও বিশীর্ণ শশিকলার ন্যায় উদিত হতেন তবে অর্জুন কি তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতেন? উজ্জয়িনী, তুমি হবে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তুমি হবে সহধর্মিণী। বাদল কী মনে করে না করে তা তোমার ধর্তব্য নয়, করলই বা সে তোমাকে অপদার্থ জ্ঞান। দূরে বা নিকটে যেখানেই তুমি থাক তুমি করবে তার কল্যাণপ্রচেষ্টা, তুমি চাইবে তার স্বমার্গে স্বাধীনতা। এর নাম আত্মবলি নয়, এ কাজ এই মুহূর্তে আমিও করছি তোমার জন্যে। এ হচ্ছে প্রিয়জনের জন্য অনুষ্ঠিত প্রিয়কৃত্য, এর দরুণ নিজের যে অসুবিধা তা উপেক্ষা করতেই ভালো লাগে, যেমন নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন করবার সময় নিজের উদরের তাগিদ।"

উজ্জয়িনী হাসল। বলল, "কী ঔদরিক তুমি, সুধীদা! সত্যি তোমাকে লুচি ভেজে খাওয়াতে হবে এদেশে?"

"সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছি।" সুধী রঙ্গ করল। "বন্ধুর সহধর্মিণী হতে এত যে অনুরোধ করছি এর ভিতর রহস্য আছে। পতিব্রতার ব্রত হচ্ছে পতিকে ও পতির বন্ধুবান্ধবকে রন্ধনে ও

পরিবেশনে পরিতুষ্ট করা। অতএব লুচি তোমায় ভাজতেই হবে এবং যথেষ্ট ঘি আমি সঙ্গে নিয়ে চলেছি।"

"ওহ্, সুধীদা! তোমার আধ্যাত্মিকতা দেখছি পুরুষের পক্ষে পরম সুবিধাজনক। আর দেরি কোরো না, বিয়ে করে ফেল। তা হলে বন্ধুর স্ত্রীর উপর নির্ভর করতে হবে না উদর দেবতার উপাসনার জন্যে।"

"যাক।" সুধী ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "কামনার কথা বলছিলে। কামনা কি আত্মপীড়নের তাপে বাষ্প হয়ে উড়ে যাবার জিনিস! প্রাণের রথচক্র চলেছে কামনার অবিরাম টানে। প্রাণের ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে কামনায়, বংশরক্ষার মূলে রয়েছে কামনা। দু-দশ লাখ সন্ন্যাসী বৈরাগী চাকার নিচে শরীর পেতে দিলে জগন্নাথের রথ কি পারে থামতে! গান্ধীজীর সঙ্গে একেত্রেও আমার অমিল। এত বড় মানবপ্রেমিকের মধ্যে এতটুকু প্রকৃতিপ্রেম নেই, এ আমার ভারী অদ্ভুত লাগে। প্রাণীর প্রতি এত মমতা, প্রাণের সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের আভাস নেই।"

উজ্জয়িনী পরিহাসের সুরে বলল, "তত্রাচ তুমি খদ্দর পর।"

"আমি রেশমও পরি, উজ্জয়িনী।...কিন্তু শোন যা বলছিলুম। নিরর্থক আত্মপীড়নের এক প্রকার মোহ আছে। সেই মোহ যখন পেয়ে বসে তখন মনে হয় কামনাকে জয় করেছি, কিন্তু শেষপর্যন্ত ভয় যায় না। ভয় থাকলেই জানতে হবে যে কামনাও আছে। তবে দেখ, কামনাও থাকল অথচ জরিমানাও দিতে হলো, সে জরিমানার জের চলল সন্তানের উপর, বংশের উপর। আমার মনে হয় ও নিয়ে আদৌ না ভাবা শ্রেয়ঃ। যা হয় হবে। যা হয় তা তেমন ভয়াবহ নয় যেমন ভয়াবহ ঐ নিয়ে তপস্যার ছলে নিয়োজিত

থাকা। সেও একপ্রকার আসক্তি ছাড়া আর কী! কামীর সঙ্গে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগীর প্রভেদ যেন এ পিঠের সঙ্গে ও পিঠের। তাই তোমাকে সতর্ক করে দিই, উজ্জয়িনী, তুমি যেন আত্মপীড়নের ছলে আত্মরত না থাক। কেমন?"

উজ্জয়িনী চমকে উঠল। তার মনে হলো সুধী তার অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। তার মনে হলো সুধী সব জানে—জানে তার পাটনার ধর্মচর্চা, মুঙ্গেরের আত্মনিগ্রহ, বৃন্দাবনের ব্যাকুল গীতি, সঙ্কেতের নির্লজ্জ আর্তি। ছি ছি ছি। সুধীকে সে মুখ দেখাবে কী করে!

কয়েকদিন ধরাছোঁয়া না দেবার পর জাহাজ যখন ইটালীর নিকটবর্তী হলো তখন উজ্জয়িনী তার উচাটন গোপন করল না, সুধীকে আপনা হতে বলল, "যদি আমি তাঁর সান্নিধ্য মাত্র পাই তবে আর কিছু চাইনে। সত্যি বলছি, আর কিছু চাইনে। তাঁর পরিচর্যা করব, তাঁকে বই পড়ে শোনাব, তাঁর চিঠি টাইপ করব, তাঁর ফরমাস খাটব। মজুরি? মজুরি যদি দিতে উদ্যত হন তবে নেব, আমার মান অভিমান নেই। আচ্ছা সুধীদা, এ রকম কি হয় না?"

"হয় বৈ কি। কেন হবে না?"

"বাঁচলুম।" উজ্জয়িনী একখানা ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

"আমি যতদূর জানি ব্যক্তিগতভাবে তোমার বিরুদ্ধে বাদলের কিছু বলবার নেই। তোমার সঙ্গে যে বন্ধন তারই বিরুদ্ধে তার আস্ফালন। তুমি যদি তাকে বিশ্বাস করাতে পারো যে তোমার দ্বারা তার স্বাধীনতা খর্ব হবে না, সে সর্বতোভাবে অবিবাহিত, তবে সে দরকারের সময় তোমার সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হবে কেন?"

"আমি বিশ্বাস করাব। তোমাকে সত্যি বলছি, সুধীদা, আমার মান অভিমান নেই। তিনি আমাকে স্ত্রী বলে স্বীকার না করলেও আমি খুশি, সন্দেহ করলেও নির্বিকার, অযোগ্য ভাবলেও আমার পরোয়া নেই, ভালো না বাসলেও আমি নালিশ করব না, যদি—"

"যদি—"

"যদি তাঁর সান্নিধ্য মাত্র পাই।"

সুধী বলল, "এই তো সহধর্মিণীর মতো কথা। এই কথাই তোমার মুখে শুনতে চেয়েছিলুম। বাদল যা মনে করে করুক, তুমি যদি তার সত্যিকার স্ত্রী হতে পারো তবে সে স্বীকার না করলে কী আসে যায়। তবে তোমার ঐ 'যদি'টিও নেহাৎ সামান্য নয়। সব নির্ভর করছে সান্নিধ্যের উপরে। বাদল ও শর্তে রাজি না হলে তুমিও হয়তো রাজিনামা প্রত্যাহার করে বসবে। স্ত্রী বলে কবুল না করলে খুশি হবে না, সন্দেহ করলে মর্মাহত হবে, অযোগ্য ভাবলে অন্নজল ছাড়বে, ভালো না বাসলে দেহত্যাগ করবে। কী বল ?"

উজ্জয়িনী চুপ করে রইল। তা বটে।

"আমি চেষ্টা করব।" সুধী অভয় দিল। "কিন্তু তাড়াতাড়ি করব না। ঐ অবুঝকে বোঝাতে সময় লাগবে। তুমি হঠাৎ ওর সেক্রেটারী হতে চাইলে ওর মনে হবে, এটা একটা চাল। এবং তুমিও সত্যের খাতিরে মানবে যে এটা একটা চাল।"

উজ্জয়িনী অতিমাত্র লজ্জিত হয়ে সুধীর দিকে চাইতে পারল না। সুধী কি সব জানে? বাদলের সান্নিধ্য পাওয়া মানে বাদলকে নিজের পরিচয় দেবার সুযোগ পাওয়া। সুযোগ পেলে সেই

সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। অবশেষে সিদ্ধি লাভ করা। স্বামীসৌভাগ্যবতী হওয়া।

"সুতরাং সান্নিধ্য না পেলেও যাতে সহধর্মিণী হতে পার সেই হোক তোমার ধ্যান। মনকে সহজ করে আন। কোনো শর্ত না, সন্ধি না। সহধর্মিণীর তপস্যা সকলের চেয়ে শক্ত। একুশ দিন নিরম্বু উপবাস, শীতল জলে সারারাত্রি আকণ্ঠ নিমজ্জন, দৈনিক দশ লক্ষ নাম জপ ইত্যাদি সার্কাসের খেলা সহধর্মিণীর পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। আশা নিরাশার উর্ধ্বে ওঠ, উর্ধ্ববাহু হয়ে কাজ নেই। কণ্টকশয়নের চেয়েও কঠিন সহজ মনে ঘর-সংসারের খুঁটিনাটি নির্বাহ। এই যেমন দাদার জন্যে লুচি ভাজা।"

উজ্জয়িনী হেসে উঠল বটে, কিন্তু হাসির কথা নয়। পরক্ষণেই তার হাসির শিখা নির্বাপিত হলো।

সুধীর ধারণা উজ্জয়িনী উমার আদর্শ বরণ করেছে। কিন্তু তা নয়। সে রাধাভাবে অবিচল ছিল। প্রভেদ কেবল এই যে নায়কের আসন দিয়েছিল কানুর বদলে বাদলকে।

তাই সুধীর উপদেশ তার কানে বিষের মতো লাগছিল। কী যে বলে সুধীদা! যাকে ভালোবাসি তার কাছে থাকতে চাই— নারীর চাওয়া কী করে এর চেয়ে কম হতে পারে! কম যদি হয় তবে বিলেত যাওয়া কেন? সেও তো কাছাকাছি থাকার জন্যে। যাচ্ছে মথুরা, অথচ কানুর কাছে থাকার আশা রাখবে না, অভাগিনী রাধার প্রতি এ কী অকরুণ অত্যাচার!

অবশ্য আশা করলেই যে আশা ফলবে তা নয়। সেই ভয়ে দূরে দূরে থাকার অর্থ হয়। কিন্তু মনটাকে নির্বিকল্প করে তোলা কি সম্ভব? না, মশাই। তা কী করে হবে?

কাজেই সুধী বা উজ্জয়িনী কেউ কাউকে ঠিক বুঝল না। প্রতি দিনই একবার করে তাদের বাক্য বিনিময় হয়, কিন্তু কোনোপক্ষ টের পায় না যে আদর্শে বাধছে। সুধী যখন উমার কথা বলে উজ্জয়িনী নিঃশব্দে মেনে নেয়। উমা তাঁর স্বামীকে ভালোবাসতেন, সেও ভালোবাসে তার স্বামীকে, অতএব সেও উমার দোসর। এই হলো তার মনোভাব। তলিয়ে দেখে না যে উমার ছিল না মধুর রসের পিপাসা। আর উজ্জয়িনী মাধুর্যের আস্বাদন না পেলে আর কোনো স্বাদ চায় না।

সুধী তার জন্যে চিন্তান্বিত হয়ে উঠল, আহা বেচারি নিরাশ হবে। সে কিন্তু আশায় আশায় থাকল বাদল হয়তো তার লঘিষ্ঠ আবেদন নামঞ্জুর করবে না, তাকে কিছু না হোক টাইপিস্টের পদ দেবে। বড় বড় ভাবুকরা তো নিজের হাতে লেখেন না, অপরকে দিয়ে লেখান। তার আন্তরিক আশা তাকে কতকটা প্রফুল্ল রাখল। ইটালীতে সুইটজারলণ্ডে সে নিবিষ্ট রইল দৃশ্যাবলোকনে, স্বচ্ছন্দ বিহারে। তাতে সুধী অবশ্য সুখীই হলো, কিন্তু অন্তিম নিরাশার দুঃস্বপ্ন সুধীকে নিছক সুখী হতে দিল না।

একবার যদি তাঁর সান্নিধ্য পাই—উজ্জয়িনী ভাবে—তবে সেই অমূল্য অবকাশে প্রেম নিবেদন করব না, কলকূজন করব না, মানের খেলা খেলব না, ছলাকলায় ছলব না। মাথুরের পূর্বে যা ছিল বেগবতী বন্যা মাথুরের পরে তাই আজ অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনী। বিয়ের পরের সেই সকল দিন চিরতরে গেছে, সেই উচ্ছল আনন্দাশ্রু অকারণে নয়নপল্লব সিক্ত করে না, সেই প্রিয়াভিমুখ কুহুরব পুনঃপুনঃ ধ্বনিত হয় না, সেই ঘন ঘন হৃৎকম্পন সারা দেহে আলোড়ন আনে না। সে সব দিনের অভিনয় করলে কি সে সব

দিন ফিরবে! ঘুম ভাঙলে চমক লাগত এ কে আমার ঘরে, আবার স্বপ্নে হাহাকার উঠত সে কি আমার কাছে নেই! চোখ চাইলে চোখে জল ভরে আসত, এ অচিন পাখী কোথায় ছিল কেন এলো কোনদিন উড়ে যাবে। অনুক্ষণ বিস্ময় জাগত এর দিনযাপনের ধারা দেখে। হয়তো তুচ্ছ, তবু অনুপম অদৃষ্টপূর্ব মনোজ্ঞ। এর মুখের একটি কথা শুনতে চিত্ত উন্মুখ হয়ে নিমেষ গুণত। হয়তো তুচ্ছ, তবু শ্রবণের তৃষা মিটত না, সাধ যেত আরো কিছু সময় বসিয়ে রাখতে জাগিয়ে রাখতে বকবক করাতে। জানাতে সাহস হতো না যে তুমি আমার প্রিয় আমি তোমার অনুরক্ত। গেছে সে সব দিন, সে সব রাত, সেই অতৃপ্ত তারিখ কয়টি। সত্য কথাও এখন মিথ্যার মতো শোনাবে। তাই আমি বলব না কোনো কথা। মাথুরের পরে ভাবসম্মিলন। যদি একটি মুহূর্ত তাঁকে নিকটে পাই তবে তন্ময় হয়ে আরতি করব তাঁকে, একটি প্রণিপাতে সমর্পণ করব আপনাকে।

আমার প্রেম—উজ্জয়িনী ভাবে—অপরিণত প্রগল্‌ভতার স্তর অতিক্রম করেছে। আমার হৃদয়বৃত্তি শোকে আশাভঙ্গে বিড়ম্বনায় পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছে। আমি কোনো প্রকার অর্বাচীনতা প্রকাশ না করে বচনে নয় নীরবতায় ব্যক্ত করব আমার সম্পূর্ণ সত্তার বাণী—

বঁধু, কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয়ো তুমি।

তিনি কি বধির যে এই বাণী শুনবেন না! তিনি কি নিষ্ঠুর যে আমাকে সন্দেহ করবেন! তিনি কি ক্ষুদ্র যে আমাকে ক্ষমা করবেন না? সুধীদা যে বলছেন তাঁর ব্রত তাঁকে বিমুখ করেছে

নারীমাত্রের প্রতি, এ কি বিশ্বাস করতে পারি? নারীর সঙ্গে ব্রতের কোনো স্বতোবিরোধ নেই, নারী পুরুষের সহধর্মিণী।

সহধর্মিণীর অর্থ নিয়েও সুধীর সহিত উজ্জয়িনীর মেলে না। সুধীর সহধর্মিণী আশা নিরাশার ঊর্ধ্বে, তাঁর কোনো প্রার্থনা নেই অভাব নেই অসহায়তা নেই। তিনি অন্নপূর্ণা, পুরুষ তাঁর দ্বারে ভিখারী। উজ্জয়িনীর সহধর্মিণী ছায়ার ন্যায় অনুগতা, পতি যেখানে সতীও সেইখানে পতির কর্মক্ষেত্র সতীরও। সে বাক্যে প্রার্থনা করবে না, কিন্তু কায়মনে করবে। সে দেবী নয়, মানবী। মানবের প্রাণে আশার রাজত্ব। আশা নিরাশার অতীত হওয়া কি সম্ভব? কেনই বা হবে?

এইরূপ ভাবতে ভাবতে উজ্জয়িনী সত্যি সত্যি লণ্ডনে পৌঁছে গেল। তখন তার অধীরতার ইয়ত্তা রইল না। তার বাসনা গেল এই মুহূর্তে বাদলকে দেখতে, অন্তত তার সঙ্গে ফোনে কথা কইতে। সে ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে থাকল, বাইরেও তার উতলা ভাব দৃশ্যনিরীক্ষণে পরিতৃপ্তি খুঁজল। সে বুলুদার সঙ্গে টহল দিয়ে কোনোমতে দিনের পর দিন পাতার পর পাতা উল্টিয়ে গেল, গল্পের শেষে কী হলো তা জানবার তাড়না নিয়ে। সুধী আশ্বাস দিল, হবে, হবে সুদিন, ঘটবে সাক্ষাৎকার। তার মা তার মনোভাব বুঝতে পেরে অন্যরকম চেষ্টা করলেন। কিন্তু বাদল রাজি হলো না আসতে। বাদল যদি না আসে বাদলের ওখানে যেতে দোষ কী? উজ্জয়িনী লজ্জায় শুধাল না। সুধীর ভরসা রেখে পাতার পর পাতা উল্টিয়ে গেল। তাতে তার দিদি পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে ভাবল, বেবী কী ভয়ানক আমোদপ্রিয়। আহা বেচারি, স্বামীকে ভালোবাসতে

পারেনি, কী করে ভালোবাসবে, নিতান্ত ইস্কুলের ছেলের মতো চেহারা, তাও যদি সামাজিক মানুষ হতো!

দে সরকার যেদিন জানিয়ে গেল যে বাদল মিস স্ট্যানহোপের আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে উজ্জয়িনী বিষম আঘাত পেলো। বাদলের ব্রত তা হলে নারীনিরপেক্ষ নয়। মিস স্ট্যানহোপ থাকলে যদি তপোভঙ্গ না হয় তবে উজ্জয়িনী থাকলে বিক্ষেপ ঘটবে কেন? তবে কি বাদলের আপত্তি নারীর বিরুদ্ধে নয়, স্ত্রীর বিরুদ্ধে? কেন, স্ত্রীর অপরাধ কী? বিয়ে করেছে এই যদি হয় অপরাধ তবে মনে করলেই হয় যে বিয়ে হয়নি, বিয়ের অভিনয় হয়েছে। না, না, এর একটা নিষ্পত্তি চাই।

উজ্জয়িনীর লণ্ডনবিহারে অগ্নিমান্দ্য লক্ষিত হলো। সে বাড়ীর বার হলো না অসুখের অজুহাতে। তার মা বললেন, "অসুখ যে এত দিন হয়নি এই যথেষ্ট। অমন টো টো করে ঘুরে বেড়ালে কার না অসুখ হয়। কর এখন বিশ্রাম।"

কে এই মিস স্ট্যানহোপ, কত এঁর বয়স, কেমন ইনি দেখতে, কবে এঁর সাথে বাদলের আলাপ। রোগশয্যায় শুয়ে উজ্জয়িনীর গবেষণা চলল। তার ইচ্ছা করে দে সরকারকে শুধাতে, কিন্তু সেও আর আসে না, এলেও এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য নয়। সুধীদাও কোনো দিন মিস স্ট্যানহোপের উল্লেখ করেননি, সুধীদার যেমন অন্তর্দৃষ্টি তার কাছে ও প্রসঙ্গ পাড়তে ভয় হয় পাছে হিংসুক ঠাওরায়।

গবেষণায় মশগুল থেকে ক্রমে উজ্জয়িনী নিজের অপরাধ ও নিজের ইতিহাস বিস্মৃত হলো। বাদলের উপর রাগ করল সে কেন যার তার পাল্লায় পড়ে আই সি এসের পড়ায় জলাঞ্জলি দিয়েছে, কেন করেছে ওয়েস্ট এণ্ড ত্যাগ, কেন হয়েছে শখের সন্ন্যাসী। মেয়েমানুষ আবার

আশ্রম চালায় কোনো জন্মে শুনিনি। কী হয় সেখানে? ধর্মের নামে যত সব ইয়ে। ইংলণ্ডের মেয়েগুলোর ধরণ দেখে গা জ্বালা করে। জানতে কৌতূহল হয় এরা মেয়ে না মদ্দা।

সুধীকে অনুরোধ জানাল, "সব তো দেখলুম, কেবল মহামানবের আশ্রমটা বাকী থাকে কেন?"

"হবে, হবে। আগে সেরে ওঠ।"

"দূর। এ কি সত্যিকার অসুখ নাকি? তুমি আমাকে নিয়ে চল তো এখনি সেরে উঠছি।"

"হবে, হবে। ব্যগ্রতায় কার্যহানি, সবুরে কার্যসিদ্ধি। আমি খুব ভাবছি, উজ্জয়িনী, সময় হলে আমি আপনি নিয়ে যাব।"

৪

কোথায় বাদল উজ্জয়িনীকে সন্দেহ করবে, না উল্টো উজ্জয়িনী বাদলকে সন্দেহ করে বসে আছে। এমন সময় বাদলের প্রবেশ।

উজ্জয়িনী প্রথমে অভিভূত ও মধ্যে বাষ্পাকুল হলো। অতঃপর বাদলকে মুক্ত নয়নে ধ্যান করল। ভুলে গেল অভিযোগ, ভুলে গেল সন্দেহ। বাদলের মুখমণ্ডলে নিরীহতার ছাপ, সে কি কখনো অপরাধী হতে পারে! একটু যেন ফর্সা হয়েছে, তেমনি রোগা, তবে এই এক বছরে বয়স বেড়েছে তা ঠিক। জিজ্ঞাসা করতে মন যায়, মশাইয়ের ঘুম কেমন হয়?

বাদল যখন উজ্জয়িনীর পিতৃশোকে সমবেদনা জানাল উজ্জয়িনী কৃতজ্ঞতায় লুটিয়ে পড়তে চাইল। তার কী ছোট মন, কেবল

ছোট ছোট চিন্তায় মগ্ন। তার স্বামী কিন্তু মহানুভব। কেমন প্রতিভাদীপ্ত উন্নত ললাট, কেমন বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল কজ্জল চাহনি। তার স্বামীর মতো স্বামী কার আছে?

বিপুল আনন্দের ক্ষণে যত তুচ্ছ প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে মনে পড়ে। চুল অমন করে কাটা হয়েছে কেন? পাটনার নাপিত তোমার কথা প্রায়ই বলত, তুমি নাকি তার টিকিটা কেটে ফেলেছিলে। হি হি। তুমি প্যাণ্ট পর না যে। বুলুদা পরে, বিভূতিদা পরে। এই ঠাণ্ডায় পা জমে বরফ হয়ে যায় না? ধন্য সহিষ্ণুতা।

মনে পড়ে, কিন্তু মুখে আসে না। মনে পড়লেও মনের বাইরে বাইরে থাকে, ভিতরে ঢুকতে পায় না। ভিতরের স্তরে তখন আবর্তন চলেছে। সেখানে অপ্রত্যাশিত দর্শনের বিস্ময়, সুদীর্ঘ ও সুতীব্র দর্শন-ক্ষুধার উপশম, নিছক সান্নিধ্যের সহজ সুখ, সমবেদনার বাণী শ্রবণে শোকোচ্ছ্বাস ও কৃতজ্ঞতা, প্রিয়জনকে অক্ষত অপরিবর্তিত দেখে উদ্বেগরাহিত্য। এমনি কত ভাব।

আশ্রমের কথা উঠলে বাদল যখন 'আমরা' বলতে নিজেকে মিস স্ট্যানহোপ ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত করল ও উজ্জয়িনীকে করল বাইরের লোকের সামিল তখন সে যেমন নিঃসঙ্গ বোধ করল জীবনে কোনোদিন তেমন নিঃসঙ্গ বোধ করেনি। তার এত যে আনন্দ সব যেন একটি ফুৎকারে নিবে আঁধার হয়ে গেল।

প্রিয়জনের জন্যে মানুষ এক এক করে সব ছাড়তে পারে, সঙ্গ ছাড়তে মায়া করলেও সে মায়া কাটানো যায়। কিন্তু মনে মনেও যদি বলতে না পারে যে এই জগতে আমার একটি আপনার জন আছে তবে সেই অসহায় একাকিত্ব সাধারণ মানুষের অসহনীয়। যাঁরা অসাধারণ তাঁরাও কল্পনা করেন ভগবানের।

উজ্জয়িনীরও ছিল কানু, সে আজ নেই। আছে বাদল, কিন্তু বাদল কি তার!

ডলির বিদায় লাঞ্চনে বাদলও যোগ দিল। ইউরোপীয় মহাভারত অশুদ্ধ হয় নিমন্ত্রণের স্থলে স্বামী-স্ত্রী যদি পাশাপাশি বসে। তাই লাঞ্চের সময় তাদের কথাবার্তা বলবার জো রইল না। দে সরকার ইতিমধ্যে খুব বুদ্ধি খাটিয়েছিল, পাঁচ মিনিট আগে এসে উজ্জয়িনীর বাঁ দিকে যার বসার কথা তার নামের কার্ড অন্যত্র সরিয়ে নিজের নামের কার্ড সাজিয়ে রেখেছিল। সেই হতভাগ্যটি হচ্ছে বুলুদা। সে বেচারার খাওয়া মাটি। খাচ্ছিল আর পদে পদে ব্যবস্থার দোষ ধরছিল। উজ্জয়িনীর অপর পার্শ্বে বসেছিল হাতীসিং। সে বাংলা বোঝে না। তাতে দে সরকারের সুবিধা। ওদিকে সুধীকে পারিষদ রূপে পেয়েছে ডলি স্বয়ং, সেটা ডলিরই আগ্রহে। তার অপর পার্শ্বে সার ল্যান্‌সলট মার্টিন। মন্মথ হয়েছেন তাঁর শাশুড়ীর পার্শ্বরক্ষী। মেজর ব্র্যাডলী বার্ট তাঁর অপর পার্শ্বে সমাসীন।

বাদল যাঁদের মাঝখানে পড়েছিল তাঁদের দুজনেই ইংরেজ, দুই বুড়ী মেম। একজনকে আমরা চিনি, সেই যিনি সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রায় সমবয়সিনী, আকারে প্রকারে একটি কিউব। দোসর হচ্ছেন মিসেস ম্যাক্‌আর্থার, বাদলের শাশুড়ীর মিশনারী বন্ধু। এঁরা তার christian experienceএর পরিচয় পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠেছিলেন।

উজ্জয়িনী বার বার বাদলের দিকে সবিষাদ দৃষ্টিক্ষেপ করল, কিন্তু বাদল একবারও তার দিকে তাকাল না। তার আহারে অরুচি লক্ষ করে দে সরকার ক্রমাগত অনুযোগ করতে থাকল, সে শুধু ম্লান হাসল।

"আমি জানি," দে সরকার বলল, "এদের এই খাদ্য প্রথম প্রথম আমাদের মুখে রোচে না। চক্রবর্তীর তো আদৌ সহ্য হয় না। শুনলুম আপনি নাকি রাঁধবেন, সে নাকি খাবে।"

"সেই রকম কথা আছে বটে।"

"তা হলে আমিও আবেদন জানিয়ে রাখি। আমাদের মেয়েদের শ্রীহস্তের রান্নার উপর আমার পক্ষপাত আছে। এই এক বিষয়ে আমি গোঁড়া স্বদেশী।"

"বেশ তো, আপনার যখনি খেতে ইচ্ছা হবে তখনি আসবেন।"

"জানেন তো নেড়াকে খেতে বললে সে কী বলে। আমারও সেই স্বভাব। আমার বুভুক্ষা শেষকালে আমার সেই দশা ঘটাবে যা ঘটেছিল ধনঞ্জয়ের। সেই যাকে বলে প্রহারেণ ধনঞ্জয়: বলব নাকি গল্পটা! শুনুন তবে।"

ওদিকে বাদল তার খ্রীস্টানুসরণের বিচিত্র বিবরণ দিতে রত ছিল। তারও যথারীতি খাওয়া হচ্ছিল না। আহারে অরুচির থেকে নয়, ব্যবস্থার ত্রুটীবশত নয়। তার সংবিৎ অন্য স্তরে। সে যেন কাকে উপলক্ষ করে কী রহস্য উদ্ঘাটন করছে, আপনাকে আপনি করছে আবিষ্কার। স্থানকাল সম্বন্ধে তার সংজ্ঞা নিষ্ক্রিয়।

উজ্জয়িনীর এক সময় মনে হলো, আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে তাঁর কোনো দুঃখ আছে। কামনার দুঃখ নয়, নিষ্কাম দুঃখ।

যেই একথা মনে হলো অমনি উজ্জয়িনীর প্রেমানুভূতি ফিরে এলো। নিজের দুঃখ সওয়া যায়, প্রিয়জনের দুঃখ সহনের অতীত। ছেলের অসুখে মা যেমন কাতর হয় প্রেমাস্পদের ব্যথায় প্রেমিকাও তেমনি ব্যথাতুর।

"আমারও সেই ধনঞ্জয়ের দশা না হয়।" দে সরকার বলল। "ও কী

আপনি যে হাত গুটিয়ে রইলেন। দিদি চলে যাচ্ছেন বলে কিছু ভালো লাগছে না বুঝি।"

উজ্জয়িনী উত্তর দিল না।

কী করে আমি তাঁর কাজে লাগতে পারি—সে ভাবে। তাঁর প্রয়োজন না থাকলে তাঁর সান্নিধ্যের উপর নিজেকে নিক্ষেপ করতে চাইনে। দূরে থেকে তাঁর অভীষ্ট সাধন করলে যদি তাঁর ব্যথার উপশম হয় তাই আমার করণীয়। নিজেকে আমি এত যে নিঃসঙ্গ মনে করছি, তিনিও তো এমনি মনে করতে পারেন। মিস স্ট্যানহোপ সম্বন্ধে আমার পাপ মন যা অনুমান করেছে তা নিশ্চয় অসত্য। তবে একবার দেখে আসতে হবে কী ব্যাপার।

অশোকা তালুকদারও ছিল উপস্থিত। তার পাশে কার বসা উচিত তা সকলেই জানে, এই লাঞ্ছনের উদ্যোক্তারাও। স্নেহময় চেষ্টাসত্ত্বে তার সাড়া না পেয়ে আহারে মনোনিবেশ করেছিল। অমন একখানি শরীর রক্ষা করতে হলে আহারে অনাস্থা সাজে না। স্নেহময় রিয়ালিস্ট।

অশোকার গাত্রদাহ হচ্ছিল সুধীকে ডলির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করতে দেখে। তুমি সাধু সন্ন্যাসী মানুষ, তোমার এসব প্রজাপতির সঙ্গে বিহার কেন? সে লক্ষ করছিল সুধীর প্রতি ডলির খেলাকুশল চাউনি। ডলির পক্ষে যা খেলা অশোকার চক্ষে তা চূড়ান্ত নির্লজ্জতা। এরা তিন বোন কি সকলেই এমনিধারা? সে উজ্জয়িনীর দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিল। ইতিমধ্যে উজ্জয়িনীর সঙ্গে অশোকার নতুন করে পরিচয় হয়েছে। আফসোসের বিষয় কেউ কাউকে অন্তরের সহিত স্বাগত সম্ভাষণ করেনি। স্বামী পরিত্যক্তার প্রতি

অশোকার অবজ্ঞা যেন পদচ্যুত সরকারী কর্মচারীর প্রতি পদস্থ সরকারী কর্মচারীর। আর উজ্জয়িনীর আশঙ্কা সুধীর মতো গরীব অশোকার মতো শ্বেতহস্তিনীকে খাওয়াবে কী ?

সে দিন বিদায় নেবার সময় বাদল উজ্জয়িনীকে বলল, "আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল। লিখি লিখি করে লেখা হয়ে ওঠেনি। কী মনে করেছেন জানিনে। এখন তো এদেশে আছেন কিছুকাল, একদিন মোকাবিলা হবে। ইতিমধ্যে যদি আমাদের আশ্রম দেখতে ইচ্ছা করেন অসংকোচে আসতে পারেন।"

"আসব এইবার।" উজ্জয়িনী বলল। "আশা করি ব্যাঘাত হবে না।"

"লেশমাত্র না। আমরা তো দশজনের সহানুভূতি প্রার্থনা করি। কেউ কেউ অর্থসাহায্যও করেন।"

৫

বাদল যে তাকে কী কথা বলবে তা উজ্জয়িনী কেমন করে জানবে। জানবার ঔৎসুক্য নিয়ে তার দিনরাত কাটল। রকমারি কল্পনায় বিভোর হলো, কোনোটা ভালো কোনোটা মন্দ। সে আশা করতে থাকল যে বাদল ভালো কথাই বলবে। বাদল তো সংশয়প্রবণ নয় যে অগ্নিপরীক্ষার ফরমাস করবে। বাদল আর যাই হোক না কেন সে বালকের ন্যায় সরল। বাদল তো হৃদয়হীন নয় যে বিনা বিচারে বর্জন কিংবা নির্বাসন করবে। বাদল মহৎ, বাদল নিরাপরাধের দণ্ড দেয় না। বাদল বাঘা হাকিম নয়, বাদল মানুষ।

ডলিরা চলে যাবার পরে মিসেস গুপ্ত আর একটু ছোট ফ্ল্যাটের

খোঁজে বেরলেন। মনের মতো পাড়ায় মনের মতো ফ্ল্যাট মনের মতো ভাড়ায় পাওয়া শক্ত। তা সত্ত্বেও তিনি চেষ্টার ত্রুটী করলেন না, বন্ধু বান্ধবদের সবাইকে উদ্‌বাস্ত করে তুললেন! রাস্তায় একজন ভারতীয়ের সঙ্গে আর একজনের দেখা হলেই জিজ্ঞাসাবাদ সুরু হয়, "হাঁ মশাই, ফ্ল্যাট কোথায় পাই বলতে পারেন?"

"কার জন্যে? আপনার নিজের জন্যে?" "না মশাই, দেশ থেকে এক ভদ্রমহিলা এসেছেন—" "ওঃ বুঝেছি। মিসেস গুপ্ত। আমিও তো সেই সন্ধানে আছি।

মা যতক্ষণ ফ্ল্যাটের অন্বেষণে বেড়ান উজ্জয়িনী বই পড়ে। বাদলের সহধর্মিণীই হোক সেক্রেটারীই হোক বাদলের বাক্য বোঝবার ক্ষমতা থাকা চাই। স্বামী যার অমন বিদ্বান সে যদি মূর্খ হয় তবে তাদের মিলন বৃথা হবে। কাংস্য পাত্রের সহিত মৃৎ পাত্রের মিলন কেবল বৃথা নয় বিয়োগান্ত।

সুধীর পড়াশুনা অনেক দিন পিছিয়ে রয়েছিল, সেও মিউজিয়মে দিনের বেলায় নিবিষ্ট। হেণ্ডন থেকে হল্যাণ্ড পার্ক এত দূর যে রাত্রেও দেখা করতে আসে না। দেখা করে রবিবারে। রবিবারটা সকলের সঙ্গে দেখা করার বার, উজ্জয়িনীকে নিয়ে ইস্ট এণ্ডে গেলে অন্যান্যদের সঙ্গে দেখা হয় না, একা ইস্ট এণ্ড একদিনের পক্ষে যথেষ্ট। কাজেই উজ্জয়িনীর স্বামীসংসর্গ ঘটে না। সে একাই যেত, কিন্তু বাদলের হয়তো সেটা পছন্দ হবে না।

কোনো কোনো সন্ধ্যায় দে সরকার উপস্থিত হয়। সেও ফ্ল্যাট অন্বেষণে নিযুক্ত, সেই উপলক্ষে তার আসা। ফ্ল্যাটের খবর দু চার কথায় সারা হলে সে গ্যাঁট হয়ে বসে। সে জানে যে মিসেস গুপ্তের নড়বার তাড়া নেই, এমন ফ্যাশনেবল পাড়া ছাড়লে তিনি লোকের

কাছে নিজের ঠিকানা দিতে এই দারুণ শীতেও ঘেমে উঠবেন। যারা এই ফ্ল্যাটে অতিথি হয়েছে তারা ও ফ্ল্যাটে যেতে ইতস্তত করবে, হয়তো ভাববে ইস্ কী গরিব, কী ছোটলোক!

তারাপদ কুণ্ডুও একদিন আলাপ করে গেছে। ফ্ল্যাটের প্রসঙ্গ শুনে টর্পেডো বলেছে, "এক কাজ করুন। এই ফ্ল্যাটের তিন ভাগ ভাড়া দিন, ভাড়াটে জুটবে। বাকীটুকুর আসবাব অদলবদল করলেই দু'জনের জায়গা হবে। এমন আসবাব আছে যা দিনে চেয়ার রাত্রে খাট।"

মিসেস গুপ্ত অপরিচিত পরিবারকে ফ্ল্যাটের একাংশ দিতে সংকোচ বোধ করেন। টর্পেডোর পরামর্শ গ্রহণ করলেন না, তবে সে যে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হলেন। তার সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর ধারণা হলো এমন লোকের পরামর্শ শুনতে ফী লাগলেও তা খরচ করে লাভ আছে। এক পেয়ালা চায়ের বিনিময়ে এমন লোকের পরামর্শ পাওয়া যেন এক আনা ব্যয়ে সিভিল সার্জনের প্রেসক্রিপ্‌সন জোগাড় করা। হায়! তাঁর স্বামীকে কত ঘুঘুই না ঠকিয়েছে। তারা সবাই ন্যায্য ফী দিলে আজ তাঁকে ফ্ল্যাট বদল করতে হতো না।

অবশেষে সুধী বলল, "চল, বাদলকে দেখে আসা যাক।"

উজ্জয়িনী উল্লাসে আকুল হয়ে বলল, "কিন্তু ইস্ট এণ্ডের নাম মা'র কানে তুলো না। ওর বাংলা প্রতিশব্দ জাহান্নম।"

মা'কে মিথ্যা বলতে হলো না। "সুধীদার সঙ্গে যাচ্ছি" বলতেই তিনি অন্যমনস্কভাবে সায় দিলেন। উজ্জয়িনী বলল, "দাঁড়াও সুধীদা। কর্তার জন্যে কিছু উপহার নিতে হবে। কী নিই বল তো।"

"দে সরকার বলছিল চাঁদার জন্যে বাদল তাকে দিক করছে। পার তো কিছু টাকা নিয়ে চল।"

"টাকা!" উজ্জয়িনীর গলায় কাঁটা ফুটল। টাকা দিলে যদি বাদল খুশি হয় তবে সে লাখ টাকা দিতে রাজি আছে। কিন্তু টাকা তো তার নয়, সে যদি নার্স হয়ে ক্লিনিক চালায় তবেই তার, নতুবা ট্রাস্টের। নিজের বলতে তার আছেই বা কী আর কত!

"সুধীদা," উজ্জয়িনী নত মুখে বলল, "আমার গহনা যা ছিল সব রয়েছে মুঙ্গেরে। এ যা দেখছ, মা'র। টাকা আমি কোথায় পাব?"

"জানি।" সুধী মৃদু হেসে বলল, "তুমি উপহার না দিয়ে সেই টাকা দিলে হয়তো তার চাঁদার খাঁকতি মিটবে এই আমার বক্তব্য. এর বেশি নয়। শুনছিলুম চাঁদা চাঁদা করে সে নাকি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। যাকে বলে চন্দ্রাহত।"

এক আধ পাউণ্ড দামের উপহার দেওয়া সোজা। কিন্তু এক আধ পাউণ্ডের নোট বাড়িয়ে দিতে লজ্জা করে। সুধীর হাতে একখানা পাউণ্ড নোট গুঁজে দিয়ে উজ্জয়িনী বলল, "তুমিই দিয়ো। আমার নাম কোরো না।"

সুধী হেসে বলল, "উত্তম! পুণ্য যা হবে তাও আমার।"

তারা রওনা হবার আগে ফোন করে জানল যে বাদল বাড়ি আছে। জানাল তারা আসছে। পথে তারা দে সরকারকে ডেকে নিল। যাচ্ছে তারা টিউবে, কাজেই একজন প্রদর্শক থাকলে সুবিধা হয়।

"দেখ হে," দে সরকার বলল, "আমি পাপীতাপী মানুষ। ওসব সাধুসন্ত আশ্রম আস্তানা আমার দু চক্ষের বিষ। ওঁরা মানবতার মহাকল্যাণের জন্যে মহামহোল্লাসে শ্রম করছেন কি ধ্যান করছেন তা আমার পক্ষে অব্যাপার। অথচ আমাকে ওঁদের মহাখোরাকের ক্ষুদ্রাংশ জোগাতে হবে। তাও যদি জানতুম যে ওঁরা আমার

ত্যাগের জন্যে আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দেবেন। ওঁরা মনে করেন আমরা যে টাকা রোজগার করি সেটা ঘৃণ্য সাংসারিকতা, আমাদের টাকা পাপের উপার্জন। ওতে আমাদের ধর্মতঃ অধিকার নেই। ওটা ওঁদের পায়ে রাখলে পরে আমাদের পাতক প্রক্ষালিত হয়।"

সুধী উচ্চবাচ্য করল না। উজ্জয়িনী গায়ে পেতে নিয়ে স্বামীর হয়ে তর্ক শুরু করল। দে সরকার তর্কে হার মেনে উজ্জয়িনীকে অবাক করে দিল। বলল, "হাঁ। আপনি যা বলছেন তা যথার্থ বটে। এতদিনে আমার ভুল ভাঙল।"

টিউব থেকে বেরিয়ে খানিক হাঁটতে হয়। রাস্তায় পা দিয়ে দেখা গেল দিব্য একটি শোভাযাত্রা তাদের অনুসরণ করছে। অনু-যাত্রীরা বালখিল্য। একে তো উজ্জয়িনী ইংরেজের চোখে কালো, তায় শাড়ীর উপর ফারকোট তাদের চোখে এক দৃশ্য। প্রকাশ থাকে যে স্বামী সন্দর্শনে যাচ্ছে বলে সে সাজসজ্জারও বিশেষ আয়োজন করেছে।

"এ যে বরফের গোলার মতো বেড়েই চলল, চক্রবর্তী।" দে সরকার মন্তব্য করল। "এক কাজ করুন," সে উজ্জয়িনীকে মিসেস সেন বলে সম্বোধন না করে বলল, "ইংরেজীতে ওদের কিছু বলুন। যা আপনার খুশি। শুধাতে পারেন সেণ্ট ফ্রান্সিস হল এখান থেকে কত দূর ও কোন দিকে।"

উজ্জয়িনীর মুখে ইংরেজী শুনে ওদের অনেকের কৌতূহল নিবৃত্ত হলো। আবার দু'চারজন দুঃসাহসীর কৌতূহল আলাপের অন্তরায় না থাকায় বৃদ্ধি পেলো। তাদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে অগ্রসর হতে তার মন্দ লাগছিল না। মনটা তার ডানা মেলে উড়তে চাইছিল।

"এই যে আমরা এসে পড়েছি," দে সরকার বলল। "গুড মর্নিং, মিস। বাদল সেনকে খবর দিতে পারেন যে তাঁর বন্ধুরা আশ্রম দর্শন করতে উৎসুক?" তা শুনে লুইসা বেল "বাদল" বলে ডাক দিল। "বা-দল। তোমার বন্ধুরা।"

বাদল পাশের ঘরে বসে আশ্রমের চিঠি টাইপ করছিল। উজ্জয়িনী তা দেখতে পেয়ে ভাবল, তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়। উনি যখন নিজেই টাইপ করতে পারেন তখন আমাকে ওঁর দরকার হবে না।

বাদল এগিয়ে এসে তিনজনের হাতে নাড়া দিয়ে বলল, "ইউ আর ওয়েলকাম।" এমন মিষ্টি করে হাসল যে দে সরকার পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে ভাবল, হাঁ, আশ্রমের শিক্ষার মূল্য আছে।

"গোয়েন," বাদল একটু সরে গিয়ে ডাকল। "গোয়েন, দেখ কারা সব এসেছেন।" তা শুনে উজ্জয়িনী সঞ্জয়কে আর একবার স্মরণ করল। না, আশা নেই সত্যি। এত মাখামাখি—"গোয়েন" "বাদল।" অথচ তার বেলায় "মিস গুপ্ত।"

৬

দুয়ারে প্রস্তুত লরী, বেলা দ্বিপ্রহর। পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে মিস স্ট্যানহোপ বনভোজনে যাচ্ছেন। তাঁর সময় নেই দাঁড়াবার। বললেন, "ওহ্, আপনারা এসেছেন। আমি কত খুশি হলুম।"

তিনি যত খুশি হলেন উজ্জয়িনী তত খুশি হলো না। বাদলের হাসি যদি চিনির মতো তাঁর হাসি মিছরির মতো। উজ্জয়িনীর মনে হলো এত মিষ্টি ভালো নয়। ভিতরে নিশ্চয় চাতুরী আছে।

ইনিই তার স্বামীকে শিখিয়ে করতলগত করেছেন, এ তার ধ্রুব বিশ্বাস।

"আমাকে মাফ করবেন কিনা জানিনে। বাদল বোধ হয় বলেনি যে আমাকে এইমাত্র বাইরে যেতে হচ্ছে। কী আফশোস। দেখ বাদল, তুমিই এঁদের তত্ত্ব নিলে ভালো হয়। চিঠিপত্র মার্গারেটকে দিতে পার।"

তিনি মিছরির চেয়ে মিষ্টি হেসে বিদায় নিলে বাদল বলল, "আপনাদের এতটা দূর আসতে নিশ্চয় ক্ষিদে লেগে গেছে। আসুন আগে 'ভাই গাধা'র সেবা করা যাক।" উদরকে সাধুসন্তেরা বলেন 'ভাই গাধা।'

খাবার ইচ্ছা বিশেষ কারুর ছিল না। বাদল বলল, "আহা সঙ্কোচ কেন! লাঞ্চ তো আপনাদের খেতেই হতো এক জায়গায়। আমাদের এখানে খরচ যৎসামান্য। আসতে আজ্ঞা হোক।"

দে সরকার বলল, "তাই নাকি তা হলে তো ক্ষিদে না থাকলেও খেতে হয় দেখছি। দরিদ্রের জন্যে আমাদের খাওয়া, লভ্যাংশ দিয়ে দরিদ্র নারায়ণের সেবা হবে।"

সুধী সেই দুর্মুখকে বাধা দিয়ে বলল, "আমার বেশ ক্ষিদে পেয়েছে। চল বাদল। আমি সকলের হয়ে এক পাউণ্ড দেব।"

"হুরে!" বলে বাদল লাফ দিল। একদা তার কাছে একটা পাউণ্ড ছিল অতি তুচ্ছ। ইদানীং একটা শিলিংও মহামূল্য। আশ্রমের খাতিরে।

তারপর গম্ভীরভাবে বলল, "কিন্তু এক পাউণ্ড দাও আর দশ পাউণ্ড দাও খাদ্য পাবে শরীরধারণের পক্ষে যতটুকু আবশ্যক ঠিক ততটুকু, তার বেশি এক আউন্সও নয়।"

তা শুনে দে সরকার পরিহাসের প্রলোভন দমন করতে অপারগ হলো। "য়াঁ! তাহলে আমাকে খালিপেটে ঢেকুর তুলতে হয়। দীনদারিদ্রের জন্যে আরো অনেক বেঁচে যাবে।"

সুধী বলল "চুপ। চুপ। এস উজ্জয়িনী।"

খেতে খেতে বাদল বকে চলল। "পেট ভরছে না, ঘুম হচ্ছে না এ সব ভেবে আমরা অনর্থক উদ্বিগ্ন হই। এই তো আমি আগের চেয়ে ঢের কম খাচ্ছি, কোনো ক্ষয় তো দেখছিনে। ঘুমও আগের তুলনায় ভালোই হচ্ছে।"

উজ্জয়িনী সুখী হলো। সুধীর প্রত্যয় হলো না।

"দেহ কী? একটা খোসা, একটা খোলস। যাক না মরে ঝরে। আত্মার তাতে কী আসে যায়। আত্মা হচ্ছে আলোর মতো। কাঁচ ভাঙলে আলো মুক্তি পায়। জানো সুধীদা, সেদিন কী হয়েছিল? ওঃ সে খুব অদ্ভুত। তোমরা সংশয়বাদীরা বিশ্বাস করবে না।"

বাদলের মুখে একথা সুধীর বুকে বাজল। বাদল তাকে সংশয়বাদী বলে গাল পাড়ছে বলে নয়, বাদল নিজে স্থূলভ অধ্যাত্মবাদী হয়েছে বলে।

"আমার মনে হলো," বাদল বলতে লাগল, "মনে হলো যেন আমি প্রত্যক্ষ করলুম, আমার আত্মার আলো আমার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে ফোয়ারার মতো উৎক্ষিপ্ত হলো। হয়ে অনন্ত ব্যোমে লগ্ন হয়ে সূর্যের মতো একদৃষ্টে আমার সংজ্ঞাহীন শরীরের দিকে চেয়ে থাকল। যেন আমার নয়, অন্য কারুর শরীর। কেউ কোনোদিন নিজের পিঠ দেখেছে? আমি দেখলুম।"

"তাজ্জব!" দে সরকার ফোড়ন দিল।

"আপনার সবতাতে অবিশ্বাস।" উজ্জয়িনী ফোঁস করে উঠল।

তা শুনে দে সরকারের আত্মার আলো দপ করে নিবে গেল। বাদল বলল, "আহা। আমিই কি একসময় বিশ্বাস করতুম? বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি বলেই তো করছি। দে সরকারের দোষ কী।"

সুধী বলল, "বাদল, বাস্তবিক তোদের এখানকার খাদ্য দেহের থেকে আত্মাকে বিযুক্ত করবার উপযোগী। পেট পিঠ একাকার হলে পিঠ দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক।"

বাদল অনুকম্পাভরে ঈষৎ শিরশ্চালন করল। তার করুণা জাত হলো এই জড়বাদীর উপর। হায় এই সুধীদাই একদিন প্রজ্ঞামার্গী ছিল।

"ওসব", সুধী বলল, "অনুভূতির পরিচায়ক নয়, শৈথিল্যের পরিচায়ক। শরীর দুর্বল হলে আপনি চোখে জল আসে। সে অশ্রু দুঃখীর দুঃখ দেখে নয়, সে অশ্রু অপ্রকৃতিস্থতার।"

উজ্জয়িনী একবার সুধীর দিকে একবার বাদলের দিকে তাকায়। কার কথা সত্য। বাদল যে রোগা হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, তার স্ত্রীর দৃষ্টিতে এটা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব সুধীদার উক্তি সত্য। অথচ বাদলের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা কী করে মিথ্যা হতে পারে।

"তুমি যাই বল, চক্রবর্তী," দে সরকার উজ্জয়িনীকে তুষ্ট করবার আশায় বলল, "তোমার দর্শন যার স্বপ্নেও ইশারা পায় না এমন বহু বিষয় আছে স্বর্গে ও মর্ত্যে।"

বাদল অতীব বিনয়াবনত ভাবে হাসল, যেন মনে মনে বলছে, "পিতঃ পিতঃ উহাদিগকে ক্ষমা কর। উহারা কি করিতেছে তাহা উহারা জানে না।" হায় রে জড়বাদী। কেমন করে তুমি বুঝবে এই নশ্বর দেহ একখানা আবরণ।

সুধী অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল। এই আবিষ্টতা তার মনঃপূত নয়।

বাদল যে অবিলম্বে এর অসারতা হৃদয়ঙ্গম করবে তাতেও তার সন্দেহ নেই। আক্ষেপ কেবল এই যে বাদলের দেহের ভিত্তি হীনবল হয়ে তার মনের চূড়ায় আঘাত করছে। না খেয়ে কেউ মনীষী হয়নি। প্রকৃতির প্রতিশোধ অমোঘ।

বাদল বলল, "আপনারা কষ্ট করে আমাদের আশ্রম দেখতে এসেছেন এর জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ। প্রায় প্রতিদিন কেউ না কেউ আসেন। জানতে চান কাজ কী কী হচ্ছে, বিভাগ কয়টি, কর্মী কয়জন, কারা উপকার পাচ্ছে, কী করে চলে। এই সব। তাঁদের উত্তর দিতে দিতে একটা বাঁধা উত্তর মুখস্থ হয়ে গেছে। সে উত্তর আপনাদের দিলুম না।"

সুধী বলল, "তোর নিজের কেমন লাগছে তাই আমাদের বল। আর অত 'আপনি আপনি' করছিস কেন? উজ্জয়িনীর খাতিরে? সেও তোর স্ত্রী না হোক বন্ধু জন।"

উজ্জয়িনীর আনন রক্তিমাভ ও নয়ন শিশিরাক্ত হলো।

বাদল সরল হেসে বলল, "আমার সেটা খেয়াল ছিল না।.... আমার কেমন লাগছে তাই তোমাদের বলতে যাচ্ছিলুম। তবে শোন। কূপমণ্ডুক বলে একটা কথা আছে তো? আমি ছিলুম কূপমণ্ডুক। আমার কূপ আমার ব্যক্তিসীমা। নিজের মনের ভিতর নিজে একলাটি থাকতুম, কখনো ভাসতুম, কখনো তলিয়ে যেতুম। কখনো নিজের উপর বিরক্ত হয়ে ভাবতুম কেন আমি মহামণ্ডুক হতে পারছিনে। আবার কখনো পরের উপর বিরক্ত হতুম, সবাই আমাকে সাধারণ মণ্ডুক মনে করছে। হা হা। ধারণা ছিল না যে মহান হই সাধারণ হই মণ্ডুক তো!"

দে সরকার প্রশ্নক্ষেপ করল, "এখন কি মাণ্ডুক্য অতিক্রম করেছ?"

"সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছি।...যতক্ষণ আমি ব্যক্তি ছিলুম ততক্ষণ ছিলুম ব্যক্তিত্বের কূপে বন্দী। যেদিন ঝাঁপ দিলুম জনসমুদ্রে, যেদিন ব্যক্তিগত বলে রইল না আমার কিছু, সেদিন থেকে আমি মুক্ত, আমি—আমি—"

"অতিমণ্ডুক।" দে সরকার জিভ কাটল। উজ্জয়িনী তার দিকে এমন করে তাকাল যে তার মানে এখনি বেরিয়ে যাও।

"আমি সহজ মানুষ। আমার নিজের বলতে কিছু নেই, সম্পত্তি তো নেইই সময়ও না। আমার প্রাইভেট বলে কিছু নেই, ঘর তো নেইই চিন্তাও না। আমি বলে কিছু নেই, আমিত্বই যে কূপ। সকলের সুবিধার জন্যে বাদল বলে একটা লেবেল আঁটা হয়েছে এই দেহটার উপরে, সে লেবেল এত মিথ্যা যে তাকে ধরাছোঁয়া যায় না। কেড়ে নিতে পার তো কেড়ে নাও লেবেল, কেটে ফেলতে চাও তো কেটে ফেল দেহ, আমার পরোয়া নেই, কারণ আমার বিচ্ছিন্নতা নেই, আমি সমুদ্রের একবিন্দু জল।"

"ব্যক্তিসীমা মুছে গেলে সে যে কী স্বস্তি", বাদল আবার বলে উঠল, এবার উচ্ছ্বাসিতভাবে, "সে যে কী আয়েস, আঃ।" সে হঠাৎ মৌন হয়ে আঁকুপাঁকু করতে থাকল, যেন ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

"তোমরা ভাবতে পার ঘর পুড়ে গেলে লোকে দাঁড়ায় কোথায়?" বাদলই বলল আবার, "দাঁড়ায় আকাশের তলে। আকাশের সূর্য নক্ষত্র ঝড় বৃষ্টি কী সুস্বাদ। ঘরের বদ্ধ হাওয়া, কৃত্রিম তাপ, মলিন আলো কী বিস্বাদ! এই তো মুক্তি, গর্ভযাতনা থেকে মুক্তি, পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি, হিন্দুরা যা চায়।"

উজ্জয়িনী অভিভূত হয়ে শুনছিল। এমন কি দে সরকারও না ভেবে থাকতে পারছিল না যে বাদল বাস্তবিক কী একটা পেয়েছে। হয়তো আশ্রমগুলো নেহাৎ গাঁজাখুরি আড্ডা নয়।

সুধী বাদলকে ফানুশের মতো যথেচ্ছ উড়তে দিল, সুতো টানল না। বাদল যখন বকতে বকতে শ্রান্ত হয়ে পড়ল তখন সুধী বলল "এবার আশ্রমটা ঘুরে ফিরে দেখলে হয়।"

উজ্জয়িনীর ঔৎসুক্য চরিতার্থ করার জন্যে দে সরকার প্রত্যেকটি বিভাগ সম্বন্ধে বাদলকে প্রশ্ন করল, উজ্জয়িনী নিজে চুপ করে শুনল। দেখাশুনা শেষ হলে বাদল বলল, "এই আমাদের জীবন।"

উজ্জয়িনী বলে ফেলল, "আমার স্থান হয় না?"

"গোয়েনকে জিজ্ঞাসা করতে পার।" বাদল নিঃসম্পর্কীয়ের মতো বলল।

সুধী বলল, "না। স্থান হবে না।" তার স্বরের দৃঢ়তা উজ্জয়িনীকে চকিত ও দে সরকারকে বিস্মিত করল। বাদল ভ্রূক্ষেপ করল না।

পথে উজ্জয়িনী শুধাল, "কেন, দোষ কী?"

সুধী স্নেহার্দ্র স্বরে বলল, "দুজনেই সমান পাগল হলে কে কার পাগলামি সারাবে? ভুলে যেয়ো না যে তুমি সহধর্মিণী। সান্নিধ্যের জন্যে লালায়িত হওয়া তোমার পক্ষে শোভা পায় না। যদি তোমার স্থির প্রত্যয় থাকে যে তুমি ওকে ওই নিরর্থকতা থেকে ফিরিয়ে আনবে তবে তুমি যাও ওখানে, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তাতে মিস স্ট্যানহোপের তথা ওর নিজের আপত্তি থাকতে পারে।"

নিরর্থকতা! উজ্জয়িনী আশ্চর্যান্বিত হলো। সুধী কি বাদলের অভিজ্ঞতার দ্বারা একটুও স্পৃষ্ট হয়নি? অমন অভিজ্ঞতা কি আশ্রম ব্যতিরেকে সম্ভবপর? পুরুষের সাধনায় সঙ্গিনী ও সমকক্ষ হওয়া কি প্রকৃত সহধর্মিণীত্ব নয়? পাগলামি!

"পাগলামি তুমি কাকে বলছ, সুধীদা? ও যে মুক্তি, আমাদের হিন্দুদের আকাঙ্ক্ষা।"

"যাঃ।" সুধী মুচকি হেসে বলল, "হিন্দুদের সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের যা ধারণা বাদলেরও তাই। ওরা পড়ে ওরিয়েণ্টালিস্টদের সন্দর্ভ। ওরিয়েণ্টালিস্টদের নাড়ীজ্ঞান নেই। ও যত দিন নাস্তিক ছিল আমি খুশি ছিলুম। সহসা মিস্টিক হয়ে ও শিখেছে মিষ্টি হাসি, সেল্‌সম্যানদের মতো।"

বাদলের প্রতি উজ্জয়িনীর অন্যায় পক্ষপাত লক্ষ করে সে সমকায় এতক্ষণ মনে মনে জলছিল। সুধীর উপমা শুনে আহ্লাদিত হয়ে বলল, "যা বলেছ। ওই হাসি ওকে আর ওর আশ্রমকে ধরা পড়িয়ে দেয়। মস্ত ফাঁকি।"

"না। ফাঁকি বলতে পারিনে।" সুধী মাথা নাড়ল। "ওরা যা করছে তা সরল বিশ্বাসেই করছে। সেকালের মোনাস্টিক জীবনকে ওরা ফিরিয়ে আনতে চায় একালের যন্ত্রসভ্যতার তাণ্ডবভূমিতে। যুগোচিত পরিবর্তন বলে একটা বুলি আমাদের দেশে শুনতে পাওয়া যায়, জান তো। ওরাও মোনাস্টিক জীবনের যুগোচিত পরিবর্তন সাধন করে সেই মেরামত-করা নৌকায় সাগর পাড়ি দেবে।"

"তাই কি?" উজ্জয়িনী সুধীর বাক্যে সন্দেহ প্রকাশ করল।

"আচ্ছা তা যদি না হয় তবে বুঝিয়ে বলছি। তুমি তো বৃন্দাবন দেখে এলে। রাধা আর কৃষ্ণ যদি বৃন্দাবনে পুনরায় অবতীর্ণ হন, রূপক

আকারে নয় কিশোর কিশোরী রূপে, তবে সেই যাত্রীবেচাকেনার বেহায়া বাজারটার যুগোচিত সংস্কার করলে কি সেটা তাঁদের লীলানিকেতন হবে ?"

বৃন্দাবনের উল্লেখে উজ্জয়িনী সাতিশয় লজ্জিতা হয়েছিল। দে সরকার কী মনে করবে কে জানে। সুধীর সব কথা তার কানে পৌঁছল না। তবে বুঝল সে ঠিকই। বৃন্দাবনের যতই পরিবর্তন সাধন কর সে লীলানিকেতন হতে পারে না।

"ও চলে আসবে, পালিয়ে আসবে, আমি জানি।" সুধী বলল। "তুমি তত দিন সবুর কর। তৈরি হও। তোমার সামনে বৃহৎ কর্তব্য পড়ে রয়েছে—সুকঠোর সহধর্মিণীত্ব।"

তা শুনে দে সরকারের আহ্লাদ জুড়িয়ে হিম হয়ে গেল। ওঃ! সুধীও কম সেকেলে, কম প্রতিক্রিয়াশীল নয়। আঠারো উনিশ বছর বয়সের তরুণী মেয়েকে দিচ্ছে প্রৌঢ়তার দীক্ষা। পাঠশালার খুকীদের যেমন উপদেশ দেওয়া হয় সুগৃহিণী সুজননী হতে। "সুকঠোর সহধর্মিণীত্ব! ড্যাম। যার সমস্ত শরীর তৃষার্ত হয়ে রয়েছে এক ফোঁটা আদরের জন্যে, যার সমস্ত মন একটুখানি প্রেমের আশায় অহর্নিশ কাতর, সামান্য 'প্রিয়া' সম্বোধনে যে অমর হয়ে যায় তাকে হতে হবে দুর্ধর্ষ 'সহধর্মিণী!'

দে সরকার পথে এক স্টেশনে নেমে গেল।

উজ্জয়িনী বলল, "আমাকে কোনো স্কুলে কি কলেজে ভর্তি করে দাও। আমি নার্স হতে চাই।"

"তার জন্যে," সুধী বলল, "স্কুলে কি কলেজে ভর্তি হতে হয় না। হাসপাতালে শিক্ষানবীশ হলে বোধ হয় চলে। আচ্ছা, আমি আর্ট এক্সেনয়কে বলে দেখব।"

তাঁর সঙ্গে ইতিমধ্যে উজ্জয়িনীর আলাপ হয়েছিল। সে বলল, "একদিন আমিও তাঁর সঙ্গে দেখা করব।"

"তা হলে আজই চল না কেন, আমি তো তাঁর ওখানেই যাচ্ছি।"

তাই হলো। আণ্ট এলেনর উজ্জয়িনীকে অভ্যর্থনা করে আপ্যায়ন করলেন। সে যখন আস্তে আস্তে তার অভিপ্রায় অনাবৃত করল তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন, "সকলে সব কাজের যোগ্য নয়। আমি তোমার সম্বন্ধে যেটুকু জানি তার থেকে আমার মনে হয় না যে তুমি ও কাজ পারবে। একে তো প্রাণান্তকর পরিশ্রম, তাও সইত যদি হৃদয়বৃত্তি অসাড় না হয়ে উঠত। আমি এমন নার্স খুব কম দেখেছি যার স্বাভাবিক দয়ামায়া অক্ষুণ্ণ আছে। তোমার মতো নরম প্রকৃতির মেয়ে নার্স হয়ে গরম প্রকৃতি লাভ করলে জগতের কী লাভ!"

"যদি তোমার আগ্রহ থাকে," তিনি আরো বললেন, "তোমাকে আমি হাসপাতালে বেড়াতে নিয়ে যাব। তুমি ওখানকার নার্সদের উপর নজর রেখো।"

সেদিনকার মতো সেই স্থির হলো। অন্যান্য কথাবার্তার পর আণ্ট এলেনরের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে উজ্জয়িনী ফ্ল্যাটে ফিরল। সুধী তার রক্ষী হলো না। এত দিনে সে একা চলাফেরা করতে শিখেছে, পথঘাট চিনেছে।

বাদল তাকে বন্ধুজন বলে গণ্য করেছে, আপনির বদলে তুমি বলেছে, এক দিনে এর বেশি বিজয় আশা করা যায় না। সে এতে একান্ত হৃষ্ট। তা সত্ত্বেও তার চিন্তা দূর হয়নি। কী তার করণীয়? বাদলের টাইপিস্ট হবার সাধ ছিল, সে সাধ পূরবার নয়। বাদলের আশ্রমে আশ্রমিক হতো, সুধীদা বলে বাদল নিজেই কোন দিন তার

দেবে। আপাতত মিস স্ট্যানহোপের অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে হয়, স্বল্পকালের আশ্রমবাসের জন্য এই হীনতার সার্থকতা নেই।

নার্সের কাজও মানবের সেবা। আশ্রমে বাদলের যে শিক্ষা হচ্ছে হাসপাতালে তার সহধর্মিণীর সেই শিক্ষাই হবে। মিলন তাদের সুদূরপরাহত, কিন্তু আর একরকম মিলন আছে, তা ব্রতের মিলন, লক্ষ্যের মিলন। বাদলেরই মতো সেও কিছু হাতে রাখবে না, সব বিলিয়ে দেবে। তারও ব্যক্তিগত সুখদুঃখ আশা অভিলাষ থাকবে না। সে জনসাধারণের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাবে। এর আস্বাদন সে কিয়ৎপরিমাণে পেয়েছে বৃন্দাবনগামী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে। বহুল পরিমাণে পাবে জনসাধারণের সেবিকা রূপে।

প্রিয়তম, তুমি আমাকে বন্ধু বলে গণ্য করেছ। আমি তোমার দূরবর্তিনী বান্ধবী হব। কচিৎ আমাদের সাক্ষাৎ ঘটবে। সাক্ষাতের লালসা পুষব না। দুই ভুজে তুমি কোটি কোটি মানবের কোটি কোটি দুঃখ মোচন করতে অক্ষম, আমি তোমার অতিরিক্ত ভুজ হব। এর জন্যে সহিতবাসের প্রয়োজন নেই, আমি তোমার বৈদেশিক প্রতিনিধি হব।

"মা," সে তার মা'কে শোবার সময় জিজ্ঞাসা করল, "তুমি না ক্লিনিক চালনা শিখতে এ দেশে এসেছ?"

"কে? আমি! কী শিখতে? ক্লিনিক!" মা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "অ! ক্লি-নি-ক! তাই বল। হাঁ। সে রকম ইচ্ছা ছিল বটে। রোস, পাঁচজনের মতামত নিয়ে দেখি। ওসব কি দু' এক দিনের মামলা! দেখি মিসেস ব্র্যাডলি বার্ট কী পরামর্শ দেন। লেডী উইলোবীর সর্দি লেগেছে, সারলে এক দিন পরামর্শ

চাইতে যাব। ভালোই হলো; আলাপের একটা উপলক্ষ জুটল। নইলে লেডী উইলোবীর ওখানে আমল পাওয়া ভার।"

এর পর মিসেস গুপ্ত লণ্ডনের কারুকে বাদ দিলেন না। সকলের দ্বারস্থ হলেন ক্লিনিকের বিষয়ে পরামর্শ চাইতে। পরকে পরামর্শ দেবার মতো সুখকর ব্যসন আর নেই। তাঁরাও ফ্ল্যাট আক্রমণ করলেন পরামর্শ চাপাতে। মিসেস গুপ্ত যে এই বয়সে ক্লিনিক খুলতে উদ্যত হয়ে ইউরোপে এসেছেন শিক্ষার্থে, এই কিংবদন্তী দন্তে দন্তে রটিত হয়ে ওষ্ঠে ওষ্ঠে পল্লবিত হয়ে বিশাল বপু পরিগ্রহ করল।

প্রথম ও দ্বিতীয়

১

দেশ থেকে ফিরে আসার পর সুধীর কী যে হয়েছিল সে মার্সেলকে মন দিয়ে আদর করতে পারছিল না, আলাপ করতে পারছিল না মন দিয়ে অশোকার সঙ্গে। যে উজ্জয়িনীর জন্যে এত তাকেও যথেষ্ট সময় দিতে অসমর্থ হচ্ছিল। ফলে প্রত্যেকেই ধরে নিয়েছিল সুধীর মনোযোগ পাত্রান্তরে ন্যস্ত। সুজেৎও সুধীকে এত গম্ভীর এর পূর্বে দেখেনি। তার আশঙ্কা দে সরকার সুধীকে সব বলে দিয়েছে।

আসলে এবার দেশ থেকে সুধী বয়ে এনেছিল বিস্তর আহার সামগ্রীর সহিত বিস্তর ভাবনা। আর একটি বছর তার শিক্ষানবীশীর মেয়াদ। অতঃপর সংসার প্রবেশ। জীবনের এই সন্ধিকালে যুবকমাত্রেই দোলায়িত। জীবিকা নির্বাচনে ভুল ঘটলে সারা জীবন সেই ভুলের খেসারৎ দিতে হবে, অতি সহজে সে ভুলের সংশোধন নেই। জীবিকা তো কেবল অন্নবস্ত্র নয়। জীবিকা হচ্ছে আত্মপ্রকাশ। তারপর যুবকের ভুল কেবল যুবকের পক্ষে নয় সংসারের পক্ষেও ক্ষতিকর। এবং সেই ভুলের সংশোধন সংসারের পক্ষেও বিরক্তিকর। বেশির ভাগ লোকের জীবন ব্যর্থ হয় জীবনের এই সন্ধিকালে অব্যবস্থিতচিত্ততায়। নিজের বিচারের ভুলে অথবা অপরের নির্বন্ধে তারা প্রথমকে ছেড়ে দ্বিতীয়কে নেয়, ধ্রুবকে ছেড়ে

অগ্রজকে। অনেকে এমন অবুঝ যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বুঝতে পারে না কোন দোষে ও কার দোষে জীবন ব্যর্থ গেল। যারা বোঝে তারা বড় দেরীতে বোঝে, ততদিনে প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ। জীবন মানুষকে দ্বিতীয় সুযোগ দেয় না, দ্বিতীয় একটা শৈশবও নেই দ্বিতীয় একটা যৌবনও নেই মানুষের অদৃষ্টে।

সুধী একরকম স্থির করে রেখেছিল গ্রামে গিয়ে পৈত্রিক ভদ্রাসনখানার জীর্ণসংস্কার করবে ও বর্গাদারদের হাত থেকে জমির আবাদ নিজের হাতে আনবে। তার পূর্বপুরুষরা স্বয়ং মাঠে হাজির রয়ে লাঙল দেওয়া থেকে ধানকাটা অবধি নিজেদের নির্দেশমতো করাতেন। তার ঠাকুরদাদা আপনি বীজ বুনতেন। তিনি বলতেন জমির সব অংশ সমান উর্বর নয়, কোথাও কম কোথাও বেশি, তা সকলের চোখে পড়ে না। যেখানটা বেশি সেখানটায় কম বীজ ছিটাতে হয়, যেখানটা কম সেখানটায় বেশি বীজ ছড়াতে হয়। কোথায় জল বেশি থিতায় কোথায় কম তাও জানা দরকার। এক কথায় জমির শরীরতত্ত্ব নখদর্পণে না থাকলে কেবল চাষ করলেই ফসল ফলে না। যাঁরা জমির মর্মজ্ঞানী তাঁরা জমির অঙ্গে স্থূল হস্তাবলেপ সহ্য করতে পারেন না বলে রোজ দু' বেলা উপস্থিত থাকেন ও তত্ত্ব নেন। তারপর উপযুক্ত গোরু না হলে চাষ অর্ধেক মাটি। কর্তারা স্বহস্তে গোপরিচর্যা করতেন।

সুধীরও অভিপ্রায় ছিল এ সমস্ত বিধানমত করতে। কিন্তু মামার কাছে আবাদের খোঁজ নিয়ে যা অবগত হলো তার থেকে এই আক্কেল জন্মাল যে সেকালে ও একালে একটা মস্ত বিষয়ে গরমিল। একালে উপযুক্ত গোরু যদি বা পাওয়া যায়, উপযুক্ত ভৃত্য পাওয়া দুষ্কর। দেশে লক্ষ্মীর কোপে দিনমজুরের সংখ্যা

অজস্র ও দাবী সামান্য। কিন্তু সস্তা ও রোগা গোরুর মতো তারাও চাষ অর্ধেক মাটি করে। যেমন গোরু তেমন কৃষাণ না হলে যেমন কৃষাণ তেমনি গোরুই শ্রেয়ঃ। কিন্তু তার জন্যে সুধীর মতো মানুষের তত্ত্বাবধান. নিষ্প্রয়োজন। বর্গাদার দিয়ে চাষ করালে অর্থের দিক থেকে কিছু লোকসান গেলেও সময়ের দিক থেকে আরামের দিক থেকে পুষিয়ে যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকে সেই জন্যে জমি বর্গা দিয়ে নিশ্চিন্ত। ওদিকে বর্গাদার স্বত্ববান না হওয়ায় জমির উপর তার লেশমাত্র মমতা থাকে না, স্থূল হস্তের পীড়নে তাকে নিঃসত্ব করে ছাড়ে। তা দেখে যে মালিকের করুণা হয় তিনি তাঁর জমি বেচে ফেলেন কিংবা তার উপর খাজনা ধার্য করেন। সুধীর পক্ষে দুই সমান। খাজনা আদায় করাই যদি তার জীবিকা হয় তবে সে হয় উপস্বত্বভোগী পরাসক্ত জীব। আর জমি বেচলে দেশের মাটির সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ রইল কোথায়!

বিধাতা সদয় হলে উপযুক্ত গৃহিণীও মেলে, কিন্তু উপযুক্ত ভৃত্য যে মেলে না। একটির পর একটি বিদায় হয়, কেউ বসন্তে মরে, কেউ অন্তর্ধান করে। এদের উপর নির্ভর করে সারা জীবনের জীবিকা বেছে নেওয়া কি সোজা ঝুঁকি! সেকালে রেলস্টীমার ছিল না, ঘরের চাকর ঘরের লোকের মতো ভাত ডাল নুন লঙ্কা কিল চড় ধমক বকুনি খেয়ে পুরুষানুক্রমে টিকে থাকত। কৃষি যদি সুধীর জীবিকা না হয়ে শখ হত তবে না হয় ঝুঁকি নিয়ে য়্যাডভেঞ্চার করা যেত, পেনসনপ্রাপ্ত ভদ্রলোকেরা যা করে থাকেন। কিন্তু মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে সে পেনসন নেবে কোন দুঃখে।

এই যেমন তার নিজের সম্বন্ধে ভাবনা তেমনি দেশের সম্বন্ধেও

তার ভাবনার বিষয় নতুন জুটেছিল। জাহাজে শ্রীযুক্ত বিনায়ক বালাজী পটবর্ধনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। পটবর্ধনের নাম সে নন্‌কোঅপারেশনের যুগে শুনেছিল। পরে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে দেন। তাই তাঁর নামও আর শোনা যেত না। সুধী জানল তিনি তখন থেকে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করে আসছেন। সম্প্রতি শ্রমিক পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে ইংলণ্ডের কোন এক কনফারেন্সে যোগ দিতে চলেছেন। সুধীর খদ্দরই তাকে তাঁর লক্ষ্যভাজন করে। এই খদ্দর নিয়েই তিনি আলাপ সুরু করেন।

"আমি একজন লেজকাটা শেয়াল।" পটবর্ধন হেসে বললেন। মিষ্টালাপী অমায়িক পুরুষ। বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। "খদ্দর একদা আমারও পরিধান ছিল। আপনি যে আজো পরেন ও এই পরে ইউরোপ যাচ্ছেন এতে আমার হিংসা হওয়া উচিত।"

"রক্ষা করুন। এই নিয়ে আমার বন্ধুরা আমাকে এখনো খোঁচা দিচ্ছে। যেমন দেখছি লেজ না কেটে নিস্তার নেই।" সুধীও হাসল। "খোঁচা যদিবা বরদাস্ত হয় প্রশংসা প্রাণঘাতিকা। আপনি হিংসা করলে আমি প্রশংসায় স্ফীত হয়ে মারা যাব যে।"

"সে ভয় অমূলক।" পটবর্ধন গম্ভীরভাবে বললেন। "আমার জানতে ইচ্ছা হয় খদ্দরের এমন কী গুণ আছে যে আমি মিলের কাপড় না পরে খদ্দর পরব। আমি অধ্যাত্মবাদী নই, কাজেই নিছক আর্থিক যুক্তি ছাড়া ইতর যুক্তি শুনব না।"

"আমিও," সুধী বলল, "আধ্যাত্মিক আত্মপ্রসাদ লাভ করবার জন্যে খদ্দর পরি এমন নয়। মিলের কাপড়ের উপর যতদিন উৎপাদনশুল্ক ছিল ততদিন মিলের কাপড় পরেছি। এখন ও জিনিস অনায়াসে বিদেশী কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াচ্ছে,

এখন ওকে ঠেলে দাঁড় করাবার দরকার দেখিনে। খদ্দর হচ্ছে মায়ের ছোট ছেলে, ওর উপর সেইজন্যে মায়ের একটু বেশি নজর।"

"ছোট ছেলে!" পটবর্ধন ব্যঙ্গমিশ্রিত বিস্ময়ের সুরে বললেন। "সে কী মশাই! বয়স যার ধরতে গেলে পাঁচ হাজার বছর, ছিল যে মহেঞ্জো-দারোর যুগে, কোন হিসাবে সে ছোট ছেলে! নখ দন্ত হারিয়ে কুব্জ ও খর্ব হলে কি ছোট ছেলে হয় নাকি? বয়সের গণনায় মিলই বরং ছোট ছেলে।"

সুধী একমত হয়ে বলল, "ঠিক। কিন্তু আমি দিচ্ছিলুম একটা উপমা। ছোট ছেলে না হোক, খোঁড়া ছেলে। তাই তার প্রতি মায়ের পক্ষপাত।"

"খোঁড়া ছেলের প্রতি পক্ষপাত," পটবর্ধন সকৌতুকে বললেন, "তাকে তো খোঁড়া করে রাখবেই পরন্তু আরো দশটিকেও খোঁড়ামি শেখাবে। আমাদের আস্তাবলের সব ক'টি ঘোড়া যদি খোঁড়া হয় তবে আমাদের রথযাত্রা হবে পুরীর রথযাত্রার মতো। কাঠের ঘোড়া খোঁড়া হয়ে রয়েছেন, তাই মনুষ্য হয়েছে রথেরও বাহন অশ্বেরও বাহন। চরকা আমাদের পুষবে না, চরকাকে আমরা পুষব। আমাদের এই জাহাজটা কালক্রমে ফুটো হলে ইটালীর লোক বোধ করি সমুদ্রে সাঁতার কেটে এটাকে মাথায় বয়ে পারাপার করবে।"

মরাঠার হাসি, প্রাণখোলা হাসি। সুধী সে হাসিতে হাসি মেলাতে পারল না। তা লক্ষ করে পটবর্ধন বললেন, "না, না। আপনার লজ্জা পাবার কারণ নেই। আমাদের দেশের বুড়ো বুড়ো খোঁড়া ছেলেরা যা আমাদের বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করছেন আপনি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে কত ত্যাগ স্বীকার করছেন তা কি আমি

বুঝিনে। কিন্তু কেমন করে এর আমি সমর্থন করব? যদি জানতুম যে এতে তাঁতীর দারিদ্র্য ঘুচবে তবে আমার মিলের মজুর ভাইদের ডেকে বলতুম, যাও ভাই, গ্রামে ফিরে যাও, সেখানে চরকা তোমাদের অন্ন জোগাবে, সমাজ জোগাবে স্নেহ। কিন্তু বেশ জানি হাজার হাজার বছর ধরে বেনেরা দাদন দিয়ে তাঁতীর উৎপন্ন দ্রব্য সস্তায় কিনেছে, দাম হিসাবে তাঁতী যা পেয়েছে তা মজুরির চেয়ে বেশি নয়। যেখানে তাঁতী সেখানে বেনে, যেখানে গুড় সেখানে পিঁপড়ে। বেনেকে বাদ দিয়ে তাদের জায়গায় ভলান্টিয়ার বাহাল করে ক'দিন চলবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আদর্শবাদ চিরস্থায়ী হয় না, হতে পারে না। আমি বলি মিল বরং ভালো, যেহেতু শ্রমিক তার সংহতির জোরে মালিকের কাছ থেকে বখরা আদায় করে নেবেই। পক্ষান্তরে তাঁতীরা জোটবন্দী হয়ে বেনের কাছ থেকে হক পাওনা পাবে, এ যেন কথামালার গালগল্প। শেয়ালের কাছে মুরগীর দরবার।"

২

পাটবর্ধনের অবিশ্বাস ক্ষুদ্রমনার অবিশ্বাস নয়, মহামনার অবিশ্বাস। ভারতের অসহায় কারুশিল্পীদের কে বাঁচাবে! কেবল তাঁতীকে নয়, কুমোরকে, কামারকে, ছুতোরকে, কাঁসারীকে, মুচিকে। ভলান্টিয়ারের কর্ম নয়, ভলান্টিয়ার ব্যবসাবাণিজ্যের কতটুকু খবর রাখে। কেন জিনিসের দাম ওঠে, কেন পড়ে, কিসে পোষায়, কিসে পোষায় না, এক পণ্যের সহিত অপর পণ্যের কী সম্পর্ক এসব কি ভলান্টিয়ারের মগজে ঢোকে? এ সব যে চিরকাল

ব্যাপারীদের ব্যাপার, অব্যাপারীর নয়। ব্যাপারীকে বাদ দেবার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। অথচ ব্যাপারী যে নিজের লাভের জন্যে পরের খোরাক থেকে চুরি করবে এও ঐতিহাসিক সত্য, ভবিষ্যতে এর ব্যতিক্রম ঘটা বিচিত্র। ভারতের বণিক অর্থের লোভে অম্লানবদনে বিদেশী পণ্যে আসমুদ্র হিমাচল নগরপল্লী ভারাক্রান্ত করেছে। এক মুহূর্তও ভাবেনি যে ভারতের কারুশিল্পীর কী দশা হবে। ভারতের বণিক লাভের প্রেরণায় ধান চাল তুলা চামড়া ইত্যাদি কাঁচামাল রপ্তানি করে তৈরী মাল আমদানি করেছে। এক মুহূর্তও ভাবেনি যে শিল্পপ্রাণ দেশের পক্ষে সে বিনিময় প্রাণহানিকর। এই যে দেশের বণিকের স্বভাব সে দেশ যদি দিন দিন দরিদ্র হতে থাকে তবে তা কি ইংরেজের সঙীনের খোঁচায়, না মাড়োয়ারী ভাটিয়া চেট্টি খোজা পারসী সাহা প্রভৃতির ভ্রাতৃমমতাহীন আত্মান্বেষিতায়? এরা যদি আদৌ না থাকত তবে কি ভারতের গ্রামে গ্রামে জাপানী ও জার্মান জিনিস বেচতে ইংরেজরা কর্মচারী নিয়োগ করত? এরা আছে, এদের যোগ্যতা আছে, অথচ এদের হিতাহিত জ্ঞান নেই, এইখানেই তো বিপদ। এই বিপদকে কপালে লিখে নবীন ভারত ভূমিষ্ঠ হবে? সুধীর অন্তর আলোড়িত হতে লাগল।

পটবর্ধনকে সুধী জিজ্ঞাসা করল ভাবী ভারতের জন্যে তাঁর কি কোনো পরিকল্পনা আছে? তিনি উত্তর দিলেন, "না। আমার কোনো পরিকল্পনা নেই। আমি কোনো কূলকিনারা দেখছিনে বলে কেউ দেখছে শুনলে উৎসুক হই। কিন্তু অচিরেই টের পাই ওটা চোখের ভুল। গান্ধীজীর পরিকল্পনা এক দিন আমার উপাদেয় বোধ হয়েছিল বলে আমি তাঁর দলে নাম লিখিয়েছিলুম। দু' দিন বাদে নাম

কাটিয়ে নিলুম যখন বুঝলুম যে ওর পনেরো আনা ধর্মনীতি, এক আনা অর্থনীতি। এবং সেই অর্থনীতির দ্বারা আর যাই হোক অর্থ হয় না। মানে ওতে টাকা নেই।"

সুধী প্রতিবাদ করল না। তিনিও তাঁর বক্তব্যটাকে বিশদ করলেন।

"নিজের খাদ্য নিজে ফলাব, নিজের বস্ত্র নিজে বুনব, জমিও আমাদের রয়েছে, তাঁত চরকাও আমাদের রয়েছে। ভাতকাপড়ে আত্মনির্ভর হওয়াই স্বরাজ। এই ছিল আমাদের সরল বিশ্বাস। যা শুনলে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য থেকে ছত্রপতি শিবাজী পর্যন্ত অট্টহাস্য করে উঠতেন। খেয়াল ছিল না যে জমি থাকলেও জমির খাজনা দিতে হয় এবং তাও ফসলে নয় নগদ টাকায়। আর হেন লোক নেই যার কিছু না কিছু দেনা নেই—সে টাকারও শোধ কিংবা সুদ দিতে হয় নগদ টাকায়। কাপড় না পরেও মানুষ বাঁচে, কিন্তু টাকা রোজগার না করলে কেউ তাকে বাঁচতে দেয় না। না জমিদার, না মহাজন, না সরকার।" এই বলে তিনি খানিক হেসে নিলেন।

"এখন নিজের ফসল ফলিয়ে ও নিজের কাপড় বুনে হয়তো স্বরাজ হয়, কিন্তু টাকা হয় না, চক্রবর্তীজী। আর টাকা না হলে সকলে ভলান্টিয়ার হতে পারে না, অধিকাংশকেই জিনিস বেচাকেনা করতে হয়। আর সেই বেচাকেনারও নিজস্ব নিয়ম আছে, সে নিয়ম ভঙ্গ করা দু' চার দিন চলতে পারে, কিন্তু চিরদিন চলে না। লোকে সস্তার বাজারে কিনবেই, মহার্ঘের বাজারে বেচবেই। আদর্শবাদের ঐরাবত এই জাহ্নবীর বেগ রোধ করতে গিয়ে স্বয়ং নাজেহাল হবে। সভ্যতা মানে টাকা, নগদ টাকা, দিব্য গোলগাল টাকা।

যাতে বিনিময়ের বেলায় গোল থাকে না, গোল যা থাকে তা কম বেশির।"

"সেই গোল", সুধী স্বকীয় প্রতিষ্ঠাভূমির উপর অটল হয়ে বলল, "চরকার দ্বারা লাঘব হয়, মিলের দ্বারা হয় কি ?"

পটবর্ধন নরম সুরে বললেন, "আমাদের দেশের মতো দেশে সাম্যবাদের প্রসঙ্গ তুলে তর্কের ঝড় বইয়ে কার কী লাভ, চক্রবর্তীজী ! যে দেশের লোক টাকার জন্যে হাঁ করে রয়েছে তাকে যেটুকু পায় টাকা দাও, কে কম পেলো কে বেশি পেলো এই নিয়ে বচসা করলে আসল সমস্যাটাকে ধামাচাপা দেওয়া হয়। আমি সোশ্যালিস্ট নই বলে আমার উপর শ্রমিকদের একদল খাপ্পা। তারা বলে আমি মালিকদের চর। আমি বলি তোমাদের যা প্রত্যক্ষ অভাব তা তোমরাও মেটাতে চাও আমিও চাই মেটাতে। তোমাদের যা প্রত্যক্ষ প্রাপ্য তা যখন তোমরা দাবী কর আমিও তোমাদের সঙ্গে মিলে দাবী করি। কিন্তু যেই তোমরা সাম্য বৈষম্য শ্রমিকরাজ রক্তশোষণ ইত্যাদি অর্থহীন মন্ত্র আওড়াও আমিও ধরে নিই যে তোমরা অর্থহীন থাকতেই ভালোবাস, তোমাদের অর্থের চেয়ে অনর্থে অভিরুচি। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি শরিকের সঙ্গে আট আনা অংশের জন্যে মামলা চালাতে গেলে সর্বস্বান্ত হয়, তার চেয়ে আজ এক আনা কাল ছয় পয়সা এই হারে যেদিন যা পায় তাই নিয়ে সেদিনকার মতো সন্তুষ্ট হওয়া সঙ্গত।"

সুধী অবসর পেলেই এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে সুখী হতো। তাতে তার নিজের পরিকল্পনা গড়ে না উঠলেও পরের পরিকল্পনার দুর্বলতা পরিস্ফুট হতো।

"যদি দেশের জন্যে কিছু করবার আগ্রহ থাকে," পটবর্ধন বলতেন,

"তবে দেশের লোকের হাতে কী উপায়ে টাকা হয়—হোক না কারুর বেশি কারুর কম—সেই হবে আপনার ধ্যান। নৈতিক উন্নতি বা ঐহিক সাম্য অবশ্য তুচ্ছ পদার্থ নয়, কিন্তু কোনটা প্রথম ও কোনটা দ্বিতীয় তা যেন ঘুলিয়ে না ফেলেন। বিশেষ কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এর বিপরীতটা সত্য হতে পারে এই যেমন আমি ইউনিভার্সিটীর চাকরি ছেড়ে টাকার দিক থেকে খুব ঠকে গেছি—হা হা—অথচ তা নিয়ে একটু কাঁদবার সময় পাইনে। কিন্তু সাধারণের ক্ষেত্রে প্রথমে অর্থ দ্বিতীয়ে পরমার্থ। এই সত্য ভুলেছে বলে ভারতের এই দুর্দশা।"

"পটবর্ধনজী," সুধী বলত, "সাধারণের প্রতি আপনার এই প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা সাধারণের কল্যাণপ্রসূ হতে পারে না। সাধারণের প্রত্যেকেই ব্যক্তি। ব্যক্তির পক্ষে পরমার্থই প্রথম, এর অসংখ্য ব্যতিক্রম সত্ত্বেও। প্রথম স্থান দিতে হয় তাকেই যা মানুষকে অমৃত করে। তা হচ্ছে আত্মার স্বতঃস্ফূর্তি, সৃষ্টির আনন্দ। মিলের মজুরের চেয়ে তাঁতীর ওজিনিস বেশি বলে আমার কেমন একটা সংস্কার দাঁড়িয়ে গেছে, কেননা তাঁতীর হাতের কাজে অনেক সময় আর্টের নিশানা থাকে। আর্টকে বাদ দিলে মিলও যা তাঁতও তাই। আমার ধ্যান হচ্ছে টাকার ছড়াছড়ি বা চরকার ঘর্ঘর নয়, আত্ম প্রকাশের বিচিত্র ও প্রশস্ত আয়োজন। ইউরোপ ও ভারত উভয়েই আজ উপকরণের স্বপ্নে বিভোর, প্রভেদ এই যে উপকরণের উৎপাদনে ইউরোপ নিচ্ছে বাষ্প এবং বিদ্যুতের সাহায্য। আর আমাদের আদর্শবাদীরা নিতে চাইছেন মানবমাংসপেশীর।"

"আমি হলে," পটবর্ধন ধীরতার সহিত বলতেন, "আপনার বক্তব্যটাকে অন্য আকার দিতুম। ইউরোপ মানবমাংসপেশীর সাহায্য নেবার মধ্যে আদর্শবাদের চিহ্ন দেখতে পায় না, বরং দেখে দাসত্বের

চেহারা। সেই কারণে ইউরোপ নেয় বাষ্প বিদ্যুতের সাহায্য। না নেওয়াই মূর্খতা। প্রকৃতির এত ঐশ্বর্য থাকতে মানুষ কেন উপকরণের অভাব পোহাবে? ভারতেরও বাষ্প বিদ্যুৎ রাশি রাশি মজুত রয়েছে। কিন্তু ভারতের ভয় ঐশ্বর্যকে, স্বচ্ছলতাকে। ভারত ভাবে মানুষ মরে অনশনে নয়, অতিভোজনে। যে দেশ ইউরোপের বহু পূর্বে বহু গুণ ধনী ছিল, সম্ভোগের চূড়ান্ত করেছিল, সেই দেশ ধন-সম্ভোগের নামে জিব কাটে। কেন এরূপ হলো? হলো পরমার্থকে প্রথম স্থান দিয়ে। বেনেরা অবশ্য পারমার্থিক কোনো কালেই হয়নি, হয়েছে জনসাধারণ। এর জন্যে দায়ী নানক কবির তুকারাম চৈতন্যদেব। গান্ধীও যখন বাষ্প বিদ্যুতের পরিবর্তে মানবমাংসপেশীর বিধান দেন তখন আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে সেটা বেকারসংখ্যাবৃদ্ধির প্রতিবিধান, কিন্তু তলিয়ে দেখলে সুস্পষ্ট হয় সেটা ধনাতঙ্করোগের উপসর্গ। অর্থাৎ তুমি যদি বারো ঘণ্টা চরকা চালাও তবে শয়তানী করবার সময় পাবে না, যদি গ্রামে থাক তবে তোমার সামনে শয়তানী প্রলোভন নেই, যদি সামান্য উপার্জন কর তবে তোমার শয়তানীর খরচ জুটবে না।"

"কাজেই," পটবর্ধন হারানো খেই খুঁজে পেয়ে বললেন, "ইউরোপের সহিত আমাদের প্রভেদ বাষ্পবিদ্যুতের সহিত মানবমাংসপেশীর প্রভেদ নয়। প্রভেদ এই যে ওরা ধনসম্ভোগে বিশ্বাস করে, আমরা করি অবিশ্বাস।"

৩

পটবর্ধনের সঙ্গে ভেনিসে ছাড়াছাড়ি। তারপর আর সাক্ষাৎ হয়নি, যদিও তিনি উপস্থিত ইংলণ্ডেই রয়েছেন। টাইমস কাগজে

এক কনফারেন্সের বিবরণীতে তাঁর নাম সুধীর নজরে পড়েছিল। তিনি ও আরো কে কে রাগ করে ওয়াক আউট করেছিলেন।

ভারতবর্ষ যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করেছিল সে বিষয়ে সুধীর সন্দেহ ছিল না। ভারতবর্ষের জীবনে যেদিন সন্ধিকাল আসে ভারতবর্ষ সে দিন বুদ্ধের ন্যায় ঐশ্বর্য ত্যাগ করে। তারপরে সে ঐশ্বর্য ভোগ করে বটে, কিন্তু হর্ষবর্ধনের ন্যায় অনাসক্ত ভাবে। ভারতের বিশ্বকর্মা শিল্পের খাতিরে শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন, অন্নের জন্যে নয়। অন্ন এসেছিল পারিতোষিক রূপে। অন্ন হচ্ছে আনন্দের আনুষঙ্গিক। মুসলমান আমলেও ভারত তার দারিদ্র্যের জন্যে লজ্জিত হয়নি। ইংরাজের আমলে এমন কী ঘটেছে যে এই পরিণত বয়সে প্রথম বয়সের নির্বাচিত পন্থা পরিত্যাগ করতে হবে। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে ইংরেজের আমলে দারিদ্র্য বেড়েছে তবু এর জন্যে কি স্বেচ্ছাদরিদ্র তার অঙ্গীকার প্রত্যাহার করবে? ব্রাহ্মণ কি লক্ষ্মীর কৃপা হতে অধিকতর বঞ্চিত হয়েছে বলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় জলাঞ্জলি দেবে?

অথচ এও জাজ্জ্বল্যমান সত্য যে ভারতের বণিক ভারতের স্বয়ংবৃত দুঃখের পন্থায় কণ্টক নিক্ষেপ করছে। ভারতের সমাজব্যবস্থা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে এই স্বৈরাচারে। বিদেশের নকল রেশমে দেশ ছেয়ে দিল কে? স্বদেশের উৎকৃষ্ট রেশম কেন লুপ্তপ্রায় হলো? বিদেশের সুলভ খেলনা ঘরে ঘরে পৌছে দিল কে? স্বদেশের সুন্দর খেলনা কার উদাসীনতায় অদৃশ্য হলো।

যাই হোক ভারতবর্ষ তার ইতিহাসের তাৎপর্য বিস্মৃত হবে না। যে মহারত্নের অন্বেষণে সে স্বাধীনতা পর্যন্ত উপেক্ষা করেছে বিত্ত তার তুলনায় তুচ্ছ। কোথায় ব্রহ্মবিহারের পরমা মুক্তি আর

কোথায় উপকরণ সম্ভোগের প্রচ্ছন্ন বন্ধন! ভারতের জনসাধারণ শ্রেয়ঃ পরিত্যাগ করে প্রেয় গ্রহণ করবে না, বহু সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা হতে এই শিক্ষা লাভ করেছে যে ধনসম্পদ জীবনযৌবন সাম্রাজ্য ও জয়গৌরব নিত্য নয়, অনিত্য। নিত্য হচ্ছে স্নেহ প্রেম অহিংসা, চিত্ত কর্তৃক চালিত নিপুণ হস্তের সৃষ্টি, সর্ব অবস্থায় সন্তোষ, সর্ব সময় ব্রহ্মসান্নিধ্য।

তা সত্ত্বেও সুধীর মনে পটবর্ধনের উক্তি প্রোথিত হয়ে রইল। সুধী দার্শনিক হলেও সাংসারিকজ্ঞান বর্জিত নয়। ইউরোপের ধনসম্ভোগবাদ ধার না করেও ভারত যাতে নির্বীর্যতা হতে নিষ্কৃতি পায়, গৃহবৈরীকে আয়ত্তাধীন করে, সুধীকে এর উপায় চিন্তা করতে হবে। পরমার্থ ই প্রথম, কিন্তু প্রথমের সঙ্গে দ্বিতীয়ের তো বিবাদ নেই। প্রথমকে ছেড়ে দ্বিতীয়ের পশ্চাতে ছুটব না, কিন্তু প্রথমকে হাতে রেখে দ্বিতীয়ের সন্ধানে যেতে দোষ কী?

তা যে কেমন করে সম্ভব এই হলো সুধীর ধাঁধা। যেমন তার নিজের জীবনে তেমনি তার জাতির জীবনে। রাতারাতি এর জবাব পাওয়া যাবে না, তা সে জানত। সুতরাং তার পড়াশুনার ব্যত্যয় ঘটল না। প্রত্যুত সে দ্বিগুণ উৎসাহে পড়াশুনা শুরু করল। মিটেলহল্‌ৎসার তাকে জার্মান পড়ায়, সেই বিদ্যা নিয়ে সে মিউজিয়ামে জার্মান পুঁথি খুলে বসে।

ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যমনস্কতা তার মতে অসভ্যতা। তা হলে কী হয় নিজের অজ্ঞাতসারে সে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, অশোকার ধমক খায়, মার্সেলকে ঠোঁট ফোলাতে দেখে, উজ্জয়িনীর তামাশার পাত্র হয়।

ওদিকে তার প্রিয়তম বন্ধু বাদলের আশ্রম প্রবেশ তার পক্ষে

বিশুদ্ধ হাস্যরসাত্মক ছিল না। যে বাদল আবাল্য নিরীশ্বরবাদী সেই যে সহসা ভাগবত বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সঙ্ঘের শরণ নিল, যে বাদল মনীষার তেজে তেজীয়ান সেই যে অচিরাৎ তৃণাদপি সুনীচ হয়ে অপরের শাসন স্বীকার করল, এর আকস্মিকতা সুধীকে বিমূঢ় করেছিল। কী এমন দুঃখ বাদলের? মানবনিয়তি? মানবনিয়তি তো বাদলকে চিরকাল ভাবিয়েছে। আজ এতটা তীব্র হলো কেন? এর সঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত ব্যথা যুক্ত হয়েছে কি? কোনো প্রেম কোনো বন্ধুতা? সেই আশ্রমে তার চিন্তাসহচরী আশ্রয় নিয়েছে কি? কিসের টানে বাদল ওখানে গেল? কার আহ্বানে গেল? বাদলের কি কোনো প্রাইভেট জীবন আছে? সুধীর কাছ থেকে বাদল কি গোপন করছে কিছু?

আশ্রমমাত্রেই সুধীর অমনোনীত। চারিদিকের জীবন যদি মহাসাগর হয় আশ্রম হচ্ছে একটি দ্বীপ। দ্বীপবাসীদের অজ্ঞাতসারে এক প্রকার দ্বৈপায়নতা উপজাত হয়। ওরা সংসারের সাধারণ, আমরা আশ্রমিক—এই মানসিক বাঁটোয়ারা মনের সীমানাকে সঙ্কীর্ণ করে আনে। ওরা আর আমরা লঘুচেতাদের গণনা, এই গণনা আশ্রমিককেও লঘুচেতা করে তোলে। মনের পক্ষে সব চেয়ে স্বাস্থ্যকর ভাব নিজেকে সাড়ে পনেরো আনার সামিল মনে করা। আমরা জগতের সাড়ে পনেরো আনা লোক আমাদের কোনো বিশেষ গুণ নেই। আমরা সকল ক'টিতে মিলে মিশে সংসার যাত্রা নির্বাহ করছি, কখনো ক্ষেপে গিয়ে করছি বাদ বিসম্বাদ, কখনো অশুভ বুদ্ধি বশে করছি পরস্পরের প্রাণসংহার, তা সত্ত্বেও আমরা আছি বেঁচে বর্তে ও থাকব আবহমানকাল—এই মানসিক এজমালিত্ব আশ্রমে বাস করলে নাশ হয়। সাড়ে পনেরো আনার সেবা

করলেও দশ গণ্ডার আভিজাত্য দিন দিন উদ্ধত হয়ে উঠে। ব্যবহারে তৃণাদপি সুনীচ হলেও ব্যবধানের সূক্ষ্ম রেখা শৈলাদপি সমুচ্চ হতে থাকে।

বাদলকে ফিরিয়ে আনার জন্যে সুধীর ত্বরা ছিল না, কিন্তু আকুলতা ছিল। বাদল ফিরে আসুক, সমাজে তার নিজের স্থান করে নিক, দশজনের একজন হোক, দুঃখ দুর্গতি দূর করতে চায় তো সামাজিক পদ্ধতিতে করুক। বাদল যে দলচর জীব হয়ে সুলভে বিশ্ব উদ্ধার করবে তা কল্পনা করতেও সুধীর কষ্ট হয়। যে বাদল অদ্বিতীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সেই কিনা দলের চাঁই হয়ে চাঁদা আদায় করে।

মহিমচন্দ্র সুধীকে বারম্বার চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করছিলেন বাদলের পড়া কেমন চলেছে। সামনের বার পাস হবে বলে আশা হয় কিনা। বিলাতের পরীক্ষা যদি এত কঠিন হয় তবে দিল্লীর পরীক্ষায় বসতে আপত্তি কি? আই সি এস না হলে ইণ্ডিয়ান ফিনান্স আছে। যদি একটু মোটা হয়ে থাকে তবে একবার ইণ্ডিয়ান পুলিশেও চেষ্টা করতে পারে।

সুধী যে কী উত্তর দেবে তা ভেবে পায় না। বাদল তার আয়ত্তে নেই। অজ্ঞাতবাসকালেও আয়ত্তে ছিল না, কিন্তু তখন মহিমচন্দ্র জিজ্ঞাসাবাদ করতেন না, নিশ্চিত জানতেন যে ছেলে আই সি এসের জন্য তৈরী হচ্ছে। তখন কেবল বাদল ভালো আছে লিখলেই যথেষ্ট হতো এবং তা নেহাৎ মিথ্যাও হতো না। এখন শুধু ভালো আছে লিখলে মহিমচন্দ্রের উদ্বেগ অপগত হবে না, সেই সঙ্গে লিখতে হবে যে পাসের সম্পূর্ণ আশা আছে। সুধী কী করে এমন নির্জলা মিথ্যা লেখনীমুখে উচ্চারণ করবে!

মহিমচন্দ্রের চিঠিগুলি সুধী বাদলের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়।

বাদলই সেগুলির সদ্গতি করুক। সে যখন বিনম্রভাবে এত লোকের দুঃখ মোচন করছে তখন নিজের বাপের দুর্ভাবনা দূর করতে দু' লাইন লিখবে না কেন? বহুকাল সুধী বাদলের সেক্রেটারীত্ব করেছে, আর নয়। এখন তার অনেক সহকর্মী, তাদের একজন বাদলের হয়ে লিখতে পারে।

মোট কথা বাদলের উপর সুধীর ঈষৎ অভিমানের সঞ্চার হয়েছিল। বাদলকে সে দে সরকারের মারফৎ খবর দিয়েছিল যে উজ্জয়িনী সমেত সে অমুক তারিখে অমুক সময় পৌছবে। বাদল দেখা তো করেইনি, দেখা করেনি বলে খেদ প্রকাশ পর্যন্ত করেনি। আশ্রম প্রবেশ করলে কি বন্ধুতার দাবী ভুলে যেতে হয়

৪

প্রায় প্রত্যহ অশোকা সুধীকে ফোন করে, তার বলবার কথা আর ফুরায় না। প্রায় প্রত্যেক হপ্তায় তাদের সাক্ষাৎ হয়, সচরাচর মিউজিয়ামে। অশোকা কী সুন্দর বিকশিত হচ্ছে! কী মঞ্জুল তার তনু, কী চঞ্চল তার স্বর, কি লীলায়িত তার ইঙ্গিত, কেমন গন্ধঃস্নাত তার সৌরভ। সুধী অনুভব করতে পারে কাকে বেষ্টন করে কাকে অবলম্বন করে কার অঙ্গে লগ্ন হয়ে এই লতা সঞ্চারিত পল্লবিত হচ্ছে।

"হাঁ মশাই। ভালো আছেন তো?" অশোকা বলার আনন্দে বলে যায় ঝর্ণার মতো কলকল স্বনে। "শীত সহ্য হচ্ছে? বৃষ্টি মিষ্টি লাগছে? আঁধার কাঁদাচ্ছে না? ঠিক? ঠিক বলছেন? আচ্ছা তবে শুনুন। কাল রিনা বোস হঠাৎ উপস্থিত। ওমা রিনা বোসের যা চেহারা! কী? শুনছ না যে! আবার অন্যমনস্ক? আমি তা হলে চললুম। এমন মানুষের সঙ্গে আর এক মিনিটও না।"

এই হলো তার দুষ্টুমির এক নমুনা। বলা বাহুল্য আমাদের দার্শনিক প্রবরের এ জিনিস পরম উপভোগ্য হয়। অন্য কেউ হলে মান ভঞ্জনের দায়ে নাস্তানাবুদ হতো। কিন্তু সুধী অশোকাকে খুশি করার সংকেত জানত।

"সত্যি চললে ?" সুধী বলত। "আমি কতক দূর সঙ্গে আসতে পারি ?"

"অমন বোবা মানুষকে কেউ সঙ্গী করে না। তুমি জিজ্ঞাসা কোরো রিনা বোসকে, যদি এ অধমের কথা বিশ্বাস না হয়।"

"বাস্তবিক।" সুধী বলে। "আমার ভয়ানক জানতে ইচ্ছা করে রিনা বোসটি কে ও কী।"

অশোকা সেই কথাই বলতে অধীর হয়েছিল। তাকে সাধতে হলো না। ভাব হয়ে গেল।

এমন যে অশোকা সেই কিনা একদিন সুধীর বাসায় এসে ভোর বেলায় তাকে ও বাসাশুদ্ধ সবাইকে জাগিয়ে তুলল। নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে এ বাসায় সে আসে না। তারপর এই অসময়ে আসা। সুধী তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিয়ে নীচে নেমে এল।

অশোকা হাসিমুখে প্রাতঃসম্ভাষণ জানাল। কিন্তু বেশীক্ষণ আত্ম সম্বরণ করতে পারল না। ধরা গলায় বলল, "কী করি বল তো।"

"কী হয়েছে ?"

"স্নেহময়দা কাল —"

"হুঁ।"

"প্রপোজ করেছেন।"

"বেশ তো। অপোজ করছে কে ?"

অশোকা আহত হয়ে বলল, "কেউ না।" তারপর ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

"তুমি কী উত্তর দিলে ?" সুধী কোমল স্বরে শুধাল।

"কী উত্তর দিতে পারি? 'না' শুনলে মা রাগ করতেন। বলেছি ভেবে উত্তর দেব।"

সুধী বুঝতে পারছিল অশোকা তার কাছে কী প্রত্যাশা করছে। কিন্তু অশোকা আত্ম নির্ভর হতে শেখে এই তার অভিপ্রায়। সে বলল, "তা হলে ভাবতে আরম্ভ কর।"

"আরম্ভ করব!" অশোকা উত্তপ্ত হয়ে বলল, "ভাববার বাকী আছে কী! ছ'মাস ধরে ভাবছি, কাল সারা রাত ভেবেছি।"

সুধী লজ্জিত হলো। তার লক্ষ করা উচিত ছিল, অশোকার চোখে অনিদ্রার ছবি রঙীন কালিতে ছাপা। চায়ের ফরমাস করল।

"ভেবে কী স্থির করলে, খুশি।"

"সে তুমি জান।...আমি যদি কোনো উত্তর না দিই তবে আমার সম্মতি আছে অনুমান করে ওরা বাগ্‌দানের আয়োজন করবে। তখন—" এই বলে অশোকা পুনশ্চ অশ্রুমতী হলো।

সুধী বলল, "তোমাদের সমাজ বিলিতী কায়দায় চলে, তাতে নারীর কী সুখ তা জানিনে, কিন্তু পুরুষের অসুবিধা। যে পুরুষ প্রপোজ করবে সে প্রকারান্তরে এই প্রতিশ্রুতি দেবে যে চির জীবন স্ত্রীকে সুখে রাখতে যত কিছু আবশ্যক সমস্ত সে জোগা'ব। তার প্রবৃত্তি না থাকলেও তাকে সরকারী চাকরি কিম্বা আইনের ব্যবসা করতে হবে। তার অভিরুচি থাকলেও সে দেশের কাজ কিংবা সাহিত্যসৃষ্টি করতে পাবে না। যেক্ষেত্রে এত কিছু অলিখিত শর্ত সেক্ষেত্রে স্নেহময়ের মতো দুঃসাহসিক মুষ্টিযোদ্ধা না হলে কে পদার্পণ করবে!"

অশোকার মুখে চা বিস্বাদ লাগছিল।

"আর আমাদের স্বদেশী সমাজে পুরুষের পথ নিষ্কণ্টক। কন্যার পিতা কন্যাকে সম্প্রদান করে, বর কেবল বলে গ্রহণ করলুম;

গ্রহণ করল বলে যে তার দু' হাত জোড়া রইল তা নয়। সে স্ত্রীকে রেখে হিমালয়ে প্রস্থান করতে পারে, বৃন্দাবনের মোহন্ত হতে পারে, এমন কি আরো স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে।"

অশোকা শিউরে উঠছিল।

"তা হলে দেখ আমাদের স্বদেশী সমাজে পুরুষ হয়ে জন্মিয়ে কী অসীম স্বাধীনতা। এমন স্বাধীনতা ছেড়ে শর্তের অধীনতা অঙ্গীকার করবে কোন আর্যপুত্র!"

অশোকার মাথার ঠিক ছিল না। সে সুধীর বাক্যের অন্তর্নিহিত রসিকতা হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম হচ্ছিল।

সুধী তা বুঝতে পেরে বলল, "আচ্ছা, পরে কথাবার্তা হবে। আগে চাটুকু শেষ কর তো, লক্ষ্মি।"

"না। আমার খেতে ইচ্ছা করছে না।"

"এসব ব্যাপার কি এক রাত্রের ভাবনায় নিষ্পত্তি হয়! অবুঝ হোয়ো না। ভাববার সময় যায়নি। এক মাস পরে উত্তর দিলে চলবে। বাগ্দানের জন্যে কে তাগিদ করছে? স্নেহময়?"

অশোকা কুপিত স্বরে বলল, "যাও। তোমার কী! তুমি বন্ধুর স্ত্রীর জন্যে সাত হাজার মাইল পাড়ি দিতে সময় পাও না, আমার বেলায় সময় যায়নি! এক মাস পরে উত্তর দিলে চলবে। এক মাস কাল আমি আহারনিদ্রা ফেলে এই নিয়ে ভেবে সারা হব।"

সুধী শান্তভাবে বলল, "তুমি কি চাও যে আমি প্রপোজ করি?"

"বা রে! তা কখন বলতে গেলুম! আমি কি এখানে এসেছি তোমাকে সাধতে! ছি ছি! আমি চললুম।"

সুধীও আটকাল না, অশোকাও উঠল না। কতক্ষণ কেটে গেল।

সুধী বলল, "আমি তো তোমাকে সব খুলে লিখেছি। তবু—"

"তবু কী? আমি অবুঝ। এই তো?"

"আমার—"

"ঋণ আছে। তাও জানি।"

"এক বছরমাত্র মেয়াদ অবশিষ্ট আছে। তারপরে আমি যে কোথায় তলিয়ে যাব, হারিয়ে যাব, আমার নিজেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। চাষ করব এইরকম নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু তাও করা হয় কি না সন্দেহ।"

"আপদ গেল।" অশোকা উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠল।

"আমাদের জাতীয় আদর্শে অটল থেকে আমাদের সমাজব্যবস্থার আমূল সংশোধন সম্ভব কি না, তাই নিয়ে আমি চিন্তায় মগ্ন, আমার জীবিকার চিন্তাও সেই বৃহত্তর চিন্তার অঙ্গ। তুমি আমার সঙ্গিনী হবে এর চেয়ে সৌভাগ্য আমার কী হতে পারে, মণি। কিন্তু তা যদি হও তো হবে স্বেচ্ছায়। আমি তোমাকে নিশিদিন মনে মনে আহ্বান করছি বটে, কিন্তু বাচনিক আহ্বান করলে অন্যায় করব। তোমাকে দেবার মতো স্নেহময়ের যা আছে আমার তার শতাংশ নেই, আমার উপার্জনের ক্ষমতা তো নেইই, অভিলাষও নেই।"

অশোকা উঠল। বলল, "তুমি আমাকে আঘাত করবে বলে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছ।"

সুধী তাকে মোটর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চলল।

"তুমি কি জান না," অশোকা তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বলল, "যে, আমি অন্যকে বিয়ে করতে পারব না। তা সে যত ধনীই হোক, যত মানীই হোক। তোমার সঙ্গিনী হতে যাব

কী? কোন কাল থেকে হয়ে রয়েছি। তা বলে তুমি প্রপোজ করবে না—"

"প্রপোজ করা বলতে ঠিক কী জিনিসটি বোঝায় আমাকে জানাও। তা যদি হয় তোমার গুরুজনদের সম্মুখে তোমার সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের প্রতিশ্রুতি তবে সে প্রতিশ্রুতি আমি রক্ষা করি কীরূপে?"

৫

অশোকা যে পরিবারে মানুষ হয়েছে দারিদ্র্য তার ত্রিসীমানার বাইরে। দারিদ্র্য দূরের কথা মধ্যবিত্ততাও তার অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত। সেই অশোকা যে সুধীর সঙ্গে গ্রামে বাস করবে ও অনিশ্চিত আয়ে সংসার চালনা করবে সুধীর পক্ষে তা অপ্রত্যাশিত। তবে জগতে অপ্রত্যাশিতও ঘটে, রাষ্ট্রবিপর্যয়ে অভিজাতবংশীয়াকেও জামা সেলাই করে শিশু সন্তানের দুধের দাম জোটাতে হয়, নিজের বেলায় অর্ধাশন। অবস্থাবিপর্যয়ের অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেশে বিদেশে যত্র তত্র বিকীর্ণ।

সুধীর জন্যে অশোকা বিপর্যয় বরণ করবে কি না অশোকা নিজেই স্বীয় সামর্থ্যের বিচার করে সাব্যস্ত করুক, সুধীর দিক থেকে বিন্দুমাত্র অনুনয় বা অনুজ্ঞা থাকবে না, সুধী সম্পূর্ণ নীরব। অধিকাংশ মানুষ বাধ্য না হলে দুঃখ সয় না, সুতরাং অশোকার যদি দুঃখে অপ্রবৃত্তি হয় সুধীর আক্ষেপ অযথা। সুধীর নিজেরও তো বহু বিষয়ে অপ্রবৃত্তি। সেও অশোকার পরিতোষার্থে অর্থের সন্ধানকে কল্যাণের সন্ধানের অগ্রে স্থাপন করতে অনিচ্ছুক।

তাদের দুজনের মিলন কবে ও কেমন করে হবে তা নিয়ে চিন্তান্বিত হওয়া সময়ের অপব্যবহার, মনেরও। সুধী তাই সে বিষয়ে নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করেছিল। কিন্তু অশোকার অভিযানের পর সে আর নির্বিকল্প থাকতে পারছিল না।

তোলা জলে স্নান ও ঘোলা জলে অবগাহন এদের মধ্যে যে তফাৎ সেই তফাৎ শহরের জীবনযাত্রায় ও পল্লীর জীবনলীলায়। সুধী ভালোবাসে প্রবাহের পুলক সর্বাঙ্গে অনুভব করতে, তাই তার পল্লী পছন্দ। মাথার উপর কোনোরকম একখানা চাল থাকলে হলো। তাও হয়তো ঝড়ে ডানা মেলে উড়বে, বর্ষায় শতচ্ছিদ্র ঝাঁঝরির মতো ঝরবে, শীতের হাওয়ায় শিরশিরিয়ে উঠবে। তা হোক। তার তলায় বাস করে ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামের কোটি কোটি প্রাণীর প্রাণরহস্যের মরমী হওয়া যায়। যুগযুগান্তর কেমন করে তারা পৃথিবীর পিঠে ছাতা পুঁতে তারই তলায় খেলা করে এসেছে। গাইবলদ তাদের সাথী। কাঠের গাড়ী তাদের যান। চাষের মাটি তাদের প্রাণ।

অশোকা যে শহর ভালোবাসে তা নয়। গ্রামকে সে ভয় করে বলে শহরকে সে আঁকড়ে ধরে। শিশু যেমন ভূতের ভয়ে কম্বলকে। একবার যদি তার ভয় ভেঙে যায় তবে গ্রামের স্বাদ তার মন ভোলাবে, গ্রামের স্বাচ্ছন্দ্যহীনতা সেই স্বাদকে গাঢ়তর করবে। একবার স্বাচ্ছন্দ্যের সংস্কার কাটাতে পারলে দারিদ্র্যের করাল মূর্তি মাতৃমূর্তির মতো লাগে। অন্নবস্ত্রের অনিশ্চয়তা দূর থেকে অগাধ সলিল, সাহসভরে নামলে হাঁটুজল। অশোকাকে সাহস দেবে কে? সুধী দিলে তার পরনির্ভরতা ঘুচবে না। সে নিজেই দিক। প্রেম যেদিন তাকে মরীয়া করে তুলবে সেইদিন তার সুধীর সঙ্গে বিয়ে।

এ পর্যন্ত দু'বারমাত্র সুধী অশোকাদের বাড়ী গেছে, দু'বারেই পার্টিতে। অশোকার মা পার্টি দিতে মুক্তহস্ত, পার্টিতে লণ্ডনের প্রায় সব ভারতীয়কে পালা করে ডাকেন। কিন্তু অন্য উপলক্ষে বা বিনা উপলক্ষে কেউ তাঁর বাড়ী গেলে তদীয় পদমর্যাদাবোধ প্রখর হয়ে ওঠে, উচ্চপদস্থ না হলে তিনি দেখা করেন না। দাসী বলে কর্ত্রীর অসুখ। সুধী এ সংবাদ রাখত। অশোকার মুখে নিম্নপদস্থদের অপদস্থতার বিবরণ ও দে সরকারাদির মুখে সার্বজনীন রটনা শুনেছিল। অশোকাও সুধীকে আসতে বলেনি, তবে তার কৈফিয়ৎ এই যে গুরুজনের সমক্ষে সুধীর সহিত ভালোমানুষীর ভাণ সুধীর রোচক হবে না।

সুধী বুঝেছিল যে তালুকদার পরিবারের মনোভাব কোনোদিন অস্বচ্ছলতার অনুকূল হবে না। জামাতা হিসাবে সুধী সরাসরি বাতিল। তবে যদি সুধী পি এইচ ডি কি বার-য়্যাট-ল হয় তা হলে তাঁদের খুব বেশি অমত হবে না বলে ভরসা রাখতে পারা যায়। সে দিক থেকে অশোকা তাকে বাজিয়ে দেখেছে। সে বাজেনি।

"ডক্টরেট হয়তো তোমার কোনো কাজে লাগবে না। তবু নিয়ে রাখলে ক্ষতি কী? তারাপদ কুণ্ডু ব্যারিস্টার হচ্ছেন, ডক্টরেট তাঁরও বিশেষ প্রয়োজনে আসবে না, তা হলেও ও জিনিস হাতে রেখেছেন তো।"

"হাতে রাখা যদি দরকার বোধ হয় তবে হাতে রাখার মতো জিনিস এত আছে যে কেবল ডক্টরেট কেন, শ্বশুর নামক একটি রজত বৃক্ষ সংগ্রহ করতে হয়। আমার মনে হয় তারাপদ যদি মক্কেল মহলে পসার না জমাতে পারেন তবে শ্বশুর মহলে পসার জমাতে পারবেন তাঁর ডক্টরেটের জোরে।"

অন্য এক দিন।

"পালচৌধুরী বলে একটি ছেলে এবার আই সি এস হয়েছে। অমন চাকরি, তবু সে আইন পড়া আরম্ভ করে দিয়েছে। বলে, শিখে রাখতে দোষ কী? এও তো একটা বিদ্যা। আইনটা জানা প্রত্যেকেরউচিত, কে জানে কোনদিন কী বিপদে পড়বে। তোমারও তো জমিজমা নিয়ে মামলা বাধতে পারে।"

"বাধলে উকীলের কাছে যাব। বাড়ীতে চোর আসবে বলে পুলিশ হব নাকি? ম্যালেরিয়ার সম্ভাবনা আছে, নিজে ডাক্তার না হলে কি নির্ঘাত মরণ?"

অশোকাকে নিরাশ করতে মন সরে না, কিন্তু মিথ্যা আশা দিলে বঞ্চনা করা হয়। ডক্টরেট নিয়ে সুধী করবে কী? কলেজের অধ্যাপক হবার ইচ্ছা নেই। তেমনি ব্যারিস্টার হয়ে শহরে থাকা তার অনভিপ্রেত। এক দিন না একদিন অশোকাকে নিরাশ করতেই হবে। গোড়া থেকে নিরাশ করা সব চেয়ে কম গোলমেলে। এখন সে গতিক দেখে পেছিয়ে গেলে কেউ জানবেও না যে সে সুধীকে বিয়ে করতে অগ্রসর হয়েছিল। বিয়ের পরে ফেরবার পথ থাকবে না।

অশোকার চরিত্রে আত্মনির্ভরতার অভাব সুধীকে আঘাত করেছিল। সেইজন্য আঘাতের দ্বারা অশোকাকে অভাবসচেতন করা হয়েছিল সুধীর নীতি। তাতে সে সিদ্ধকাম হয়নি, তা সত্ত্বেও তার সিদ্ধির আশা ছিল। অশোকার প্রেম যে দিন নির্ঝরের মতো সিন্ধুর আহ্বানে উতলা হবে সে দিন স্বতঃ নিম্নগা হবে, স্বাচ্ছন্দ্য হতে দারিদ্র্যে অবতরণ করবে। তখন সে আপনি উপলব্ধি করবে আত্ম নিয়ন্ত্রণের আনন্দ।

"মশাই," অশোকা সকালে বিদায় নিয়ে সন্ধ্যায় ফোন করল, "আমি যে নাচার। একটা কিছু উত্তর তো দিতে হবে মেহমূদার প্রস্তাবের।"

"উত্তর খুব সরল ও সংক্ষিপ্ত।" সুধী বলল, "ন'য় আ-কার, না।"

"ওদিকে যে ম'য় আ-কার, মা।"

"তিনি তো তোমাকে বাড়ী থেকে বার করে দিচ্ছেন না। যদি দেন তবে কালকেই দু'খানা জাহাজের টিকিট কেনা যাবে।"

"তারপর গ্রামে গিয়ে ম্যালেরিয়ায় ভুগে উপবাসে স্বর্গের টিকিট কেনা যাবে।"

সুধী মর্মাহত হলো। বলল, "আচ্ছা।...আরো একটা সরল ও সংক্ষিপ্ত উত্তর আছে, সেইটে দিয়ো।"

অশোকা ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে ঝঙ্কার দিল, "তোমার লজ্জা করে না! তোমার বন্ধু বাদলের থেকে তোমার পার্থক্য কোথায়! তিনিও তো তাঁর স্ত্রীর দায়িত্ব নিতে নারাজ।"

"ছি! অমন করে ভুল বুঝতে নেই।" সুধী সস্নেহে বলল। "দায়িত্ব কে কার নিতে পারে! নিজের দায়িত্বই মানুষের চরম দায়িত্ব। একটু ভেবে দেখ, যাকে ভালোবাস তার মধ্যে কী ভালবাস? তা কি তোমাকে বহন করার সম্ভবপর যোগ্যতা, না তোমার পার্থিব প্রয়োজনের বহির্ভূত আত্মার রূপ?"

অশোকা বলল, "কী জানি!"

"যে তোমাকে ভালোবাসে সে কি তোমার সম্ভবপর গৃহিণীত্বের প্রেমে মুগ্ধ? তাকে মুগ্ধ করে তোমার অনির্বচনীয়ত্ব। মিলন যদি সর্বতাপহরা সুধা হয় তবে মিলিত জীবনের দৈন্যদারিদ্র্য তেমন তীব্র বোধ হয় না। আমার তো ভয় নেই, তোমার এত ভয় কিসের!"

৬

অশোকা না গ্রহণ না বর্জন নীতিতে আস্থাবান। স্নেহময়কে সে হাঁ-ও বললো না, না-ও বলল না। আহা, হাতে রাখলে ক্ষতি কী, বিয়ে তো ওকে করছিনে।

দু'দিন পরেই তার উত্তেজনা কেটে গেল, তার চমৎকার ঘুম হলো, খাবার জন্যে তাকে সাধতে হলো না। আবার যখন সুধীর সঙ্গে তার দেখা তখন তার তেমনি ফেনিল হাস্য, তেমনি অমল আস্য। সে একবারও তার সঙ্কটের উল্লেখ পর্যন্ত করল না, ও প্রসঙ্গের ধার দিয়ে গেল না। মুকুল একটা নতুন মোটর কিনছে, তারাপদ কেনাচ্ছে। রিনা বোস একটি বিদূষক। মিস হুইলডন ক্লাসের সব মেয়েকে 'গামা' দিয়েছেন, সবাই ফেল। শালিয়াপিন সেদিন যা গেয়েছেন তা মারভেলাস, ওঁর সমস্ত রেকর্ড না কিনলে নয়। কিন্তু মা বলেন তার বেলায় টাকা নেই। আজকাল যার টাকা নেই তার কালচার নেই, কী করে থাকবে, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বা নাটক বা নৃত্য যেমন মূল্যবান তেমনি বহুমূল্য। এ তো আর কোকিলের কুহু নয় যে পাড়াগাঁয়ে গেলেই শুনতে পাবে।

অশোকা ভাবুক নয়, তবু এমন এক একটা কথা বলে যা সুধীকে ভাবায়। আমাদের পল্লীতে আজ কালচার কোথায়, কবে ছিল ও কেন টিকল না? কে কেড়ে নিল? ইউরোপের মতো কলকারখানা আমাদের লক্ষ লক্ষ গ্রাম আক্রমণ করেনি, গ্রামের লোক শহরে এসেছে বটে, কিন্তু তাও প্লাবনের মত নয়, ফিলটারের মতো। গ্রামের লোক মোটের উপর গ্রামেই আছে, একটু নড়ছে চড়ছে এই যা তফাৎ। তবে আমাদের কালচার কোন দুঃখে গ্রাম ছাড়ে? নৃত্য যেটুকু আছে তা

সাঁওতালদের মধ্যে। বাঙ্গলাদেশে ও চালু কোনো কালেই লোকনৃত্য ছিল না, ছিল সামরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ। জারী ইত্যাদি কয়েক রকম নাচ প্রকৃতপক্ষে নৃত্যই নয়, গানের অঙ্গ। দক্ষিণ ভারতে নৃত্যের যা অবশিষ্ট আছে তাও অভিনয়াত্মক। তথা আদিম। সঙ্গীত আমাদের দেশে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পরস্পরের দ্বারা পুষ্ট হওয়া বন্ধ করেছে। সাধারণের নিকট কালোয়াতী সংস্কৃত ভাষার চেয়েও দুর্বোধ্য। তার চর্চা একান্ত সীমাবদ্ধ, আদর গৌণ। লোক সঙ্গীতের প্রতি ভদ্রলোকের টান না থাকায় ইতর লোকেরও শ্রদ্ধা নেই, তারাও থিয়েটারী গান চায়। আর থিয়েটারী গান তো গীত নয়, তা একরকম সং। তার দ্বারা যদি আমাদের সভ্যতার বিচার হয় তবে আমাদের সভ্যতা 'গামা' পাবারও যোগ্য নয়, তাকে 'ওমেগা' দিলেও পুরস্কৃত করা হয়। যাত্রাও থিয়েটারের প্রেতমূর্তি ধারণ করেছে। যাত্রার বৈশিষ্ট্য যা ছিল তার অন্তর্ধানে যাত্রার কবন্ধে থিয়েটারের ভূত ভর করেছে।

আমাদের অন্ন নেই, সেজন্যে সরকার দায়ী। বস্ত্র নেই, সেজন্যে দায়ী ক্যাঙ্কাশায়ার। কিন্তু আমাদের ললিতকলা যে নেই তার দায়িত্ব কার? জনসাধারণের অন্নসংস্থানের অভিনব ব্যবস্থা যেমন আবশ্যক রস সংস্থানের তেমনি। অধিকাংশ স্থলে আর তো কিছু নেই, আছে ভজন ও কীর্তন। জনসাধারণ কী অপরাধ করেছে, কেন তাদের গন্ধর্ববিদ্যায় অধিকার থাকবে না?

ভারতবর্ষের যে মানসপ্রতিমা সুধীর ধ্যানবস্তু তা অন্নপূর্ণার নয়, তা সম্পূর্ণার।

অশোকা যখন ও প্রসঙ্গ তুলল না তখন সুধীও নিরুদ্বেগ হলো। যার যা ক্ষমতা তার অতিরিক্ত বইতে বললে কি সে সইতে পারবে? তার দ্বারা যদি কোনো সাধনী সাধিয়ে নিতে হয় তবে তার ক্ষমতা যতদিন

না সমতুল হয়েছে ততদিন অপেক্ষা করা বিধেয়। সুধী অশোকার জন্যে অপেক্ষা করবে।

অশোকাকে নিয়ে তো এই ব্যাপার। এবার উজ্জয়িনীর বৃত্তান্ত বলা যাক। আণ্ট এলেনর তাকে লণ্ডনের গোটা চার পাঁচ হাসপাতাল ঘোরালেন। তা দেখেশুনে সে আকাশপাতাল ভাবল। নার্সদের সুশৃঙ্খল কর্মতৎপরতা তাকে লুব্ধ করলেও তাদের রূঢ় মুখভাব তাকে শঙ্কিত করল। তাদের ভিতরটা যেন পাষাণ হয়ে গেছে, নিত্য নূতন দুঃখ দেখে নিত্য নূতন সাড়া দেয় না। তাই সবতাতে তাদের তাড়া বেশি। ডাক্তারদের কাছে রোগী যেমন মানুষ নয়, কেস, তেমনি নার্সদের কাছে মানুষ নয়, ডিউটি। খুব হুড়োহুড়ি বাধিয়ে তারা ডিউটি সমাধা করে, যেমন তিনশো বাড়ীতে পূজা সারে পাড়ার পূজারী বামুন।

"সুধীদা ভাই," উজ্জয়িনী বলল, "বাবা যে কেন এদের ভক্তি করতেন জানিনে, কিন্তু আমি এদের দয়া করি। একজন মানুষ যে একাধিকের সেবা করবে—তা সে যতই নিঃস্বার্থ হোক না কেন—এটা মানুষের প্রকৃতিগত নয়। আমার প্রিয়জনের সেবা আমি করতে ব্যগ্র, কিন্তু যেই আসবে সেই আমার প্রিয়জন নয়, তার প্রতি আমার সহজ মমতা নেই, জোর করে তার প্রতি স্নেহমমতা আনা হৃদয়ের উপর অত্যাচার ও সেই অত্যাচারের পরিণাম হৃদয়ের অসাড়তা।"

সুধী বলল, "আধুনিক সভ্যতার আগাগোড়া সেই একই দশা। হোটেলে যারা পরিবেশন করে তারা মায়ের মতো যত্ন করে না, করতে পারে না, হৃদয় বাদী। অথচ অমন তৎপরতা তুমি বাড়ীতে পাবে না, তা ছাড়া বাড়ীও তোমার সর্বত্র নেই।"

"যাই বল, আমার এই হৃদয়হীন তৎপরতা ভালো লাগে না। যারা এ সব সমস্যা তৈরী করেছে তারা যথেচ্ছ সমাধান করুক, আমি কেন আমার স্নেহমমতা নির্বিশেষে বিলাব? ব্যক্তি নির্বিশেষে সেবা এক প্রকার গণিকাবৃত্তি নয় কেন?"

"এ যে কল্যাণের জন্যে।"

"রাখ তোমার কল্যাণ। কল্যাণের জন্যে পৃথিবীতে যত অন্যায় অনুষ্ঠিত হয় স্বার্থের জন্যে তত নয়। যাকে চিনি না জানি না ভালোবাসি না ভালোবাসতে মতি হয় না তাকে বিয়ে করে তার সন্তানের জননী হওয়া কী বিশ্রী ব্যভিচার, কল্পনা করতেও ন্যক্কার বোধ হয়। অথচ পৃথিবীর অর্ধেক দেশে এই হচ্ছে নারীর নিয়তি ও সতীর আদর্শ। তোমার পুরুষরাও কি এতে লাভবান? মূর্খ তোমরা, স্ত্রীর কাছে তৎপরতাই খোঁজ। সেখানে না পেলে অন্যত্র যাও। তোমাদের সেবা করব আমি! ধ্যেৎ! তোমরা যক্ষ্মায় উৎসন্ন গেলে আমার কী?"

উজ্জয়িনী সহসা এমন উষ্ণ হয়ে উঠল কী দেখে, সুধী ঠাহর করতে পারল না। হাসপাতাল দেখে কী করে এত কথা তার মনে এলো। সে কি বাদলের কাছ থেকে ইতিমধ্যে কোনো আঘাত পেয়েছে? বেশ লক্ষ্মী মেয়েটি ছিল বৃন্দাবনপর্বের পর। আবার কে তাকে ক্ষেপিয়ে দিল?

"তা হলে লুচি তুমি ভাজবে না?"

"কী! লুচি? হো হো হো।" উজ্জয়িনী শীতল হয়ে বলল, "ও তো সেবা নয়, ও হচ্ছে তোষণ। তোমার জন্যে লুচি ভাজব, সবাইয়ের জন্যে নয়।"

"বাঁচা গেল। প্রিয়জনের জন্যেই ভাজতে বলি, সকলের জন্যে নয়।

তোমরা মেয়েরা যত দিন না লুচি ভাজতে অস্বীকার করছ আমরাও ততদিন উৎসন্ন যেতে অস্বীকৃত।"

"এই দেখ," উজ্জয়িনী হাসতে হাসতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। "তোমাকে খাওয়াতে আমার মন চায়, কিন্তু প্রিয়জনদের মধ্যেও কেউ কেউ নামেই প্রিয়জন, তাদের খাওয়াতে মন চায় না। নারীর পক্ষপাতের উপর খাওয়ানোর ভার ছেড়ে দিলে তোমাদের অধিকাংশকেই অভুক্ত থাকতে হয়। তা জান বলেই তোমরা কর্তব্য কল্যাণ ইত্যাদি প্রচ্ছন্ন সুবিধাবাদের দোহাই পাড়। আমি ঘৃণা করি তোমাদের এই ভণ্ডামি।

সুধী টিপে টিপে হাসল।

"ভণ্ডামি নয়? ভণ্ডামি যদি না হবে তো দেশে বিদেশে নারীর এ দশা কেন? বাঘিনীর যে স্বাধীনতা আছে, নাগিনীর যে স্বাধীনতা আছে নারীর তা নেই কেন? নারী তোমাদের পোষা গরু পোষা মুরগী ও পোষা কুকুরের মতো গৃহপালিত জীববিশেষ। ইস, ভাবতেও ঘেন্না করে। সিংহের যেমন সিংহিনী হরিণের যেমন হরিণী, পতঙ্গের যেমন পতঙ্গবধূ, অশ্বের কি তেমনি অশ্বিনী? বৃষভের কি তেমনি গাভী? নরের কি তেমনি নারী? তুলনা কর, চোখ থাকে তো দেখবে সুবিধাবাদ এদের প্রকৃতিভ্রষ্ট করেছে। ওরা সঙ্গী-সঙ্গিনী, ওরা স্বাধীন যুগল। এরা কর্তার ইচ্ছায় সঙ্গত, এদের রুচি নেই, এদের সত্যিকার লজ্জাও নেই, যা আছে তা লোক দেখানো শরম। আমাদের এক পাল গিনি পিগ ছিল। আমি তাদের পর্যবেক্ষণ করেছি। মানুষের যারা প্রধান গৌরব, যেসব পশুপাখী তার হাতে গড়া, তাদের অধ্যয়ন করেছি। নারীও তাদেরই মতো নারীত্বের বিকৃতি।"

সুধী বিস্ময়ে নির্বাক হলো। উজ্জয়িনী বলল, "আমার বাবার

মানসী ছিল নার্স কিন্তু মানসিক ছিল বায়োলজি। আমি দ্বিতীয়টায় আপাতত মনোনিয়োগ করব। পড়ব বটানী ও বায়োলজি। মিস্টার দে সরকার আমাকে কলেজে ভর্তি হতে সাহায্য করবেন, বলেছেন।"

হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ছায়া সরে গেল। সুধী দেখতে পেলো দে সরকার এর পশ্চাতে।

৭

এক দিন দে সরকারের ওখানে সুধী হাজিরা দিল। দাসী বলল, "সোজা উপরে উঠে যান, আপনি তো চেনেন তাঁর ঘর।"

ঘর খোলা, কিন্তু কেউ নেই। সুধী ঢুকে অপেক্ষা করল। তার নজরে পড়ল একখানা ছোট্ট ফোটোগ্রাফ, লেখার টেবলে হেলানো রূপার ফ্রেমে বাঁধা। অন্য সময় হলে সুধী নজর ফিরিয়ে নিত, কিন্তু তার কেমন যেন সন্দেহ হলো ফোটোখানা উজ্জয়িনীর। তা হলেও তার উচিত ছিল না কৌতূহলী হয়ে ফোটোর কাছে যাওয়া।

"এই যে চক্রবর্তী।" দে সরকার তোয়ালে দিয়ে চুল মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকল। "প্রাতঃ সম্ভাষণ।...তারপর, কতক্ষণ?"

সুধী বলল, "এই তো। মিনিট দুয়েক।"

"উঃ কী শীত! এই শীতে স্নান করা কি ভদ্রলোকের পোষায়! বাঙালীর সংস্কার, রোজ অন্তত মাথাটা ধুতে হয়।" সুধী ফোটোখানা দেখতে পেয়েছে লক্ষ করে দে সরকারের মুখ শুকিয়ে গেল। "উঃ কী গরম!" সে ভুল বকল।

"এ কার ফোটো হে।"

"কী বলছ? কার ফোটো?" দে সরকার শীতে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "কৃকৃকার ফোক্‌ফোটো?...তাই তো।....এইবারকার মেলে দেশ থেকে এসেছে। আমার এক পিসিমা থাকেন রাওলপিণ্ডিতে। তাঁরই দেওরের মেয়ে। এখানা এন্‌লার্জ করাতে পাঠিয়েছেন, রিজেন্ট স্ট্রীটের এই স্টুডিওর বিজ্ঞাপনের কাটিং সমেত।"

"ফ্রেমখানাও এন্‌লার্জ করাতে হবে বুঝি?"

"কী বললে?" দে সরকার ঠাওরাল সুধী তার কথা বিশ্বাস করেছে। সামলে নিয়ে অকম্পিত স্বরে বলল, "ফ্রেমখানা অবশ্য আমার। ছিল পড়ে, কাজে লাগল।"

সুধী কিছু বলল না। দে সরকারের মিথ্যাবাচন তাকে বিমর্ষ করেছিল।

"কী খাবে? খেয়ে বেরিয়েছ বললে নিস্তার পাবে না। খেতে হবেই।"

"না।"

দে সরকার বিবর্ণ বদনে শোচনা করল, সুধী কি চিনতে পেরেছে? তবে কী উপায়! সুধীর সঙ্গে সে তামাশা করছিল, এই কৈফিয়ৎ কি গ্রাহ্য হবে?

"দে সরকার," সুধী সিক্ত কণ্ঠে বলল, "তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল। তোমার কি এখন অবসর হবে?"

"কী কথা? বল। হাঁ, অবসর হবে।"

"তা তুমি জান।...কাজটা কি ভাল হচ্ছে, ভাই।"

"কী কাজ?"

সুধী ফোটোর দিকে ইশারা করে বলল, "ওই যে।"

দে সরকার লো হত হয়ে বলল, "নিজে তো ভারী সাধুপুরুষ।

মিউজিয়ামে কার সঙ্গে তোমাকে বার বার তিন বার দেখা গেছে তা কি আমি জানিনে!"

সুধী আত্মসম্বরণ করে বলল, "তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্ভাবনা আছে।"

"এঁর সঙ্গে যদি আমার বিয়ের সম্ভাবনা না থাকে তবে সেটা আমার দোষ নয়, এঁর তো নয়ই, স্বামীরও নয়, দোষ আইনের।"

"ছি ছি, দে সরকার। শেষ কালে বন্ধুত্বের সুযোগ নিলে। তুমি—তুমি এই করলে!"

"চক্রবর্তী," দে সরকার সশ্লেষে বলল, "আমার ধারণা ছিল তুমি উপনিষদের ঋষি। তা নয়। তুমি মনুসংহিতার পণ্ডিত। তোমরাই বালবিধবাকে নির্জলা একাদশী করাও, কুলীনের তিন চারশো বিয়ে দাও, পাড়ার লোকের ধোপানাপিত বন্ধ কর, যাকে খুশি টিকি নেড়ে অভিশাপ শোনাও। 'ছি ছি'। আমাকে 'ছি ছি' করলে আমি গায়ে মাখব না। গোব্রাহ্মণে আমার ভয় ভক্তি নেই।"

সুধী ব্যথাকাতরভাবে দে সরকারের দিকে চেয়ে রইল। কী বলবে এই অবোধকে!

"যেদিন আমি শুনেছি তুমি আঠারো উনিশ বছর বয়সের মেয়েকে সুকঠোর সহধর্মিণীত্বের ব্যবস্থা দিচ্ছ, সেইদিন আমি তোমার স্বরূপ আবিষ্কার করেছি। ছি ছি। আমিই তোমাকে ছি ছি করব, বামুন।"

সুধী স্নিগ্ধ হেসে বলল, "বলে যাও।"

"বলার কী আছে? বাদল ওকে ভালোবাসে না, কোনো দিন বাসবে না, তা তোমার অবিদিত নয়। ওর দিকে থেকেও যা আছে তা হিন্দু নারীর সংস্কার, ও বস্তু ভালোবাসা নয়। ও যে নিরুদ্দেশ

হয়েছিল তাও কি ভুলে গেলে? শিক্ষা কি তুমি করবে না বলে বদ্ধ-পরিকর? ওকে তুমি পাপের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছ বলে তুমি আমারও কৃতজ্ঞতার পাত্র, কিন্তু তা বলে তুমি ওর যৌবনের উপর অত্যাচার করবে, তুমি নিজেকে কী মনে করেছ?"

"দে সরকার," সুধী সুস্থিরভাবে বলল, "আমার উপর রাগ করলে রাগ করব না। কিন্তু ওর যে তুমি সর্বনাশ করতে বসেছ। তুমি যদি ওকে সত্যি ভালোবাস তবে ওকে তোমার ক্ষুধার গ্রাস থেকে নিষ্কৃতি দাও।"

"আমি," দে সরকার অন্তর্জ্বালায় অস্থির হয়ে বলল, "তোমাকে মিনতি করি, চক্রবর্তী, তোমার কানে আমার যত অপকীর্তির আখ্যান বলেছি সব ভুলে যাও, দয়া কর। আমি সত্যি হৃদয়হীন নই, চরিত্রহীন নই, আমার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি স্থূলতা পায়নি। ক্ষুধা? আমার ক্ষুধা দু'দিনের সম্ভোগের নয়, চিরদিনের শিল্পোপভোগের। নারী আমার দর্শনে একখানি চিত্র, আমার স্পর্শে একখানি ভাস্কর্য, আমার শ্রবণে একখানি সঙ্গীত, আমার জীবনে একখানি ছন্দ। আর—এই তো আমার একমাত্র নারী, পৃথিবীতে এ ব্যতীত নারী নেই।"

দে সরকারের আবেদন সুধীর চিত্ত দ্রব করল। চিত্তকে শক্ত করে সুধী বলল, "তুমি আমার প্রিয় বয়স্য, কিন্তু সমাজ আমার কাছে তোমা হতেও প্রিয়। এ যদি বাদল বনাম দে সরকার হতো তবে আমি তোমার পক্ষে রায় দিতে কুণ্ঠিত হতুম না। কিন্তু এ হচ্ছে সমাজ বনাম দে সরকার। আমি সমাজের পক্ষে। সমাজের মঙ্গলের জন্যে তোমার ব্যথা তুমি উপেক্ষা কর, সখা।"

"ওইখানেই তো তোমার ভুল।" দে সরকার আর্দ্রস্বরে বলল, "আমি জানি তুমি উন্নতমনা। কিন্তু সমাজের প্রতি পক্ষপাত তোমাকে ভ্রান্ত

করেছে, আর ভ্রান্তি করেছে তোমাকে অনুদার। এক সহস্র ব্যক্তির দুঃখ একটিমাত্র ব্যক্তির দুঃখের এক সহস্র গুণ নয়, তোমার অঙ্কশাস্ত্রের নিয়ম এক্ষেত্রে খাটে না। যার বোধশক্তি আছে সেই বোঝে একটি মানুষ না খেয়ে মারা গেলে যে কষ্ট এক লাখ মানুষ না খেয়ে মারা গেলে সেই একই কষ্ট। দুঃখের বিচারে সংখ্যার হিসাব একেবারেই ভুল, চক্রবর্তী। বিশ লাখ ভারতবাসী ভূমিকম্পে প্রাণ হারালে যত না শোচনীয় হবে অজন্তার প্রাচীরচিত্র বা আগ্রার তাজমহল বিধ্বস্ত হলে তার চেয়ে কম শোচনীয় হবে না।"

"তা মানি, তবু সমাজের জন্যে ব্যক্তিকে ছাড়তে হয়, নইলে সমাজ হয়ে ওঠে অরণ্য, তাতে কোনো ব্যক্তিই নিরাপদ নয়।"

"তুমি সমাজ বলতে কী এক অক্ষয় অব্যয় পরমপদার্থ বোঝ। আমি বুঝি তুমি আমি আমাদের আত্মীয় স্বজন প্রতিবাসী স্বভাবী, এমনি দশ বিশ লাখ লোক। আমি আমার সুখবিধান করলে বাকী সকলে হিংস্র হয়ে উঠবে? যেন হিংস্রতার ছল খুঁজছিল, আমার কার্যে সেই ছল পাবে! এ কী অদ্ভুত সমাজব্যবস্থা আমাদের! যেন তাসের কেল্লা। একখানা খসলে সমস্ত ধ্বসে যায়।"

"সব সমাজেরই গড়ন ব্যক্তির উপর ব্যক্তি গেঁথে প্রত্যেককে সমষ্টির ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়।"

"তা যদি হয় তবে ইউরোপের সমাজে ডিভোর্স অনুমোদিত কেন? মুসলমান স্বামীও তো তালাক দিতে পারে। সমাজ কি একমাত্র আমাদের সমাজ?"

সুধী খানিকক্ষণ নিরুত্তর থেকে বলল, "অমন বিশ্লেষণ করে বিচার করলে সমাজের ভিতরকার সত্য হারাবে। সমাজের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের দিক থেকে প্রত্যেক প্রথাকে স্বস্থানে বিধৃত কর, তার

তাৎপর্য পাবে। মানুষ কেন 'দু' পায়ে হাঁটে, জন্তু কেন চার পায়ে হাঁটে, এই 'কেন'র জবাব হাঁটার মধ্যে নেই, আছে মেরুদণ্ডে।"

সে সরকার তুড়ি দিয়ে বলল, "কী নিয়ে এত তর্ক! ওঠ, কাজে যাওয়া যাক। উজ্জয়িনী জানেন না যে আমি তাঁকে ভালোবাসি।"

———

আশ্রমত্যাগ

১

বেরিয়েছিল বাদল দুঃখ দূর করতে, কিন্তু দুঃখ যে কী ভয়ানক ও কী ব্যাপক, তার প্রতিকার যে কী দুরূহ ও কী জটিল, উক্ত ডন কুইক্সোট তা অচিরেই হৃদয়ঙ্গম করল। দুঃখের বিশ্বরূপ দর্শন করে সে বিমূঢ় হতে পারত যদি না গোয়েনের শিক্ষা তার রক্ষাকবচ হতো। নিজের মন থেকে সে অহমিকা নিষ্কাশন করেছিল, সেই সঙ্গে তার শৈত্যবোধ ক্ষুধাবোধ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যক্তিগত বোধ নিষ্কাশিত হয়েছিল। তার নিজেরই যখন দুঃখবোধ রইল না তখন রইল না পরের দুঃখ ওজন করবার তুলাদণ্ড। পরের পক্ষে যা গুরুভার তাকেও সে অনায়াসে লাঘব করে মানসিক আরাম লাভ করল।

তখন এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। যে বাদল দুঃখকে একটা মন্দ জিনিস মনে করে আঘাত করতে গেছল সেই স্মরণ করল যীশুর উক্তি, "Resist not evil"—মন্দের প্রতিরোধ করিও না। মন্দের মধ্যে মৃত্যুর জড় আছে, মন্দ আপনার নিয়মে আপনি মরবে। তাকে আঘাত করা বৃথা।

এই সাত্ত্বিক নিষ্ক্রিয়তা বাদলকে সুপ্রচুর আত্মপ্রসাদ দিল। রোগ দেখে বিচলিত হতে নেই, ওষুধ খাওয়া অনাবশ্যক, রোগ আপনি সারবে। বেকার দশা দেখে ব্যস্ত হওয়া সাজে না, আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন, একটা উপায় হবেই। দিন দিন গুষ্টি বাড়ছে, সেই অনুপাতে বাড়ী বাড়ছে না, রোজগারও না তা নিয়ে উদ্বেগ

হাস্যকর, জীব দিয়েছেন যিনি জীবিকা দেবেন তিনি। তুচ্ছ সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে লালায়িত হওয়া অধঃপাতের লক্ষণ!

ক্রমে বাদল উপলব্ধি করল দুঃখকে মন্দ বলে জেনেও তার প্রতিরোধ না করা সাত্ত্বিক নিষ্ক্রিয়তা নয়, কাপুরুষতা। যে আগুন ঘর পুড়িয়ে ছারখার করছে তাকে দমকল দিয়ে ঠেকানো দরকার, সে যে আপনি একসময় নিবে যাবেই সেই ভরসায় হাত গুটিয়ে বসে থাকা পুরুষকার নয়।

অথচ উপযুক্ত অস্ত্র না থাকলে শুদ্ধ পুরুষকার কোনো কর্মের নয়। যে আগুন দমকলেও দমে না তাকে কয়েক বালতি জল ঢেলে রুখতে যাওয়া দুঃস্পর্ধা। দুঃখকে মন্দ বলে জেনে তার সঙ্গে সংগ্রাম না করা তবু নিরাপদ, কিন্তু সংগ্রামে নেমে সঙীনের অভাবে কোদাল ও বন্দুকের অভাবে কুড়ুল দিয়ে আত্মরক্ষা দুর্ঘট।

কাজেই আত্মসম্মান ও আধ্যাত্মিক আত্মরক্ষার খাতিরে দুঃখকে বাদল ভালো বলে মানল। দুঃখ হচ্ছে মানবের বন্ধু। মানবকে ভগবানের নিকটবর্তী করে, চরিত্রে দেয় ধৈর্যগুণ আননে দেয় আভা। দুঃখও তো তাঁরই হাতের দান, তিনি মানুষকে এত ভালোবাসেন বলে সেই দুর্লভ রত্ন অর্পণ করেছেন, যাকে যত ভালবাসেন তার প্রতি তত বদান্যতা। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। আগুনে ঘর পুড়ে গেছে তো কী হয়েছে। নতুন বাড়ী বানাও, নতুন স্থাপত্যের সুযোগ নাও, বেকার মিস্ত্রীকে অন্ন জোগাও। যক্ষ্মায় মরতে যাচ্ছ, চিকিৎসার জন্যে টাকা নেই, তাতে কী হয়েছে, যার যা সাধ্য সে তা করলেই তার মনে শান্তি, যদি তাঁর ইচ্ছা থাকে বিনা চিকিৎসাতেই বাঁচবে। বধিরতা এমন কী খারাপ, কত সঙ্গীতকার বধিরতাসত্ত্বেও সঙ্গীত রচনা করেছেন, বরং বধিরতার দরুণ তাঁদের সঙ্গীত আরো মর্মস্পর্শী

হয়েছে। শিশু যখন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে, না খেতে পেয়ে শীর্ণ ও পিতামাতার দেওয়া কুৎসিত রোগে জীর্ণ, তখনো ভগবানের উপর ভরসা রাখ, তিনি দয়াময়, তিনি শিশুর চরিত্রে মহত্ত্ব বিকশিত করেছেন, শিশু এক দিন মহামানব হবে। শৈশবে দুঃখ না পেলে কেউ কখনো সম্যক বৃদ্ধি পায় না, ভিতরে বামন থেকে যায়।

এর পর বাদল দুঃখমোচনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করল না। তার মনে হলো দুঃখমোচন করতে চাওয়া বেয়াদবি। ভগবানের কাজ ভগবান করছেন, তুমি আমি তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করব কোন ধৃষ্টতায়। একজন নিপুণ দর্জি কাপড় কেটে জামা তৈরী করছে, তুমি আমি ভাবছি দর্জির ভুলে কাপড়খানা মাটি, বুদ্ধি খাটিয়ে আমরাও যদি কাঁচি চালাই তবে মাটি হবার সম্ভাবনা তো কমেই না, বরং বাড়ে। ভগবানের জগৎ যদি তোমার অমনোনীত হয় তবে তুমি স্বয়ং ভগবান হও। তা যদি না পার তবে কাঁচি হাতে নিয়ে বাঁদরামি কোরো না।

দুঃখক্ষালন থেকে এলো দুঃখলালন। বাদল যেখানে যাকিছু কদর্য দেখল তারিফ করে দেখল। রোগ পাপ অপরাধ তার দৃষ্টিকটু হলো না। সামান্য পারিশ্রমিকের জন্যে শরীরপাত করে খাটা, তারও সুযোগ হারিয়ে বেকার ঘুরে বেড়ানো, মানুষ হয়েও বড়লোকের কুকুরের চেয়ে ক্ষুধায় শীতে কাতর হওয়া, এসবও তার প্রাণে সইল। সইল না কেবল সদিচ্ছা প্রণোদিত হস্তক্ষেপ।

কেউ পরের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করছে দেখলে বাদল সক্রোধে বলে, "বাঁদর।" বাঁদরামি দিয়ে ভগবানের কাজ হালকা হয় না, হয় নিজের কণ্ডূয়ন প্রবৃত্তি চরিতার্থ। বাচ্চা যখন মায়ের হাত থেকে

ছুঁচ কেড়ে নিয়ে সুতো পরিয়ে দিতে যায় তখন আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়ে সুতোয় জট পাকিয়ে মায়ের ঝঞ্ঝাট বাড়ায়।

অবশেষে বাদলের এমনো প্রত্যয় জন্মাল যে জগতের যাবতীয় দুঃখ মানুষের হস্তক্ষেপের কুফল। যে দেশে মানুষ নেই সে দেশে দুঃখ নেই, যেমন অ্যাণ্টার্কটিকায়। সে দেশে প্রকৃতির বিধানে অমিশ্র সুখ, অপার আনন্দ। যে দেশে মানুষ আছে অথচ মানুষের হস্তক্ষেপ নেই, যে দেশে মানুষ প্রকৃতির সামিল, অসভ্য বর্বর, সে দেশের জীবন সংগ্রামও শান্তিপ্রদ। সভ্যতার সঙ্গে দুঃখ ওতপ্রোত, কারণ সভ্যতা জিনিসটা আর কিছু নয়, মানুষের হস্তক্ষেপ। যে দেশে যত হস্তক্ষেপ সে দেশ তত সভ্য। যে দেশ যত সভ্য সে দেশ তত দুঃখবহুল।

বিজ্ঞজনের কর্তব্য তবে হস্তক্ষেপে বিরতি। ভগবানের রাজ্য ভগবানকে ছেড়ে দাও। তিনি যদি দুঃখ দেন সে দুঃখ শুভ, তাকে সহিষ্ণু চিত্তে বরণ কর। সে দুঃখ প্রকৃতপক্ষে দুঃখ নয়, তা আশীর্বাদ, তা ছদ্মবেশী সুখ। তাকে প্রত্যাখ্যান করা যেন কাচভ্রমে কাঞ্চন পরিত্যাগ করা। খোদার উপর খোদকারী করতে গিয়ে মানুষ যে জঞ্জাল সৃষ্টি করেছে তার সংস্কারচেষ্টা নিরর্থক। পচা কাপড়ের ছাতায় বারংবার তালি দিলে কী হবে। তেমন ছাতার চেয়ে খালি মাথা ভালো। সভ্যতার উন্নতির অর্থ তালির উপর তালি। অশন বসনের অভাবে আমাদের অনেকের আজ অশেষ কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু সেই কষ্ট নিবারণ করতে গেলে আরো অনেকের আরো অনেক কষ্ট হয় যে। শতাধিক বৎসর পূর্বে যখন কলকারখানার উদ্ভব হয় তখন মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয়েছিল শ্রমিকের মাংসপেশী বিশ্রাম পাবে, শ্রমিক হবে আশুসভ্য পণ্যসম্ভারের অপ্রতিহত ভোক্তা। হায়, সেই

লোহার হরিণ সোনার স্বপ্নে লুব্ধ করে গ্রাম গ্রামান্তর থেকে কত না মানুষকে শহরে এনে বস্তিতে বন্দী করেছে। এরা যদি গ্রামে থাকত তবে কি এদের এমন দুর্দশা হতো। সেখানেও জীবনসংগ্রাম আছে বটে, কিন্তু এমন অনিশ্চয়তা নেই। এই যে লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি দিন ভাবছে আজকের চাকরি কাল হয়তো থাকবে না, কাল হয়তো বেকার হয়ে স্ত্রীপুত্র সমেত পথে বসব, এই অনিশ্চয়তা মাস্তিষ্ককে বিশ্রাম দেয় না, সুলভ ও সুপ্রচুর পণ্য এবং মাংসপেশীর বিশ্রাম এই প্রদাহের প্রলেপ নয়।

বাদল সমনোযোগে টলস্টয় পড়ল। গান্ধীকেও যেন সে এই প্রথম আবিষ্কার করল। মানুষের অন্ত রোগ নেই, অন্য যা আছে তা রোগ বলে পরিচিত হলেও বাস্তবিক রোগ নয়, রোগের উপসর্গ। মানুষের একমাত্র রোগ হচ্ছে সভ্যতা। অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছার উপর ইচ্ছাপ্রয়োগ। মানুষ বড় বেশি ইচ্ছা খাটাতে চায়, মানুষের অহমিকা অত্যন্ত উগ্র। মানুষ যতদিন না চোখের জলে ভেসে কবুল করছে যে সে কেউ নয়, তার অস্তিত্ব নেই, আছে ভগবদিচ্ছা, যতদিন না মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করছে যে আই য়াম নোবডি, আই ডু নট একৃসিস্ট, ইট ইট ইট, ততদিন সদিচ্ছা প্রণোদিত হস্তক্ষেপের দ্বারাও সমাজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য যেটুকু হবে তার বহুগুণ হবে অনিশ্চয়তাজনিত মস্তিষ্কজ্বর।

অতএব—বাদল স্থির করল—যতদিন না তার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছায় সঙ্গত হয় ততদিন সে সৎ বা অসৎ কোনো কর্মেই যোগ দেবে না। শরীর রক্ষার জন্যে খাবে পরবে, যা খাবে ও যা পরবে তার জন্যে শরীর খাটাবে, এই পর্যন্ত তার কর্ম। এর বেশি অকর্ম। যখন সে সিদ্ধিলাভ করবে, যখন ভগবানের ইচ্ছায় তার ইচ্ছা বিলীন হবে,

তখন সে যা করবে তাই হবে যথার্থ কর্ম, তাতে থাকবে না এক দুঃখের বিনাশ হলে অপর দুঃখের বীজ বপন, তাতে থাকবে সীমাহীন নিশ্চয়তা সর্বাঙ্গীন ধ্রুবত্ব।

২

একদিন বাদল লক্ষ করল মার্গারেট বেকেট আশ্রমে নেই। হয়তো আশ্রমেরই কাজে কোথাও গেছে এই ভেবে সে নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু কানাকানি থেকে জানাজানিতে দাঁড়াল গোয়েনের সঙ্গে মার্গারেটের আড়াআড়ি ঘটেছে। কী নিয়ে আড়াআড়ি কেউ তা বলতে পারল না, বাদলও তা কল্পনা করতে পারল না। সকলের মতো সেও ধরে নিল যে বিরোধটা মতবাদজনিত নয় অভিমানজনিত। গোয়েন মার্গারেটকে একটু বেশি স্নেহ করতেন। যেখানে পক্ষপাত সেইখানে মান অভিমান। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, বরং শিক্ষার অনেক আছে। বাদল কদাচ কারো প্রতি পক্ষপাত পোষণ করবে না, গোয়েনের প্রতিও না। গোয়েনেরও এর থেকে এই শিক্ষা হবে।

কিন্তু মার্গারেট আশ্রমে নেই, ফিরবেও না, এই উপলব্ধি বাদলকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করল। সে বুঝতে পারল না কেন এমন শূন্য ঠেকছে আশ্রম, বিশ্রী লাগছে জনসমাগম, বিরক্তিকর লাগছে নিত্য শ্রম। মার্গারেটের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা ছিল না, আলাপ যা ছিল তা অগভীর। মার্গারেটের উপর তার পক্ষপাত ছিল না, কোনোদিন মার্গারেটের জন্যে তার মন কেমন করেনি। মার্গারেটের চেহারাও দু' দণ্ড তাকিয়ে দেখবার মতো নয়। বাদলেরই মতো অস্থিসার, পাণ্ডুর, চিন্তাজর্জর। হয়তো তার বাদলত্বই বাদলকে আকৃষ্ট করেছিল।

মার্গারেট বেকেট আশ্রমত্যাগ করেছে, তার সঙ্গে আর দেখা হবে না। বাদল মনে মনে জপ করল এই দুটি বাক্য। এক দিন কাটল, দু' দিন কাটল, তিনদিন কাটল। তবু তার থেকে থেকে মনে পড়তে লাগল আশ্রমে সবাই আছে, কিন্তু মার্গারেট নেই। তাই যেন আশ্রম নিষ্প্রভ। গোয়েনের স্থৈর্য তলে তলে অকম্পিত নয়। জো একেবারে বোবা বনেছে। সিরিল ও লুইসা আড়াল পেলেই ফিসফাস করে। বাইরে থেকে যারা আসে তারা অবশ্য ঘুণাক্ষরেও টের পায় না আশ্রমিকদের সরল সুস্মিত মুখভাব কোন সন্তপ্ত মনোভাবের মুখোশ।

কারো স্থান অপূর্ণ রয় না। এক আমেরিকান বিধবা ধনসম্পদ সমর্পণ করে আশ্রম প্রবেশ করলেন। আশ্রম যেমন চলছিল তেমনি চলল।

আশ্রমের শূন্যতা ভরল, কিন্তু বাদলের শূন্যতাবোধ সরল না। সে ক্রমে মার্গারেটকে একরকম ভুলল, কিন্তু মার্গারেট তাকে যে শূন্যতার স্বাদ দিয়ে গেল সে স্বাদ স্থায়ী হলো। আশ্রমে তার আস্থার ব্যতিক্রম ঘটল না, কিন্তু আশ্রম তার একঘেয়ে লাগল। এর দরুণ সে নিজেকে দোষী করল। কারণ যে মহৎ ব্রত উদ্‌যাপন করতে সে আশ্রমে আত্মগোপন করেছে তা সুলভ বৈচিত্র্যের বহু ঊর্ধ্বে, সামান্য নাগরিকের রোমাঞ্চতৃষা ব্রতনিষ্ঠের কল্যাণ তৃষা নয়, বাল্মীকির মতো সে বল্মীকে আচ্ছাদিত হলে তবে হয়তো লাভ করবে সিদ্ধি। অন্তত একুশ বছর তাকে এই আশ্রমে রুদ্ধ থাকতে হবে। প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে। তার ক্যাম্পেন আরম্ভ হবে। দিগ্বিজয়ীর মতো সে যেদেশ যাবে সে সেদেশ তার পদানত হবে। সে দেশের সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্য সমাজ

সংসার সব উদ্‌ভাসিত হবে এক অলৌকিক আলোকে, সেই আলোকে মানুষ চিনবে নিজের সত্তার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ডিভাইনকে, জীবন চালিত হবে তাঁর ইঙ্গিতে, বিরোধ বিধৃত হবে সারথির হস্তে সহস্ররশ্মির ন্যায়, জগতে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি, আবাহন হবে অভিনব সভ্যতার, সুপারম্যানের সুপ্রামেণ্টাল সুপারসিভিলাইজেশন।

বাদলের মধ্যে যে বাদলত্ব আছে, ব্যক্তিত্ব আছে, সেটাকে পাম্প দিয়ে বার করে নিতে হবে। ভিতরটা যখন ভ্যাকুয়ামে পরিণত হবে তখন তার ভিতর ধীরে ধীরে প্রবাহিত হবে ডিভাইন উইল, ভগবদিচ্ছা। যেমন ন্যাশনাল উইল প্রবাহিত হয়েছে মুসোলিনির ভিতরে। হচ্ছে হিটলারের ভিতরে। বাদল নামক পদার্থ যখন নিঃসত্ত্ব হয়ে পরমাত্মার আধার হবে তখন তাকে বাদল না বলে মাদল বললেও ক্ষতি নেই, দেবকণ্ঠের মাদল। তখন তার যে বোল তা আপ্ত বাক্য। যেই শুনবে সেই মজবে। কে শুনাইল রে! কেন শুনিলাম রে! শুনিলাম তো কেন বাঁচিয়া থাকিলাম! বাঁচিলাম তো নাচিলাম না কেন! আহা, কী অপূর্ব পরিবর্তন অন্তরে বাহিরে অনুভব করিতেছি। এ কি সেই বিংশ শতাব্দীর হিংস্র কৃমিকীটদের পণ্যশালা। নহে নহে! এই যে ডিভাইন মাদল দিকে দিকে বাজিয়া উঠিতেছে! গোয়েনডোলেন স্ট্যানহোপ, লুইসা বেল, জো ডিক্‌সন····ইহারা জগৎকে ত্রিংশ শতাব্দীর সুপ্রামেণ্টাল সুপারসিভিলাইজেশন আনিয়া দিলেন। জগতের ইতিহাস হইতে দশ শতাব্দী ছাঁটিলেন, আমাদের মগজ হইতে দশ গজ ভাবনা রজ্জু ছেদিলেন।

সেণ্ট ফ্রান্সিস হলে সপ্তাহে একদিন উপাসনা হয়। বাইরের

অনেকে যোগ দেন। অনুরুদ্ধ হয়ে বাদলও মাঝে মাঝে সার্মন শোনায়। বিদেশীর মুখে ইংরেজীভাষায় ফুলঝুরি কেবল শোনবার নয় দেখবার জিনিস। এই বিচিত্র ভেল্‌কি দেখতে মাঝে মাঝে বেশ ভিড় হয়। তাতে গোয়েনের সর্বাধিক আনন্দ। তিনি বাদলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "হে বাদল, আশ্রমের বাণীমূর্তি তুমি।"

তারপর বাদলের সেই কোটরগত চক্ষু ক্রমে এমন দীপ্তিলাভ করল যে একজন অভ্যাগত আর একজনের কানে কানে বললেন, "দিব্য জ্যোতি।" কথাটা রটতে রটতে গোয়েনের কানে গেল। তিনি মহা খুশি হয়ে বললেন, "হবে না কেন! ও যে ভারতীয় ঋষিদের বংশধর। তিন মাসে ও যা উন্নতি করেছে তা ওর পূর্বপুরুষের অর্জিত। ওরই মধ্যস্থতায় ভারতবর্ষ খ্রীস্টকে গ্রহণ করবেন ও ইউরোপ কৃষ্ণকে।" বাদলের জ্যোতি চাক্ষুষ করতে ওয়েস্ট এণ্ড থেকেও যাত্রী সমাগম হতে লাগল। তখন গোয়েন বাদলকে দুর্লভ করার জন্যে বহির্দ্বার কর্তব্যে নিযুক্ত রাখলেন। সমাগতেরা তার দর্শন পেলেন দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে।

কত জিজ্ঞাসু বাদলকে চিঠি লিখল। বাদল চার পাতার চিঠির চব্বিশ পাতা জবাব ফাঁদল। রাত জেগে টাইপকল খটখট করতে করতে তার বাত হবার দাখিল। কী করা যায়। প্রত্যেকেরই পবিত্র দায়িত্ব স্বয়ং যা জানি অপরকে তা জানানো। আসল কথা বাদলের নিজের কাছে যা খুব স্পষ্ট নয় তাকেই সে চব্বিশ পাতা ব্যেপে নিজের কাছে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করে। নিজেকেই সম্বোধন করে পরের বেনামীতে। তাই বক্তব্য তার আর ফুরায় না। বিশেষত মেয়েদের চিঠির উত্তর লিখতে বাদলের উত্তম অফুরন্ত। প্রিয় ভগিনী স্টেলা…কী ভগিনীপ্রীতি। এই বাদলই একদা অশোকাকে

বলেছিল কারো সঙ্গে সে ইনসেস্ট সম্পর্ক পাতায় না। প্রিয় ভগিনী প্যাট্রিসিয়া—যে বাদল বাপকে জবাব দেবার সময় পায় না বাপের মেয়েকে জবাব দিতে তার বিলম্ব সয় না। আসল কারণ মেয়েদের কাছে সে অবিমিশ্র ভক্তি পায়। তারা সমালোচনা করে না, সন্দেহ করে না, মেনে নেয়, স্তুতি করে। সমকক্ষের নিকট এক লাইন লিখতেও বাদলের সাহস হয় না, যদি ভুল ধরা পড়ে। কিন্তু মেয়েদের যার যত কম বুদ্ধি সে তত বড় চিঠির অধিকারিণী।

এখন এই সমস্ত প্রিয় ভগিনীদের কেমন করে সামলাতে হয় গোয়েন উত্তম বোঝেন। বাদলকে তিনি তাদের সঙ্গে বাইরে মিশতে দেন না। বাদলের উপর তীব্র নির্দেশ সে তার বহির্দ্বার কর্তব্য অবহেলা করে কারো সঙ্গে বাক্য বিনিময় করবে না, কারো সঙ্গে পদচারণ করবে না। শতং লিখ, মা বদ, মা ব্রজ। বাদল এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। এতে তার প্রতিপত্তি বাড়েবই কমে না।

এত প্রভূত প্রতিপত্তি যার সেও অন্তরে উন্মনা। আশ্রম তার একঘেয়ে ঠেকছে। চুপ, চুপ, চুপ। ওকথা মনের অতল থেকে মনের সমতলে তুলতে নেই। মুখে স্বীকার করা তো দূরের কথা, মনে মনে স্বীকার করাও নিষেধ। একঘেয়ে ঠেকছে না, অতি উপাদেয় লাগছে। কিন্তু একঘেয়েই বল, উপাদেয়ই বল, ও সব ব্যক্তিসীমান্তের অনুভূতি। বাদল ও সকলের অতীত। তার ব্যক্তিসীমানা মুছেছে, তাই ব্যক্তিতন্ত্র অনুভূতি ঘুচেছে। অতএব একঘেয়েও নয় উপাদেয়ও নয়। তার জীবন নিবেদিত জীবন। তার জীবনযাত্রা সারথির আজ্ঞাধীন। সে অসময়ে অবতীর্ণ হয়ে বহির্জগতে করবে কী! কোথায় যাবে, কোথায় থাকবে, কী বলবে,

কী করবে, কাকে সঙ্গে পাবে, কাকে সঙ্গে ডাকবে! কেউ তার সঙ্গী হতে প্রস্তুত নয় আশ্রমের লোক। বাইরের যাদের সে চেনে তাদের ভক্তিই উপভোগ্য, সঙ্গ তেমন নয়।

অর্থাৎ আশ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সে হয় একা। তাই বিচ্ছেদ তার দুর্বহ। যেমন চলছে তেমনি চলুক, বৈচিত্র্য না থাকলেও একাকিত্ব নেই। একাকিত্ব অসহন। বৈচিত্র্যের অভাব সাফল্যে মেটে। যদি একবার সিদ্ধি লাভ করতে পারি তবে—আঃ।

৩

চাপা পড়ার ভয়ে বাদল রাস্তা পারাপার করবার সময় দু' মিনিট ইতস্তত করে, তিনবার ডান দিকে চায় তিনবার বাম দিকে, তারপর দৌড়িয়ে পার হয়।

একদিন সে লেটনস্টোন রোড পার হবার আগে দোল খাচ্ছে এমন সময় সামনে চেয়ে দেখল রাস্তার ও পারে হাত ধরাধরি করে একজন মেয়ে ও দু'জন পুরুষ উত্তরমুখো যাচ্ছে। বাদলের যাওয়ার কথা দক্ষিণ মুখে, কিন্তু তার কেমন যেন মনে হলো মেয়েটি আর কেউ নয় মার্গারেট। সে বেপরোয়া ভাবে রাস্তা পার হলো; বাস চাপা পড়তে পড়তে বাঁচল ও তিনজনের পিছন পিছন গাধাবোটের মতো চলল। তারা ডান দিকের একটি গলিতে ঢুকল, বাদলও তাই করল। তারা এক সেকেণ্ড থমকে দাঁড়াল, বাদলও তাই করল। কাজটা যে গর্হিত তখন তার খেয়াল ছিল না। অথচ অপর লোক থাকতে মার্গারেটকে ডাকাডাকি করা অত্যন্ত অভদ্রতা হতো।

বেলা কত তা ঘড়ি না দেখে বলবার উপায় নেই। রাত্রের

মতো অন্ধকার, টিপ টিপ বৃষ্টি, শীত যা পড়েছে তা বড়দিনের আগমনী। এইবার বরফ পড়বে। গলিগুলো ক্রমশ সরু হয়ে চলেছে। ফুটপাথের উপর দিয়ে পাশাপাশি তিনজন হাঁটতে পারে না। তারা ফুটপাথ থেকে নামল। গলিতে লোকজন বেশি না থাকায় বাদলের কেমন ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করতে লাগল।

কেন সে তাদের পিছু পিছু এই অজানা মুলুকে এলো! ফিরবে কী করে! ইতিমধ্যেই সে পথ ভুলেছে। সঙ্গে ঘড়ি না থাকায় সময়ও ভুলেছে। চারিদিকে নিশুতি রাতের স্তব্ধতা। কেবল এক একটা মাতাল বেসুরো গান করছে ও তিন চারটে মাতাল ঝগড়াঝাটি করছে।

অবশেষে মার্গারেটরা যেখানে থামল সেখানে দাঁড়িয়েছিল একটি মেয়ে। চুপি চুপি তাদের মধ্যে কী কথাবার্তা হলো বাদল তা শুনতে পেল না, কিন্তু লক্ষ করল তারা বেসমেণ্টে নেমে যাচ্ছে। এখনো যদি সে মার্গারেটকে না ডাকে তবে ডাকবে আর কখন! মার্গারেট অদৃশ্য হয়ে যায় যে! কিন্তু তার মুখে বাধল।

কী করবে কিছু স্থির করতে না পেরে বাদল মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়েই রইল। মিনিট পাঁচেক কেটে গেল।

"হ্যালো। আপনি কি কুনড়ু?"

বাদল চেয়ে দেখল সেই মেয়েটি। বড় বড় ঝাঁকড়া চুল, ডাগর চোখ। শীতের চোটে মেয়েটি নিচু করে দুই হাত কচলাচ্ছে। তার টান বিদেশী।

"না। আমি কুনড়ু নই।"

"ওহ্!" মেয়েটি সরল বিশ্বাসে বলল, "আপনি তা হলে তাঁর বন্ধু। যাঃ, নামটা ভুলে গেছি।"

"আমার নাম," বাদল ভেবেচিন্তে সত্য বলল, "সেন। বাদল সেন।"

"আমার মনে হয়," মেয়েটি জোর দিয়ে বলল, "এই নামই তিনি করেছিলেন। সেন। বেশ নামটি।"

বাদল তার সঙ্গে বেসমেণ্টে নামবার সময় সাহস সঞ্চয় করে শুধাল, "আপনাকে কী বলে ডাকব?"

"আমার নাম ডালগ্রেন। কারিন ডালগ্রেন। এই দিক দিয়ে, সেন।"

মেয়েটি তাকে 'সেন' বলে ডাকায় বাদল একটু আশ্চর্য হলো। মেয়েরা পুরুষদের পদবী ধরে ডাকে না। কিন্তু আশ্চর্য হবার আরো অনেক জিনিস ছিল। সিঁড়িটি দিব্যি অন্ধকার। বেসমেণ্টের ঘরে জ্বলছে গ্যাসের বাতি, বিদ্যুৎ নয়। সে আলো সকলের মুখে পড়ছে না। জনা পনের যোল স্ত্রী পুরুষ একজন যুবককে ঘিরে বসেছে ও যুবকটি তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। এলোমেলো ভাবে বসা, এলোমেলো ভাবে বকা। বাদল অপরিচিত্দের মেলায় অলক্ষিতে এক জায়গায় বসে গা ঢাকা দিল, তার প্রতিবেশীরা পর্যন্ত তার খোঁজ নিল না। যে যখন প্রশ্ন করে সকলের দৃষ্টি সেই প্রশ্নকর্তারই দিকে, তারপর যুবকটি কী উত্তর দেয় শুনতে সকলেই উৎকর্ণ। এমন সার্বজনীন মনোযোগ গির্জাতেও দেখা যায় না। বাদলও তো একজন উপদেশক, তার সার্মন শুনতে যারা আসে তাদের উপবেশনের শৃঙ্খলা অতুলনীয়, প্রশ্নেরও রীতি সুনির্দিষ্ট। তবু এমন সার্বিক মনোযোগ বাদলও পায়নি। বাদলের প্রশ্নকর্তারাও পায়নি। বুভুক্ষুর মতো এরা প্রত্যেকটি উক্তি গ্রাস করছে। কী আরনেস্ট এরা! এদের হাবেভাবে লেশমাত্র কৌতুক নেই। অথবা নেই গাম্ভীর্যের ছায়া আচ্ছাদিত আগ্রহপ্রান্তি।

বাদল দর্শন করতে ব্যাপৃত থাকায় শ্রবণ করেনি কী বিষয়ে আলাপন। সে দিকে ধ্যান দিল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। যখন বাদল ছিল তখন বুঝত। এখন সে মাদল, এখন সে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না, পড়ে না, বোঝে না। পৃথিবী যেমন ছিল তেমনি আছে, মানুষের অভাব ও স্বভাব বদলায়নি, খবরের কাগজে সেইরকম খবর, তর্কের আসরে সেই জাতীয় তর্ক, বিগ্রহ শান্তি মুনাফা লোকসান ক্রিকেট ফুটবল পার্টি ভোট বিদ্রোহ চক্রান্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। বাদল স্বয়ং এ সবের থেকে সরে দাঁড়িয়েছে বলে দুনিয়া সরে দাঁড়ায়নি। মাংসের দাম এক পেনী বাড়লে এক কোটি গৃহিণী মাথায় দু' কোটি হাত দিয়ে বসে। চায়ের দর এক পেনী কমলে তিন কোটি চাখোর ছয় কোটি হাত তুলে বিধাতাকে ধন্যবাদ জানায়। বীয়ারের মূল্য উঠলে ও পড়লে পাঁচ কোটি ইংরেজের টেম্পারেচার ওঠে ও পড়ে। অস্মিন দেশে ও অস্মিন জগতে বাদল বোঝে না কী নিয়ে লোকে ভাবে, ভাবায় ও ভাববিনিময় করে।

"পোলাণ্ড?"

"পোলাণ্ড? পোলাণ্ড যে শেষ পর্যন্ত কোন পক্ষে যাবে তা বলা শক্ত। পাদ্রীরা আমাদের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধেছে। অমন প্রতিক্রিয়াশীল মশলা দ্বিতীয় দেশে নেই।"

"আর সৈন্যেরা?"

"সৈন্যেরা চাষার ছেলে, পাদ্রীর প্রভাবে পুষ্ট। রোমান চার্চের পাদ্রী গ্রীক চার্চের পাদ্রীর চেয়েও সাঙ্ঘাতিক। তাদের সংগঠন সৈন্যদলের মতো গাঢ়বদ্ধ, তাদের শাখাপ্রশাখা যে কোনো গবর্নমেন্টের

গুপ্তচর বিভাগের মতো ব্যাপক। রাশিয়ার ওরা ছিল ডাকাতের দল, পোলাণ্ডের এরা হচ্ছে ফৌজ।”

বাদল মর্ম গ্রহণে অসমর্থ হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল। তার এতক্ষণে নজর পড়ল মার্গারেটের উপর। মার্গারেট যেন অর্থ নির্ণয় করেছে। বেচারা বাদল মার্গারেটের প্রতি করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করল। এই সঙ্কটে তার অন্য সহায় নেই। কেবল অর্থ নির্ণয়ের জন্যে নয় মার্গনির্ণয়ের জন্যেও। বাড়ী যেতে হবে তো।

বাদলের অন্যমনস্কতার ঘোর ভাঙল জনকয়েকের উত্তেজিত চিৎকারে।

“সোশ্যাল ফাসিস্ট!”

“রিয়াকশনারী!”

“কাপুরুষ!”

“বিশ্বাসঘাতক!”

শুনে বাদলের তাক লাগল। শেষকালে একটা মারামারি বাধবে নাকি! হায়, হায়, বিঘোরে বেহারে প্রাণটা গেল! কিন্তু তা নয়। ওরা পরস্পরকে গাল পাড়ছে না, গাল পাড়ছে তাদের সাধারণ শত্রুকে। সে শত্রুও অন্য অত্র অনুপস্থিত। কে সে শত্রু? বাদল বুঝতে পারল না। যদি সে সত্যই বাদল হতো তবে তার বুঝতে বিলম্ব হতো না যে উক্ত শত্রু হচ্ছে জার্মানীর সোশ্যাল ডেমক্রাট পার্টি।

“নাৎসী? নাৎসীরা আমাদের বন্ধু। তারা আমাদের বিরুদ্ধে দশ কথা বলে, তাতে কী আসে যায়! তারা ভণ্ড নয় শঠ নয়। তারা আমাদের গুলি করে, আমরাও তাদের খুলি ওড়াই। তাতে কী! তারা আমাদের লোক ভাঙিয়ে নিচ্ছে না বাজে বুলি আউড়িয়ে অন্যায় প্রলোভন দেখিয়ে।”

"প্রবঞ্চক!"

"ভণ্ড!"

"বহুরূপী!"

"ট্রেটর!"

বাদল বিহ্বল ভাবে চেয়ে রইল মার্গারেটের দিকে। ওদিকে খোদ মার্গারেট হাঁকছে, "ডাউন উইথ দেম।" মা ধরণী, বাদল জিজ্ঞাসা করল, তুমি এখনো দ্বিধা হওনি?

আসর অনেকক্ষণ ধরে সরগরম রইল। বাদলের অন্যমনস্কতা ভেদ করে এক একটা গোলার মতো বোঁ বোঁ করে ছুটতে থাকল "স্পেন" "বার্সিলোনা" "সাকো" "ভান্‌জেটি" "লক আউট" "হের ভিসেল" "সোশ্যাল ফাসিস্ট" "লিকুইডেট হিম।" সহসা কে যেন বলল, "স্পাই।" অমনি সবাই ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়াল।

৪

বাদলের পাশে যে শ্রমিকটি বসেছিল সেই দাঁড়িয়ে তার দুই হাত বাদলের দুই কাঁধে রাখল। ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "কে হে তুমি? এখানে কেন?"

এখানকার আর কিছু না বুঝুক, এটুকু বুঝল বাদল যে তাকেই স্পাই জ্ঞানে সম্বর্ধনার উদ্যোগ হচ্ছে। রকমারি বাক্যবাণ তার উপর বর্ষিত হলো। কেউ বলল, "দেখতে অবিকল ফাসিস্টের মতো। কালো কোর্তার বদলে কালো রং গায়ে মেখেছে।" কেউ বলল, "লিকুইডেট হিম।" তার মানে জবাই কর ওটাকে। আর একজন শাসাল, "চাঁদু, ঘুঘু দেখছ, ফাঁদ দেখনি। এই ঘরেই তোমাকে বন্দী করব।"

বন্দীত্বের সম্ভাবনায় বাদল ভেঙে পড়ল। শুনল আরো অনেকে ও প্রস্তাবে সায় দিচ্ছে। পাড়ার নাম জানে না, রাস্তার নাম জানে না, নম্বর জানে না বাড়ীর। তাও উপর তলা নয়, বেসমেণ্ট। পাতালপুরী।

তার মুখে কথা আটকে গেল। কিছুতেই সে বলতে পারল না যে সে স্পাই নয়। যেন স্বপ্নে কথা বলবার চেষ্টা করছে, ব্যর্থ হচ্ছে। ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের সেই দুরন্ত শীতেও তার দর দর করে ঘাম ঝরতে থাকল। এ কি দুঃখ না দুঃখবেশী কল্যাণ! এতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন কি নেই মানুষের! আহা, এ যদি একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে থাকে তবে কী মজা হয়! একটু পরে আপনি ছুটে যাবে, তখন কী সোয়াস্তি!

শেষে তার মনে পড়ল, মার্গারেটং শরণং গচ্ছামি।

"মার্গারেট!" বাদল আর্তস্বরে আহ্বান করল বিধাতার পরিবর্তে মানুষকে।

মার্গারেট এতক্ষণ বাদলের দিকে চেয়ে ভাবছিল, এ কি বাদল না বাদলের আদল! বাদল এখানে আসবে কী করতে, কী সূত্রে!

"বাদল!" সে নিশ্চিত হবার জন্যে জিজ্ঞাসার সুরে বলল।

"হাঁ, মার্গারেট, আমি বাদল।" কাতরকণ্ঠে, "আমি স্পাই নই, তুমি জান।"

"ছেড়ে দাও।" মার্গারেট বলল বাদলের ধর্ষককে। "ও আমার বন্ধু সেন।" বাদলকে বলল, "হাউ ডু ইউ ডু।"

"আমি জানি।" কারিন ডালগ্রেন বলে উঠল। "সেন ওর নাম। কুন্ডু ওকে পাঠিয়েছে।"

রেহাই পেয়ে বাদল মার্গারেটকে ও কারিনকে হাজার ধন্যবাদ

দিল। ক্ষমাপ্রার্থনাও শুনল হাজার হাজার। "আই সে, মেট," শ্রমিকটি অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "আমি বেজায় দুঃখিত। আমার কী দোষ, তোমার ব্যবহার ঠিক কমরেডের মতো বোধ হচ্ছিল না।"

"যা হোক," অন্যেরা বলল, "তুমি আমাদের মাফ কর। সিগরেট? কফি?" তার আপ্যায়নের উদ্যোগ চলল।

বাদল ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, "আমাকেও মাফ করতে হবে, ভাই সব। আমার একটু কাজ আছে।" একাই যেমন করে হোক ফিরবে।

বাদলের মুখে ভ্রাতৃ সম্বোধন অনেকের মনে ভ্রাতৃভাব সঞ্চার করল না। কেমন ধার্মিক ধার্মিক শোনায়। মানুষ মানুষের ভ্রাতা নয়, কমরেড। শ্রমিকের ঘরোয়া ভাষায় মেট (mate)।

বাদলের দেখাদেখি মার্গারেটও উঠল। সকলে তাকে বিদায় দেবার সময় তার পদবী ধরে ডাকল, "বেকেট।" তাতে বাদলেরও কেমন কেমন লাগল। মেয়েদের পদবী ধরে ডাকা।

"তারপর, সেন," মার্গারেট বাইরে যেতে যেতে বলল, তুমি এখানে উদয় হলে যে হঠাৎ। কে তোমাকে পাঠিয়েছে? কুন্‌ড়ু?"

"কুন্‌ড়ু যে কে তাই আমার অজানা।"

"ওহ্! তাই নাকি।" মার্গারেট সাশ্চর্যে বলল। 'তবে যে শুনলুম কুন্‌ড়ু তোমাকে পাঠিয়েছে। ঠিক শুনেছি তো?"

"শুনেছ ঠিকই। কিন্তু আমিও জানিনে কেন তার নাম আমার নামের সঙ্গে জড়িত হলো।"

"তবে তুমি ঢুকলে কী করে, কোন সাঙ্কেতিক শব্দ বলে?"

"ঢুকতে হলে সাঙ্কেতিক শব্দ বলতে হয় বুঝি? আমি তো জানতুম না অত। আমার ভাগ্য বলতে হবে।"

"তুমি আমাকে অবাক করলে, সেন। তুমি কি সত্যি চর না কুন্‌ড়ুর বন্ধু?"

"মার্গারেট," বাদল ব্যাকুল ভাবে বলল, "আমাকে বিশ্বাস কর। আমি দুটোর কোনোটাই নই। তুমি যেদিন থেকে আশ্রম ছেড়েছ সেই দিন থেকে তোমাকে আমি খুঁজছি। কোনো দরকার আছে বলে নয়, এমনি। আজ দৈবক্রমে তোমাকে দেখলুম লেটনস্টোন রোডে। তোমার অনুসরণ করলুম, কিন্তু তোমার সঙ্গে অন্য লোক ছিল বলে ডাকতে ইতস্তত করলুম। চলতে চলতে এত দূর এসে পড়লুম যে তারপর ফিরে যেতে পা সরল না। তুমি যখন বেসমেণ্টে নামলে তখন ফিরব কি না ভাবছি এমন সময় কারিন নামে সেই যে মেয়েটি—"

"ইউ মীন ডালগ্রেন?"

"কী জানি বাপু, কেন যে তোমরা সারনেম ধরে ডাক।"

মার্গারেট মুচকি হাসল। "বুঝেছি। মেয়েটা বোকা। কুন্‌ড়ুর মতো গায়ের রং, তাই ঠাউরেছে কুন্‌ড়ুর বন্ধু।"

গায়ের রংএর উল্লেখে বাদল বিশেষ পুলকিত হলো না। মার্গারেট বলল, "অথচ তুমি বলছ তুমি কুন্‌ড়ুকে চেনই না।"

"না। কোনো কালেই না।"

"ওয়েল। হি ইজ এ ফানি চ্যাপ। আমাকে সেদিন একা পেয়ে কী বলেছে জান? বলেছে, এক্‌স্‌কিউজ মি. মিস। উইল ইউ ম্যারি মি?"

"য়াঁ! তা হলে তুমি ওকে বিয়ে করছ বল।"

"মোটেই না। আমি একটি ঠোনা মেরে বললুম, কমিউনিস্টরা বিয়ে করে না। বিয়ে যারা করে তারা বুর্জোয়া।"

বিয়ের কথায় বাদল যত না বিস্মিত হয়েছিল মার্গারেট কমিউনিস্ট শুনে তার দু'শো গুণ হলো। য্যাঁ! কমিউনিস্ট! তার মানে বোলশেবিক। ওরে বাপ রে! তার চেয়ে বললে পারত হিপোপটেমাস।

"কম্ কম্ কমিউনিস্ট কে? তুমি?"

"নই তো কী?"

"মাইরি?"

"সে কী সেন! তুমি তবে কী দেখলে ওখানে? ওটা কি তোমার সেণ্ট ফ্রান্সিসের গির্জা? উপাসনা করতে দেখলে আমাদের?"

বাদল তো হতভম্ব। বাপ রে! কমউনিস্টদের গর্ত! সাপের গর্ত থেকে জান নিয়ে ফিরেছে। মার্গারেটও সাপ। তার পা জোরে জোরে পড়ল তার অজ্ঞাতসারে।

"ও কী! পালাও কোথায়!" মার্গারেট খিল খিল করে হেসে উঠল।

"না। পালাব কেন?" বাদল লজ্জিত হয়ে বলল। "আমার ভাববার ধরণই ওই। যখন জোরে ভাবি তখন জোরে পায়চারি করি।"

"কী ভাবছ শুনতে চাইলে বেয়াদবি হবে?"

"না। না। ভাবছিলুম তোমার মতো মেয়ে আমাদের আশ্রমের মুকুটমণি। তুমি কিনা অবশেষে কমিউনিস্ট হলে।"

মার্গারেট রহস্য করে বলল, "তাই তো, তোমরা স্বর্গে গিয়ে দেখবে আমি সেখানে নেই, কী আফসোস।"

চলতে চলতে বাদল জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, জানতে পারি তুমি আশ্রম ছাড়লে কেন? তখন তো তুমি কমিউনিস্ট ছিলে না।"

"সেইখানেই হলুম।" মার্গারেট বাদলকে চমকে দিল। "তুমিও একদিন হবে, যদি ভিতরের খবর জানতে পাও।"

"য়াঁ! · বল, বল, কী জান?"

"কী বলব? তুমিই আবিষ্কার করতে চেষ্টা কর।" বাদলের মুখ শুকিয়ে গেল দেখে মার্গারেট হেসে বলল, "আচ্ছা, বলছি। লুকিয়ে রেখে আমার স্বার্থ নেই, বরং প্রচারে আমার দল বাড়বে।"

সে যা বলল তার সারাংশ এই যে গোয়েনের পিতা মেয়ের নামে অনেক টাকার শেয়ার কিনে তার আশ্রমে দান করেছেন। তারই ডিভিডেণ্ড আশ্রমের মূল অবলম্বন। অথচ সে কিসের শেয়ার, জান? আর্মামেণ্টের। যুদ্ধোপকরণের।

"কিসের? আর্মামেণ্টের?" বাদল সেইখানে থ হয়ে দাঁড়াল।

"হাঁ, ভ্রাতঃ। যাতে মানুষের প্রাণ যায়, অঙ্গ যায়, ইন্দ্রিয় যায়, মানুষ অকথ্য যন্ত্রণা পেয়ে তিলে তিলে মরে, কিংবা এক নিঃশ্বাসেও মরতে পারে, সেই সব অস্ত্র। অসম্ভব দামী। অথচ অসম্ভব কাটতি।"

বাদল অস্ফুট স্বরে বলল, "হা ভগবান!"

৫

কোথায় ফিরতে রাত হয়েছে বলে সাফাই দেবে, না উল্টো গোয়েনকে জেরা করেছে বাদল। "গোয়েন, এ কি সত্য?"

"কী সত্য, বাদল?"

"আশ্রমের মূলে আর্মামেণ্টের শেয়ার।"

গোয়েন স্তম্ভিত হলেন, কিন্তু তাঁর অসাধারণ গুণ স্তম্ভিত হলেও ধৈর্য হারান না। সম্পূর্ণ আত্মস্থ ভাবে বললেন, "সত্য।"

"কী!" বাদল উত্তেজিত স্বরে বলল, "সত্য!"

"হাঁ, বাদল।"

বাদল দুই হাতে মাথা চেপে বলল, "এ কি ভালো?"

"মন্দের ভালো।"

বাদল বিশ্বাস করল না। ঘাড় নাড়ল। চোখ বুজে বলল, "বোঝাও আমাকে।"

গোয়েন তার দশা দেখে মমতার সহিত বললেন, "আজ ঘুমোতে যাও, কাল বলব।"

"তুমি কি ভেবেছ," বাদল দীপ্ত কণ্ঠে বলল, "আজ আমার ঘুম হবে? যদি তোমার নিজের ঘুম পেয়ে থাকে তবে থাক, কিন্তু আজ আমার চক্ষে ঘুম নেই, গোয়েন।"

গোয়েন বাদলকে চিনতেন। তাকে বোঝালেন, "আর্মামেন্টের শেয়ার আমরা না কিনলে অন্য কেউ কিনত। অথচ আমরা যেমন সদ্ব্যয় করছি অন্য কেউ হয়তো তেমন করত না।"

"অস্ত্যার্থ," বাদল রূঢ়ভাবে বলল, "উদ্দেশ্য মহৎ হলে উপায়ের সাত খুন মাফ।" ঘৃণার সহিত বলল, "ডাকাতও দাবী করতে পারে সে না করলে অন্যে ডাকাতী করত, অথচ সে যেমন বিলিয়ে দেয় অন্যে তেমন করে না।"

ওটা উপমাহিসাবে অচল। এত অচল যে বাদল ও কথা বোঝে। গোয়েন ওর পাল্টা শোনাতে অবজ্ঞা বোধ করলেন। কিন্তু ওর পিছনের যুক্তি তাঁর জবাবদিহির অপেক্ষা রাখে। উদ্দেশ্য মহৎ হলে উপায়ের কি সাত খুন মাফ?

"না, বাদল। এ কথা আমি বলব না যে উদ্দেশ্য মহৎ হলে মন্দ উপায়ও মহৎ। আমি বলব নিরুপায়ের চেয়ে মন্দ উপায় ভালো যদি তার দ্বারা মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ভেবে দেখ। আশ্রম যদি চালাতে হয় তবে টাকার দরকার হবে। ও টাকা যারা দেবে তারা ও টাকার অধিকারী হয়েছে যত রকম উপায়ে

কোনোটাই বিশ্লেষণ করলে সাধু উপায় নয়। সকলের টাকাই ময়লা টাকা, এমন কি চাষার টাকাও। সাধুসন্তেরা টাকার উপর থাপ্পা কেন? কারণ ও জিনিস যার হাত দিয়েই আসুক না কেন ও জিনিস দূষিত।"

"তাই যদি হয়," বাদল তীব্র স্বরে বলল, "আশ্রম তুলে দাও। ময়লার সার গাছপালার পক্ষে ভালো, কিন্তু আমরা মানুষ। মূলে ও জিনিস ঢাললে আমাদের বৃদ্ধি হবে না।"

"আহা, আমরা কি ওর উপর চিরকাল নির্ভর করতে যাচ্ছি? আমরা প্রত্যাশা করি এই জীবনেই আমরা এত উন্নত স্তরে উন্নীত হব যে আমাদের আকর্ষণে জনসাধারণও উন্নমিত হবে। হিউম্যান নেচার যদি বদলায় তবে শুঁড়ি মদ বেচবে না, কসাই পশু কাটবে না, চোর চুরি করবে না, উকীল ওকালতী করবে না, জমিদার খাজনা নেবে না, মহাজন সুদ নেবে না, ফৌজ লড়াই করবে না, কারখানা হাতিয়ার গড়বে না। আর্মামেণ্টের মুনাফার টাকায় আর্মামেণ্টকেই ধ্বংস করতে চাই, সেইজন্যে আমাদের আশ্রমের সৃষ্টি ও স্থিতি। অসময়ে এর বিলয় হলে কি আর্মামেণ্টের বিলয় হবে, বাদল! কে আমাদের মতো ওকে গোড়া ঘেঁষে ছাঁটতে পণ করেছে? ডিসার্মামেণ্টের জল্পনার দ্বারা ও রক্তবীজ নির্বংশ হবে না, যদি হয়তো হবে আমাদেরই তপোবলে।"

বাদলের মন মানল না। অথচ সে জবাব খুঁজে পেলো না। উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলল, "আমার মাথা খারাপ হয়েছে, গোয়েন। বুঝতে পারছিনে কিসে মঙ্গল। যাই, আমার পায়ে ঘোরতর ব্যথা, বিষম হেঁটেছি।"

গোয়েন বললেন, "যার জীবন নিবেদিত তার কিসের ভাবনা!"

ভগবানে আত্মসমর্পণ কোরো, তাঁর বোঝা তিনি বইবেন। ভালো ঘুম হোক।"

এর পর আশ্রমে বাদলের একেবারেই মন লাগল না। তা আঁচতে পেরে গোয়েন তাকে আর বেরুতে দিলেন না, তাকে নজরবন্দী করলেন। বললেন, "নিজের বলতে আমাদের কিছু নেই, আমরা নিঃস্ব। আমাদের সম্পত্তির বাসনা নেই, আমরা নিঃস্পৃহ। যাদের মধ্যে বাস করছি, যাদের জন্যে কাজ করছি তারা যদি আশ্রমের সব খরচ জোগাতে পারত তবে কি আমি আর্মামেণ্টের শেয়ার রাখতুম? কী করি বল। আমারও কেমন কেমন লাগে, কিন্তু ও ছাড়া উপায় নেই।"

"কিন্তু গোয়েন," বাদল বলল, "তোমার প্রত্যাশা যদি সফল হয়ও, যদি আমরা হই ও আমাদের আকর্ষণে সকলে হয় সাধুসন্ত, তবু সমাজের গড়ন তো বদলাবে না। সমাজের বিন্যাস যদি এইরকম থাকে তবে ডাকহরকরা সেণ্ট ফ্রান্সিস বনলে ডাক বিভাগের ও কয়লাওয়ালা সেণ্ট জর্জ বনলে কয়লার আড়তের ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আধুনিক সমাজব্যবস্থা এমন জটিল যে চা বাগানের শেয়ার ভালো হাতে পড়লেও চা বাগানের কুলীর শোষণ বন্ধ হয় না। কী করে হবে? ডিভিডেণ্ড না পেলে ভালো মানুষও শেয়ার বেচে ফেলে, অথচ ও জিনিস কুলীকে বঞ্চিত না করে হয় না। বাছুরকে বঞ্চিত করে আমরা দুধ খাই, মৌমাছিকে বঞ্চিত করে খাই মধু। তেমনি কুলীচাকের মধু হচ্ছে ডিভিডেণ্ড। যারা ও জিনিস খায় তারা ভালো হলে মৌমাছির কোনো সান্ত্বনা নেই। সুতরাং তোমার সাধুসন্তদের জন্যে অপেক্ষা করা অসমীচীন।"

"সমাজের গড়ন আপনি বদলাবে যদি মানুষের স্বভাব বদলায়।"

"অনুগ্রহ করে বল দেখি বদলানোর পর কেমন ধারা হবে।"

"তা অত আগে ভেবে ফল কী! যখন হবে তখন হবে। এই জেনো যে শুঁড়ি আর মদ বেচবে না, কসাই আর পশু কাটবে না—"

"উকিল আর ফী নেবে না। ইত্যাদি। কিন্তু ব্যাঙ্ক শেয়ার মার্কেট আমদানি রপ্তানি কয়লার খনি রবারের বাগান গমের ক্ষেত ডিমের জোগান এ সবের কী হবে?"

"সর্বত্র সাধুলোক থাকবে। গমের চাষীও সাধু, চালানদারও সাধু, পাইকার খুচরাদার খরিদ্দারও সাধু। চাষীর যদি বাস্তবিক চড়া দরের দরকার থাকে তবে চালানদার কি এত হৃদয়হীন হবে যে ঐ দর দিতে নারাজ হবে, চালানদারের যদি বাস্তবিক ঘাটতি ঘটে তবে পাইকার কি এত হৃদয়হীন হবে যে—"

"বুঝেছি।" বাদল অসহিষ্ণু ভাবে বলল, "কিন্তু আধুনিক ব্যবসা অত সরল নয়। গমের সঙ্গে ধান, ধানের সঙ্গে লোহা, লোহার সঙ্গে তেল, তেলের সঙ্গে রেশম এমন জট পাকিয়েছে যে এক রাষ্ট্র ব্যতীত কারো সাধ্য নেই দর নিয়ন্ত্রণ করে। আর রাষ্ট্রেরও সাধ্য সসীম, কেননা ক্রয়বিক্রয় পৃথিবী জুড়ে চলেছে ও কোনো রাষ্ট্রই পৃথিবীর সমান নয়।"

"সবই ঠিক হয়ে যাবে, বাদল। তবে সময় লাগবে, তা স্বীকার করি।"

বাদলের মনে হলো গোয়েন একটি আস্ত উট্‌পাখী। ভক্তি অনেকখানি কমল। শেয়ার ও ডিভিডেণ্ড তাকে অর্থমনস্ক করেছিল, তায় ধর্মমনস্কতা অবসর নিয়েছিল। "গোয়েন," বাদল জেরা করল, "ব্যক্তিগত ভাবে আমরা নিঃস্ব বটে, কিন্তু আমাদের আশ্রম নিঃস্ব নয়। এর সম্পত্তি আছে ও থাকবে, না থাকলে এর অস্তিত্ব

থাকবে না। সম্পত্তির আবশ্যক থাকলে সম্পত্তিঘটিত সামাজিক ব্যবস্থার আবশ্যক থাকে। সে ব্যবস্থা অধুনা যেমন আছে চিরকাল তেমনি থাকবে, না তার পরিবর্তনের পূর্বাভাষ আছে তোমার ধ্যানে ?"

"ঐ যে বললুম হৃদয়ের পরিবর্তন হবে।"

"তা হলে এই ব্যবস্থাই বাহাল থাকবে, কেবল এর অন্তরালে যে হৃদয় রয়েছে তারই হবে বদল ?"

"হৃদয়ের পরিবর্তন হলে অস্থিমাংসপেশীশিরাপ্রশিরার পরিবর্তন বাহুল্য। আর হৃদয়ের পরিবর্তন না হলে ঐ সকল পরিবর্তন অবান্তর।"

"তা হলে তুমি ধরে নিচ্ছ মূলধন মুনাফা শেয়ার ডিভিডেণ্ড সাধুসন্তদের সমাজেও বাহুল্যরূপে বিদ্যমান থাকবে ? .. হুঁ! এই তোমার নূতন জগৎ নবীন সভ্যতা ? .. আচ্ছা !"

৬

শেয়ারের উপর নির্ভর করলে এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয়, সাধুতা সত্ত্বেও। আমরা যে আজ আধ্যাত্মিক গৌরীশঙ্কর অভিযান করছি এর জন্যে কাফ্রি খাটছে রবারের বাগানে, ইরানী খাটছে তেলের খনিতে, মার্কিন খাটছে মোটরের কারখানায়, চীনা খাটছে ধানের ক্ষেতে, কেউ পাচ্ছে না ন্যায্য মজুরি, মুনাফা টানছি আমরা ও অন্যান্য শেয়ারওয়ালার সঙ্গে যোগ দিয়ে। আমরাও অন্যান্যদের মতো ক্যাপিটালিস্ট, মূলধনের উপস্বত্বজীবী। অন্যান্যদের থেকে আমাদের পার্থক্য আমাদের চরিত্রে, আমাদের লক্ষ্যে। উপস্থিত তার দ্বারা কাফ্রী ইরানী চীনা মালয়ের পাওনা মিটছে না, এর কারণ অপরের উপর আমাদের প্রভাব নেই। কিন্তু যেদিন আমরা সিদ্ধার্থ হব,

বোধি লাভ করব, সেদিন কি অন্যান্য শেয়ারওয়ালাদের দীক্ষিত করতে পারব? যদি পারি, যদি শেয়ারের মুনাফা শ্রমিক পায়, তবে কি একটা মস্ত আবর্ত্তন ঘটবে না? মূলধন কি ব্যক্তি কিংবা আশ্রমের হাতে থাকবে? কী করে থাকবে? যার ডিভিডেণ্ড নেই, সুদ নেই, ক্রয়বিক্রয় নেই তা কি মূলধন? তা কি কেউ হাতে রাখতে চায়? তখন আমরা খাব কী? আমরাও কি শ্রমিক হব? শুধু শ্রমিক হলে তো চলবে না, সেই শ্রম করতে হবে যার চাহিদা আছে। তার জন্যে পরিচালনা প্রয়োজন, পরিচালনের ভার ঐককেন্দ্রিক হওয়া প্রশস্ত। তা হলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বহুগুণিত হয়, রাষ্ট্র পরিণত হয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। ঈদৃশ একচ্ছত্র প্রভুত্ব পৃথিবীর ইতিহাসে সীজার বা আলেকজাণ্ডার আকবর বা নেপোলিয়ন কল্পনাও করেননি। রাষ্ট্রকে অর্থের কাণ্ডারী করলে অর্থোৎপাদনের অজুহাতে সে যে একে একে সব স্বাধীনতা কেড়ে নেবে ব্যক্তির। সাধুসন্ত হয়ে আমার সুরাহা কী?

দুঃস্বপ্নে দুঃস্বপ্নে বাদলের চেতনা আচ্ছন্ন হলো। পৃথিবী কোন দিকে চলেছে? একদা বহুসংখ্যক দাস ও স্বল্পসংখ্যক স্বাধীন মানুষ ছিল, দাসের শ্রমের উপস্বত্বে স্বাধীন মানুষ সভ্যতা রচল। প্রাচীন গ্রীসের সেই ব্যবস্থা আধুনিক ইউরোপেও অন্য নামে প্রচলিত। বহুসংখ্যক ওয়েজ স্লেভ বা অন্নদাস ও স্বল্পসংখ্যক ক্যাপিটালিস্ট বা স্বাধীনবিত্ত আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি ও চূড়া। এই ব্যবস্থা পীড়াদায়ক হলেও এর দ্বারা অন্তত স্বল্পসংখ্যকের স্বাধীনতাবিধান হচ্ছে। ভাবী ব্যবস্থায় তারাও যে পরাধীনের সামিল হবে।

বিভীষিকা। বিভীষিকা। সাধুতার পুরস্কার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত জীবন। টলস্টয়বাদের পরিণতি স্টালিনবাদ।

মার্গারেটের সঙ্গে লুকিয়ে সাক্ষাৎ করলে মার্গারেট বলল, "এত দিনে চোখ ফুটেছে তোমার। কিন্তু কমিউনিজম্ তোমার চক্ষুশূল কেন?"

"তা জিজ্ঞাসা করছ!" বাদল আশ্চর্য হয়ে বলল, "ও যে ব্যক্তিতন্ত্রতার বিপরীত।"

"আর তোমার আশ্রমের শিক্ষা?" মার্গারেট টিটকারী দিল। "নিজের ব্যক্তিসীমানার থেকে ব্যক্তিকে তাড়িয়ে তার স্থলে ভগবানকে ভর্তি করা—দৈনন্দিন জীবনে প্রাইভেসীর লেশ না রাখা—একে তুমি ব্যক্তিতন্ত্রতা বল!"

"আহা, ও হলো অন্য জিনিস।" বাদল আমতা আমতা করল।

"বাজে বকছ। অন্য জিনিস নয়। তোমাদের আশ্রমই আমাকে কমিউনিজমের রাস্তা চিনিয়েছে। তোমরাও প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট। আমার বিশ্বাস টলস্টয়ও তাই ছিলেন। তিনি যে ব্যক্তিতান্ত্রিক ছিলেন বলে রাষ্ট্রের থেকে শত হস্ত দূরে সরেছিলেন তা নয়, তিনি রাষ্ট্র করায়ত্ত করবার কোনো উপায় না দেখে রাষ্ট্রেতর সংস্থা সন্ধান করেছিলেন।"

মার্গারেটকে দেখে মনে হয় সে স্থিতি লাভ করেছে। মানসিক প্রসাদ তাকে কান্তি দিয়েছে, দ্বন্দ্বের অবসান তাকে পুষ্টি দিয়েছে। বাদলের মতো সে শীর্ণ শুষ্ক জর্জর নয়।

"কিন্তু শ্রেণী সংগ্রাম—"

"ওর মধ্যে একটু কথা আছে," মার্গারেট গম্ভীরভাবে বলল। তার মুখে লজ্জার রক্তিমা। যেন আন্তরিক সমর্থন নেই। "তুমিও মান যে পৃথিবীতে মানুষের থেকে মানুষকে ভিন্ন করেছে বিভিন্ন স্বার্থ। তুমিও চাও যে স্বার্থপরতার অন্ত হোক। অথচ স্বার্থবোধ দূর হলে

সকলে মিলে একটা পিণ্ড পাকায় ও সেই পিণ্ডের নাম দেওয়া যেতে পারে অখণ্ড অবিভাজ্য রাষ্ট্র।"

"সেই তো আমার ভয়। আমরা যদি সবাই সন্ত বনি তবে বিভেদের অভাবে পিণ্ডাকার হয়ে রাষ্ট্রের পায়ের ফুটবল হব।"

"সে ভয় অলীক। পিণ্ডাকার হলেই ফুটবল হয় না। কিন্তু ও কথা রাখ। বলছিলুম যে পিণ্ড পাকায় তারাই যারা স্বার্থ ছাড়তে পারে। এবং তা পারে কেবল শ্রমিকের দল। স্বাধীনবিত্তেরা স্বার্থের অনুরোধে স্বতন্ত্র হয়ে থাকবেই, কেবল শ্রমিকদের থেকে নয়, পরস্পরের থেকেও। কাজেই স্বাধীনবিত্তদের অঙ্গীভূত করলে রাষ্ট্র দুর্বল হয়। যা হজম করতে পারব না তাকে পথ্য থেকে বাদ দেওয়া তো শ্রেণীসংগ্রাম নয়, তা আত্মরক্ষা। একে শ্রেণীসংগ্রাম বলতে শোনা যায় বটে, কিন্তু আসলে এটা হলো স্বার্থের সঙ্গে নিঃস্বার্থতার গরমিল। কমিউনিজম্ সাধ করে গরমিল ডেকে আনবে কেন।"

বাদল বলল, "তোমার সঙ্গে আমার ভাষার ঐক্য নেই। তুমি যা বলছ তা আমার পক্ষে গ্রীক। আমি যা আশঙ্কা করি বলে আজ আশ্রম থেকে পালিয়ে এসেছি তুমি ঠিক সেই বিভীষিকায় আস্থাবান। আমি বলি নিঃস্বার্থতা মন্দ, যেহেতু তার পরিণাম রাষ্ট্রের একাধিপত্য। তুমি বল নিঃস্বার্থতা ভালো, যেহেতু তার পরিণাম রাষ্ট্রের একাধিপত্য। তুমি স্বার্থপরদের স্থান দিতে নারাজ, আর আমি বলি রাষ্ট্রে স্বার্থের স্থান না থাকলে রাষ্ট্র স্বৈরাচারী হয়। আমি বরং ভাবি কী করে দাসদলের স্বার্থ আরো স্থান জুড়তে পারে, কিসে তারা আরো অধিক স্বার্থপর হয়।"

"ও কী, সেন! আশ্রমিকের মুখে ও কী উক্তি!" মার্গারেট তামাশা করল।

"আশ্রমে অরুচি ধরেছে, বেকেট।" বাদল উদাস সুরে বলল।

"যদি," মার্গারেট প্রস্তাব তুলল, "অভিরুচি হয় আমাদের আড্ডায় আসতে চেষ্টা কোরো।"

আবার গোয়েনের সঙ্গে তর্ক। এবার বাদল বলল, "গোয়েন, তুমি তো ব্যক্তিকে বল সম্পত্তি উৎসর্গ করতে। সকলে যদি তাই করে তবে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করবে কে? কোনো সঙ্ঘ?"

"হাঁ, সঙ্ঘ। কিম্বা কোনো মহানুভব ন্যাসী।"

"তা হলে তুমি কমিউনিস্ট?"

"তা কখন বললুম?" গোয়েন সত্যই বিস্মিত হলেন।

"কমিউনিজম্ সেই কথা বলে। প্রভেদ কেবল এই যে তোমার সঙ্ঘ সাধু সন্তের, ওদের সঙ্ঘ ইহসর্বস্ব নাস্তিকের। তোমার ন্যাসী মহানুভব, ওদের ন্যাসী মহাচতুর।"

গোয়েন চিন্তা করলেন।

বাদল আরো বলল, "জানি তুমি কী উত্তর দেবে। বলবে অন্তঃসার বিভিন্ন। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে সমাজের গড়ন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণ, শরীরের স্বাচ্ছন্দ্যবিধান উভয় ক্ষেত্রে এক। জল আছে কি মদ আছে তা যদি না ধর্তব্য হয় তবে পাত্রের আকার প্রকার অভিন্ন।"

"আমি তো তোমাকে বলেছি," গোয়েন যেন অন্তরের দিকে চাউনি ফেলে তদ্গতভাবে বললেন, "যখন হবে তখন হবে। এখন থেকে চুল চিরে ফল কী? মানুষ যদি অর্থাতীতের নাগাল পায় তবে অর্থ নিয়ে সে কী করবে না করবে তা তুচ্ছাদপি তুচ্ছ। ছেলেরা যখন স্কুল থেকে বাড়ী ফেরে তখন বইখাতা কোথায় ছোঁড়ে কোথায় রাখে খেয়াল থাকে না। হল্লা করে খায়, একে কাঁদায়, ওকে

ক্ষেপায়, খেলায় মাতে। পর দিন খোঁজ পড়ে কোথায় শ্লেট কোথায় পেনসিল। কোনোটা পায়, কোনোটা পায় না, আবার কিনে দিতে হয়। হাঙ্গাম বড় কম নয়। অথচ এই বিশৃঙ্খলা কেমন সুন্দর! কী আনন্দের! ঘড়ির কাঁটার মতো সমাজ চলবে, নিক্তির ওজনে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভাগ পাবে, আত্মার যাই হোক উদরটি আগে—ইস! এর নাম যদি কমিউনিজম্ হয় তবে মানুষ দু' দিনেই হাঁফিয়ে উঠবে, বাদল।"

বাদলের উভয়সঙ্কট। স্বভাবটা তার স্কুলের ছেলের মতো। গোয়েন তা জানতেন বলে সেই উপমা দিলেন। অথচ মন তার শৃঙ্খলার অনুরক্ত। তার চিন্তার কোথাও কিছু অস্পষ্ট থাকবে না, গোঁজামিল থাকবে না, অগোছাল থাকবে না। এই জন্যে একই বিষয় নিয়ে সে একশো বার তোলাপাড়া করে, কোনো সিদ্ধান্তেই সন্তোষ পায় না। এমন যে বাদল এর পক্ষে আশ্রম ছাড়াও কঠিন আশ্রমে টেকাও কঠিন। গড়িমসি করে বাদলের দিন কাটল। ইতিমধ্যে এলো বড়দিন। আশ্রমে উৎসব। বাদল প্রাণ খুলে নাচল, খেলো, গান ধরল। কিন্তু মুখ খুলল না।

৭

এক অদৃশ্য অন্তঃস্রোত বাদলকে আবার টেনে নিয়ে গেল সেই কমিউনিস্ট পাতালে। সেই দুর্বার আকর্ষণে ভয়ও ছিল, ছিল কৌতূহলও। যেন রূপকথার পাতালপুরীতে রাজপুত্র চলেছে।

"কী মিঞা, আপনি যে এখানে!"

বাদল ফিরে দেখল একটি ভারতীয় যুবক তার দিকে চেয়ে ধূর্তের মতো হাসছে। চিনতে পারল না, চেনার চেষ্টায় তাকিয়ে রইল।

"আমি কুণ্ডু। এক সঙ্গে বার ডিনার খেয়েছি, মনে পড়ে?"

বার ডিনার বাদলের মনে ছিল না। তবু ভদ্রতার খাতিরে মনে পড়ার ভাণ করতে হয়। "ওহ্। তাই নাকি?"

"আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে।" তারাপদ বাদলকে এক কোণে বসিয়ে বলল, "আপনিও কমিউনিস্ট, আমিও কমিউনিস্ট, আমরা দুটি কমরেড।"

তারা দুটিতে তাদের রঙের বাহার খুলে বসল। আমরা দুটি ভাই, শিবের গাজন গাই। তারাপদ বলল, "কমরেড, আপনি ইদানীং কোথায় আস্তানা গেড়েছেন?"

"সেণ্ট ফ্রান্সিস হলে।"

"সেখানে তো ঈশ্বর মানে। আপনি ঈশ্বর মানেন নাকি?"

বাদল 'হাঁ' বলল কি 'না' বলল তা পরিষ্কার শোনা গেল না তার নিজেরই কানে। দেখা গেল সে রেগে উঠেছে।

"ও সব বুজরুকি। ঈশ্বর বলে কোনো অবজেক্ট নেই, ওটা একটা আইডিয়া। যার পেট খালি তার কান্না ভোলাবার জন্যে একরকম আফিম। কেন যে আপনি ওখানে আছেন, ওই আফিমের আবহাওয়ায়!"

বাদল নিরুত্তর। তারাপদ বলে গেল, "আমিও সম্প্রতি একটি 'হল' স্থাপন করতে উদ্যত হয়েছি। সেণ্ট মার্কস্ হল, বলতে পারেন। কার্ল মার্কস আমাদের ঋষি। ফিন্স্‌বেরীতে একখানা বাড়ী ভাড়া করছি। যদি আপনার আগ্রহ থাকে—"

বাদলের আগ্রহ জন্মাল। "সেখানে কে কে থাকবেন?"

"আপাতত আপনি ও আমি। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য কমিউনিস্ট মনীষী। মাঝে মাঝে আমরা পার্টি দেব, পার্টিতে রুশ জার্মান হাঙ্গেরিয়ান

ফরাসী কমিউনিস্ট ধুরন্ধরদের ডাকব। বুর্জোয়াদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি আবশ্যক হয়ে উঠেছে, তাই আমি ওয়েস্ট এণ্ড থেকে বিদায় নিচ্ছি।"

ইতিমধ্যেই তারাপদ স্নেহময়ের ঘুঁষির ভয়ে তার বাসা ছেড়েছিল। যার সঙ্গে বাসা করেছিল সে আরো বড় লোক—জিন্নৎ খাঁ। কিন্তু অত সুখ তার কপালে সইল না। জিন্নৎ খাঁ হঠাৎ জরুরি তার পেয়ে দেশে ফিরল। এবার জনা চারেক গরীব মিলে একটা বাসা খাড়া করল বটে, কিন্তু তেমন জুৎ হলো না। বিরক্ত হয়ে তারাপদ স্থির করল কমিউনিস্ট হবে। যাদৃশী ভাবনা তাদৃশী সিদ্ধি। কমিউনিস্ট মহলে আনাগোনা করতে করতে তাদের বোলচাল আয়ত্ত হলো, এখন চাই একটি আখড়া।

"আপনার কানে কানে বলি, প্রকাশ করবেন না," তারাপদ বলল, "ফিন্‌স্‌বেরী কেন মনোনয়ন করলুম জানেন? ওখানকার বরা কাউন্সিলে ঢুকব। পার্লামেণ্টে ঢোকা অবশ্য অত সোজা নয়। নইলে এক বার ঢিল ছুঁড়ে দেখা যেত লাগে কি না লাগে।"

বাদল পার্লামেণ্টের নামে উন্মাদনা বোধ করল। তারও অভিলাষ ছিল পার্লামেণ্টে প্রবেশ করতে। সে তারাপদর সঙ্গে কথাবার্তায় মেতে গেল। তারাপদ বলল, "সাকলাৎওয়ালাকে এ যাত্রা জিতিয়ে দিতে হবে। এই বারটি। আর না। তারপর ওঁর জায়গায় কমরেড বাদল সেন এম-পি।"

পুলকে বাদলের রোমাঞ্চবোধ হল। বাদল সেন এম-পি। আহা, কবে এমন সুদিন হবে, বাদল সেন এম-পি হবে।

"হাঁ।" তারাপদ জোর দিয়ে বলল, "সাকলাৎওয়ালার সঙ্গে আমরা প্যাক্ট করব। এবার আমরা তাঁর জন্যে ভোট কুড়াব, পরের বার তিনি আপনার জন্যে জায়গা ছেড়ে দেবেন।"

"আমি কিন্তু," তারাপদ আরো বলল, "আপনার জন্যে স্বার্থত্যাগ করলুম, কমরেড সেন। আমার ফিন্‌সবেরীই যথেষ্ট। বরা কাউন্সিলে করবার রয়েছে অনেক। আমি যেখানে যাই সেখানে একটা দল গড়তে চাই। পার্লামেণ্টে দল গড়া আপাতত সম্ভবপর নয়। কিন্তু বরা কাউন্সিলে," তারাপদ মার্গারেটকে তার দিকে আসতে দেখে চাপা দেবার মতলবে বলল, "অন্য কথা।"

"বা। তোমরা দু-জনে এক টেরে বসে কী করছ? ষড়যন্ত্র? ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস করবে নাকি?"

"না, কমরেড।" তারাপদ উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল। "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অটুট থাকলেই আমাদের সুবিধা বেশি। এই ইংলণ্ড যে দিন কমিউনিস্ট হবে সাম্রাজ্যশুদ্ধ সে দিন কমিউনিস্ট হবে। তার আগে সাম্রাজ্য যদি ভেঙে যায় তবে ইংলণ্ড কমিউনিস্ট হলেও দক্ষিণ আফ্রিকা হবে না, ভারতবর্ষ হবে না। মনে কর মহাযুদ্ধের আগে তুর্কিস্থান যদি স্বাধীন হয়ে থাকত তবে কি রুশ বিপ্লবের ফলে সে দেশ কমিউনিস্ট হতো! অতএব," তারাপদ ঘোষণা করল, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কোনো অংশকেই স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয়। ভারতবর্ষকে তো নয়ই।" এই বলে টেবলের উপর এক চাপড়।

তার এই উৎকট মতবাদ ঘরের চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। কেউ বলল, "নেহাৎ ভুল বলেনি।" কেউ বলল, "বাড়াবাড়ি।" দু' একজন অবিশ্বাসভরে ঘাড় নাড়ল।

"কিন্তু আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি ভারতকে স্বাধীনতা দেব।" একজন ইংরেজ প্রতিবাদ করলেন।

"কোন ভারতকে?" তারাপদ ব্যঙ্গের সুরে বলল, "বেনিয়া ভারতকে? মাড়োয়ারী ভাটিয়াকে?" আঙুল উঠিয়ে, "ভোণ্ট।"

বাদল শুনে তাজ্জব বনেছিল। তার মুখ ফুটল না। তারাপদ যে সামান্য ব্যক্তি নয়, তার চিন্তাপ্রণালী যে মৌলিক, তার সঙ্গে বাসা করলে যে খাসা হয়, বাদল এই সব ভাবল।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হলো। দেশের প্রত্যেক মানুষ যদি ভালো হয় তবু দেশের অবস্থা আপনা আপনি ভালো হয় না। অবস্থা নির্ভর করে ব্যবস্থার উপর। মনে কর একটি দেশের প্রত্যেক পুরুষ অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত। কিন্তু সে দেশে না আছে সৈন্যদল, না আছে যুদ্ধকালে রসদের সরবরাহ, না আছে সংবাদ প্রেরণের বন্দোবস্ত। এমন দেশের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। শিখ রাজপুতের মতো বীরজাতিও ইংরেজের নিকট হটল, তার কারণ ইংরেজের ব্যবস্থা তাদের ব্যবস্থার চেয়ে বহু গুণ সুষ্ঠু।

ব্যবস্থায় পরিবর্তন না হলে ব্যক্তিগত পরিবর্তন অকেজো। প্রত্যেকের চরিত্র নিখুঁৎ হলেও যে ব্যবস্থা চলছে তার দোষে মানুষের অবস্থা শোধরাবে না। সুতরাং ব্যবস্থার পরিবর্তন ব্যক্তিগত পরিবর্তনের অগ্রে। তা যদি হয় তবে কমিউনিজম্ নামক ব্যবস্থার পরিচয় নিয়ে রাখা মন্দ কী ?

"আচ্ছা," বাদল তারাপদকে ভেবে জানাল, "আপনার সঙ্গে বাসা করতে আপত্তি নেই। তবে ঐ নামটা আমার না-পছন্দ।"

"নামটা," তারাপদ কৃতার্থ হয়ে বলল, "পাল্টে দেওয়া যাবে। কিন্তু আসছেন কবে তাই বলুন আগে। দেরী করলে অমন ভালো বাড়ী হাতছাড়া হয়।"

তারাপদ উপযুক্ত কাপ্তেনের অভাবে বড়ই কষ্টে বাস করছে। দেশ থেকে মামা যা পাঠান তা অকিঞ্চিৎকর। বাদলের বাবা ম্যাজিস্ট্রেট। ঝাড়লেই টাকা ঝরবে।

"কবে আসব আপনিই নির্ধারণ করুন।'

"নববর্ষের প্রথম দিবসে।"

"এত সত্বর!" দিন তিনেক বাকী। গোয়েনের সঙ্গে বিচ্ছেদের সামীপ্য বাদলকে আকুল করল।

"আঃ! ওদিকে যে জেনারল ইলেকশনের ভেরী বেজে উঠেছে। সামনের বছর জেনারল ইলেকশন। সাকলাৎওয়ালাকে জিতিয়ে না দিলে আপনারও ভবিষ্যৎ মাটি।"

তা শুনে বাদলের মনঃস্থির করতে বিলম্ব হলো না। পার্লামেণ্ট সম্বন্ধে তার বেশ একটু দুর্বলতা ছিল। অবশ্য লিবারল দলের ভোট পেয়ে পার্লামেণ্ট গেলে সে খুশি হতো। কিন্তু লিবারল দলের কল্পনায় বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। তারা মৌল পরিবর্তন চায় না। চায় শাখাপ্রশাখার ছেদন বিবর্ধন। তাই লিবারল দলের উপর থেকে তার আস্থা টলেছিল ও তাদের অনুসারক লেবার দলের উপর থেকেও।

৮

বিদায় নিতে চাই এই সোজা কথাটা গোয়েনের কাছে বলতে বাদল বার বার ঘোরাঘুরি করল। "কী বাদল, কিছু বলতে চাও?" এর উত্তরে ঢোক গিলে বলল, "হাঁ, গোয়েন।" কিন্তু অন্য কথা পাড়ল। "বলছিলুম..."

"বল।"

"আশ্রমের জীবন তো আমাদের ব্যক্তিগত ম্যাডভেঞ্চার। তা যতই মহৎ হোক না কেন তার মধ্যে নব ব্যবস্থার ইঙ্গিত নেই। মানুষ

ভালো হলে কী হবে, ব্যবস্থা ভালো না হলে দুঃখ অনিবার্য। পৃথিবীতে ভালো মানুষের অপ্রতুল নেই, ভালো ব্যবস্থারই অভাব।"

গোয়েন মৃদু হেসে বললেন, "এই কথা!" তারপর, "মাই ডিয়ার বাদল, ব্যবস্থা যেমনই হোক তা বাস্তবিক খুব নতুন হতে পারেই না, যাকে নতুন বলা হয় তা উনিশের জায়গায় বিশ। তোমার বয়স কম, পৃথিবীর বয়স অনেক। কত শত ব্যবস্থারই পরীক্ষা হয়েছে তার উপর। আরো কত হবে। যারা পরীক্ষার্থী তারা করুক, কিন্তু আমরা কেন করব? আমরা কি জানিনে যে ব্যবস্থার উনিশ বিশ বাস্তবিক কোনো পরিবর্তন নয়?"

বাদল স্বীকার করল না। বলল, "উনিশ বিশ কেন? উনিশ পঞ্চাশ। ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব।"

গোয়েন এমন সুমধুর হাসলেন যেন ছোট ছেলের মুখে পাকা তত্ত্ব কথা শুনলেন। "সত্যি?"

"কেন নয়? তুমি মানুষের স্বভাবশুদ্ধ টান মেরে উপড়ে ফেলবার আশা রাখ, রোপণ করতে চাও নতুন স্বভাব। তা যদি সম্ভব হয়, গোয়েন, তবে ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন কেন হবে না? তুমি উনিশ থেকে উনিশ হাজার ফুট লাফ দেবার জন্যে তৈরি হতে পার। কেউ যদি উনিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট লাফাবার চেষ্টা করে তুমি কেন তাকে—তাকে—"

"সাধুবাদ দেব। কিন্তু পঞ্চাশ ফুটও তেমন বেশি নয়।"

"না, বেশি নয়। তবু তার দ্বারা মানুষের দুঃখ যতটুকু যায় ততটুকু মঙ্গল। আর সেও অন্তিম নয়। তারপর আরো লাফ দেওয়া যাবে।"

"তুমি দেখছি লম্ফ ঝম্পে উৎসাহবান। মানুষ ও বানর এদের মধ্যে তফাৎ তা হলে কে কত দূর লাফাতে পারে?"

বাদল বানরের পক্ষ নিয়ে লড়াই করল। "তা ছাড়া আর কী। তকাৎটা ডিগ্রীর। নইলে বানরের স্বভাবে এমন কোনো দোষ নেই যা মানুষের স্বভাবে নেই। আর তুমি যদি মানুষের স্বভাব শোধরাতে পার তবে তোমার সেইখানে ক্ষান্তি দিলে চলবে না, বানরেরও স্বভাব শোধরাতে হবে, হাতীরও, সাপেরও, কীটেরও, ব্যাসিলিরও। নইলে মানুষকে এ পৃথিবীতে মানাবে কেন আর পৃথিবীই বা এ বৈষম্য মানবে কেন?"

এর পর গোয়েন বাদলকে ঠাণ্ডা করবার উপায় খুঁজলেন। বাদল কিন্তু গরম হয়ে রইল। "স্বভাব শোধরানো? স্বভাব শোধরানো একটা বাগাড়ম্বর। চাইনে বাগাড়ম্বর। চাই উপস্থিত কিছু দুঃখ দূর করতে। বুঝলে, গোয়েন? দুঃখের উপর যদি মঙ্গল নির্ভর করে তবে চাইনে মঙ্গল। চাই দুঃখের নিরসন।"

"আমিও। কিন্তু দুঃখের নিরসন দুঃখ বরণে।"

"ও সব হেঁয়ালি রাখ। ও সব আফিম। দুঃখের সঙ্গে আমার শত্রু সম্পর্ক। ওকে আমি ঘৃণা করি, অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। জানি ওর তুলনায় আমি ক্ষীণ। তবু ওকে আমি ভালোবাসব না, এত দিন ভালোবাসার প্রয়াস পেয়ে ভুল করেছি। আর শোন, ভগবান নেই।"

ক্ষিপ্ত বাদলকে আহারেও তৃপ্ত করা গেল না। সে জেদ ধরল আশ্রম ত্যাগ করবে। এত দিন ভিতরে ভিতরে সে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। উপরশান্ত আগ্নেয়গিরির মতো। এবার তার লাভা প্রবাহ দুর্বার বেগে উত্থিত হলো। যেমন তাতে তাপ তেমনি তাতে জ্বালা।

"অহঙ্কার। অহঙ্কার থাকলেই বা কী গেলেই বা কী!" সে গোয়েনকে লাভা প্রবাহে প্লাবিত করল। "মজুরির হার বাড়বে না,

মেহনতের চাপ কমবে না। রুচি অনুসারে কাজ জুটবে না। চাহিদাকে যোগান ও যোগানকে চাহিদা ছাপিয়ে যেতে থাকবে। যার বেশি আছে সে বেশি সঞ্চয় করবে। যার বেশি সঞ্চয় সে গোলাবারুদের শেয়ার কিনবে। তুমি নিরহঙ্কার বলে তোমার টাকায় মানুষের জীবন কম বিপন্ন নয় আজ। কাল যদি মানুষ বেঁচে বর্তে থাকে তবে কালকের নিরহঙ্কারদের টাকা তাকে নিশ্চিহ্ন করতেও পারে।"

গোয়েন এমন দৃষ্টিতে তাকালেন যেন বাদল প্রলাপ বকছে। তার উত্তরে বাদলের লাঞ্ছা নিষ্ঠুর তাণ্ডবে আকাশ মথিত করিল।

"চাইনে আত্মা, চাই আইন। চাইনে সিদ্ধি, চাই ব্যবস্থা। চাইনে ভাবী, চাই বর্তমান।" বাদল উন্মত্তের মতো গর্জন করল. "চাইনে দুঃখ, চাই সুখ।"

সেই রাত্রেই বাদল বিদায় নিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার মনে পড়ল কুণ্ডুকে বলেছে পয়লা তারিখের আগে আসতে পারবে না। কাজেই শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবল।

পরদিন গোয়েন তাকে ধরা দিলেন না, তার নাগালের বাইরে চললেন। সে তখন পাগলা কুকুরের মতো যাকে সামনে পেলো তাকে কামড়াল।

"শোন, শোন ফ্যানি, একটা কথা শোন। তোমার কি বিশ্বাস আশ্রম মধ্যযুগে ছিল না, সাধনা মধ্যযুগে ছিল না? কেন তবে মানবের এ দশা?"

ফ্যানি বদন ব্যাদানপূর্বক পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।

"ও সিরিল, এস এ দিকে, শোন একটা কথা। চরিত্রের বিকৃতি যদি অতীতে ঘটে থাকে তবে কি ভবিষ্যতেও ঘটবে না? কী হবে সেই ঊর্ধ্বগতি যার ঊর্ধ্বে স্থিতি নেই?"

স্ফিংক্স্ যেমন লোকঠকানে প্রশ্ন করত, কেউ পারত না উত্তর দিতে, এও কতকটা তেমনি। সিরিল একবার বিস্ফারিত নেত্রে তাকাল, তারপর চরণযুগল হাঁকাল।

"আমাকে দেখতে এসেছেন? উৎফুল্ল হলুম। একটা জিজ্ঞাসা আছে। ধর্মপ্রবর্তকরা তো সরল করতে চান, তবু কেন সমাজ জটিল হয়ে ওঠে? সত্য যদি স্বপ্রকাশ তো এত সম্প্রদায় কী নিয়ে?"

দর্শনার্থীরা নিরাশ হয়। তাদের নিজেদেরই কত জিজ্ঞাসা, কিন্তু বাদল কি তাদের বলতে দেয়! আগে থেকে মুখ বেঁধে রাখে উদ্ভট প্রশ্ন তুলে। উত্তর না পেলে অধৈর্য হয়। তখন তার কাছে বসে থাকা ঝকমারি। অভ্যাগতরা সরে পড়ে। বাদল মর্মাহত হয়, বোঝে না যে সকলের নিকট সব প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা করা অন্যায়।

"ডাক আছে।" বাদলের নামে চিঠি। স্নেহের ভগিনী স্টেলা লিখেছে প্রিয়তম ভ্রাতা বাদলকে। স্টেলার অভিলাষ বাদল তার কুটীরে অতিথি হয়, তার বৃদ্ধ পিতারও সেই ইচ্ছা। কুটীরের অবস্থান দীর্ঘ ছিল। বাদলের যতদিন খুশি কাটাতে পারে। কবে ও কোন ট্রেনে আসছে জানলে স্টেলা অগ্রণী হয়ে ডরকিং অবধি যাবে।

মুক্তির স্বাদ পেয়ে বাদল বাঁচল। কুণ্ডুর বাসা যতদিন না তৈরি হয়েছে স্টেলার বাসা ততদিন তৈরি রয়েছে। সেখানে হয়তো আধ্যাত্মিকতার চর্চা আছে, তবু তা শখের আধ্যাত্মিকতা, আশ্রমের মতো পেশাদার নয়।

কোথাও যাবার প্রস্তাব উঠলে বাদল নাচতে শুরু করে দেয়। টাইম টেবল কই, ট্রেন ক'টায়? টেলিগ্রাম করতে হবে, জিনিস গুছাতে হবে, আরও কত কাজ। সবুর সয় না, সময় সংক্ষেপ।

"চললুম," বাদল খবর দিল জো ডিক্‌সনকে

"কবে ফিরবে ?"

"ফিরব না।"

"ফিরবে না ! সে কী হে !" জো ডিক্‌সন এমন স্বরে বলল যেন বাদল ভবনদীর ও পারে যাচ্ছে। "ইউ ডোণ্ট মীন ইট।"

"আই ডু। আশ্রমের সার্থকতায় আমি সম্প্রতি সন্দিহান হয়েছি। এখানকার জীবন এক প্রকার যাডভেঞ্চার। যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চ যদি চাইতুম তবে স্থিতিবান হতুম, কিন্তু আমার চাওয় অন্তরূপ। আমি চাই ব্যবস্থা।"

জো বেশি কথার মানুষ নয়। বেশি বকল না। নিঃশ্বাস ছেে বলল, "তবে তুমিও চললে।···বেচারি গোয়েন !"

গোয়েনের জন্যে বাদলের কান্না পেলো। বেচারি গোয়েন ! কিং কারুর জন্যে সে অপেক্ষা করে না। না স্ত্রীর জন্যে, না বন্ধুর জন্যে রাস্তায় পা দিয়ে আপন মনে বলল, "বা, বরফ পড়ছে যে। বরফের তে বেশ বরফ-বরফ গন্ধ !"

(১৯৩৫-৩৬